প্রকাশক
প্রবীরকুমার ভট্টাচার্য্য
মনোমোহন প্রকাশনী
৫৪/৮, কলেজ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশকাল
১৯৬০

প্রচ্ছদ : বরুণ ভট্টাচার্য্য
মুদ্রা ও মূর্ত্তি সমূহের আলোকচিত্র
শ্রীগোপাল দেবনাথ

মুদ্রাকর
প্রশান্তকুমার মণ্ডল
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

জোনাকি প্রেস
শিবব্রত ভট্টাচার্য্য
৭৯-এ, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

দাম—পঁয়ত্রিশ টাকা।

উৎসর্গ

যাঁহার উৎসাহে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছে

মাতৃভাষানুরাগী

বঙ্গসাহিত্যের অকৃত্রিম সুহৃদ্

বন্ধুবর

শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু'র

করকমলে

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

সূচীপত্র

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মুসলমান বিজয়ের পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালাদেশের একখানি ইতিহাস লিখিবার জন্য গত দশ বৎসর যাবৎ উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি। সংগৃহীত উপাদান অবলম্বনে যে ইতিহাসের কত কঙ্কাল যোজিত হইয়াছে তাহাই প্রকাশিত হইল। ইহার অবয়ব কখনও সম্পূর্ণ হইবে কিনা বলিতে পারি না। যে দেশে শিলালিপি, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা ও সাহিত্যে লিপিবদ্ধ জনপ্রবাদ ব্যতীত ইতিহাস রচনার অন্য কোন বিশ্বাসযোগ্য উপাদান আবিষ্কৃত হয় নাই, সে দেশে ইতিহাসের কঙ্কাল ব্যতীত অন্য কিছু আশা করা যাইতে পারে না।

বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। ভারতের ইতিহাসে দুইটি প্রকরণ আছে। প্রথম প্রকরণ উত্তরাপথের ইতিহাস; বাঙ্গালার ইতিহাস এই প্রকরণের একটি অধ্যায় মাত্র। সুতরাং বাঙ্গালার ইতিহাস রচনাকালে ভারতে ইতিহাসের সহিত যুগে যুগে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া গ্রন্থ রচনা করা উচিত। সে উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। প্রতি পরিচ্ছেদের শেষে বাঙ্গালার ইতিহাসের সহিত দুশ্ছেদ্য সম্বন্ধে জড়িত ভারতেতিহাসের অধ্যায়গুলির সারাংশ 'পরিশিষ্টে' সন্নিবেষ্ট হইয়াছে।

ঐতিহাসিকযুগে গৌড়, মগধ, অঙ্গ ও বঙ্গের ইতিহাস স্বতন্ত্র নহে। খৃষ্টাব্দের প্রথম ছয় শত বৎসর মগধের প্রাধান্য ছিল, এই সময়ে গৌড়-বঙ্গ কখনও কখনও স্বাতন্ত্র্য লাভ করিলেও তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। মুসলমান বিজয়ের অবশিষ্ট ছয় শত বৎসরের ইতিহাসে গৌড় ও বঙ্গের প্রাধান্যের ইতিহাস, এই সময়ে মগধ বা অঙ্গ কখনও দীর্ঘকাল স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় সমর্থ হয় নাই। এই কারণে বাঙ্গালার ইতিহাসে মগধ ও অঙ্গের ঐতিহাসিক তথ্যও আলোচিত হইয়াছে।

ভূ-বিদ্যাবিশারদের নিকটে বাঙ্গালাদেশের শৈশব এখনও অতিক্রান্ত হয় নাই। এই নূতন দেশে বহু প্রাচীন আদিম মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে, ইহা বোধ হয় কাহারও ধারণা ছিল না। ভূবিদ্যাবিদ্ শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত, সুহৃদ্দ্বয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ

অধ্যবসায়ের ফলস্বরূপ বাঙ্গালাদেশের প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইতিহাস সঙ্কলিত হইল। গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের আখ্যানবস্তুর সংগ্রহ ও তাহার সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য পূর্ব্বোক্ত ভূবিদ্যাবিদ্ পণ্ডিতদ্বয়ের নিকটে গ্রন্থাকার সম্পূর্ণরূপে ঋণী। শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন তদ্‌রচিত "কলিকাতা চিত্রশালার প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শনসমূহের তালিকা" নামক গ্রন্থ রচনাকালে গ্রন্থাকারের ব্যবহারের জন্য বাঙ্গালাদেশের প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের আয়ুধ সম্বন্ধে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিয়া দিয়াছিলেন, তদবলম্বনে প্রথম অধ্যায় রচিত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিমমানব সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ এবং প্রথম অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়া দিয়াছেন।

উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে আর্য্যজাতির উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালা-দেশের কিরূপ অবস্থা ছিল, গ্রন্থের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাহা নির্ণয় করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সম্বন্ধে যে সকল প্রমাণ পাওয়া যায় তাহা সম্পূর্ণ হবার নহে, তাহা প্রমাণাভাস মাত্র। "বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্য্যবিজয়" সম্বন্ধে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা এখনও বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অবলম্বিত রচনায় তুল্যাসন পাইবার যোগ্য হয় নাই; কিন্তু এই তমসাচ্ছন্ন ইতিহাস পর্য্যালোচনায় প্রমাণাভাস সংগ্রহ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। নূতন আবিষ্কারের আলোকে প্রাচীন ইতিহাসের অন্ধকার দিন দিন দূরীভূত হইতেছে। মধ্যপ্রদেশে আবিষ্কৃত বারিরুদ্ধীর শিল, দ্রাবিড়-জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে অধ্যাপক হলের মত ও প্রাচীন বাঙ্গালা সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রমাণ সংগ্রহ, ভারতেতিহাসের একটি অশ্রুতপূর্ব অধ্যায় সৃষ্টির কারণ হইয়াছে। নূতন আবিষ্কার না হইলে ইহার শেষ মীমাংসা হইবে না।

শকাধিকারকালের ইতিহাস সম্বন্ধে উত্তরাপথের পশ্চিমাঞ্চলে বহু নিদর্শন আবিষ্কৃত হইলেও পূর্ব্বাঞ্চলে উল্লেখযোগ্য কোন উপাদান অদ্যাবধি সংগৃহীত হয় নাই। শকাধিকারকালের যে সমস্ত নিদর্শন পূর্ব্বাঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার বিবরণ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইল। গুপ্তাধিকারকালের যে সমস্ত প্রাচীন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার বিস্তৃত বিবরণ সংগৃহীত হইয়া

চতুর্থ অধ্যায়ে সংযুক্ত হইল। ইতিপূর্ব্বে গৌড়-বঙ্গে গুপ্তাধিকারকালের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় নাই।

মগধের গুপ্তরাজবংশের অধঃপতনের সহিত উত্তরাপথের মগধপ্রাধান্তের লোপ হইয়াছিল। এই সময় হইতে আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসে গৌড়-বঙ্গের প্রাধান্তের সূচনা দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে গুপ্তরাজবংশের অধঃপতনের কাহিনী, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাজশক্তির অভাবে গৌড় বঙ্গ মগধে অরাজকতা ও সপ্তম পরিচ্ছেদে পাল-রাজবংশের অভ্যুদয় বর্ণিত হইয়াছে। নবপ্রতিষ্ঠিত পালবংশের সাম্রাজ্য মরুবাসী দুর্দ্ধর্ষ গুর্জ্জরজাতির আক্রমণে কিরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্থ হইয়াছিল অষ্টম পরিচ্ছেদে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম মহীপালদেবের যত্নে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ; কিন্তু রাজেন্দ্র চোল, চালুক্যবংশীয় জয়সিংহ ও চেদিবংশীয় গাঙ্গেয়দেবের আক্রমণে তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, ইহাই নবম পরিচ্ছেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। দশম পরিচ্ছেদে বিদ্রোহী কৈবর্ত্তজাতির হস্তগত পাল-রাজগণের পিতৃভূমি বারেন্দ্রীর উদ্ধার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে এবং লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তরাপথের সর্ব্বজনবিদিত রাষ্ট্রীয় অধঃপতনের বিবরণ সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

লেখনীধারণে অক্ষম গ্রন্থকারের রচনা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায়—প্রমুখ বন্ধুবর্গের সাহায্যে সমাপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় গ্রন্থরচনায় লিপ্ত করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম ব্যতীত গ্রন্থের মুদ্রণকার্য্য অসম্ভব হইত। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায়বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীমান কালিদাস নাগ, এম. এ. ও সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় মুদ্রণারম্ভের পূর্ব্বে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আদ্যন্ত পাঠ করিয়াছেন এবং মুদ্রণকালে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত তারাপদ চট্টোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, আচার্য্যপাদ শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় গ্রন্থের বহু অসম্পূর্ণতা ত্রুটি ও ভ্রমপ্রদর্শন করিয়া গ্রন্থকারকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

লণ্ডনের ভারতসচিবের কার্য্যালয়ের গ্রন্থাধ্যক্ষ ডাক্তার এফ্, ডবলিউ, টমাস্, ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত প্রাচীন গ্রন্থসমূহের চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

কলিকাতা চিত্রশালার অধ্যক্ষ ডাক্তার এন্, এনেনডেল্ ও প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ ডাক্তার ডি বি স্পুনার 'কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগে রক্ষিত প্রাচীন মুদ্রা ও নিদর্শনসমূহের চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পরিচালকবর্গ প্রথম মহিপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' গ্রন্থের এবং ধানাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসনের চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর এক একটি প্রাচান মুদ্রার চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় ও শ্রীযুক্ত চিত্তসুখ সান্যাল নবাবিষ্কৃত নারায়ণ পালের উক্ত রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতী মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশের অনুমতি দিয়াছেন, এবং ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণু মূর্ত্তির একখানি চিত্র প্রদান করিয়াছেন। এই সকল বিদ্বজ্জন সমাজ ও সাহিত্যানুরাগী বন্ধুবর্গের সাহায্যে গ্রন্থে প্রকাশিত চিত্রসমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। এমারেল্ড প্রেসের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গণদেব গঙ্গোপাধ্যায় ও তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই গ্রন্থ সুচারুরূপে মুদ্রিত হইয়াছে। বহুবর্ণ ও একবর্ণ চিত্রগুলি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী মেসার্স ইউ, রায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত সুকুমার রায়ের তত্ত্বাবধানে মুদ্রিত হইয়াছে।

গ্রন্থের শেষে যে বর্ণানুক্রমিক সূচী সন্নিবিষ্ট হইল, তাহা সহৃদয় শ্রীযুক্ত হরিদাস গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত হইয়াছে। যে সকল তথ্য এখনও ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রমাণ হয় নাই, তাহা প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শেষে পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

গ্রন্থকারের বন্ধুবর্গের বহু পরিশ্রম সত্বেও গ্রন্থ মধ্যে বহু ভ্রম প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে। ভরসা করি, সহৃদয় পাঠকবর্গ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। দ্বিতীয় ভাগে মুসলমান বিজয়কাল হইতে আকবর কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয় পর্য্যন্ত সময়ের ইতিহাস প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল।

৬২নং সিমলা ষ্ট্রীট,
৮ই চৈত্র, ১৩২১

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রায় নয় বৎসর পূর্বে যখন বাঙালার ইতিহাসের প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইয়াছিল তখন যে, কোন কালে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত এই জাতীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রিত করিতে হইবে তাহা আমার মনে হয় নাই। বাঙ্গালার ইতিহাস, প্রথম ভাগ, দেশে ও বিদেশে কিঞ্চিৎ সমাদর লাভ করিয়াছিল, তাহার ফলে প্রথম সংস্করণ চারি পাঁচ বৎসরের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রকাশক অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তিন বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের নূতন সংস্করণ রচনা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু সুদীর্ঘ প্রবাস ও অবসরের অভাবের জন্য দ্বিতীয় সংস্করণ মুদ্রণ আরম্ভ হইলেও এক বৎসরের মধ্যে শেষ হয় নাই।

দ্বিতীয় সংস্করণের চতুর্থ পরিচ্ছেদে গুপ্তাধিকার কাল ও সপ্তম হইতে একাদশ পরিচ্ছেদে পাল ও সেনবংশের ইতিহাস পুনর্লিখিত হইয়াছে। বিগত দশ বৎসরের মধ্যে যে সমস্ত নূতন শিলালিপি, মুদ্রা বা প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার প্রমাণ যতদূর সম্ভব গ্রন্থমধ্যে গৃহীত হইয়াছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদ মুদ্রিত হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে দেবরাষ্ট্র ও এরণ্ডপল্ল নামক স্থানদ্বয়ের অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডীচারীর কলোনিয়েল কলেজের অধ্যাপক ডাক্তার জিজুভো-ডুব্রিল-এর মতের প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। ডাক্তার জুভো-র মতে, এরণ্ডপল্ল চিকাকোলের নিকটে অবস্থিত, এরণ্ডপল্ল এবং দেবরাষ্ট্র কলিঙ্গদেশে অবস্থিত। এই মতই সমীচীন বলিয়া সমর্থন করিতে বাধ্য হইলাম, (Ancient History of the Deccan, by G Jounran Dubrcnil, translated into English by V. S. Swaminathn Dikshitar, Pondichery, 1820, pp. 59-50.)

ভাস্কর বর্ম্মা কর্তৃক কর্ণসুবর্ণ বা পশ্চিমবঙ্গ বিজিত হইলে কলিঙ্গদেশে শশাঙ্কের অধিকার ছিল। ভাস্কর বর্ম্মা ও হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে গৌড়, বঙ্গ বা মগধের কি অবস্থা হইয়াছিল তাহা এখনও বলিতে পারা যায় না। এই যুগের মাত্র দুইখানি লেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমখানি কোথায় আবিষ্কৃত

হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না, ইহা এক্ষণে লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে এবং ডাক্তার বার্ণেট ইহার পাঠোদ্ধারে ব্যাপৃত আছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক পরমস্নেহাস্পদ ডাক্তার শ্রীমান স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যখন লণ্ডনে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ডাক্তার বার্ণেট তাঁহাকে এই শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ডাক্তার বার্ণেটের উদ্ধৃত পাঠ বাঙ্গালার ইতিহাসের প্রথম ভাগের দ্বিতীয় সংস্করণে ব্যবহার করিতে দিয়াছেন। এ জন্য আমি ডাক্তার বার্ণেট ও তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। এই লেখখানি তাম্রশাসন, ইহার একদিকে পঞ্চদশটি পংক্তি আছে এবং ডাক্তার বার্ণেটের মতে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লেখ। এই লেখ হইতে জানিতে পারা যায় যে, কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত মহারাজাধিরাজ পরম ভাগবত শ্রীজয় নাগদেবের রাজ্যকালে উদুম্বরিক বিষয়ের সামন্ত শ্রীনারায়ণ ভদ্রের রাজ্যকালে মহাপ্রতিহার সূর্য্যসেন কর্তৃক এই আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসন দ্বারা ভট্টরক বীরস্বামী নামক ব্রাহ্মণকে বপ্যঘোষবাট নামক গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল। তাম্রশাসনে জয়নাগদেবের রাজ্যাঙ্ক ছিল কিন্তু তাহা আর পড়িতে পারা যায় না। ডাক্তার শ্রীমান্ স্নীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় জানাইয়াছেন যে, ডাক্তার বার্ণেট শীঘ্রই লেখখানি Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিবেন।

দ্বিতীয় লেখখানি তাম্রশাসন, ইহা ত্রিপুরা জেলার কোনস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানির একটি বিশেষত্ব আছে, ইহার মুদ্রা বা শিল খৃষ্টীয় চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত এবং এই মুদ্রায় রাজার নাম বা উপাধি নাই। গুপ্ত সাম্রাজ্যের উন্নতির সময়ে কুমারামাত্য উপাধিধারী রাজ-কর্ম্মচারীরা নিত্য রাজকর্ম্মের জন্য যে জাতীয় মুদ্রা বা শিল ব্যবহার করিতেন ইহা সেই জাতীয় মুদ্রা, স্বর্গত ডাক্তার থিওডর ব্লক এবং ডাঃ ডি. বি. স্পুনার বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ খনন কালে এই জাতীয় অনেক মৃন্ময় মুদ্রা বা শিল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই শিলমোহর হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে গুপ্ত-রাজবংশের অনেক রাজকর্মচারী রাজোপাধি গ্রহণ না করিয়াও স্বাধীন হইয়াছিলেন। লোকনাথের পূর্ব্বপুরুষ এককালে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধীনে কুমারামাত্যাধিকরণ পদ ধারণ করিয়াছিলেন। পরে তিনি অথবা তাঁহার পুত্র স্বাধীন রাজা হইলেও তাঁহারা রাজোপাধি বা নূতন রাজকীয় মুদ্রা ব্যবহার না করিয়া গুপ্তরাজবংশের ভৃত্যের

মুদ্রা ব্যবহার করিয়া আসিতেন। নাথ বংশের পঞ্চম পুরুষ সামন্ত লোকনাথ স্বাধীন রাজার মত গ্রাম দান করিতে গিয়াও কুমারামাত্য উপাধি ব্যবহার করিতে লজ্জা বোধ করেন নাই। লোকনাথের পিতার নাম পড়িতে পারা যায় না, তবে তাঁহার জেষ্ঠতাতের নাম, ভবনাথ ও পিতামহের নাম শ্রীনাথ। শ্রীনাথের পিতা মহারাজোপাধিধারী ছিলেন। লোকনাথ নিজে করনজাতীয় এবং পার্শবের দৌহীত্র ছিলেন। লোকনাথের ব্রাহ্মণ জাতীয় মহাসামন্ত প্রদোষ শর্ম্মা লোকনাথের পুত্র লক্ষ্মীনাথের মুখে রাজাকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি সুব্বুঙ্গ বিষয়ের বনময় প্রদেশে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া তাহাতে অনন্তনারায়ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে চাহেন এবং সেই স্থানের বিদ্বান ব্রাহ্মণদিগের বাসস্থানের জন্ম ভূমি প্রার্থনা করেন। প্রদোষ শর্ম্মার প্রার্থনা অনুসারে সামন্ত লোকনাথ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক প্রশান্তদেবের দ্বারা এই তাম্র শাসন সম্পাদন করাইয়া, তাহা দ্বারা প্রদোষ শর্ম্মাকে বহু ভূমি প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন লোকনাথের ৪৪ বর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল।

প্রবীণ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃক আহুত হইয়া ১৩২২ খ্রী: 'পাল সাম্রাজ্যের অধঃপতন' সম্বন্ধে ধারাবাহিক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। অধ্যাপক ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার মৈত্রেয় মহাশয়ের বক্তৃতার সারাংশ উক্তবর্ষে 'মর্ম্মবাণী' নামক অধুনাবিলুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন কিন্তু এই বক্তৃতা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ বা মৈত্রেয় মহাশয় কর্ত্তৃক প্রবন্ধাকারে বা গ্রন্থাকারে কোনও ভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। মৈত্রেয় মহাশয় রামচরিতের যে অংশের টীকা নাই নাই সেই অংশের দুই একটি শ্লোকের সুন্দর অর্থ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নিজ-নাম দিয়া ঐ সকল শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া তাঁহার অর্থ বা ব্যাখ্যা ব্যবহার করিতে ভরসা করিলাম না। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য "পাল-রাজগণের তারিখ" শেখ-শুভদয়া" নামক আধুনিক গ্রন্থের একটি শ্লোকের যথেচ্ছ পরিবর্ত্তনের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইতিহাসে গৃহীত হইবার যোগ্য হয় নাই।

কলিকাতা
১৩৩০

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর [illegible]

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়-প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস-এর পুনঃমুদ্রণ প্রকাশিত হইল। গ্রন্থ প্রকাশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নানা বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হওয়ায় নির্দিষ্ট প্রকাশ কাল কিছু বিলম্বিত হইল ৺লেখক-কৃত বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এ রক্ষিত মূল দ্বিতীয় সংস্করণ অবলম্বনে এই মুদ্রণপ্রকাশ করা হইল। এই মুদ্রণ প্রকাশ কর্মে যাঁহারা সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আমার পরমাত্মীয় ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর সদস্য শ্রীমাধব ভট্টাচার্য ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একনিষ্ঠ কর্মী অনুসন্ধিৎসু-লেখক শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত শান্তিময় মিত্র ও উক্ত পরিষৎ-মন্দিরের সহঃ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বন্দিরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানগ্রন্থের প্রুফ দেখা ও বর্ণানুক্রমিক নাম সূচি প্রণয়নে সহায়তার জন্য পরম বিদ্যোৎসাহী শ্রীমান অরূপ সরকারের নিকট ও আলোচ্য গ্রন্থে ব্যবহৃত আলোক চিত্র সমূহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-গ্রন্থাগারে রক্ষিত বৃটিশ মুদ্রাতত্ত্ববিদ জন আলন প্রণীত British Museum Catalogue of Indian Coin's Gupta Dynastics, স্বর্গীয় ভিন্সেন্ট স্মিথ-কৃত Early History of India হইতে ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-চিত্রশালায় রক্ষিত মূর্ত্তিসমূহের বিবরণ গ্রন্থ স্বর্গীয় মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায়-কৃত Hand Book to the Sculpturs in the Bangia Sahitya Parisad Museum গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। নারায়ন পালের ৫৪ রাজাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতী মুর্ত্তির আলোক চিত্র ৺লেখক-কৃত ও ১৩৩০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত মূল গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত। উক্ত আলোকচিত্র সমূহ প্রকাশ করিবার অনুমতি দানের জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর নিকট সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

বিনীত

প্রকাশক

স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

Indian Coins

প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা। মুদ্রার বিবরণ শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

সাগরদীঘির নিকটে প্রাপ্ত আরও একটি বিষ্ণু মূর্তি।

সগারদীঘির নিকটে প্রাপ্ত নূতন প্রকারের বিষ্ণু মূর্ত্তি

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা। অধিকাংশ মুদ্রাতে ধনুর্বাণ মুর্ত্তির চিত্র খোদিত
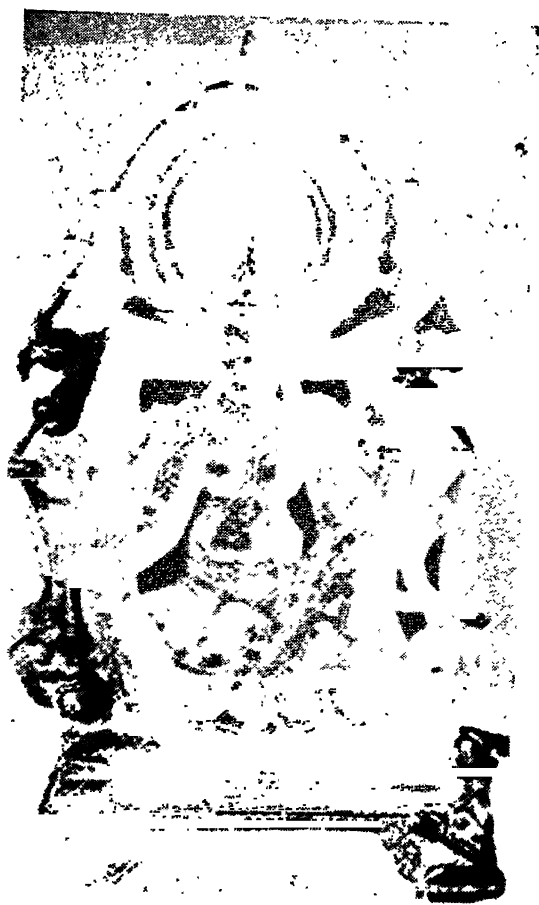
নারায়ণ পালের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত পার্ব্বতী মূর্ত্তি।

Autograph of King Harsha.

হর্ষবর্দ্ধনের স্বাক্ষর

সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা।

অধিকাংশ মুদ্রাই প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রার সহিত বহুলাংশে সাদৃশ্য যুক্ত

ফরিদপুরের কোটালিপাড় গ্রামে প্রাপ্ত সূর্য্য মূর্ত্তি

প্রথম পরিচ্ছেদ

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

যুগবিভাগ—মানবের অস্তিত্বের সর্বপ্রাচীন নিদর্শন—আদিম-মানব নিরামিষাশি—যুগবিপ্লব—আদিম মানবের স্বভাব পরিবর্তন—মানবের প্রথম অস্ত্র-প্রস্তরের যুগ—প্রত্ন-প্রস্তরের যুগ—বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত নিদর্শন—বঙ্গবাসী ও মান্দ্রাজবাসী আদিম মানব—নব্য-প্রস্তর যুগ—বাঙ্গালাদেশে আবিষ্কৃত নিদর্শন—ধাতু আবিষ্কার—তাম্রের যুগ—বাঙ্গালাদেশের তাম্র-নির্মিত অস্ত্র।

জগতে, সর্বপ্রথমে, কোন্ যুগে কতকাল পূর্বে, মানবের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা এখনও অজ্ঞাত রহিয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, বর্তমান সময়ের সকল জীবের পরে মানবের আবির্ভাব হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, নব্যজীবক যুগের শেষভাগে মানবের অস্তিত্বের চিহ্ন লক্ষিত হয়[১]। অত্যাধুনিক উপযুগ হইতে ভূপৃষ্ঠে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার পূর্ববর্তী দুইটি উপযুগে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভূতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে মতভেদ আছে।

কেহ কেহ বলেন যে, মধ্যাধুনিক ও বহ্বাধুনিক উপযুগে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়; কিন্তু কেহ কেহ এই সকল নিদর্শনের সহিত মানবের সম্পর্ক স্বীকার করেন না[২]। কেহ কেহ বলেন যে, বহ্বাধুনিক উপযুগে মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইবে। ইহা আশা করা যাইতে পারে, কিন্তু মধ্যাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার কোন আশাই নাই। মান্দ্রাজ প্রদেশে কূর্ণুল নামক স্থানে একটি পর্বতগুহায় জীবাশ্মের (Fossil) সহিত আদিম মানবের অস্তিত্বের নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান

(১) ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ পৃথিবীর বয়সকে প্রথমতঃ প্রত্নজীবক, মধ্যজীবক ও নব্যজীবক এই তিন যুগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রত্যেক যুগ তিন বা ততোধিক উপযুগে বিভক্ত হইয়াছে :—

(২) That man existed in Western Europe during the period of the mammoth and the Rhinoceros, tichorhinus, no longer, I think admits of a doubt; but when we came to pliocene and still more to Miocene times, the evidence is less conclusive :— Pre-historic Times, p. 329.

করেন যে, এই সকল জীবাশ্ম বহ্বাধুনিকযুগের স্তন্যপায়ী জীবের অস্থি[৩]। ব্রহ্মদেশে বহ্বাধুনিক যুগের লুপ্ত স্তন্যপায়ী জীবের অস্থির সহিত আদিম মানব কর্ত্তৃক ব্যবহৃত প্রস্তরনির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে[৪]। অত্যাধুনিক ও উপাধুনিক যুগে মানবের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মনীষিগণের মতদ্বৈধ নাই।

	আদিম (Archæan)
(ক) প্রত্নজীবক (Palæozoic)	কাম্ব্রিক (Cambrian)
	অর্দোভিসীয় (Ordovician)
	সিলিউরিক (Silurian)
	ডিভোনিক (Devonian)
	অঙ্গারবহ (Carboniferous)
	পার্ম্মিক (Permian)
(খ) মধ্যজীবক (Mesozoic)	ত্রায়াসিক (Triassic)
	জুরাসিক (Jurassic)
	খটিক (Cretaceous)
(গ) নব্যজীবক (Cainozoic)	প্রাগাধুনিক (Eocene)
	অল্পাধুনিক (Oligocene)
	মধ্যাধুনিক (Miocene)
	বহ্বাধুনিক (Pliocene)
	অত্যাধুনিক (Pleistocene)
	উপাধুনিক (Sub-holocene)
	আধুনিক (Holocene)

ভূতত্ত্ববিদ্ ও প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ স্থির করিয়াছেন যে, মানব জাতির শৈশবে আদিম মানবগণ উদ্ভিদভোজী ছিলেন। মানবের জন্মের ইতিহাস এখনও

---

(৩) Records of the Geological Survey of India, Vol. XVIII. pp. 201, 203, 205.

(৪) Nœtling—Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. XXVIII. 1894. Pre-historic Times, p. 402.

হায়দরাবাদে নিজামের রাজ্য গোদাবরী নদীর উপত্যকায় অধুনা লুপ্ত অতিকায় জীবের অস্থির সহিত একখানি বহুমূল্য এগেট (Agate) প্রস্তর নির্ম্মিত ছুরিকা (Flake) আবিষ্কৃত হইয়াছিল—Memoirs of the Geological Survey of India, Vol. I. P. 65. প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় এই সংবাদ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন।

অন্ধকারাচ্ছন্ন, সমগ্র মানবজাতির পূর্বপুরুষগণ একই সময়ে একই স্থানে উৎপন্ন হইয়াছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ইহা স্থির যে, মানব জীবনের প্রারম্ভে আমাদিগের পূর্বপুরুষগণ নিরামিষাশী ছিলেন। যুগ পরিবর্তনের ফলে, মানবের জন্মের বহুদিন পরে, গ্রীষ্মপ্রধান অথবা নাতিশীতোষ্ণ দেশসমূহ ক্রমশঃ, অথবা সহসা, শীতপ্রধান হইয়াছিল। তাহার ফলে, আদিম মানবের লীলাক্ষেত্র সমূহে, জীবনধারণোপযোগী ফলমূলের অভাব হইয়াছিল। এই পরিবর্তনের যুগে আদিম মানবকে বাধ্য হইয়া ফলমূলের পরিবর্তে পশু-মাংস ভোজনে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। জগতে মাংসাশী জীবসমূহের জন্মকাল হইতে যেরূপ তীক্ষ্ণনখদন্ত থাকে, কোন অবস্থাতেই মানবের তাহা ছিল না, এই কারণে আদিম মানবকে জীবনযাত্রা নির্বাহের জন্য পশুহত্যার উপযোগী আয়ুধ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। আদিম মানব তখনও কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদন করিতে শিক্ষা করে নাই। সুতরাং ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এই যুগবিপ্লবের সময়ে, আমাদের পূর্বপুরুষগণ যে আয়ুধ বা প্রহরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা তীক্ষ্ণধার প্রস্তরখণ্ড মাত্র।

মানব জাতির সর্বপ্রাচীন অস্ত্র, ভূপৃষ্ঠে অন্বেষণলব্ধ, প্রস্তর খণ্ডের বর্তমান নাম প্রাগায়ুধ (Eolith)[৫]। ইহাতে মানবের শিল্পের কোন নিদর্শন নাই, এইজন্য কোন কোন ভূতত্ত্ববিদ্ ইহা আদিম মানব কর্তৃক ব্যবহৃত অস্ত্র নহে বলিয়া সন্দেহ করেন। আদিম মানবগণ প্রাগায়ুধ হস্তে ধারণ করিয়া মৃগয়ায় প্রবৃত্ত হইতেন এবং আমমাংস ভক্ষণ করিয়া জঠরজ্বালা নিবৃত্তি করিতেন। ক্রমশঃ জ্ঞান-বৃদ্ধির সহিত ভল্ল বা বর্শার ব্যবহার আরম্ভ হয়। যুগবিপ্লবের বহুকাল পরে আদিমমানবগণ ভূপৃষ্ঠলব্ধ প্রস্তর খণ্ডের অগ্রভাগ, দ্বিতীয় প্রস্তরের আঘাতে তীক্ষ্ণতর করিয়া তাহা দণ্ডের অগ্রভাগে, বনজাত লতায় বন্ধনপূর্বক ভল্ল বা বর্শার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। কৃত্রিম উপায়ে অগ্ন্যুৎপাদন মানবজাতির দ্বিতীয় আবিষ্কার। নবাবিষ্কৃত অগ্নি ও ভল্লের সাহায্যে আদিম মানবগণ সেই প্রাচীন যুগের অতিকায় ভীষণ হিংস্রজন্তুসমূহের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এবং ক্রমশঃ সমগ্র জীবজগতের উপরে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। মানবজাতির শৈশবে অগ্ন্যুৎপাদনের উপায় আবিষ্কৃত হইলেও, আদিম মানব সমাজে বহুকালযাবৎ ধাতুর ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল।

---

(৫) "Eolith means an instruments not chipped into any intentional forms. but only natural forms utilised at once. Nature, Aug.-31st, 1905."

ধাতব অস্ত্রনির্মাণ পদ্ধতির আবিষ্কারকাল পর্য্যন্ত, তীক্ষ্ণধার পাষাণখণ্ডই আদিম মানবের একমাত্র প্রহরণ ছিল। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ, ধাতব অস্ত্রনির্মাণকাল পর্য্যন্ত সময়ের প্রস্তরের যুগ (Stone Age) নাম দিয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ লবক্ (Sir John Lubbock, Lord Avebury) প্রস্তরের যুগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রস্তরযুগের প্রথম ভাগের নাম প্রত্ন-প্রস্তরের যুগ (Palaeolithic Age) ও দ্বিতীয় ভাগের নাম নব্য-প্রস্তরের যুগ (Neolithic Age)। আদিম মানবের যে সমস্ত প্রহরণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে; (ক) প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্র—ইহাতে মানবের শিল্পচাতুর্য্যের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহা দেখিয়া এইমাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা ভূপৃষ্ঠে অন্বেষণলব্ধ প্রস্তরখণ্ড মাত্র নহে; (খ) নব্য-প্রস্তরযুগের অস্ত্র—নব্য-প্রস্তরের যুগে বর্শাফলক, শরফলক, কুঠার-ফলক, ছুরিকা প্রভৃতি নানাবিধ সুদৃশ্য ও সযত্ননির্ম্মিত অস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়; এই যুগের অস্ত্র দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আদিম মানব সেই সময়ে শিলাখণ্ড হইতে অস্ত্র নির্ম্মাণে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

ভিন্ন ভিন্ন মহাদেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মানবজাতির পরিবর্ত্তন আরব্ধ হইয়াছে; পৃথিবীর কোন ভাগে, কোন্ কোন্ সময়ে যুগবিপ্লবের ফলে, নিরামিষাশী আদিম মানবকে মাংসাশী হইতে হইয়াছিল, এবং তীক্ষ্ণনখদন্তের অভাবে, মৃগয়োপযোগী অস্ত্রান্বেষণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই সময়ে যুগবিপ্লব হয় নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মানব এখনও সমান অবস্থায় উন্নীত হইতে পারে নাই। অদ্যাপি জগতে এমন মনুষ্য আছে, যাহারা ধাতুর ব্যবহার জানে না। ভিন্ন ভিন্ন দেশে, ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জ্ঞানের উন্নতির সহিত, মানবজাতির উন্নতি হইয়াছে, এবং প্রত্ন-প্রস্তরের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইউরোপ খণ্ডে এই যুগ খৃষ্টের জন্মের পঞ্চদশ লক্ষ বৎসর পূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছিল। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কগিন্ ব্রাউন অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষের প্রাচীন প্রস্তরের যুগই ইওরোপের প্রত্ন প্রস্তরযুগের সমসাময়িক হইলেও হইতে পারে*।

*। It is not, howover safe in the present stage of knowledge to argue that the chipped impliments of Bengal are of such a high antiquity, though it is within the bounds of possibility that they may be.—J coggin Brown—Note supplied for the Authour's use.

বাঙ্গালাদেশে প্রত্ন ও প্রস্তরযুগে যে কয়টি শিলানির্ম্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার সকলগুলিই দেশের ভিন্ন ভিন্ন সীমান্তে পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালাদেশ পলিমাটির দেশ; ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইহা বয়সে নবীন। কিন্তু এই নবীন দেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে অতি প্রাচীন ভূমি আছে; এই সকল প্রদেশেই বাঙ্গালাদেশের প্রত্ন-প্রস্তরযুগের পাষাণনির্ম্মিত আয়ুধ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে চট্টগ্রামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে, যে সমস্ত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা আকারে প্রত্ন-প্রস্তর-যুগের ন্যায় হইলেও, ভূতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণের মতানুসারে অপেক্ষাকৃত আধুনিক। আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর সীমান্তে হিমালয়ের পাদমূলে ও পার্ব্বত্য উপত্যকা সমূহে, আদিম মানবের বাসের কোন চিহ্নই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তস্থিত পার্ব্বত্যপ্রদেশে দুইটি মাত্র প্রত্ন-প্রস্তরযুগের শিলানির্ম্মিত আয়ুধ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই জাতীয় আর একটি অস্ত্র প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সমতলক্ষেত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ভূতত্ত্ববিদ্ বল হুগলী জেলার গোবিন্দপুর গ্রামের এগার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কুণকুণে গ্রামে একটি হরিতাভ প্রস্তরনির্ম্মিত কুঠারফলক (Boucher or celt) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীগঞ্জের নিকট বোথারোর কয়লার খনিতে এই জাতীয় আর একটি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৭]। ইহার দুই বৎসর পরে সীতারামপুরের নিকটবর্ত্তী ঝরিয়ার কয়লার খনিতে আর একটি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহাই এখন কলিকাতা মিউজিয়ামে দেখিতে পাওয়া যায়[৮]। পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রদ্বয় বোধহয় ইংলণ্ডে প্রেরিত, হইয়াছে। প্রত্ন-প্রস্তরযুগের এই তিনটি প্রহরণ ব্যতীত উত্তরাপথের পূর্ব্বখণ্ডে আর চারিটি মাত্র শিলানির্ম্মিত প্রাচীন অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই চারিটি অস্ত্র উড়িষ্যা-প্রদেশের ঢেঁকানাল, আঙ্গুল, তালচের ও সম্বলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সুবিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত ভিলেন্ট বল্ মান্দ্রাজে আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্রসমূহের সহিত বঙ্গদেশের ও উড়িষ্যার এই যুগের নিদর্শন-সমূহের তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এই উভয় প্রদেশের প্রাচীন

৭। V. Ball—Stone implement found in Bengal, proceedings of the Asiatic society of Bengal, 1865, pp. 127-28.

৮। Ibid, 1867, p. 143; catalogue Raisonne of the prehistoric Antiquities in the Indian Museum by J coggin Browne, M. sc. F. G. S, p. 86.

শিলানির্মিত প্রহরণের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইহা হইতে তিনি অনুমান করেন যে, দক্ষিণাপথবাসী আদিম মানবগণের সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানবজাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। মান্দ্রাজে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্রসমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময় উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়। যে স্থানে এই জাতীয় প্রস্তর পাওয়া যায়, সে স্থান বাঙ্গালাদেশ হইতে শত শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত। ভিলেণ্ট বল্ অনুমান করেন যে আদিম মানবগণ প্রত্ন-প্রস্তরযুগে এই সকল প্রাচীন অস্ত্র দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথের পূর্বখণ্ডে আনয়ন করিয়াছিলেন[৯]।

লক্ষ লক্ষ বৎসর ধরিয়া পাষাণ খণ্ড হইতে অস্ত্র নির্মাণ করিয়া আদিম মানব যে যুগে এই জাতীয় অস্ত্র নির্মাণে পারদর্শী হইয়া উঠিল, সেই যুগের নাম নব্য-প্রস্তরযুগ। এই যুগে দূর হইতে অস্ত্র বর্ষণ করিবার উপায় আবিষ্কার করিয়া মানবজাতি জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ধনুর সাহায্যে গুটিকা বা শর নিক্ষেপের কৌশল আবিষ্কার করিয়া, আদিম মানবগণ অযথা বলক্ষয় বা শোণিতস্রাব না করিয়াও শত্রু নিপাত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। নূতন শক্তিলাভ করিয়া তাহারা প্রাচীন জগতের অতিকায় দুর্জ্জয়, হিংস্র জীবসমূহের ধ্বংসসাধন করিয়া পৃথিবী মানবের বসোপযোগী করিয়াছিলেন; বস্তুত এই যুগ হইতেই মানবের সভ্যতা আরব্ধ হইয়াছে। নব্য-প্রস্তরযুগের আয়ুধসমূহ প্রত্ন-প্রস্তরযুগের তুলনায় সংখ্যায় অধিক, কলা-নৈপুণ্যের পরিচায়ক এবং আকারে ও প্রকারে বহুবিধ। বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তরযুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে সেই প্রদেশেই নব্য প্রস্তরযুগের অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া গিয়েছে। সর্বপ্রথমে সিংহভূম জেলায় চাঁইবাসা নগরে নব্য-প্রস্তর-যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন বীচিং (Captain Beeching) সিংহভূম জেলায় চাঁইবাসা নগরে ও চক্রধরপুরের আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি নদীতীরে প্রস্তরনির্মিত ছুরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১০]। ভিলেণ্ট বল্ এই সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, আবিষ্কৃত পাষাণ খণ্ডগুলি মানব কর্তৃক নির্মিত ও ব্যবহৃত অস্ত্র[১১]। এই সময়ে বল্ ছোটনাগপুরের বুড়াডিহ গ্রামে একটি সুন্দর, সুগঠিত ছেদনাস্ত্র (celt) আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

৯। Proceedings of the Royal Irish Academy, 2nd series Vol. I. p. 394.

১০। Proceedings of the Asiatic socity of Bengal, 1968, p. 177.

১১। Ibid. 1870 p. 268.

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে, তিনি পার্শ্বনাথপর্বতের পাদমূলে আর একখানি ছেদনাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১২]। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মানভূম জেলার বরাহভূম পরগণায় ধাদ্‌কা কয়লা খনির নিকটে দেওঘা গ্রামে একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৩]। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রামের নিকট সীতাকুণ্ড পর্বতে অশ্মীভূত কাষ্ঠ (Petrified or Fossilizsd wood) নির্মিত একখানি কৃপাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৪]। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে রাঁচি জেলায় শত শত প্রস্তর নির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে অস্ত্র তীক্ষ্ণ করিবার প্রস্তর (Polishing stone), গদাফলক (Ring stone) কুঠারফলক বা ছেদনাস্ত্র (Buncher বা celt), ছুরিকা (Flake), মুষল (Core), চক্র (Diac) প্রভৃতি অস্ত্র ও শস্যপেষণের মুষল (grinder) আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৫]। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে হাজারিবাগের শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পার্শ্বনাথ পর্বতের নিকটে হাজারিবাগের অন্যান্য স্থানে পাঁচটি নব্য-প্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১৬]। সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক, শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাশগুপ্ত এম. এ আসামে আবিষ্কৃত নতুন প্রকারের দুইটি কুঠারফলকের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন[১৭]। ভিন্সেণ্ট্ বল্ ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সিংহভূম জেলায় ধলভূম পরগণায়, এই জাতীয় কুঠারফলক আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১৮]। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত কগিন্ ব্রাউন আসামে এক নূতন ধরণের মুষলের (Grooved hammer) বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন[১৯]।

১২। Ibid, 1878. p. 125 ; Proceedings of the Royal Academy, 2nd series, Vol. I. p. 3945. pl. XV. fig. 9.

১৩। Catalogue Raisonne of the pre-historic Antiquities in the Indian Museum p. 160, No c. 67 ;

১৪। Ibid. p. 161. No. 2618 ;

১৫। Ibid, p. p. 158-59 No. 3292, 3345 and 3353 ; চিত্র ১/গ-ঙ।

১৬। Ibid, p. 160, No—6316 ;

১৭। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal, New series vol. IX, p. 291.

১৮। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1875, pp. 118-122

১৯। Journal and Proceedings, Asiatic Society of Bengal New series, vol. X, p 107,

নব্য-প্রস্তরের যুগে আদিম মানবগণ ধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। ধাতু আবিষ্কৃত হইলে, মানবগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, ধাতুর অস্ত্র পাষাণ নির্মিত অস্ত্রাপেক্ষা তীক্ষ্ণধার, তখন তাঁহারা ক্রমশঃ শিলা নির্মিত আয়ুধ পরিত্যাগ করিয়া ধাতু নির্মিত অস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেন। সুধীগণ অনুমান করেন যে আদিম মানবগণ সুবর্ণের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া সর্বপ্রথমে এই ধাতু সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুবর্ণের পরে তাম্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মানবজাতির সর্বপ্রাচীন ধাতব অস্ত্রসমূহ তাম্রনির্মিত। তাম্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র তীক্ষ্ণধার, কিন্তু সুকঠিন নহে। টিন্ আবিষ্কার হইবার পরে, তাম্রনির্মিত দ্রব্যাদি কঠিন করিবার জন্য নয়ভাগ তাম্রের সহিত একভাগ টিন মিশ্রিত হইত, এই মিশ্রধাতুর নাম ব্রঞ্জ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের ইতিহাসে নব্য-প্রস্তরের যুগের পরবর্তীকালকে তাম্রের যুগ (copper age) আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। তাম্রের যুগের শেষ ভাগের নাম ব্রঞ্জের যুগ। উত্তরাপথে বা দক্ষিণাপথে অদ্যাবধি এই নতুন মিশ্রধাতু নির্মিত কোন অস্ত্র আবিষ্কৃত হয় নাই এবং এই জন্য পণ্ডিতগণ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ভারতবাসী আদিম মানবগণ মিশ্রধাতুর ব্যবহার জানিতেন না। নব্য-প্রস্তরের যুগ ও তাম্রের যুগের মধ্যে সীমা নির্দেশ করা কঠিন। পৃথিবীর সর্বত্র তাম্রের যুগে, এমন কি লৌহের যুগ (Iron age) পর্যন্ত শিলানির্মিত অস্ত্রের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়[২০]। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানাবিধ তাম্রনির্মিত অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রনির্মিত কুঠার বা পরশু, তরবারি, ছুরিকা বা কৃপাণ, ভল্ল বা বর্ষার শীর্ষ, বক্রদন্তযুক্ত ভল্ল (Harpoon) এবং নানাবিধ ছেদনাস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। কলিকাতা মিউজিয়ামে কানপুরের নিকটস্থিত বিঠুর, আগ্রার নিকটস্থিত মৈনপুরী, ফরাকাবাদের নিকটস্থিত ফতেপুর এবং মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলায় অবস্থিত গঙ্গেরিয়া প্রভৃতি নানাস্থানের নানাবিধ তাম্রনির্মিত অস্ত্র আছে, বাঙ্গালাদেশে মাত্র তিন স্থানে তাম্রনির্মিত অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে হাজারিবাগ জেলার পচম্বা মহকুমায় একটি গিরিশীর্ষে কতকগুলি অসম্পূর্ণ কুঠার বা পরশুফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২১]। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে, মেদিনীপুর জেলার

২০। Stone weapons, However, of many kinds neere still in use during the age of Bronze and lingered on even into that of Iron—Pre-historic Times, p. 3

২১। Proceedings, Asiatic Society of Bengal, 1871, pp. 232-4

পশ্চিমাংশে ঘাটিবান পরগণায় তামাজুরা গ্রামে একখানি কুঠারফলক আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২২]। ত্রিশ বৎসরের অধিককাল পূর্বে ডাঃ সইস্ (Dr Saise) বারাগুণ্ডা তামার খনির নিকটে বহু তাম্রনির্মিত অলঙ্কার ও অস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন; ইহার মধ্যে একখানি বৃহৎ কুঠার বা পরশুফলক এবং একখানি কঙ্কন মাদ্রাজের চিত্রশালায় আছে, ধাতু আবিষ্কার করিয়া আদিম মানবগণ ক্রমশঃ অনাবশ্যক আড়ম্বরের বশবর্তী হইয়াছিলেন, এই সময় হইতে মানব সমাজে জীবনযাত্রা নির্বাহে অনাবশ্যক অলঙ্কার ও আভরণের ব্যবহার আরব্ধ হয়। তাম্রনির্মিত কঙ্কনবলয়ই মানবজাতির শৈশবে ললনাগণের সর্বাপেক্ষা বহুমূল্য আভরণ ছিল। ভারতে বহুবিধ তাম্রনির্মিত অস্ত্র ও আভরণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এতদ্দেশে বহুকাল যাবৎ তাম্রের ব্যবহার ছিল। ভারতে কোন সময়ে তাম্রের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে অনুমান হয় যে, আর্য-বিজয়ের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরে লৌহের ব্যবহার আরম্ভ হয় এবং ক্রমশঃ তাম্রের ব্যবহার উঠিয়া যায়[২৩]।

২২। Catalogue and Hand book of the Archaeological Collection in the Indian Musum, part 11, p. 485 চিত্র ২/ঘ।

২৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম সহকারী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত পঞ্চানন মিত্র কলিকাতা চিত্রশালায় যে সমস্ত নব্য-প্রস্তর যুগের আয়ুধ রক্ষিত আছে তাহা পরীক্ষা করিয়া দুই তিনটি লিপিযুক্ত কুঠারফলক আবিষ্কার করিয়াছেন। (Indian Antiquary vol. XLVII, 1919, pp. 51-64) এই সমস্ত নব্য-প্রস্তর যুগের আয়ুধ খননে আবিষ্কৃত হয় নাই। সেইজন্য প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতত্ত্ব—অধ্যাপক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসগুপ্ত এই কুঠারফলক-গুলির লিপি কুঠারফলকের সমসাময়িক কিনা অর্থাৎ এই লিপিগুলি নব্য প্রস্তর যুগের লিপি কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ করেন। এই সমস্ত কুঠার ফলক হয়ত নব্য-প্রস্তর যুগের সহস্র সহস্র বৎসর পরে মানব কর্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং তৎকালে কেহ উহার উপরে কিছু লিখিয়া রাখিয়া থাকিবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী ও আর্যবিজয়

বাবিরুষে ও মিশরে তাম্রের ব্যবহার—আর্য্যজাতির বাবিরুষে আগমন—কাশীর জাতি—মিতান্নিরাজ্য—বাবিরুষে ও মিশরে লৌহের ব্যবহার—মিতান্নির আর্য্যরাজবংশ—ভারতে আর্য্যজাতির আগমন—বৈদিক সাহিত্যে বঙ্গ ও মগধের উল্লেখ—চের জাতি ও কেরলরাজ্য—মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ—দ্রবিড়জাতি-দ্রবিড়ভাষা-হলের মত—বাবিরুষে দ্রবিড়জাতি-সুমেরীয় ও দ্রবিড়গণ অভিন্ন—মধ্যভারতে বাবিরুষীয় দেবতা ও খোদিত লিপি—আর্য্যবিজয় কালে মগধ ও বঙ্গের অবস্থা—মগধ ও বঙ্গের প্রতি প্রাচীন আর্যগণের বিদ্বেষ।

প্রাচীন মিশর, বাবিরুষ (Babylon) ও আসুর (Assyria) দেশের প্রাচীনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই সকল দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতে তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রের প্রচলন ছিল। প্রত্নবিদ্যাবিদ্‌গণ অনুমান করেন যে মিশরদেশে সাম্রাজ্যের যুগের পূর্ব্বে (pre-dynastic Age) তাম্রের ব্যবহার আরব্ধ হইয়াছিল[১]। খৃষ্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মিশরদেশে প্রথম সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, ইহার পূর্ব্ব হইতে মিশরে তাম্রনির্ম্মিত অস্ত্রের ব্যবহার ছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, খৃষ্টের জন্মের চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন বাবিরুষে তাম্রের ব্যবহার ছিল। মিশর, বাবিরুষ, প্রভৃতি প্রাচীন রাজ্য ২০০০ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ পর্য্যন্ত তাম্রের ব্যবহার অপ্রতিহত ছিল, খৃষ্টের জন্মের সার্দ্ধ সহস্র বা দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে, প্রাচীন আর্য্যজাতি এশিয়া খণ্ডের মধ্যভাগে অবস্থিত মরুময় পুরাতন আবাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। আর্য্যগণের আক্রমণে, খৃষ্টের জন্মের পঞ্চদশ শতাব্দী পূর্ব্বে, বাবিরুষ ও মিশর দেশের প্রাচীন সাম্রাজ্যগুলি ধ্বংস হইয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব্ব ষোড়শ শতাব্দীতে আর্য্যবংশজাত কাশীরজাতি (Kassites, cossites kaso-shu) বাবিরুষ অধিকার করিয়া নতুন রাজ্যস্থাপন করেন। কাশীরগণ যে আর্য্যজাতীয় সে বিষয়ে এখন আর কাহারও সন্দেহ নাই। তাহাদিগের সর্ব্বপ্রধান

১। Copper came gradually into use among the pre-historic Southern egyptians towards the end of the pre-dynastic Age. And they must have obtaind their knowledge of it from the Northerners.—H. R. Hall, The Anciant History of the Near East. p. 90

দেবতার নাম সুর্য্যস এবং তাহাদিগের ভাষা আর্য্যজাতি সমুহের ভাষার অনুরূপ। কাশ্বীরগণের পবন দেবতার নাম মরুত্তস্ (সংস্কৃত মরুৎ)। ইহারা তাঁহাদিগের খোদিতলিপি সমূহে আপনাদিগকে খারি অর্থাৎ আর্যনামে অভিহিত করিতেন[২]। বাবিরুষের উত্তর-পশ্চিমে টাইগ্রিস ও ইওফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যে আর্যবংশসম্ভুত পরাক্রান্ত মিতান্নিজাতি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে জর্মন পণ্ডিত হিওগো উইংক্লার (Hugo Winkler) তুরুস্করাজ্য বোগাজকোই নামক স্থানে কীলকাক্ষরে (cuneiform) লিখিত প্রাচীন মিতান্নিরাজগণের কতকগুলি মৃন্ময় সন্ধিপত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সন্ধিপত্রগুলিতে মিতান্নিরাজ মতিউয়জ, মিত্র, বরুণ, অরুণ, ইন্দ্র ও নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিনগণের নাম গ্রহণ করিয়া সন্ধিপত্র আরম্ভ করিয়াছেন[৩]। মিশরদেশের প্রাচীন ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মিশরের প্রাচীন রাজবংশ এশিয়াবাসী যাযাবর জাতিসমূহ কর্তৃক অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সকল যাযাবর জাতি আর্য্যজাতির আক্রমণে পুরাতন বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই সময়ে আর্য্যগণও মিশর দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন[৪]।

আর্য্যবিজয়ের পরবর্তীকাল হইতে মিশর, বাবিরুষ প্রভৃতি প্রাচীন দেশসমূহে লৌহের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। আসুরদেশে খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে লৌহনির্মিত অস্ত্রব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না,[৫] চীনদেশে খৃষ্টপূর্ব উনবিংশ শতাব্দীতে লৌহের ব্যবহারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৬]। এই সকল কারণ দর্শনে অনুমান হয় যে প্রাচীন আর্যজাতি লৌহনির্মিত অস্ত্রের বলে, খৃষ্টপূর্ব দ্বিসহস্র হইতে সার্দ্ধ সহস্র বৎসর মধ্যে প্রাচীন বাবিরুষ ও আসুর রাজ্য জয় করিয়াছিলেন।

২। Ibid, p. 201

৩। Mitteilungender Deutschen Orient gese useh aft—No-35 Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, pp. 722-23

৪। Hale's Anciant History of the near east, p. 112

৫। The Earliest evidence of Iron in Assyria is an Inscription of Tiglath pileser (1120 B. C.) who says "In the Dessert of Mitani near Araziki, which is in front of the land of Hatti, I Slew four mighty buffaloes with my great bow and iron arrows"—pre-historic times, p. 8

৬। British Maseum Catalogue of Chinese Coins, p. 9

বাবিরুষে এবং টাইগ্রিস ও ইওফ্রেটিস নদদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে প্রাচীন আর্য্যাধিকার চারিশত বর্ষের কিঞ্চিৎ অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। মিশরের অষ্টাদশ সংখ্যক রাজবংশের তৃতীয় থুতমসিস্ (Thutmosis iii) এশিয়াখণ্ডে যুদ্ধযাত্রাকালে মিতান্নিরাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মিশরে কর্ণাকের প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষে আবিষ্কৃত তৃতীয় থুতমসিসের প্রশস্তিতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৭]। অদ্যাবধি মিশরে ও এশিয়ায় যে সমস্ত খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে প্রত্নতত্ত্ববিদ হল আর্য্যবংশজাত মিতান্নিরাজগণের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—

দশরত্ত বা দশরথের সময় হইতে মিতান্নিরাজ্যের অবনতি আরম্ভ হয় এবং তাঁহার পুত্র মত্তিউয়জ ১৩৬৯ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে খাত্তি (Khati বা Kittite) রাজ স্থব্বিলুলিউমা কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন[৮]। এই ঘটনার অল্পদিন পরে মিতান্নিরাজ্য খাত্তিরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছিল। প্রাচীন বাবিরুষে, সেমিটিকজাতির সহিত সংমিশ্রনে, আর্য্যবংশসম্ভূত কাশীয় রাজগণ ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাবিরুষের আর্য্য রাজগণের অধিকার লুপ্ত হয় এবং আর্য্যজাতির শেষ রাজা কষ্টিলিয়াস, আসুররাজ তুকুল্তিনিনিব কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হন[৯]। এশিয়ার দক্ষিণ পশ্চিম সীমান্তে

৭। Maspero, The Struggle of the Nation p. 268

৮। H. R Hall's Anciant History of the Near East p. 263

৯। Ibid. p. 370

খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ [illegible], আর্য্যাধিকার বিলুপ্ত হইলেও, প্রাচীন ঐরাণে (বর্ত্তমান পারস্যদেশে), আর্যগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। ঐরাণীবাসী পারসীক নামধারী আর্যগণই, পরবর্ত্তীকালে, প্রাচীন প্রাচ্যজগতে আসুর সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন।

এই আর্যজাতির এক শাখা ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তের পর্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া পঞ্চনদ প্রদেশে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা ক্রমশঃ পূর্বদিগে স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন এবং দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে উত্তরাপথের অধিকাংশ হস্তগত করিয়াছিলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মগধের দক্ষিণ অংশের প্রাচীন নাম কীকট। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঋগ্বেদের তৃতীয়াষ্টক রচনাকালে, পঞ্চনদ ও মধ্যদেশবাসী আর্যগণ, মগধদেশের অস্তিত্বের কথা অবগত ছিলেন[১০]। অথর্ববেদ-সংহিতার ৫ম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে; সুতরাং ইহা স্থির যে, এই সময়ে অঙ্গ ও মগধদেশ আর্যগণের নিকট পরিচিত হইয়াছিল[১১]। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে[১২] ও মানবধর্মশাস্ত্রে[১৩] পুণ্ড্রজাতির উল্লেখ আছে। পুণ্ড্রবর্ধন যদি পুণ্ড্রগণের তৎকালীন বাসস্থান হয়, তাহা হইলে উত্তরবঙ্গ তখন আর্যগণের পরিচিত হইয়াছিল। ঐতরেয় আরণ্যকে[১৪] বঙ্গ শব্দের সর্বপ্রাচীন উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ বগধ ও চেরদেশবাসিগণকে আর্যগণ পক্ষিবৎ জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম; বগধ হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা লিপিকর প্রমাদের ফল; এবং চের, জাতি অথবা দেশ-বিশেষের নাম। মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য বর্বরজাতিগণ আপনাদিগকে [illegible] বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। চের, দক্ষিণাপথের একটি প্রাচীন রাজ্যের নাম; ইহার অপর নাম কেরল। অশোকের দ্বিতীয় গিরিশাসনে কেরলদেশের

১০। কিম্। তে। কৃণ্বন্তি। কীকটেষু গাবঃ। ন। আশিরম্।
—ঋক্ সংহিতা-৩।৫৩।১৪

১১। গন্ধারিভ্যো মূজবদ্ভ্যোঽঙ্গেভ্যো মগধেভ্যঃ। অথর্বসংহিতা ৫।২২।১৪

১২। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, (সাহিত্য-পরিষৎ গ্রন্থাবলী ৩৪), ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ, পৃঃ ৫৩৭।

১৩। মানবধর্মশাস্ত্রে ব্রাহ্মণের অদর্শনে যেসকল [illegible] বৃষলত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল, তাহাদিগের নামের মধ্যে পৌণ্ড্রগণের নাম আছে।—মানব-ধর্মশাস্ত্র ১০।৪৩।৪৪

১৪। ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায়মায়ংস্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গবগধাশ্চেরপাদাঃ [illegible] বিবিশ্র ইতি। ঐতরেয় আরণ্যক ২।১।১।

নাম আছে। প্রাচীন তামিল সাহিত্যে চেরদেশের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[১৫]।

যে সময়ে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে অথবা আরণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণ্ড্র জাতির উল্লেখ দেখিতে পাই সে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে, অথবা মগধে আর্যজাতির বাস ছিল না। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ঐন্দ্রমহাভিষেকের বর্ণনায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুষ্মন্তের পুত্র ভরত একশত ত্রেত্রিশটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ইহার মধ্যে আটাত্তরটি যমুনার নিকটে ও পঞ্চান্নটি গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল[১৬]। শতপথ ব্রাহ্মণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অগ্নি সরস্বতী-তীর হইতে সরযূ, গণ্ডকী ও কুশীনদী পার হইয়া সদানীরা-তীরে আসিয়াছিলেন, কিন্তু দক্ষিণে মগধে বা বঙ্গদেশে গমন করেন নাই। রাহুগণ মিথিলাদেশে আগমন করিলে উহা আর্যগণের বাসযোগ্য বলিয়া গণ্য হয়। বৈদিক-সাহিত্য এই সকল উল্লেখ হইতে অনুমান হয় যে, সেই সময়ে অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মিথিলা প্রভৃতি উত্তরাপথের পূর্বসীমান্তস্থিত প্রদেশসমূহ নবাগত আর্যজাতির নিকট পরিচিত ছিল, কিন্তু তাহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে মিথিলার উল্লেখ দেখিয়া বোধহয় যে, সেই সময়ে মিথিলায় আর্য-উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল, অথবা মিথিলা আর্যগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১৭]।

আর্য্যাবর্তের পূর্বসীমান্ত যখন আর্যোপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তখন এই সকল দেশ কোন্ জাতির বাসস্থান ছিল? ঐতরেয় আরণ্যকে বঙ্গ ও মগধ-বাসিগণের সহিত চেরদেশবাসিগণের অথবা চেরাজাতির উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয় যে, আর্যগণ যাহাদিগকে পক্ষিজাতীয় মনুষ্য মনে করিতেন, তাহারা একই বংশসম্ভূত জাতি। মধ্যপ্রদেশের পার্বত্য উপত্যকা সমূহে যে সমস্ত বর্বরজাতি অদ্যাবধি আপনাদিগকে চেরো বা চেরুবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, তাহারা আর্য-বংশজাত নহে। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে তাহারা দ্রবিড়জাতীয়।

দ্রবিড়জাতি বহুকালপূর্বে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের ভাষা অনার্য, বর্তমান সময়ে তাহারা মধ্যভারতে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়া থাকেন। দ্রবিড় বা তমিলভাষা এক্ষনে তামিল, তেলেগু, কানাড়া মালায়লম এই চারিটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। এতদ্ব্যতীত মধ্যভারতের পার্বত্য উপত্যকা-সমূহে ও বালুচিস্তানে, দ্রবিড় ভাষার বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা অদ্যাপি প্রচলিত

১৫। V. A. Smith-Early History of India, pp. 456-57

১৬। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৺রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুবাদ, পৃঃ ৬৬৩।

১৭। শতপথ ব্রাহ্মণ, ২।১।১।

আছে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে বালুচিস্তানের বহুজাতি দ্রবিড় জাতীয় ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকে; ইহা হইতে ভাষাতত্ত্ববিদগণ অনুমান করেন যে, আর্যোপনিবেশের পূর্বে দ্রবিড়গণ আর্যগণের ন্যায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্বত্যপথে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

সম্প্রতি প্রত্নবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত হল্ স্থির করিয়াছেন যে এই দ্রবিড়গণ অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে বাস করিয়া আসিতেছেন এবং ইহারাই খৃষ্টের জন্মের তিন সহস্র বৎসর পূর্বে বাবিরুষ অধিকার করিয়া, বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। বাবিরুষ ও আসুরের প্রাচীন অধিবাসীগণ সেমিটিকজাতীয় ৩০০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে, ভিন্ন বংশজ সুমেরীয় জাতি, এই আদিম অধিবাসীগণকে পরাজিত করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সুমেরীয়গণ প্রাচীন কীলকাক্ষরের (Cuneiform Script) সৃষ্টিকর্তা। বাবিরুষের প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন সুমেরীয় জাতির যে সকল প্রতিমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে বোধহয় যে, তাঁহারা সেমিটিক অথবা আর্যবংশসম্ভূত নহেন। হল্ অনুমান করেন যে, এই প্রাচীন সুমেরীয় জাতির অবয়ব ও মুখ বর্তমানকালের দাক্ষিণাত্যবাসী অর্থাৎ দ্রবিড়জাতীয় হিন্দুগণের ন্যায়। তিনি অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রবিড়জাতির প্রাচীন আবাসভূমি এবং এই ভারতবর্ষ হইতে প্রাগৈতিহাসিক যুগে, দ্রবিড়জাতি উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গিরিসঙ্কটসমূহ অবলম্বনে প্রাচীন ঐরাণ ও বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন বাবিরুষ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তাঁহারা তদ্দেশীয় আদিম অধিবাসীগণ অপেক্ষা সভ্যতর, তাঁহারা তখন ধাতব অস্ত্রের ব্যবহারে অভ্যস্ত, অঙ্কিত সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা ভাব প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন এবং নানাবিধ শিল্প তাঁহাদিগের আয়ত্ব হইয়াছে[১৮]।

অতি অল্পদিন পূর্বে মধ্যভারতের পার্বত্য উপত্যকাসমূহের কোন স্থানে একটি ক্ষুদ্র গোলাকার প্রস্তর নির্মিত কীলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কীলকটির গাত্রে কতকগুলি মনুষ্যমূর্তি ও কতকগুলি অক্ষর আছে। এই কীলকটি এক্ষণে নাগপুরের চিত্রশালায় বা মিউজিয়ামে আছে। কিছুদিন পূর্বে এই কীলকটির চিত্রদর্শনে একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলেন যে, ইহাতে কীলকাক্ষরে একটি খোদিতলিপি আছে এবং কীলকটি বাবিরুষের একটি প্রাচীন মুদ্রা (Cylender

১৮। H. R. Hall's, The Anciant History of the Near East, pp. 171-174

Seal)। প্রাচীনকালে বাবিরুষে এই জাতীয় মুদ্রার (শিলমোহরের) বহুল প্রচলন ছিল। এই সকল প্রাচীন শিলমোহর গোলাকার, এবং আর্দ্র ও কর্দ্দমের উপরে উহা গড়াইয়া দিলে চতুকোণ মুদ্রা মুদ্রিত হইয়া যাইত। প্রাচীন বাবিরুষে ও আসুরে গ্রন্থ হইতে পত্রাদি পর্য্যন্ত সমস্তই লৌহকীলক দ্বারা কর্দ্দমে লিখিত হইত; লিখন শেষ হইলে লেখকের নামযুক্ত মুদ্রা, পত্র বা পুস্তকের শেষে মুদ্রিত হইত[১৯]। এই জাতীয় সহস্র সহস্র মুদ্রা প্রাচীন আসুর, বাবিরুষ, এমন কি প্রাচীন মিশরে পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে[২০]। নাগপুর চিত্রশালায় যে কীলকটি আছে তাহাতে একদিকে দুইটি বৃহৎ মনুষ্যমূর্ত্তি, চন্দ্রসূর্য্যের চিহ্ন ও তিনটি ক্ষুদ্র মনুষ্যমূর্ত্তি আছে, এবং অপরদিকে দুই পংক্তি কীলকাক্ষর আছে। বৃহদাকার মনুষ্যদ্বয়ের মধ্যে বামদিকের মূর্ত্তিটি রমণীমূর্ত্তি, সম্ভবতঃ কোন দেবী, তিনি করজোড়ে অপর মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। অপর মূর্ত্তিটি বাবিরুষীয় পবনদেবতা আদাদের (Adad)। আদাদ প্রাচীনকালে সিরিয়াদেশে আমুরু (Amurru) নামে পূজিতে হইতেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে, বাবিরুষরাজ মার্দুক-নাদিন্-আখি, একল্লাতিনগর জয় করিয়া সেইস্থান হইতে আদাদের মূর্ত্তি বাবিরুষনগরে লইয়া গিয়াছিলেন[২১]। কীলকাক্ষরে খোদিতলিপি হইতে জানা যায় যে, ইহা আদাদের সেবক লিবুরবেলী নামক কোন ব্যক্তির মুদ্রা। কীলকলিপির শেষভাগ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, আদাদের নাম ইহাতে পাঠ করা যায় না, তবে খোদিতলিপির পার্শ্বে, আদাদের মূর্ত্তি দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এইস্থানে দেবতা আদাদের নাম ছিল। "লিবুরবেলী" বাবিরুষীয় ভাষায় "ঈশ্বর বলবান্ হওন" বুঝায়। এই কীলকলিপি অনুমান দুই হাজার খৃষ্টপূর্বাব্দে খোদিত হইয়াছিল। এই সময় প্রাচীন বাবিরুষে প্রাচীন রাজবংশের অধিকারকাল[২২]। মধ্যভারতে এই কীলকলিপির আবিষ্কার, পণ্ডিতপ্রবর হলের

১৯। Ibid. 206

২০। Maspero's Down of Cevilisation, P. 757

২১। Hall's-Anceant History of the Near East P. 399.

২২। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ সুহৃদ্বর রায় বাহাদুর পণ্ডিত হীরালাল এক বৎসর পূর্বে এই কীলকলিপির আবিষ্কার-বার্ত্তা আমাকে জানাইয়াছিলেন। পরে তিনি ইহার একটি প্রতিলিপি ও ছাঁচ (plaster cast) আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়া আমাকে উহা ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন। যে ইওরোপীয় পণ্ডিত এই কীলকলিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন তাঁহার নাম L. W. King ;- Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, Vol, X., 1914, pp. 461-63

উক্তির যথার্থ্য প্রমাণিত করিতেছে। দাক্ষিণাত্যে পাষাণনির্মিত প্রাচীন সমাধিস্থান খননকালে মৃণ্ময় শবাধারে মনুষ্যের শব আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৩]। এই জাতীয় শবাধার প্রাচীন বাবিরুষের ধ্বংসাবশেষ মধ্যেও আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৪]। এই সকল আবিষ্কার হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, প্রাচীন বাবিরুষবাসিগণের সহিত ভারতবাসী দ্রবিড় বা তমিল জাতির অতি নিকট সম্পর্ক ছিল এবং উত্তরাপথের পশ্চিমপ্রান্তে বালুচিস্তানে ব্রহুই জাতির অস্তিত্ব ও ভাষা হইতে প্রমাণিত হয় যে, এক সময়ে সম্ভবতঃ আর্যজাতির আক্রমণের পূর্বে আর্য্যাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে দ্রবিড়জাতির বিস্তৃত অধিকার ছিল। অধ্যাপক হল্ অনুমান করেন যে, ভারতবর্ষই দ্রবিড় জাতির প্রাচীন বাসস্থান এবং তাঁহারা আর্য্যাবর্ত হইতে পশ্চিমে প্রয়াণকালে বালুচিস্তানে যে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, আধুনিক ব্রহুই জাতি সেই ঔপনিবেশিকগণের বংশধর। দ্রবিড় জাতির সহিত প্রাচীন বাবিরুষবাসী সুমেরীয় জাতির যে নিকট সম্পর্ক ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই; তবে ইহাও সম্ভব যে দ্রবিড়গণ বাবিরুষ অধিকার করিয়া, পরে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রাচীন আর্য্যগণের ন্যায় মধ্য-এশিয়া অথবা উত্তর এশিয়া তাঁহাদিগের প্রাচীন বাসস্থান ছিল।

আর্য্যোপনিবেশের পূর্বে যে প্রাচীন জাতি ভূমধ্যসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিল, তাহারাই বোধহয় ঋগ্বেদের দস্যু এবং তাহারাই ঐতরেয় আরণ্যকে বিজেতৃগণ কর্তৃক পক্ষী নামে অভিহিত হইয়াছে। এই প্রাচীন দ্রবিড়জাতিই বঙ্গ ও মগধের আদিম অধিবাসী। নৃতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ আধুনিক বঙ্গবাসিগণের নাসিকা ও মস্তক পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে তাহারা দ্রবিড় ও মোঙ্গলীয় জাতির সংমিশ্রণে উৎপন্ন। মগধে ব্রাহ্মণাদি উচ্চ জাতীয় ব্যক্তিগণকে আর্যজাতীয় অথবা আর্যসংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া বোধহয়, কিন্তু বঙ্গবাসিগণকে জাতিধর্মনির্বিশেষে দ্রবিড় ও মোঙ্গোলীয়জাতির সংমিশ্রণের ফল বলা যাইতে পারে।

উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ আর্য্যগণ কর্তৃক বিজিত হইবার বহুকাল পরেও মগধ ও বঙ্গ স্বাধীন ছিল। যে সময়ে শতপথ ব্রাহ্মণ রচিত হইয়াছিল, সে সময়ে মিথিলায় আর্য্যোপনিবেশ স্থাপিত হইলেও, মগধ ও বঙ্গ আর্যজাতির নিকট মস্তক

২৩। Anderson's Catalogue and Handbook of the Archaeological Collections in the Indian Museum, Calcutta. pt. 11. p. 426.

২৪। Masperos Down of Cevilisation, p. 686.

অবনত করে নাই। তখনও পর্যন্ত এই দেশদ্বয় আর্য্যাবর্তের সীমাভুক্ত ছিল না। প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌরাষ্ট্র ও মগধ দেশে তীর্থযাত্রা বিনা অন্য কারণে গমন করিলে পাতিত্যদোষ জন্মিত ও পুনঃ সংস্কার আবশ্যক হইত[২৫]। বৌধায়ন ধর্মসূত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সৌবীর প্রভৃতি দেশে গমন করিলে শুদ্ধিলাভার্থ যজ্ঞবিশেষের অনুষ্ঠান করিতে হইত[২৬]। পূর্বোক্ত নিষেধবাক্য দেখিয়া বোধ হয় যে বৌধায়ন স্মৃতির রচনাকালেও বঙ্গ-মগধের প্রাচীন আদিবাসিগণ পিতৃপুরুষের পূজার্চনারীতির ও প্রাচীন দেবসমূহের গৌরব অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই জন্যই গর্বিত আর্যগণ উক্ত দেশসমূহে গমন সম্বন্ধে নিষেধ বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন।

প্রাচীন সাহিত্যে আর্য্যগণ কর্তৃক মগধ বা বঙ্গ অধিকারের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না সুতরাং কোন্ সময়ে আর্য্যজাতি বঙ্গ ও মগধ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিজয় সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার মূলে সত্য আছে কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার হইবে করিতে যে খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্যসভ্যতা প্রসারিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য্য নাম নহে সুতরাং তাঁহার জন্মের পূর্বেই বঙ্গ-মগধের প্রাচীন অধিবাসিগণ পুরাতন ভাষা ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যজাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২৫। অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রমগধেষু চ।
তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রথমভাগ, ১ম খণ্ডে প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ইহা মনুর বাক্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ ১ম অংশ পৃঃ ৫০, পাদটীকা ১। সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা মানব ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক নহে —যশোহর খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৪৯।

২৬। বৌধায়ন ধর্মসূত্র। ১।১।২।

পরিশিষ্ট (ক)

এসিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচিত "Bengal, Bengalees, Their manners, customs and Lilurefure" নামক অপ্রকাশিত প্রবন্ধ অবলম্বনে এই পরিচ্ছেদ লিখিত হইয়াছে। শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সপ্তম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে বলিয়াছেন, "আমার বিশ্বাস বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি…। বাঙ্গালার ইতিহাস এখনও তত পরিষ্কার হয় নাই যে, কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন বাঙ্গালা Egypt হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। বাঙ্গালা Nineva ও Babylon হইতেও প্রাচীন অথবা নূতন।…বাঙ্গালা চীন হইতে প্রাচীন অথবা নূতন। যখন আর্যগণ মধ্য এশিয়া হইতে পাঞ্জাবে উপনীত হন, তখনও বাঙ্গালা সভ্য ছিল। আর্যগণ আপনাদের বসতি বিস্তার করিয়া যখন এলাহাবাদে পর্যন্ত উপস্থিত হন, তখন বাঙ্গালার সভ্যতায় ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহারা বাঙ্গালীকে ধর্মজ্ঞান শূন্য এবং ভাষাশূন্য পক্ষী বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।…

বুদ্ধদেবের জন্মের পূর্বে বাঙ্গালীরা জলে ও স্থলে এত প্রবল হইয়াছিল যে, বঙ্গ রাজ্যের একটি ত্যজ্যপুত্র সাত শত লোক লইয়া নৌকা যোগে লঙ্কাদ্বীপ দখল করিয়াছিলেন। তাঁহারই নাম হইতে লঙ্কাদ্বীপের নাম হইয়াছে সিংহলদ্বীপ। রামায়ণে লঙ্কাদ্বীপের নাম সিংহলদ্বীপ কোথাও নাই। কিন্তু ইহার পরে উহার লঙ্কা নাম উঠিয়া গিয়া ক্রমে সিংহল নাম সংস্কৃত সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বড় বড় খাঁটি আর্যরাজগণ, এমনকি যাঁহারা ভারতবংশীয় বলিয়া আপনাদের গৌরব করিতেন, তাঁহারাও বিবাহ সূত্রে বঙ্গেশ্বরের সহিত মিলিত হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেন।…যখন লোকে লোহার ব্যবহার করিতে জানিত না, তখন বেতে বাঁধা নৌকায় চড়িয়া বাঙ্গালীরা নানা দেশে ধান চাউল বিক্রয় করিতে যাইত। সে নৌকার নাম ছিল 'বালাম নৌকা'। তাই সে নৌকায় যে চাউল আসিত তাহার নাম 'বালাম চাউল' হইয়াছে; 'বালাম' বলিয়া কোন ভাষায় কথা আছে কিনা জানি না; কিন্তু তাহা সংস্কৃতমূলক নহে। তমলুক বাঙ্গালার প্রধান বন্দর। অশোকের সময় এমন কি বুদ্ধের সময়ও তমলুক বাঙ্গালার বন্দর ছিল। তমলুক হইতে জাহাজ সকল নানা দেশে যাইত।…অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও তমলুকের নাম পাওয়া যায়। তমলুকের সংস্কৃত নাম তাম্রলিপ্তি।

তাম্রলিপ্তি শব্দের অর্থ কি, সংস্কৃত হইতে তাহা বুঝা যায় না। সংস্কৃতে তাম্রলিপ্তির মানে তামায় লেপা কিন্তু তমলুকের নিকট কোথাও তামার খনি নাই। তমলুক হইতে যে তাম্র রপ্তানি হইত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। বহু প্রাচীন সংস্কৃতে উহার নাম দামলিপ্তি অর্থাৎ উহা দামল জাতির একটি প্রধান নগর। বাঙ্গালায় যে এককালে দামল বা তামল জাতির প্রাধান্য ছিল, ইহা হইতে তাহাই কতক বুঝা যায়”—মানসী, বৈশাখ ১৩২১, পৃঃ ৩৫৬-৫৮

অধ্যাপক হল তাঁহার নব প্রকাশিত গ্রন্থে, প্রাচীন সুমেরীয় জাতি বা দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড় জাতির পূর্বপুরুষগণের যে সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়াছেন নবাবিস্কৃত বাবিলনীয় কীলকলিপির দ্বারা তাহার মূল্য কতদূর বর্ধিত হইয়াছে, এই পরিচ্ছেদে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি।

মহাভারতে বা রামায়ণে বাসুদেব, বা চন্দ্রসেন প্রভৃতি পৌণ্ড্রজাতীয় ও বঙ্গদেশীয় রাজগণের উল্লেখ আছে। অনাবশ্যক জ্ঞানে গ্রন্থমধ্যে তাহাদিগের উল্লেখ করি নাই। মহাভারত ও রামায়ণের ঐতিহাসিকতা এখনও তর্কের বিষয়, এতদ্ব্যতীত যে অংশে বাসুদেবপ্রমুখ রাজগণের নাম আছে, সেই অংশের বয়স কত তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। এইসকল কারণে এই গ্রন্থে মহাভারত বা রামায়ণের প্রমাণ গ্রহণ করা উচিৎ বোধ নহে।

বাঙ্গালার বর্তমান অধিবাসীগণের সহিত দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড় ভাষাভাষী অধিবাসীগণের সম্পর্ক অতি ঘনিষ্ট। ইহার প্রমাণ প্রাচীন দ্রাবিড় সাহিত্যে পাওয়া যায়। “নাগপূজক কয়েকটি জাতি বাঙ্গালা হইতে এবং ভারতের উত্তরাঞ্চল হইতে তামিলকম্ দেশে যায়। ইহাদের মধ্যে মরণ, চের ও পাঙ্গালাথির-ইয়র উল্লেখ্য। চেরগণ উত্তর পশ্চিমপাঙ্গালা হইতে দক্ষিণ ভারতে যায়। সেখানে গিয়া তাহারা চেররাজ্য স্থাপন করে। পাঙ্গালা যে বাঙ্গালা, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায়”...“একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্টপূর্ব সপ্তম শতকে আনাম রাজ্যে গমন করেন। তাঁহার নাম ‘লাক্ লোঙ্” (lak-long), ইহার মাতৃকুল নাগবংশীয় ছিলেন। আনাম দেশের বিবরণে আছে যে, ইনি তাঁহার জন্মভূমি ‘বন-লাঙ্’ (Van-long) পরিত্যাগ পূর্বক আনামরাজকে বিতাড়িত করিয়া নিজে রাজা হন। এখানে ‘উকিত’ নামে এক রমণীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার এই রাজ্যের নামও তিনি দেন—‘বন লাঙ’; রাজধানীর

নাম 'কোঙ্-চু'। ইহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভূত অদ্ভুত গল্প আছে। গল্পগুলির উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে সেই সমস্ত গল্প হইতে সার নিষ্কর্ষ করিতে পারা যায়। তদনুসারে বলিতে পারা যায় যে বন-লাঙের অধিবাসীরা 'বন্' বা 'বঙ্' নামে পরিচিত ছিলেন। এই বন্ ও বঙ্গ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই বন্ বা বঙ্গজাতি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক পর্যন্ত আনামে রাজত্ব করেন।"… "লাক্-লোঙ্ যিনিই হওন, ইনি যে বঙ্গদেশ হইতে আনামে গিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লইবার মত প্রমাণ সুপণ্ডিত জেরিনি-প্রমুখ পণ্ডিতগণ দিয়াছেন।"

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "বাঙ্গালীর ইতিহাস", প্রবাসী—১৩২৮, পৃঃ ৬৩২-৩৩

শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার বহুপূর্বে প্রাচীন ইতিহাসবেত্তা শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় ১৩১৭ সালের কার্তিক মাসের নব্যভারতে "বঙ্গ নামের প্রাচীনতা" প্রবন্ধে এবং ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে History of the Bengali litarature গ্রন্থে প্রকাশিত বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতায় আলোচনা করিয়াছিলেন। এই সম্বন্ধে প্রবাসী ১৩২৮, পৃঃ ৮৭৫ ও ২০১ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

মৌর্য্যাধিকার ও শকাধিকার

আর্য্যাধিকারকালে দ্রবিড়জাতির ভারতের আদিম অধিবাসীগণের রীতি-নীতি—মগধে শুদ্ররাজগণের অভ্যুত্থান—মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমা—প্রচলিত মুদ্রা—মৌর্য সাম্রাজ্যের অধঃপতন—ইউচি-ও উ-সুন জাতির বিবাদ—শকজাতি কর্তৃক উত্তরাপথ অধিকার ও নূতন শকরাজ্য স্থাপন—সুঙ্গ বংশীয় পুষ্যমিত্র কর্তৃক মগধরাজ্য অধিকার—পঞ্চনদ প্রভৃতি দেশের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা—সুঙ্গ বংশীয় শেষ রাজা দেবভূমির হত্যা—দেবভূমির মন্ত্রী কাণ্ববংশীয় বাসুদেব কর্তৃক মগধের সিংহাসন অধিকার—তৎকালে মগধরাজের বিস্তৃতি—ভিন্ন ভিন্ন শকজাতির অধিকার—শকক্ষত্রপগণ—ইউচিজাতি কর্তৃক উত্তরাপথে ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকরাজ্য অধিকার—কনিষ্কের সময়ে শক রাজ্যের বিস্তৃতি—বুদ্ধগয়ায় মন্দির—বোধিসত্বমূর্তি—পূর্ব্বরাজ চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয়।

মগধ ও বঙ্গ আর্য্যজাতি কর্তৃক অধিকৃত হইলে, দ্রবিড়জাতির আদিম অধিবাসীগণ দেশত্যাগ করেন নাই। ভারতবর্ষের অবশিষ্টাংশের ন্যায় এই দুইটি প্রদেশেও ক্রমশঃ বিজেতৃগণের ধর্ম, রীতি-নীতি ও ভাষা অবলম্বন করিয়াছিল। দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রবিড়গণ সম্পূর্ণরূপে আর্য্যভাষা গ্রহণ করেন নাই; কিন্তু তাঁহারা পুরাতন ধর্মের পরিবর্তে নূতন ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আর্য্যগণের অনেক আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছিলেন। বঙ্গ ও মগধ, নবাগত বিজেতৃগণের শাসন অধিক দিন সহ্য করে নাই। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ উত্তরাপথের পূর্বসীমান্তস্থিত প্রদেশগুলি আর্য্যগণের করায়ত্ত হইয়াছিল। এই ঘটনার তিন বা চারি শতাব্দী পরে, সমগ্র আর্য্যবর্ত, মগধের শূদ্রজাত রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ভাষাতত্ত্ববিদ্ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণ এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, প্রাচীন ভারতের শূদ্রগণ অনার্য্য বংশসম্ভূত। উত্তরাপথে শূদ্রবংশজাত রাজবংশের প্রাধান্য স্থাপনের প্রকৃত অর্থ,—আর্য্যজাতীয় বিজেতৃগণের নির্বীয্যতা ও ক্ষত্রিয়বংশজাত আর্য্যরাজগণের অধঃপতন। আর্য্যরাজগণের অধঃপতনের পূর্বে উত্তরাপথের পূর্বাঞ্চলে আর্য্যধর্মের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, জৈনধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম এই আন্দোলনের ফল। জৈনধর্মগ্রন্থমালা পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, আর্য্যাবর্তের পূর্বাংশই এই নূতন ধর্মমতের জন্মস্থান।

জৈনধর্মের চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্করের মধ্যে চতুর্দ্দশজন, মগধে ও বঙ্গে নির্বানলাভ করিয়াছিলেন[১]। মগধদেশে উরুবিল্ব গ্রামের নিকটে শাক্যরাজপুত্র গৌতম—সিদ্ধার্থ বৌদ্ধধর্মের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। জৈন ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পর্য্যালচনা করিলে স্পষ্ট বোধহয় যে, দীর্ঘকালব্যাপী বিবাদের পরে সনাতন আর্য্যধর্মের বিরুদ্ধবাদী নূতন ধর্মদ্বয় ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীরদেবের আবির্ভাবের পূর্বে, মগধ ও বঙ্গ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত ছিল। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীর বর্ধমানে নির্বাণ-প্রাপ্তির অতি অল্পকাল পরে শিশুনাগবংশীয় মহানন্দের শূদ্রাপত্নীর গর্ভজাত পুত্র, ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল করিয়া একছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে গুপ্ত রাজবংশের অধঃপতন পর্যন্ত, মগধরাজ উত্তরাপথে একচ্ছত্র সম্রাটরূপে পূজিত হইতেন, এবং পাটলিপুত্রই সাম্রাজ্যের একমাত্র রাজধানী ছিল। মগধে শূদ্রবংশের অভ্যুত্থান ও আর্য্যাবর্ত পুনর্বার নিঃক্ষত্রিয়করণের প্রকৃত অর্থ বোধ হয় যে, এই সময়ে বিজিত অনার্য্যগণ অবসর পাইয়া পুনরায় মস্তকোত্তোলন করিয়াছিলেন এবং মহাপদ্মনন্দের সাহায্যে ক্ষত্রিয়রাজকুল নির্মূল করিয়াছিলেন। মহাপদ্মনন্দের পূর্বে ভারতবর্ষে কোন রাজা সমগ্র আর্য্যাবর্ত অধিকার করিয়া "একরাট্" পদবী লাভ করিতে পারেন নাই[২]। এই সময়ে (অনুমান ৩২৭ খৃষ্টপূর্বাব্দে) মাসিডনরাজ দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার বা সেকেন্দর, পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা—তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

---

(১) চতুর্বিংশতি জৈন তীর্থঙ্করের মধ্যে দুইজন মিথিলায় ও দুইজন মগধে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ঊনবিংশতিতম তীর্থঙ্কর মল্লিনাথ ও একবিংশতিতম তীর্থঙ্কর নিমিনাথ মিথিলায়, বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মুনি সুব্রতনাথ রাজগৃহে ও চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর মহাবীর বর্ধমান বৈশালি নগরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। চতুর্বিংশতিজনের মধ্যে দ্বাদশজন (অজিতনাথ, সম্ভব, অভিনন্দন, সুমতিনাথ, পদ্মপ্রভ, সুপার্শ, পুষ্পদন্ত, শীতলনাথ, অংশুমান, বিমলনাথ, নিমিনাথ ও পার্শ্বনাথ) সমেত শিখরে, অর্থাৎ পার্শ্বনাথ পর্বতে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় তীর্থঙ্কর বাসুপুজ্য চম্পানগরে ও চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বর্ধমান মহাবীর অপাপপুরীতে নির্বাণলাভ করিয়াছিলেন। এই নগরদ্বয় অঙ্গ ও মগধদেশে অবস্থিত।

(২) অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, Fundamenlal of Unity India নামক গ্রন্থে, প্রাচীনকালে, আর্য্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অস্তিত্বের প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, সমগ্র আর্য্যাবর্ত মহাপদ্ম নন্দের রাজ্যকালের পূর্বে রাষ্ট্রীয় ঐক্য নিতান্ত অসম্ভব ইহাই প্রমাণ করিয়াছেন সবুজ পত্র ১ম বর্ষ, পৃঃ ৪০৩

বিপাশাতীরে, শিবিরে, তিনি আর্য্যাবর্ত্তের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত "প্রাসিই" এবং "গঙ্গরিডই" নামক দুইটি পরাক্রান্ত রাজ্যের অস্তিত্বের কথা অবগত হইয়াছিলেন[৩]। নন্দবংশ সিংহাসনচ্যুত হইলে, মৌর্য্যবংশের প্রথম নরপতি চন্দ্রগুপ্ত যবন বা গ্রীকগণ কর্ত্তৃক বিজিত পঞ্চনদ প্রদেশ পুনরাধিকার করিয়া মগধসাম্রাজ্যের আয়তন বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন, তখন বোধহয় দক্ষিণবঙ্গে ও দক্ষিণ কোশলে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল। চন্দ্রগুপ্তের সভায় অবস্থান কালে যবন রাজদূত মেগাস্থিনিস প্রাচ্যজগতের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা এখন আর পাওয়া যায় না; কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রীক লেখকগণ, স্ব স্ব গ্রন্থে মেগাস্থিনিস-বিরচিত "ইণ্ডিকা" নামক গ্রন্থের যে সকল অংশ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে গঙ্গরিডই রাজ্য, অন্ধ্র রাজ্যের ন্যায় স্বাধীন ছিল। গঙ্গরিডই রাজ্যের সহিত কলিঙ্গ রাজ্য যুক্ত ছিল। গঙ্গানদী গঙ্গারিডই রাজ্যের পূর্ব্বসীমা ছিল[৪]। ইহা হইতে অনুমান যে, মৌর্য্যসাম্রাজ্যের প্রারম্ভে রাঢ় ও কলিঙ্গ মগধরাজের অধিনে ছিল না। মৌর্য্যবংশীয় মগধরাজগণ প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলে, রাঢ় ও বঙ্গ তাঁহাদিগের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসারের রাজ্যকালে দাক্ষিণাত্য, এবং বিন্দুসারের পুত্র অশোকের শাসনকালে কলিঙ্গদেশ মৌর্য্যসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল[৫]। অশোকের অনুশাসনসমূহে রাঢ়, বঙ্গ, গৌড় বা বরেন্দ্রের কোন উল্লেখ নাই; কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে, তাঁহার রাজ্যকালে মগধ সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে কোন স্বাধীন রাজ্য ছিল না। তাঁহার দ্বিতীয় সংখ্যক অনুশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার রাজ্যকালে—মৌর্য্যসাম্রাজ্যের দক্ষিণসীমান্তে চোল, পাণ্ড্য, সত্য, কেরল ও তাম্রপর্ণী এবং পশ্চিমসীমান্তে গ্রীকরাজ দ্বিতীয় বা তৃতীয় আন্তিওকের অধিকার ব্যতীত অপর কোন প্রত্যন্তে স্বাধীনরাজ্যের অস্তিত্ব ছিল না[৬]। উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়ের উপত্যকাসমূহে এবং পূর্ব্বে

(৩) McCrindle's Anciant India, its Invension by Aleander the Great.

(৪) McCrindle's Megasthenes, pp. 33-34

(৫) V. A. Smith's Early History of India (3rd Edition) p. 148.

(৬) "এবমপি প্রচংতেসু যথা চোডা পাংডা সতিয়পুতো কেরলপুতো আ তাংব। পংনি আংতিয়া কো যোন রাজা যেবাপি তস আংতিয়াকাস সমীপং" ২য় শিলাশাসন—Epigraphia Indica, Vol. II. p. 449

লৌহিত্যের অপরপারে গিরিসঙ্কুল আটবিক প্রদেশের অধিবাসীগণকে, রাজাধিরাজ মহারাজ স্বতন্ত্র স্বাধীনরাজ্যবাসী বলিয়া স্বীকার করিতে বোধহয় কুণ্ঠিত হইতেন। ধর্মপ্রচারের উত্তেজনায় যখন বিস্তৃত মৌর্য্যসাম্রাজ্যের রাষ্ট্রীয়বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িল, তখন হইতে সুদূর প্রত্যন্তস্থিত প্রদেশগুলি স্বাধীন হইবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতেছিল। দেবতাদিগের প্রিয় প্রিয়দর্শী অশোকের দেহাবসানের অব্যবহিত পরে পশ্চিমে গান্ধার ও কপিশা ও দক্ষিণে অন্ধ্র ও কলিঙ্গ দেশ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল। মৌর্যরাজবংশের অধিকার-কালে ভারতবর্ষে রাজনামাঙ্কিত সুবর্ণ বা রজত মুদ্রার প্রচলন ছিল না; তৎকালে পুরাণ নামক চতুষ্কোণ রজতখণ্ডই মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। শ্রেষ্ঠী ও সার্থবাহগণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রস্তুত করিত। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে শত শত "পুরাণ" নামক প্রাচীন রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত কাক্রা গ্রামে এই জাতীয় ছয়টি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৭]। বাঙ্গালা ১২৭৫ সালে দীনবন্ধু মিত্র নামক কোন ব্যক্তি মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত তমলুক নগরে একটি "পুরাণ" আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৮]। মগধ ও তীরভুক্তির নানাস্থানে "পুরাণ" আবিষ্কৃত হইয়াছে। গত বৎসর পূর্ণিয়া জেলায় একস্থানে প্রায় তিন সহস্র "পুরাণ" আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৯]। ভারতবর্ষে যে সময়ে "পুরাণ" ব্যবহৃত হইত, সেই সময়ে দুই জাতীয় তাম্রমুদ্রার ব্যবহার ছিল। প্রথম, বৃহৎ তাম্রখণ্ড হইতে কর্তিত ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ তাম্রমুদ্রা এবং দ্বিতীয়, "ছাঁচে ঢালা" (cast) চতুষ্কোণ বা গোলাকার মুদ্রা। ভূতত্ত্ববিভাগের ভূতপূর্ব চিত্রকর মৃত নৃপেন্দ্রনাথ বসু ২৪ পরগণা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত বেড়াচাপা গ্রামের নিকটে শেষোক্ত প্রকারের ছয়টি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তৎকর্তৃক সংগৃহীত মুদ্রাগুলি এখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[১০]। দীনবন্ধু মিত্র তমলুকেও এই জাতীয় একটি মুদ্রা পাইয়াছিলেন[১১]। গত পাঁচ বৎসরে বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে এই জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৭) Proceedings, Asiatic Socity of Bengal, 1879. p. 245

(৮) Ibid, 1882, p. 112

(৯) Annual Report of the Indian Museum, Archaeological Section 1913-14

১০। A Descriptive List of Sculpturs and coins in the Meseum of the Bangiya Sahitya Parisad, p. 40 ; Nos. 179-184.

১১। Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112.

মরুদেশে মেষচারণের ভূমির অধিকার লইয়া, যাযাবর জাতিদ্বয়ের দ্বন্দ্বযুদ্ধের ফলে ইউচি জাতি যখন পরাজিত হইয়া নতুন আবাসের সন্ধানে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিল, তখন প্রাচীন প্রাচ্যজগতের ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায় আরম্ভ হইল। ইউচিগণ অগ্রসর হইলে তাহাদিগের সহিত উ-স্থন নামক আর একটি শক জাতির বিবাদ হয়, ফলে উ-স্থনগন পরাজিত হইয়া তাহাদিগের মেষচারণ ভূমি পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। ইউচিগণ কিয়ৎকাল উ-স্থনদিগের আবাস-ভূমিতে বাস করিতে থাকে। উ-স্থনগন প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ইউচিদিগকে পরাজিত করে এবং উহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। ইউচিগণ পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ বক্ষু বা চক্ষু (Oxus) নদীতীরে উপস্থিত হইয়াছিল। বক্ষু নদীর উত্তর তীরে, শকদ্বীপে (Soghdiana) যে সকল শকজাতি বাস করিতেছিল, তাহারা নবাগত শকজাতি কর্তৃক তাড়িত হইয়া বাহ্লীকও কপিশার যবন বা গ্রীকরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল[১২]। যবনগণ পরাজিত হইয়া, উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া, বহু নতুন রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন তখন মৌর্যসাম্রাজ্যের শেষ দশা; শেষ মৌর্য নরপতি বৃহদ্রথ, তাঁহার শুঙ্গবংশীয় ব্রাহ্মণ জাতীয় সেনাপতি পুষ্যমিত্র কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

অনুমান হয় যে, ১৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে মৌর্যবংশের রাজ্য লোপ হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কপিশা ও পঞ্চনদবাসী যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্র, অগ্নিমিত্র ও শুঙ্গবংশীয় শেষ রাজা দেবভূমি বা দেবভূতি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ছিলেন এবং সেই কারণে তাঁহাকে প্রচ্ছন্নভাবে হত্যা করা হইয়াছিল। দেবভূমির ব্রাহ্মণমন্ত্রী, কাণ্বংশীয় বাসুদেব, তাঁহার মৃত্যুর পরে পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। কাণ্বংশীয় রাজগণের সময়ে সাম্রাজ্য মগধের সীমা মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল বলিয়াই বোধ হয়।

১২। শকাধিকারকালের বিস্তৃত বিবরণ আমার "শকাধিকার কাল ও কলিঙ্ক" নামক প্রবন্ধে প্রদত্ত হইয়াছে—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, দ্বাদশবর্ষ, অতিরিক্ত সংখ্যা। এই প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া ভিন্সেণ্ট স্মিথ, টমাস প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই মত গ্রহণ করিয়াছেন।—The Scythian Period of Indian History, Indian Antiquary. 1908, pp. 25-75 V.A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 215, App. J, p-251 Note, p-255 Note 1, p. 269; F. W. Thomas. The Date of Kanishka, Journal of the Royal Asiatic Society, 1913, p. 627

শুঙ্গ বা কাণ্ববংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে ইন্দ্রাগ্নিমিত্র নামক জনৈক সামন্তরাজ বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসনের উপর মহারাজ অশোক প্রিয়দর্শী যে, মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চতুস্পার্শে একটি পাষাণ নির্মিত বেষ্টনী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বর্তমান মন্দিরের চতুস্পার্শে যে পাষাণ বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি বিদ্যমান আছে তাহা খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীতে ব্রহ্মমিত্র ও তাহার পত্নী নাগদেবার আদেশে নির্মিত হইয়াছিল[১৩]। শুঙ্গ বা কাণ্ববংশীয় রাজগণের কোন প্রাচীন খোদিতলিপি অদ্যাবধি মগধে, রাঢ়ে, গৌড়ে বা বঙ্গে আবিষ্কৃত হয় নাই। শুঙ্গবংশীয়গণের একখানি মাত্র খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে[১৪]। কিন্তু কাণ্ববংশীয়গণের কোন খোদিতলিপি ভারতের কোন স্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই সুতরাং গৌড়, রাঢ় বা বঙ্গ তাঁহাদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল কিনা তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

শকগণ ধীরে ধীরে মধ্য এশিয়া হইতে অগ্রসর হইয়া, কপিশা, গান্ধার ও পঞ্চনদের (বর্তমান আফগানিস্তান ও পাঞ্জাবের) যবন রাজগণের অধিকার লোপ করিয়া নতুন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ক্রমে উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ শকরাজগণের অধিকারভুক্ত হইল।

মোগ বা মোঅ, অয়, স্পলহোর, স্পলগদম প্রভৃতি শকজাতীয় রাজগণ গান্ধার, কপিশা এবং পঞ্চনদে রাজত্ব করিতেন। ক্রমে শকগণের প্রথম

১৩। মহাবোধি মন্দিরের চতুস্পার্শে যে পাষাণ নির্মিত বেষ্টনীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। পূর্বে কনিংহাম্ এই বেষ্টনীর স্তম্ভ ও সূচীর খোদিতলিপি দেখিয়া ইহা অশোক-নির্মিত স্থির করিয়াছিলেন। বেষ্টনীর বহু স্তম্ভ ও সূচী বুদ্ধগয়ার মহান্তগণের গৃহনির্মাণকালে ব্যবহৃত হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহান্ত কৃষ্ণদয়ালগিরি গভর্ণমেন্টের অনুরোধ অনুসারে সমস্ত স্তম্ভগুলি যথাস্থানে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভগুলির একটিতে রাজা ব্রহ্মমিত্র ও তাঁহার পত্নী নাগদেবার নাম আছে। এই প্রমাণের বলে মৃত ডাঃ ব্লক্ (Dr. T. H. Block) স্থির করেন যে পাষাণ বেষ্টনী অশোক—নির্মিত নহে, ইহা শুঙ্গ বা কাণ্ববংশীয় রাজগণের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। মহাবোধি-মন্দিরের পাষাণ বেষ্টনীর দুইএকটি সূচীতে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা প্রথম শতাব্দীর অক্ষরও দেখা গিয়াছে।

১৪। মধ্যপ্রদেশে বরহুত গ্রামে যে প্রাচীন স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে; তাহার তোরণের একটি স্তম্ভের খোদিতলিপিতে শুঙ্গবংশের উল্লেখ আছে। Luders's List of Brahmi Inscription's, Epigraphia Indica, vol, X, p. 65 No-687.

সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলে ক্ষত্রপ উপাধিধারী প্রাদেশিক শাসনকর্তৃগণ স্বাধীনতা লাভ করেন। লিয়ক কুস্তুলক, পতিক, রঞ্জুবুল, শোডাস, মণিগুল, জিহোনিয়, বেস্পসি বা বেএসি প্রভৃতি শকক্ষত্রপগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন নরপতি ছিলেন। কিন্তু ভারতের মোগল সাম্রাজ্যের শেষ সময়ের স্বাধীন সুবাদারগণের ন্যায় তাঁহারাও কখনও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। ভারতের প্রথম শকসাম্রাজ্যের শেষদশায় ইউচিগণ বাহ্লীক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমশঃ উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। অবশেষে ইউচি জাতির পাঁচটি প্রধান বিভাগ, কুষাণবংশ কর্তৃক একত্র হয়। এই সময় হইতে ইউচিগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠেন এবং একে একে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শকরাজ্যগুলি অধিকার করেন। কুষাণবংশীয় রাজা কুজুলকদফিসের সময়ে, কপিশা, গান্ধার ও পঞ্চনদে শকক্ষত্রপগণের অধিকার শেষ হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কুজুলকদফিস খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন। তাঁহার পরে বিমকদফিস বারণসী পর্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। শকাব্দের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম কাণিষ্কের সময়ে কুষাণসাম্রাজ্য, পূর্বে প্রাচীন চীন সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা হইতে পশ্চিমে পারদ সাম্রাজ্যের পূর্বসীমা পর্যন্ত, এবং উত্তরে সাইবেরিয়া হইতে দক্ষিণে নর্মদাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাণিষ্কের সময়ে মগধ ও বঙ্গ স্বতন্ত্র ছিল, কি কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, কিন্তু হুবিষ্ক ও বাসুদেবের সময়ে সম্ভবতঃ মগধ কুষাণবংশীয় সম্রাটগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল। বুদ্ধগয়ার মন্দির সংস্কারকালে, মন্দিরের পশ্চাৎস্থিত বোধিদ্রুমমূলের বজ্রাসনতলে কনিংহাম হুবিষ্কের একটি সুবর্ণমুদ্রার ছাঁচ পাইয়া ছিলেন[১৫]। বজ্রাসন স্থাপনকালে (বোধহয় হুবিষ্কের রাজত্বকালে) উহার নিম্নে হুবিষ্কের একটি সুবর্ণমুদ্রা রাখা হইয়াছিল কিন্তু তাহা পরবর্তীকালে অপহৃত হওয়ায়, মুদ্রার প্রতিলিপিটিমাত্র বজ্রাসননিম্নে ছিল। এতদ্ব্যতীত বুদ্ধগয়ার মহাবোধিবৃক্ষের তলে, এক্ষনে বজ্রাসনের যে আচ্ছাদন আছে, তাহার স্থানে স্থানে কুষাণ অক্ষরে খোদিতলিপি আছে[১৬]। এই সকল প্রমাণ দেখিয়া বোধহয় যে, মহাবোধিবিহার কুষাণরাজ বংশের অধিকারকালে পুনর্নির্মিত হইয়াছিল। প্রবাদ আছে যে, প্রথম কণিষ্ক পাটলিপুত্র আক্রমণ করিয়া, বুদ্ধঘোষ নামক জনৈক মহাস্থবিরকে মগধ হইতে

১৫। Cannigham's Mahabodhi, p. 20, PlX. II.

১৬। Ibid, p. 58, PL XXII. II.

গান্ধার লইয়া গিয়াছিলেন[১৭]। বুদ্ধগয়ার মন্দির যে কুষণ রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে একটি নূতন প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা (Terracotta Plaque) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রায় মহাবোধি বিহারের প্রতিকৃতি আছে এবং কতকগুলি খরোষ্ঠী অক্ষর আছে[১৮]। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতে খরোষ্ঠীলিপির ব্যবহার লোপ হইয়াছিল, অতএব অনুমান করা যায় যে কুষাণরাজবংশের অধিকারকালে মহাবোধি মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। বুদ্ধগয়ায় বজ্রাসনের আচ্ছাদনের প্রস্তরখণ্ড ব্যতীত মথুরায় নির্মিত রক্তবর্ণ প্রস্তরের একটি বোধিসত্ত্বমূর্তির এক অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখানে কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় আছে[১৯]। রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে খননকালে মৃত ডাক্তার ব্লক একটি রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত খোদিতলিপিযুক্ত মূর্তির পাদপীঠ আবিষ্কার করিয়াছিলেন[২০]। এই খোদিতলিপির অক্ষর কুষাণরাজ্যকালের খোদিতলিপিসমূহের অক্ষরের অনুরূপ। ডাক্তার স্পুনার পাটলিপুত্র খননকালে একাধিক মথুরার রক্তপ্রস্তর নির্মিত মূর্তির খণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন[২১]। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে কুষাণবংশীয় রাজগণের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলার তমলুকে প্রথম কাণিষ্কের একটি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২২]। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে বগুড়া জেলায় প্রথম বাসুদেবের একটি সুবর্ণমুদ্রা

১৭। V.A. Smith, Early History of India, 3rd Edition p. 260

১৮। Annual Report of the Archaeological Survery, Eastern Circle. 1913-14, p. 71.

১৯। ইহার চিত্র বা বিবরণ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। বুদ্ধগয়ায় ধ্বংশাবশেষ খননকালে মৃত জে, বেগলার (J. D. M. Beglar) তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন; তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎকর্তৃক সংগৃহীত মূর্তিগুলি কলিকাতা চিত্রশালার জন্য ক্রীত হইয়াছিল; এই মূর্তির অংশ সেই সময়ে পাওয়া গিয়াছিল। (কলিকাতা চিত্রশালার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংখ্যা ৬২৮২)।

২০। Annual Report of the Archaeological Survery of India 1905-6 p. 106.

২১। Annual Report of the Archaeological Survery, Eastern Circle, 1912-13 p. 60.

২২। Proceedings of the Asiatic Socity of Bengal, 1882, p. 113.

আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২৩]। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে মুরশিদাবাদ জেলায় দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাসুদেবের একটি কদাকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরিত হইয়াছিল[২৪]। কিন্তু এখন আর ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় বা তৃতীয় বাসুদেবের বহু সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার সরকার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[২৫]। কিন্তু ইহাঃ মধ্যে কোন্‌টি মুরশিদাবাদ জেলায় আবিষ্কৃত, তাহা নির্ণয় করা অসম্ভব।

বুদ্ধগয়ায় মন্দিরের প্রাঙ্গন ও প্রথমতল বহুকালবিধি বালুকায় আচ্ছাদিত ছিল। ১৮৮০ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীযুক্ত জে, ডি এম্‌ বেগলার মহাবোধিমন্দির খনন ও সংস্কার কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এইসময়ে রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত একটি বোধিসত্ব মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল[২৬]। এই মূর্তিটি মগধের শকাধিকারের অপর নিদর্শন। ইহা মথুরার রক্তবর্ণ প্রস্তরনির্মিত এবং সম্ভবতঃ এই মূর্তি মথুরায় নির্মিত হইয়া প্রতিষ্ঠার জন্য মহাবোধিতে আনীত হইয়াছিল। কাণিষ্কের ৩য় রাজ্যাঙ্কে বারাণসীতে প্রতিষ্ঠিত বোধিসত্বমূর্তি[২৭] এবং শ্রাবস্তীর ধ্বংশাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত বোধিসত্ব মূর্তিদ্বয়[২৮], প্রতিষ্ঠার জন্য মথুরা হইতে বারাণসী ও শ্রাবস্তীতে নীত হইয়াছিল। এই মূর্তির পাদপীঠে একটি খোদিতলিপি আছে, আবিষ্কারের পরে এই খোদিত লিপির অধিকাংশ ক্ষয় হইয়া গিয়াছে, কনিংহাম তাঁহার মহাবোধি গ্রন্থে এই খোদিত লিপির যে চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন[২৯], পাঠোদ্ধারে তাহাই এখন একমাত্র অবলম্বন। এই খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে কোন অব্দের ৬৪ সম্বৎসরে মহারাজ ত্রুকমলের রাজ্যে এই বোধিসত্বমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৩০]। এই অব্দ শকাব্দ কি গুপ্তাব্দ, তাহা স্থির হয় নাই। অক্ষরতত্ববিদ্‌ ডাক্তার বুলারের

২৩। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ রচিত গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪।

২৪। Proceedings of the Asiatic Socity of Bengal, 1890, p.162.

২৫। V. A. Smith, catalouge of Coins in the Indian Museum, Calcutta, Vol, I pp 87-88

২৬। Cunningham's Mahabodhi, pp. 7 and 21 ; P.L XXV

২৭। Epigraphia Indica, Vol. VIII, p. 175

২৮। Ibid, p. 180 ; Annual Report of the Archaeological Survery of India, 1908-9, p, 135.

২৯। Mahabodhi, PL. XXV.

৩০। Epigraphia Indica, Vol X APP. P. 97 No. 940

মতে ইহা গুপ্তাব্দ[৩১]। এই মত অনেকেই সমর্থন করিয়াছেন[৩২]। কিন্তু ডাক্তার লুডার্সের মতে ইহা শকাব্দ[৩৩]। ডাক্তার ফ্লিট তাঁহার সমর্থক কিন্তু এই খোদিত লিপির অক্ষর সমূহ সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তির অক্ষরের অনুরূপ, সুতরাং ইহা কোন মতেই খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর খোদিতলিপি হইতে পারে না।

খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে বিস্তৃত কুষানসম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই সময়ে বঙ্গে বা মগধে কোন্ জাতীয় কোন্ বংশের অধিকার ছিল তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। মগধে গুপ্তরাজবংশ তখনও সম্রাট পদবীলাভ করেন নাই। শকরাজগণ তখনও উত্তরাপথের নানাস্থান অধিকার করিয়া আছেন, এই সময় রাজপুতানার মরুপ্রদেশের পুষ্করণানগরের অধিপতি চন্দ্রবর্মা সপ্তসিন্ধুর মুখ ও বাহ্লীকদেশ হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত সমস্ত আর্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে বাঁকুড়া জেলায়, শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে চন্দ্রবর্মার যে শিলালিপি আছে, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাহার পিতার নাম সিংহবর্মা এবং তিনি চক্রস্বামী বা বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন[৩৪]। পুরাতন দিল্লীর ধ্বংশাবশেষ মধ্যে কুতুবমিনারের নিকটে মসজিদ্ কুতুব-উল-ইসলামের অঙ্গনে একটি বৃহৎ লৌহস্তম্ভ আছে। ইহার গাত্রে যে প্রাচীন খোদিতলিপি আছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, চন্দ্র নামে জনৈক রাজা বিষ্ণুপাদগিরিতে বিষ্ণুর ধ্বজ স্থাপন করিয়াছিলেন এবং বঙ্গে সিন্ধুর সপ্ত মুখের পার ও বাহ্লীক দেশে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন[৩৫]। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মালবদেশে, প্রাচীন দশপুরের (বর্তমান মন্দশোর) ধ্বংশাবশেষ মধ্যে একখানি শিলালিপি আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রবর্মার ভ্রাতার নাম নরবর্মা এবং তিনি ৪৬১ বিক্রমাব্দে (৪০৪-৫ খৃষ্টাব্দ) জীবিত ছিলেন[৩৬]। এই সকল প্রমাণের

৩১। Buhler's Indian paloegraphy (English Trans), p. 46 Note 10.

৩২। Jaurnal of the Asiatic Socity of Bengal, 1898, Pt, I.P-282, Note I, Indian Antiquary, 1908, p. 39.

৩৩। Ibid, vol XXXIII, p. 40.

৩৪। প্রবাসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৯৭।

৩৫। Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III, p. 141.

৩৬। Indian Antiquary, 1913, pp. 217-19.

উপর নির্ভর করিয়া, শাস্ত্রীমহাশয় নির্ণয় করিয়াছেন যে, শুশুনিয়া পর্বতলিপির চন্দ্রবর্মা ও দিল্লীর লৌহস্তম্ভ লিপির চন্দ্রবর্মা একই ব্যক্তি, এবং দশপুর বা মন্দশোরের শিলালিপির নরবর্মা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। চন্দ্রবর্মা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে, বঙ্গদেশ হইতে বাহ্লীকদেশ পর্যন্ত সমগ্র আর্য্যাবর্ত জয় করিয়াছিলেন। এলাহাবাদের দুর্গমধ্যে, অশোকের শিলাস্তম্ভে সমুদ্রগুপ্তের যে প্রশস্তি উৎকীর্ণ আছে, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় যে সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রবর্মা নামক অনৈক আর্য্যাবর্ত রাজকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন[৩৭]। সমুদ্রগুপ্ত প্রশস্তির ও শুশনীয়া শিলালিপির চন্দ্রবর্মা এবং দিল্লী স্তম্ভলিপির চন্দ্র যে অভিন্ন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই[৮]

৩৭। Fleets corups Inscriptionum Indicarum, vol III p. 7.

৩৮। পূর্বে স্মিথ, ভোগেল প্রভৃতি প্রত্নতত্ত্ববিদগণ অনুমান করিতেন যে, দিল্লীর লৌহস্তম্ভলিপির চন্দ্র, সমুদ্রগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। কিন্তু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে শ্রীযুক্ত ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাঁহার মত গ্রহণ করিয়াছেন। Eearly History of India, 3rd Edition, p. 200 Note. 1.

(১) হাথিগুম্ফার শিলালিপি

কলিঙ্গাধিপতি চেতবংশোদ্ভব রাজা খারবেলের একখানি দীর্ঘ শিলালিপি, পুরী জেলার ভুবনেশ্বর গ্রামের নিকট উদয়গিরি পর্বতে হাথিগুম্ফা নামক একটি গুহার উপরে উৎকীর্ণ আছে। বহুকাল পূর্বে গুজরাট দেশীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভগবানলাল ইন্দ্রজী এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত পাঠে নানা সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, স্বর্গগত ইতিহাসবেত্তা ভিন্‌সেণ্ট এ স্মিথ সুহৃদপ্রবর কাশীপ্রসাদ জায়সবালকে উক্ত শিলালিপির নতুন পাঠ উদ্ধার করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল দুই তিন বৎসর যাবৎ চেষ্টা করিয়া এই শিলালিপির বহু আংশিক সংস্কার করিয়াছেন এবং বহু নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি তিনবার এই কঠিন শিলালিপির উদ্ধৃত পাঠ মুদ্রিত করিয়াছেন। তাঁহার সর্বশেষের পাঠ অধিকতর শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইল। শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল দুই তিনবার দীর্ঘকাল উদয়গিরিতে অবস্থান করিয়া এই শিলালিপির যে সমস্ত অংশ কালবশে ক্ষীণ হইয়াছে এবং যাহা ছাপায় দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহারও পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই শ্রমসাধ্য কর্মের জন্য বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ ভারতবাসী এবং ইতিহাসপ্রিয় ব্যক্তিমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ।

এই শিলিলিপি অনুসারে রাজা খারবেল চেতরাজবংশোদ্ভব এবং কলিঙ্গদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার মহারাজ মহামেঘবাহন উপাধি ছিল। তিনি পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন এবং চতুর্বিংশতিবর্ষ বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যের প্রথম বর্ষে রাজা খারবেল ঝটিকায় বিনষ্ট নগর, প্রাকার ও গো-পুর সংস্কার করিয়াছিলেন এবং পঞ্চত্রিংশ-শত সহস্র মুদ্রা ব্যয় করিয়া প্রকৃতিবর্গের মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় বর্ষে রাজা শাতকর্ণিকে গ্রাহ্য না করিয়া পশ্চিমদেশে হয়, গজ, নর, রথ এই চারিটি বাহুযুক্ত সেনা প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাহারা কম্বেণা নদী পার হইয়া মূষিক-নগর অবরোধ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বর্ষে নৃত্যগীত, নাটকাভিনয় ও বাদ্য প্রভৃতি নানা উপায়ে তিনি নগরীর (কলিঙ্গ নগরের) মনোরঞ্জন করিয়াছিলেন। চতুর্থ-বর্ষে তিনি ভোজকগণকে বশীভূত করিয়াছিলেন (এই স্থানে শিলালিপির অনেকগুলি কথা পড়িতে পারা যায় নাই)। পঞ্চমবর্ষে তিনি তনসুলিয়ের পথ হইতে নন্দরাজ কর্তৃক ত্রিশতবর্ষ পূর্বে উদ্‌ঘাটিত প্রণালী (কলিঙ্গ) নগর আনি

খনন করাইয়াছিলেন। সপ্তম বর্ষের বিবরণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। অষ্টম বর্ষে তিনি বহু সেনা লইয়া গোরথগিরি নামক পর্ব্বত (জয় করিয়া) রাজগৃহে পীড়া উপস্থিত করিয়াছিলেন (জয় করিয়াছিলেন অথবা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন) এই সকল কারণে রাজা (মগধরাজ) অবরুদ্ধ সেনা পরিত্যাগ করিয়া মথুরায় গমন করিয়াছিলেন। নবম বর্ষের বিবরণ অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। দশম বর্ষে তিনি ভারতবর্ষ জয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন। একাদশ বর্ষে তিনি তিক্ত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত কেতুভদ্রের মূর্ত্তি রথযাত্রায় বাহির করিয়াছিলেন (শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবালের মতানুসারে কেতুভদ্র ভারত যুদ্ধের একজন সেনাপতি এবং মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মত গ্রহণ করেন নাই। (Indian Antiquary, Vol XLVIII, 1919, pp. 189-'91) এই কেতুভদ্র ত্রয়োদশ-শতবর্ষ (শিলালিপির সময় হইতে) জীবিত ছিলেন। তাঁহার দ্বাদশ রাজাকে রাজা খারবেল উত্তরাপথের রাজাদিগের মনে ত্রাস জন্মাইয়া এবং মগধবাসীদিগের মনে বিপুল ভয় জন্মাইয়া বহসতিমিত (বৃহস্পতি মিত্র) নামক মগধরাজকে তাঁহার পাদবন্দনা করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ত্রয়োদশ পংক্তি হইতে সপ্তদশ পংক্তি পর্য্যন্ত এই শিলালিপি ক্ষয়ের জন্য স্পষ্ট পড়া যায় না। শ্রীযুক্ত জায়সবাল বহু পরিশ্রম করিয়া এই অংশের নানাস্থানের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। চতুর্দ্দশ পংক্তিতে পাণ্ড্য রাজার নাম আছে। ষোড়শ পংক্তিতে মৌর্য্যকাল এবং ১৬৪ বৎসরের উল্লেখ আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রমুখ অনেকে এই মৌর্য্যকাল অর্থাৎ মৌর্য্যাব্দের ১৬৪ বৎসরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান (Journal of the Royal Asiatic Society, 1919, pp. 395-99, Indian Antiquary, Vol. XLVII, 1918, pp. 223-24; Vol. XLVIII, 1919, pp. 187-91.)।

রাজা খারবেল যখন গোরথগিরি জয় করিয়া রাজগৃহ বেষ্টন করিয়াছিলেন, তখন বঙ্গদেশের অবস্থা কি ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। গোরথগিরি বা গোরধগিরির বর্ত্তমান নাম বরাবর পাহাড়, ইহা গয়া জেলার উত্তরাংশে অবস্থিত। খারবেল বাঙ্গালাদেশ দিয়া মগধে গিয়াছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহার পরে দশম বর্ষে তিনি যখন ভারতবর্ষ জয় করিতে যাত্রা করিয়াছিলেন এবং দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কে যখন তিনি মগধরাজকে পরাজিত ও বশীভূত করিয়াছিলেন তখন তিনি গৌড় ও বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন কিনা তাহাও বলিতে পারা যায় না। এই সকল কারণে খারবেলের শিলালিপির প্রমাণ গ্রহ

মধ্যে উল্লিখিত হইল না। বাঙ্গালাদেশের ইতিহাসের সহিত এই শিলালিপির সাক্ষাৎ সম্পর্ক না থাকিলেও মগধের ইতিহাসে ইহার স্থান অতি উচ্চ এবং এই সময়ে গৌড় ও মগধের স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক বিবরণ রচনা প্রমাণাভাবে অসম্ভব। সম্ভবতঃ এই সময়ে গৌড়দেশ মগধরাজ্যভুক্ত ছিল এবং মগধরাজ্যের অধঃপতনের সহিত গৌড়রাজ্য কলিঙ্গ রাজের পদানত হইয়াছিল। খারবেলের শিলালিপির বিবরণ Journal of the Bihar and Orissa Research Society, December 1918 হইতে সঙ্কলিত হইল।

পুরাণে মহাপদ্মনন্দ কর্তৃক ক্ষত্রিয় বিনাশ ও তাঁহার একরাট বা একচ্ছত্র পদবীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় :—

"মহানন্দিসুতশ্চাপি শূদ্রায়াং কলিকাংশজঃ,
উৎপৎস্যতে মহাপদ্মঃ সর্বক্ষত্রান্তকো নৃপঃ
ততঃ প্রভৃতি রাজানোভবিষ্যাঃ শূদ্রযোনয়ঃ,
একরাট্ স মহাপদ্ম একচ্ছত্রো ভবিষ্যতি ॥"

—মৎস্য, বায়ু ও ভবিষ্যপুরাণ।

(F. E. Pargitter's, The Purana Text of the Dynastise of the Kali, Age, p. 25)।

পুরাণে মৌর্য্য শুঙ্গ কাণ্বায়ন বা শুঙ্গভৃত্য রাজাগণের তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অন্ধ্ররাজবংশের পরে আভীর, গর্দভিল্ল, শক, যবন, তুষার, মরুণ্ড ও হূনবংশীয় রাজগণেরও উল্লেখ আছে।—Dynastise of the Kali, Age, pp. 45-47।

বাঙ্গালা ১৩১৪ সালে প্রকাশিত "বাঙ্গলার পুরাবৃত্ত" নামক গ্রন্থে গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—"অনুমান ৬০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের নিকটবর্তী কোনসময়ে যৌধেয় জাতি ভারতবর্ষের পূর্বাংশ অধিকার করে (পৃঃ ১২৫); কিন্তু যৌধেয় জাতি কর্তৃক আর্য্যাবর্তের পূর্বাংশ বিজয়ের কোন বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধহয় না। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র প্রণীত যশোহর খুলনার ইতিহাসে যৌধেয়গণ কর্তৃক উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চল বিজয়ের কথা উল্লিখিত হইয়াছে (পৃঃ ১৬৯)

১৯১৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বোম্বাইয়ের পারসীজাতীয় বণিক্ স্যর রতন টাটার ব্যয়ে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পূর্বচক্রের অধ্যক্ষ ডাক্তার স্পুনার (Dr. D. B. Spooner) পাটলিপুত্র খনন আরম্ভ করেন। পাটনা ও বাঁকিপুরের মধ্যস্থিত কুমারাহার গ্রামে তিনি একটি স্তম্ভ ও বহু স্তম্ভের খণ্ড আবিষ্কার

করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই স্থানে চন্দ্রগুপ্ত বা অপর কোন মৌর্য্যরাজ শতস্তম্ভবিশিষ্ট একটি সভাগৃহ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং এই গৃহ পারস্য দেশের পার্সিপোলিস্ নগরের হখামানীষীয় রাজগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সভাগৃহের অনুকরণে নির্ম্মিত হইয়াছিল (Annual Report of the Archaeological Survey of India, Eastern Circle, For 1912-13 pp. 55-61)। পাটলিপুত্রের খননে কোনও উল্লেখযোগ্য শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবৎসর কুষাণবংশীয় রাজগণের ৫২টি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। (Ibid—1913-14. p. 71)। প্রথম বৎসরের খননে নিম্নলিখিত প্রাচীন মুদ্রাগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছিল :—

(১) কৌশাম্বী নগরীর প্রাচীন মুদ্রা

(২) মিত্রবংশের (শুঙ্গবংশ) মুদ্রা, ইহার মধ্যে ইন্দ্রমিত্রের দুইটি মুদ্রা আছে

(৩) কণিষ্কের দুইটি তাম্রমুদ্রা, ইহার একদিকে রাজার মূর্ত্তি ও অপর দিকে পবনদেবতার মূর্ত্তি আছে।

পাটলিপুত্রে আবিষ্কৃত গুপ্তবংশজ রাজগণের মুদ্রা যথাস্থানে উল্লেখিত হইবে[১]।

মন্দশোরের নবাবিষ্কৃত শিলালিপি এবং শুশুনিয়ার পর্ব্বতলিপি হইতে চন্দ্রবর্ম্মা ও সিংহবর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষগণের নাম পাওয়া গিয়াছে। মন্দশোর আবিষ্কৃত বন্ধুবর্ম্মার শিলালিপি এবং গঙ্গধরে আবিষ্কৃত বিশ্ববর্ম্মার শিলালিপি হইতে পুষ্করণা ও মালবের প্রাচীন রাজবংশের নিম্নলিখিত বংশপত্রিকা সঙ্কলিত হইয়াছে।

জয়বর্ম্মা
|
সিংহবর্ম্মা

চন্দ্রবর্ম্মা

নরবর্ম্মা
(বিক্রমাব্দ—৪৬১—৪০৪—৫ খৃঃ অব্দ)
|
বিশ্ববর্ম্মা
(বিক্রমাব্দ—৪৮০—৪২৩—২৪ খৃঃ অব্দ)
|
বন্ধুবর্ম্মা
(বিক্রমাব্দ ৪৯৩—৪৩৬—৩৭ খৃঃ অব্দ
এবং বিক্রমাব্দ ৫২৯—৪৭২ খৃঃ অব্দ)

(১) Annual Report of the Archaeological Survey of India Eastern Circle, 1912-13, p. 61

সম্প্রতি অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতের প্রতিবাদ করিয়া একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার প্রত্যুত্তর অদ্যাবধি প্রকাশ হয় নাই (Indian Antiquary, Vol XLVIII, 1919, pp. 98-101)।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

গুপ্তসাম্রাজ্যের কাল

গুপ্তরাজবংশের অভ্যুদয়—(প্রথম) চন্দ্রগুপ্ত—গৌপ্তাব্দের প্রারম্ভ—সাম্রাজ্যের সূত্রপাত—বর্দ্ধমানে আবিষ্কৃত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা—সমুদ্রগুপ্ত—তাঁহার দিগ্বিজয় ও অশ্বমেধ—এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি—দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত—মালব ও সৌরাষ্ট্র অধিকার—সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ অবস্থা—চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়েন্—প্রথম কুমারগুপ্ত—অশ্বমেধ—নাটোরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন—পুষ্যমিত্রীয় ও হূনজাতির আক্রমণ—অর্থাভাবে নিকৃষ্ট মুদ্রার প্রচলন—স্কন্দগুপ্ত—হূণসমস্যা—অন্তর্বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ—গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসসূচনা—পুরগুপ্ত—সাম্রাজ্য মগধ ও বঙ্গে সীমাবদ্ধ—নরসিংহগুপ্ত—দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত—বুধগুপ্ত,—ভানুগুপ্ত—তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত (দ্বাদশাদিত্য)—বিষ্ণুগুপ্ত (চন্দ্রাদিত্য)—মুর্শিদাবাদে বিষ্ণুগুপ্ত ও জয়গুপ্তের সুবর্ণমুদ্রাবিষ্কার।

খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাটলিপুত্রের কে রাজা ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই এবং বঙ্গ ও মগধে কাহার অধিকার ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। মরুবাসী পুষ্করণা দেশের অধিপতি চন্দ্রবর্মা যখন সিন্ধুর সপ্তমুখ পার হইয়া বাহ্লীকদেশে ও বঙ্গদেশে দিগ্বিজয় যাত্রা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তখন বোধ হয় আর্য্যাবর্ত্তের কোন ক্ষমতাশালী নৃপতির অস্তিত্ব ছিল না। চন্দ্রবর্মার দিগ্বিজয়কালে মগধে লিচ্ছবিরাজবংশের জামাতা, চন্দ্রগুপ্ত নামক জনৈক ব্যক্তি, একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই গৌড় ও রাঢ় এই নূতন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র, সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালে, এই ক্ষুদ্র রাজ্য ক্রমে আয়তনে বর্ধিত হইয়া সমগ্র উত্তরাপথব্যাপী বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। চন্দ্রগুপ্তের পিতার নাম ঘটোৎকচগুপ্ত ও তাঁহার পিতামহের নাম শ্রীগুপ্ত; ইহারা বোধ হয় সামান্য ভূস্বামী ছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিরাজদুহিতা কুমারদেবীকে বিবাহ করিয়া স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি সুবর্ণমুদ্রায় তাঁহার মূর্ত্তির পার্শ্বে রাজ্ঞী কুমারদেবীর মূর্ত্তি অঙ্কিত করাইয়া তাঁহার পার্শ্বে লিচ্ছবিগণের নাম উৎকীর্ণ করাইয়া ছিলেন[১] প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একটি মুদ্রা

১। ব্রিটিশ মিউজিয়াম মুদ্রা বিভাগের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জন আলান (John Allan) অনুমান করেন যে, চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর মূর্ত্তিযুক্ত সুবর্ণ মুদ্রাগুলি

বর্দ্ধমান জেলার মশা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কনিংহাম গয়া জেলায় প্রথম চন্দ্রগুপ্তের এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন[২]।

চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর পুত্র তাঁহার খোদিতলিপিতে আপনাকে লিচ্ছবি-দৌহিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন[৩]। সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজগণের উচ্ছেদ সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত চন্দ্রবর্ম্মা গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুৎ, নন্দী, বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। আর্য্যাবর্ত্ত অধিকৃত হইলে আটবিক অর্থাৎ বনময় প্রদেশ সমূহের রাজগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। সমগ্র উত্তরাপথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ জয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী বনময় প্রদেশের দুইজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই দুইজনের মধ্যে প্রথম, দক্ষিণ কোশলরাজ মহেন্দ্র ও দ্বিতীয় মহাকান্তার বা ভীষণ বনের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ। ইহার পরে তিনি কৌরলদেশের অধিপতি মণ্টরাজকে পরাজিত করিয়া কলিঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর (আধুনিক পিট্টপুরম), মহেন্দ্রগিরি ও কোট্টুর দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কোট্টুর ও পিষ্টপুরের অধিপতি স্বামীদত্ত, এরণ্ডপল্লরাজ দমন, কাঞ্চিনগরাধিপতি বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তরাজ নীলরাজ, বেঙ্গীনগরাধিপতি হস্তিবর্ম্মা, পলক্করাজ উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের অধিপতি কুবের এবং কুস্থলপুররাজ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের রাজগণ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সমতট (দক্ষিণ অথবা পূর্ব্ববঙ্গ), ডবাক (সম্ভবত ঢাকা), কামরূপ, নেপাল কর্ত্তৃপুর, (বর্ত্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যের নরপতিগণ, এবং মালব আর্জ্জায়নয়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর, প্রার্জ্জুন সনকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি জাতিসমূহ তাঁহাকে কর প্রদান করিত[৪]। উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজিত হইলে সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত যজ্ঞীয় অশ্বের একটি প্রস্তরমূর্ত্তি হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে বনময়

সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পিতামাতার স্মরণার্থে মুদ্রিত হইয়াছিল—British Museum catalogue of Indian coins—Gupta dynastise, P 1XV. 8.

২। Journal of the Royal Asiatic Socity. 1889 p. 63.

৩। Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum. vol. III. p. 8.

৪। Ibid, pp. 6-8

প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে লক্ষ্ণৌ চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[৫]। অশ্বমেধ যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদানের জন্য তিনি এক নূতন প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রার একদিকে যজ্ঞযূপে আবদ্ধ অশ্ব ও অপরদিকে প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের সুবর্ণমুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য। মগধে এই জাতীয় তিনটি মাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬]। গৌড় ও রাঢ়প্রদেশ যে সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। সমতট যদি বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম হয়[৭], তাহা হইলে পূর্ব এবং দক্ষিণবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে সমুদ্রগুপ্তের নানাবিধ সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; পাটনা নগরের অপরপারে মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত হাজীপুর গ্রামে সমুদ্রগুপ্তের তিন প্রকার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে; প্রথম প্রকারের মুদ্রায় ধনুর্বাণ হস্তে রাজার মূর্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পরশুহস্তে রাজমূর্তি ও তৃতীয় প্রকারের মুদ্রায় শূল হস্তে রাজমূর্তি দেখিতে পাওয়া যায়[৮]। বৃদ্ধ বয়সে সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার দিগ্বিজয় কাহিনী রাজকবি সান্ধি বিগ্রহিক কুমারামাত্য হরিষেণ কর্ত্তৃক শ্লোক রচনা করাইয়া সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিলাস্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ করাইয়া ছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের পত্নীর নাম দত্তদেবী। তাঁহার দেহাবসান হইলে দত্তদেবীর গর্ভজাত পুত্র চন্দ্রগুপ্ত (দ্বিতীয়) সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

৫। Journel of the Royal Asiatic Socity, 1893, Plate facing page 148.

৬। দুইটি মুদ্রা গয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। অপরটি রঙ্গপুর সপ্তপুষ্করিণীর জমিদার রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুরের নিকট আছে। মগধে আবিষ্কৃত তৃতীয় মুদ্রাটি কলিকাতার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের গৃহে আছে। মুর্শিদাবাদ আজিমগঞ্জের জমিদার রায় মনিলাল নাহারবাহাদুর ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত পুরণচাঁদ নাহারের নিকটে আরও দুইটি অশ্বমেধের সুবর্ণমুদ্রা আছে।

৭। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী কুমিল্লায় আবিষ্কৃত নর্ত্তেশ্বর মূর্তির খোদিতলিপি এবং বাঘাউড়া গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তির খোদিত লিপি হইতে, সমতট বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম উহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। নর্ত্তেশ্বর মূর্তি লহরচন্দ্র বা লড়হচন্দ্র নামক জনৈক রাজার রাজত্বকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল—Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol X. pp. 85-91। বাঘাউড়া গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্তি পালবংশীয় প্রথম মহীপালদেবের ৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলনী, ১৩১৯, পৃঃ ৫৩।

৮। Proceedings of the Asiatic Soceity of Bengal, 1894, p. 52

মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত অথবা সমুদ্রগুপ্ত কোন্ সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। গুপ্ত রাজবংশের অধিকার কালের একটি নূতন বর্ষ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল [৯]। ইহাই খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে গৌপ্তাব্দ নামে পরিচিত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, এই বর্ষগণনা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক কালে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ হইতে গৌপ্তাব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছে সুতরাং ধরিয়া লইতে হইবে যে, ৩১৯ অথবা ৩২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ের কোন খোদিতলিপিই অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকালের তিনখানি খোদিতলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার মধ্যে দুইখানি শিলা-লিপি ও তৃতীয় খানি তাম্রশাসন। শিলালিপি দুইখানিতে তারিখ নাই [১০], এবং তাম্রশাসনখানি কূটশাসন বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে [১১]। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিত লিপি সমূহে গৌপ্তাব্দের বর্ষ গণনানুসারে তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। মালবে উদয়গিরি পর্ব্বতের একটি গুহায় সনকানীক জাতীয় জনৈক সামন্তরাজ কর্তৃক দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ৮২ গৌপ্তাব্দে একটি গুহা খনিত হইয়াছিল [১২]। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে এই ঘটনার পঞ্চবিংশ বর্ষ পূর্বে সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল [১৩] ও চন্দ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৮২ গৌপ্তাব্দে অথবা ৪০১ খৃষ্টাব্দে উদয়গিরির পর্ব্বতগুহা খনিত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষপাদে মালব গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। চতুর্দ্দশ বর্ষ পরে ৯৬ গৌপ্তাব্দে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে অম্রকার্দ্দব

---

(৯) Epigraphia Indica vol. II. p. 143

(১০) Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum, vol. iii. p. 6; এবং p. 20

(১১) Ibid. p. 256. এই তাম্রশাসনখানি সমুদ্রগুপ্তের নবম রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা গয়া জেলার কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(১২) Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum, vol 111. p.25

(১৩) V.A. Smith, Early History of India, 3rd Edition. p.289

নামক তাঁহার একজন কর্মচারী নিত্য পঞ্চজন ভিক্ষু ভোজন করাইবার ও মন্দিরের রত্নগৃহে প্রদীপ জ্বালাইবার জন্ত পঞ্চবিংশ দীনার (সুবর্ণ মুদ্রা) ও কিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি দান করিয়াছিলেন। প্রাচীন কাকনাদবোট অর্থাৎ বর্তমান সাঞ্চিতে এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল [১৪]। মালবের উদয়গিরি পর্ব্বতের পূর্ব্বোক্ত গুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে তাঁহার মন্ত্রী পাটলিপুত্রবাসী শাব অপর নামধেয় বীরসেন শিবপূজার নিমিত্ত একটি গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন [১৫]। বীরসেন তাঁহার খোদিতলিপিতে বলিয়া গিয়াছেন যে রাজা যখন পৃথিবী জয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহিত এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন [১৬]। এই তিনটি খোদিতলিপি হইতে স্পষ্ট প্রমান হয় যে,দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে, ৪০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে, অর্থাৎ খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষপাদে মালব গুপ্তসম্রাট কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

মালব অধিকারের অব্যবহিত পরে, সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় প্রাচীন ক্ষত্রপোপাধিকারী রাজবংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কুষাণবংশীয় সম্রাট্ প্রথম বাসুদেবের রাজত্বকালে অথবা হুবিষ্ক ও প্রথম বাসুদেবের রাজ্যকালের মধ্যবর্ত্তী সময়ে, উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপ চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদাম, অন্ধ্ররাজ দ্বিতীয় পুলুমায়িকে পরাজিত করিয়া, কচ্ছ, সৌরাষ্ট্র ও আনর্ত্তদেশে একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রুদ্রদামের বংশধর ও স্থলাভিষিক্তগণ ৩১০ শকাব্দ (৩৮৮ খঃ অঃ) পর্য্যন্ত সৌরাষ্ট্রদেশ অধিকার করিয়া ছিলেন [১৭]। মহাক্ষত্রপ সত্যসিংহের পুত্র ৩১০ শকাব্দে স্বনামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন [১৮]। ৯০ গৌপ্তাব্দ হইতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের

(১৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, vol 111, p. 31-32

(১৫) Ibid, p. 35

(১৬) কৃৎস্ন পৃথ্বী—জয়ার্থেন রাজ্ঞৈবেহ সহাগতঃ।
ভক্ত্যা ভগবতঃ—শম্ভোর্গুহামেতামকারয়ৎ ॥—Ibid, p. 35

(১৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p-291.

(১৮) E. J. Rapson, British Museum Catalogue of Indian Coins; Coins of the Andhras and westrn Ksatrapas, pp. cxlix, cli-129-4.

শকরাজগণের অনুকরণে নিজ নামে রৌপ্য মুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করেন [১৯]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, ৩১০ শকাব্দ ও ১০ গৌপ্তাব্দের (৩৮৮ হইতে ৪০৯ খৃষ্টাব্দ) মধ্যবর্ত্তী সময়ে মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের অধিকার গুপ্তসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল [২০]। মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় ভিক্ষু ফা-হিয়েন বৌদ্ধতীর্থ দর্শন উপলক্ষে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি ছয়বৎসরকাল গুপ্তসাম্রাজ্যের সীমা মধ্যে বাস করিয়াছিলেন এবং পুরুষপুর, তক্ষশিলা, মথুরা, সঙ্কাশ্য, কান্যকুব্জ, কপিলাবাস্তু, পাটলিপুত্র, শ্রাবস্তী বুদ্ধগয়া, রাজগৃহ, তাম্রলিপ্তি প্রভৃতি প্রাচীন নগরসমূহের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে মগধদেশের নগরগুলি উত্তরাপথের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম ছিল। তিনি বৈশালী, পাটলিপুত্র, রাজগৃহ, গয়া প্রভৃতি প্রধান বৌদ্ধতীর্থ সমূহ দর্শন করিয়াছিলেন। রাজধানী পাটলিপুত্র নগরের ঐশ্বর্য্য দর্শনে চৈনিক শ্রমণ বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। গুরুভার বৃহদাকার পাষাণ খণ্ড নির্ম্মিত মৌর্য্য-সম্রাট অশোকের প্রাসাদ তখনও ধ্বংস হয় নাই। সেই পাষাণখণ্ডসমূহ যোজন ও স্থাপন তৎকালে মানবের অসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হইত। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মগধবাসিগণ অশোকের প্রাসাদ ও চৈত্যসমূহ দানবগণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া অনুমান করিতেন। তখন পাটলিপুত্রে হীনযান ও মহাযান সম্প্রদায়ের শতশত ভিক্ষু বৌদ্ধসঙ্ঘারাম-গুলিতে বাস করিতেন। মঞ্জুশ্রী নামক ব্রাহ্মণ জাতীয় উপাধ্যায়কে উভয় সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। পাটলিপুত্র নগরে বৎসরের দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিবসে দেবগণের রথযাত্রা দেখিয়া চীনদেশীয় শ্রমণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তখন নগরে বহু চিকিৎসালয় ছিল; আতুর, রোগগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অর্থব্যয় না করিয়া এই সকল স্থানে ঔষধ ও পথ্য পাইতেন। ফা-হিয়েনের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ আশ্চর্য্যান্বিত

---

(১৯) J. Allan, British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties p-48.

(২০) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p-292.

হইয়াছিলেন [২১]। ফা-হিয়েন বঙ্গদেশের প্রধান বন্দর তাম্রলিপ্তি নগরে দুই বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া সিংহল যাত্রা করিয়াছিলেন [২২]। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পত্নীর নাম ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী [২৩]। ধ্রুবস্বামিনীর গর্ভে কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দগুপ্ত [২৪] নামক দুই পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। কুমারগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের দুইজন রাজকর্ম্মচারীর নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। মালবের উদয়গিরি পর্ব্বতগুহার খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পাটলিপুত্রবাসী বীরসেন অর্থাৎ শাব তাঁহার সচিব ছিলেন [২৫]। গোরক্ষপুর জেলায় ভরডিডিহ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিবলিঙ্গের গাত্রে একটি খোদিতলিপি আছে, তাহাতে উল্লিখিত আছে যে, বিষ্ণুপালিতভট্টের পুত্র কুমারমাত্য শিখরস্বামী সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী ছিলেন [২৬]। মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ খননকালে ডাক্তার শুনার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কয়েকটি তাম্রমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই জাতীয় তাম্রমুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য [২৭]। ভাগলপুর জেলায় সুলতানগঞ্জের

---

(২১) ভিন্সেণ্ট স্মিথ বলেন যে, ৩০৬-৩৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সুসভ্য প্রাতীচ্য জগতের প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান ইউরোপখণ্ডের সর্ব্বপ্রাচীন দাতব্য চিকিৎসালয় খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী-তে পারী নগরে স্থাপিত হইয়াছিল, ইহার নাম দেবগৃহ (Maison Dieu) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 296. Note 2.

(২২) সমসাময়িক ভারত, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৮-১২৪।

(২৩) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, vol 111,p.43

(২৪) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 107. Pl. xli-14. 1912-13, p. 61.

(২৫) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, vol 111.p.35

(২৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol v. 1909. p. 459.

(২৭) Annual Report of the Archaeological Survey, Eastern Circle, 1912-13, p. 61

নিকটে একটি প্রাচীন বৌদ্ধস্তূপ খননকালে সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় শেষ মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহের রজতমুদ্রার সহিত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের একটি রজতমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল [২৮]। তাঁহার বহুবিধ স্বর্ণমুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে মজঃফরপুর জেলায় হাজীপুর গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ত্রিবিধ স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিনপ্রকারের মুদ্রায় যথাক্রমে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তি, ছত্রের নিম্নে দণ্ডায়মান রাজমূর্ত্তি ও সিংহহন্তা রাজমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [২৯]। শূলহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত তিনটি স্বর্ণমুদ্রা গয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল,তন্মধ্যে একটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালায় [৩০], দ্বিতীয়টি রঙ্গপুর সদ্যঃপুষ্করিণীর ভূস্বামী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায় চৌধুরী বাহাদুরের নিকট ও তৃতীয়টি কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের নিকট রক্ষিত আছে। পাটনা নিবাসী বিখ্যাত শ্রেষ্ঠী রায় রাধাকৃষ্ণ বাহাদুরের নিকট ও ভাগলপুর নিবাসী বাবু দেবী-প্রসাদের নিকট মগধে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের বহু স্বর্ণমুদ্রা আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে হুগলি জেলার অন্তর্গত জাহানাবাদ মহকুমায় মাধবপুর গ্রামে ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই জাতীয় আর একটী মুদ্রা শতাধিকবর্ষ পূর্ব্বে কলিকাতার নিকট কালীঘাটে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তদানীন্তন শাসনকর্তা ওয়ারেন হেষ্টিংস তৎকালে ইহা ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাটি এক্ষণে লণ্ডন নগরে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে [৩২]। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে দ্বিতীয়

---

(২৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol vii, p. 401

(২৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1894, P. 57.

(৩০) Descriptive List of Sculptures and coins in the museum of the Bangiya Sahitya parisad, P. 20

(৩১) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1883, P. 122; 1884 P. 18.

(৩২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1884, Pt. 1. p 150, British Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dynasties, P. lxxx.

চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৩৩]। মগধে বা বঙ্গে অদ্যাপি মহারাজাধিরাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কোন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। ৯৩ হইতে ৯৬ গৌপ্তাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের দেহাবসান হইয়াছিল এবং প্রথম কুমারগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। প্রথম কুমারগুপ্ত রাজ্যাভিষেকের পরে মহেন্দ্র বা মহেন্দ্রাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ৯৬ গৌপ্তাব্দে, আধুনিক যুক্ত-প্রদেশের ইটাজেলায় বিলসড গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই শিলাস্তম্ভের খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধ্রুবশর্ম্মা নামক একব্যক্তি প্রথম কুমারগুপ্তের রাজত্বকালে একটি তোরণ, একটি মন্দির ও একটি ধর্ম্মসত্র নির্ম্মান করিয়াছিলেন [৩৪]। এই ঘটনার দুই বৎসর পরে মাতৃদাস প্রমুখ কয়েকজন ব্যক্তি আর একটি সত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। এলাহাবাদ জেলায় কচ্ছনা তহশীলের অন্তর্গত গাঢ়োয়াগ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে এই ঘটনার উল্লেখ আছে [৩৫]। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে উদয়গিরি পর্ব্বতগুহায় গোশর্ম্ম নামক জনৈক জৈনাচার্য্য ত্রয়োবিংশতিতম তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [৩৬]। ১১৩ গৌপ্তাব্দে মথুরানগরে আর একটি জিনমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল [৩৭]। চারি পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশে রাজশাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর মহকুমায় বড়াইগ্রাম থানার অধীন ধানাইদহ গ্রামে জনৈক মুসলমান কৃষক একখানি ক্ষুদ্র তাম্রশাসন আবিষ্কার করিয়াছিল। তাহার নিকট হইতে নাটোরের ভূস্বামী মৌলবী ইর্‌শাদ-আলি খাঁ-চৌধুরী তাম্রশাসনখানি পাইয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই আবিষ্কারের সংবাদ পাইয়া উহা মৌলবী ইর্‌শাদ-আলির নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন। ১৯০৬-৭খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় যে শিল্পপ্রদর্শনী হইয়াছিল তাহাতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌ বাঙ্গালা দেশের পুরাতত্ত্ব

---

(৩৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol xxi.P.40
(৩৪) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, vol 111, p.44
(৩৫) Ibid P. 38
(৩৬) Ibid, P. 258
(৩৭) Epigraphia Indica, vol ii, P. 210. No-x.

সম্বন্ধীয় কতকগুলি দ্রব্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে মৈত্রেয় মহাশয় নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনখানি পরিষদে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে পরিষদের অন্যতম সহকারী সম্পাদক পরমশ্রদ্ধাস্পদ ৺ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয় আমাকে উহার পাঠোদ্ধারের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে উদ্ধৃত পাঠ পরিষদ্ পত্রিকায় ও এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনের অনেক অংশ পাঠ করা যায় না এবং ইহা ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাইতেছে। যখন ইহা পরিষদে প্রেরিত হইয়াছিল তখন ইহার প্রথম ছত্রের প্রথমাংশে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমার গুপ্তের নাম ছিল, কিন্তু এই অংশে ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ইহার রক্ষার জন্য পরিষদের কর্তৃপক্ষগণকে বিশেষ ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে মৈত্রেয় মহাশয় ইহা রাজশাহীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এই খোদিতলিপিতে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের নাম, শতত্রয়োদশ গৌপ্তাব্দ (৪৩২ খৃষ্টাব্দ), শিবশর্ম্মা ও নাগশর্ম্মা নামক ক্ষুদ্রক গ্রামনিবাসী ব্রাহ্মণদ্বয় এবং মহাখুষাপার বিষয় নামক প্রদেশের নাম উল্লিখিত আছে। বরাহস্বামী নামক জনৈক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ এই তাম্রশাসন দ্বারা কিঞ্চিৎ ভূমি লাভ করিয়াছিলেন এবং ইহা স্থন্দেশ্বর দাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৩৮]।

এই তাম্রশাসনখানি বর্ত্তমান সময়ে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ১৩২৩ বঙ্গাব্দে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এই তাম্রশাসনের নবোদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারে যে বিষয়ে প্রদত্ত ভূমি অবস্থিত ছিল, তাহার নাম খাটাপার এবং ইহা স্তম্ভেশ্বর দাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৩৯]। ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে যুক্তপ্রদেশের ইটা জেলায় ভরডিডিহ গ্রামে একটি শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই লিঙ্গের পাদমূলে যে খোদিতলিপি উৎকীর্ণ আছে তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১১৭ গৌপ্তাব্দে (৪৩৬ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের প্রধান কর্ম্মচারী

(৩৮) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১২ ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. V. 1909. P. 460

(৩৯) সাহিত্য, ১৩২৩ ; পৃঃ ৮২৭-২৮। এই প্রবন্ধে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ধানাইদহ তাম্রশাসনের নূতন পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন।

পৃথিবীষেন, পৃথিবীশ্বর নামে একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৪০]। ইংরাজী ১৯১৫ সালের এপ্রিল মাসে দিনাজপুর জেলায় ফুলবারী রেলষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী দামোদরপুর গ্রামে ছমীরুদ্দীন মণ্ডল কর্ত্তৃক নিযুক্ত কতকগুলি লোক হরিপুকুর এবং খোলাকুটিপুকুর নামক দুইটি পুষ্করিণীর মধ্য দিয়া পথ প্রস্তুত-কালে পাঁচখানি তাম্রলিপি আবিষ্কার করিয়াছিল। এই পাঁচখানি তাম্রলিপি বর্ত্তমান সময়ে রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক এইগুলির পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। এই তাম্রলিপিগুলি তাম্রশাসন নহে অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা বা কোন সমান্তরাজ কর্ত্তৃক দেবতা বা ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের পত্র নহে, এই পাঁচখানি তাম্রলিপির একখানি হইতে জানা যায় যে, ১২৪ গৌপ্তাব্দে (৪৪৩ খৃষ্টাব্দে) পরমদৈবত পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তদেবের রাজ্যকালে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে চিরাতদত্ত নামক উপরিক শাসনকর্তা ছিলেন। উপরিক উপাধিযুক্ত রাজকর্ম্মচারীর নাম অনেক তাম্রশাসনে ও শিলমোহরে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু এই তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা যে কি কার্য্য করিতেন তাহা জানা ছিল না। এই চিরাতদত্ত কর্ত্তৃক নিযুক্ত বেত্রবর্ম্মা নামক কুমারামাত্য তখন কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি এবং কোটীবর্ষ বিষয় ইহার পূর্ব্বে প্রথম মহীপালদেবের বাণগড়ে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে পরিচিত ছিল। প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকাল হইতে লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যকাল পর্য্যন্ত দিনাজপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন সমূহে ভুক্তি ও বিষয়ের এই নামই পাওয়া যায়। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে,বরেন্দ্রভূমির উত্তরাংশ সার্দ্ধসহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোটীবর্ষ নামে পরিচিত ছিল এবং গঙ্গার উত্তর তীরস্থ ভূভাগ পুণ্ড্রবর্দ্ধন আখ্যায় অভিহিত ছিল। দামোদরপুরের প্রথম তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে কর্পটিক নামক এক ব্রাহ্মণ কুমারমাত্য, বেত্রবর্ম্মা, নগর-শ্রেষ্ঠী ধৃতিপাল, সার্থবাহ বন্ধুমিত্র, প্রথমকুলিক ধৃতিমিত্র, প্রথমকায়স্থ শাম্বপাল প্রমুখ কর্ম্মচারিগণকে এককুল্যবাপমাপের "অপ্রদা প্রহত খিল" ভূমি তিন দীনার মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন এবং উক্ত বিক্রয়ের আদেশ এই

(৪০) Ibid, P. 458; Epigraphia Indica, vol X, P. 72.

তাম্রশাসন দ্বারা লিপিবদ্ধ হইয়াছে[৪১]। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী যমুনাতীরে, এলাহাবাদ জেলায় কড়্ছনা তহশীলের অন্তর্গত মনকুয়ার গ্রামে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠে একটি খোদিতলিপি উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৯ গৌপ্তাব্দে (৪৪৮ খৃষ্টাব্দে) মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যে ভিক্ষু বুদ্ধমিত্র কর্ত্তৃক এই বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৪২]। দামোদরপুরের আর একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, ১২৯ গৌপ্তাব্দে পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তিতে শাসনকর্তা ছিলেন এবং কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা তৎকর্ত্তৃক কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষে একজন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি কুমারামাত্য বেত্রবর্ম্মা, নগরশ্রেষ্ঠী ধৃতিপাল, সার্থবাহ বন্ধুমিত্র, প্রথমকুলিক ধৃতিমিত্র, প্রথমকায়স্থ শাম্বপাল প্রমুখ কর্ম্মচারিগণের নিকট পঞ্চমহাযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের জন্য প্রতি কুল্যবাপের তিন দীনার মূল্যে কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল এবং তাহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছিল। তাম্রশাসন ক্ষয়ের জন্য ক্রীত ভূমির পরিমাণ এবং যে ব্রাহ্মণ ভূমি ক্রয়ের জন্য আবেদন করিয়াছিল তাহা পড়িতে পারা যায় নাই। দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১২৯ গৌপ্তাব্দে উপরিক চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির এবং কুমারমাত্য বেত্রবর্ম্মা কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন[৪৩]। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত এই দুইখানি তাম্রলিপি দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অর্থাৎ বাঙ্গালাদেশের উত্তরভাগ গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পুণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তি বলিতে কেবল উত্তরবঙ্গ বুঝায় না, বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে দেশকে পূর্ব্ববঙ্গ বলি তাহারও কিয়দংশ পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। লক্ষ্মণসেনদেবের পুত্র কেশবসেনদেবের রাজ্যকালের একখানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে অর্থাৎ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুর পর্যন্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল[৪৪]।

---

(৪১) Epigraphia Indica vol xv, p.p. 130-31

(৪২) Fleet's Corpus inscriptionum Indicarum, vol III.p.46

(৪৩) Epigraphia Indica. vol xv, pp. 133-34

(৪৪) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Seris, vol x. p. 103

১৩১ গৌপ্তাব্দে (৪৫০ খৃষ্টাব্দে) কাকনাদবোট (বর্ত্তমান সাঁচি) মহাবিহারে উপাসক সনসিদ্ধের ভার্য্যা উপাসিকা হরিস্বামিনী প্রত্যহ একটি করিয়া ভিক্ষু ভোজন করাইবার জন্য এবং প্রতিদিন দুইটি প্রদীপ প্রজ্জলিত করিবার জন্য চতুর্দ্দশ দীনার (সুবর্ণ মুদ্রা) দান করিয়াছিলেন [৪৫]। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শেষভাগে গুপ্তসাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্রীয় ও হূণজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রীয়দের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত বহুকষ্টে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন [৪৬]। মধ্য-এশিয়াবাসী হূণজাতি এই সময়ে তাহাদিগের মরুবাস পরিত্যাগ করিয়া প্রতীচ্যে রোমক সাম্রাজ্য ও প্রাচ্যে গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণ প্রতিনিয়তঃ বর্ব্বর জাতির আক্রমণে অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৩১ হইতে ১৩৬ গৌপ্তাব্দের (৪৫০–৪৫৫ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন সময়ে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যু হইয়া ছিল [৪৭]। কুমারগুপ্তের একাধিক বিবাহ ছিল এবং তাঁহার সুবর্ণ মুদ্রার রাজমূর্ত্তির সহিত দুইজন পট্টমহিষীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় [৪৮]। তাঁহার প্রথমা পত্নীর নাম অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই [৪৯]। অনুমিত হয় যে স্কন্দগুপ্ত কুমারগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত। কুমারগুপ্তের দ্বিতীয়া পত্নীর নাম অনন্তদেবী [৫০]। অনন্তদেবীর গর্ভজাত পুত্র পুরগুপ্ত [৫১] স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় প্রথম কুমারগুপ্ত অশ্বমেধ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন

---

(৪৫) Ibid, p. 261

(৪৬) Ibid, p. p. 53-54

(৪৭) V.A. Smith, Early History of India, 3rd Edition p. 308

(৪৮) British Museum catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, p. 81; Journal of the Royal Asiatic Society 1989, p, 109.

(৪৯) British Museum catalogue of Indian coins, Gupta dynasties p. 1.

(৫০) Epigraphia Indica, Vol viii. Appendix 1. p. 10

(৫১) Ibid.

এবং যজ্ঞের দক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য নূতন প্রকারের সুবর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছিলেন [৫২]। প্রথম কুমারগুপ্তের অশ্বমেধ যজ্ঞের মুদ্রা সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের সুবর্ণমুদ্রার ন্যায় [৫৩]। বামনাচার্য্যের "কাব্য লঙ্কারসূত্রবৃত্তি" গ্রন্থে প্রথম কুমারগুপ্তের উল্লেখ আছে। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সর্ব্বপ্রথম এই শ্লোক আবিষ্কার করিয়াছিলেন [৫৪]। ডাঃ হর্ণলি অনুমান করিয়াছিলেন যে, ইহা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অপর পুত্রের নাম; কিন্তু পণ্ডিতপ্রবর কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পাঠক [৫৫] ও জন আলান [৫৬] বলেন যে চন্দ্রপ্রকাশ শব্দ কুমারগুপ্তের বিশেষণ মাত্র। প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যের শেষভাগে পুষ্যমিত্রীয় ও হূণ যুদ্ধে রাজভাণ্ডার শূন্য হইলে সম্রাট তাম্রমিশ্রিত সুবর্ণমুদ্রা ও তাম্রের উপরে রজতের ক্ষীণাবরণযুক্ত রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন [৫৭]।

মগধ ও বঙ্গের নানাস্থানে মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই সকল সুবর্ণমুদ্রা পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইতে পারে :—

(১) এক পৃষ্ঠে ধনুর্ব্বাণহস্তে রাজমূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। হুগলী জেলার জাহানাবাদ মহকুমায় মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় তিনটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৫৮]। হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে এই জাতীয় আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে [৫৯]।

(৫২) British Museum catalogue of Indion coins, Gupta dynaties, p. xliii.
(৫৩) Ibid, p. 68
(৫৪) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. 1, 1905, pp. 253 ff.
(৫৫) Indian Antiauary, 1911, p. 170
(৫৬) British Museum catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, p. xlii, Note 3.
(৫৭) Ibid, p. xcvi.
(৫৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1984, p. 152
(৫৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 91; Journal of the Royal Asiatic Society 1893. p.116

কনিংহাম গয়া জেলায় এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই মুদ্রাটি অতি নিকৃষ্ট সুবর্ণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল [৬০]। ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের শাসনকালে কালীঘাটে দুইশত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে অন্ততঃ একটি এই জাতীয় ছিল [৬১]।

(২) একদিকে অশ্বপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি, অপরদিকে পদ্মাসনা লক্ষ্মীমূর্ত্তি আছে। এই জাতীয় মুদ্রার দুইটি উপবিভাগ আছে।

(ক) প্রথম উপবিভাগে রাজা অশ্বারোহণে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছেন, এই জাতীয় দুইটি মুদ্রা হুগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৬২]।

(খ) রাজা অশ্বারোহণে বামদিকে গমন করিতেছেন। হুগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৬৩]। এই জাতীয় আর একটি মুদ্রা প্রাচীন তাম্রলিপ্তি বন্দরে (মেদিনীপুর জেলার তমলুকনগর) আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৬৪]।

(৩) একদিকে রাজার মৃগয়ার চিত্র ও অপরদিকে সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি আছে। হুগলী জেলার মাধবপুর গ্রামে এই জাতীয় একটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৬৫]।

(৪) একদিকে হস্তিপৃষ্ঠে রাজমূর্ত্তি ও অপরদিকে দেবীমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

(৬০) Ibid, 1989. p. 97.

(৬১) এই মুদ্রাটিও নিকৃষ্ট সুবর্ণের, Ariana Antiana Pt. xviil. 23; cunningham, Archaeological Survey Reports, vol iii. p.137; Journal of the Royal Asiatic Society, 1889.p.97

(৬২) Journal of the Asiatic Society of Ceugal, 1884, p. 152; Journal of the Royal Asiatic Society, 1881. p.p. 101-2

(৬৩) V.A. Smith, catalogue of coins in the Indian Museum vol 1. p, 110. 28

(৬৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p. 112; Journal of the Royal Asiatic Society, 1893 p.121

(৬৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1893. p.107.

এই জাতীয় একটিমাত্র মুদ্রা হুগলী জেলার মহানাদ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে [৬৬]। এই জাতীয় আর একটিমাত্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল কিন্তু এখন তাহা কোথায় আছে বলিতে পারা যায় না।

(৫) একদিকে রাজা একটি ময়ূরকে আহার্য্য প্রদান করিতেছেন ও অপর দিকে ময়ূরবাহন কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। বর্ধমান জেলার কোনও গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল ; তাহা এক্ষণে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় আছে [৬৭]। যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে প্রথম কুমারগুপ্তের কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৬৮]।

পুষ্করাণাধিপতি চন্দ্রবর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরবর্ম্মার পৌত্র বন্ধুবর্ম্মা (বিক্রমাব্দ ৪৯৩ অর্থাৎ ৪৩৭ খৃষ্টাব্দ), মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে মালবদেশের শাসনকর্তা ছিলেন [৬৯]। কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে মালবদেশের কুমারমাত্য পৃথিবীষেন তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন এবং তদনন্তর মহাবলাধিকৃত অর্থাৎ প্রধান সেনাপতির পদলাভ করিয়াছিলেন [৭০]।

মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্কন্দ-গুপ্ত সিংহাসনে আরোহন করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্ত যৌব্যরাজ্যে পুষ্যমিত্রীয় ও হুণগনকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কথিত আছে যুবরাজ ভট্টারকস্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিচলিত রাজলক্ষী স্থির করিবার জন্ত ত্রিযামা রজনী ভূমিশয্যায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। প্রথমবার পরাজিত হইয়া হুণগন

(৬৬) Proceedings of the Asiatic Society, of Bengal, 1882,pp 91, 104 ; catalogue of coins in the Indian Museum vol 1, p. 115, No 38. and Note 1.

(৬৭) Descriptine List of Sculpture and coins in the Museum of the Bangiya Sahitya parisad, p. 21. No 6

(৬৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol xxi, p.401

(৬৯) Fleet's corpus Inscriptionum, Indicarum vol 111,p.82

(৭০) Epigraphia Indica, vol x. p. 72 ; Journal and proceedings of the Asiatic Society of Bengal, voi v. p. 458 ; বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১১১।

উত্তরাপথ আক্রমণে বিরত হয় নাই, প্রাচীন কপিশা ও গান্ধার অধিকার করিয়া হুণগণ একটি নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। হুণরাজ তোরমাণ পঞ্চনদ প্রদেশে মহীশাসক সম্প্রদায়ের বৌদ্ধাচার্য্যগণের জন্ত একটি সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণকরিয়াছিলেন রোট সিদ্ধবৃদ্ধির পুত্র রোট জয়বৃদ্ধি কর্তৃক এই সঙ্ঘারাম নির্ম্মিত হইয়াছিল [৭১]। অনুমান হয় যে, স্কন্দগুপ্তের রাজ্যাভিষেককালে পঞ্চনদে হুণজাতির নূতন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। সৌরাষ্ট্রে মৌর্যবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যত্বকালে গিরি-নগরের অনতিদূরে অবস্থিত পর্বতোপত্যকায় প্রাচীর নির্ম্মান করিয়া সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা বৈশ্যজাতীয় পুষ্যগুপ্ত সুদর্শন হ্রদের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র অশোকের রাজ্যত্বকালে প্রাদেশিক শাসনকর্তা তুষাস্ফ কর্ত্তৃক এই হ্রদের পয়ঃপ্রণালী নির্ম্মিত হইয়াছিল। ৭২ শকাব্দে (১৫০ খৃষ্টাব্দে) সৌরাষ্ট্রের শকজাতীয় মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের রাজত্বকালে প্রবল ঝটিকায় সুদর্শন হ্রদের পাষাণ নির্ম্মিত প্রাচীর ধ্বংস হইয়া যায় এবং রুদ্রদামের আদেশে তাঁহার অমাত্য সুবিশাখ কর্ত্তৃক পুননির্ম্মিত হইয়াছিল, [৭২]। ১৩৬ গৌপ্তাব্দে সুদর্শন হ্রদের পাষান-নির্ম্মিত প্রাচীর জলবৃদ্ধি ও ঝটিকার জন্ত পুনরায় ধ্বংস হইয়াছিল। এই সময়ে পর্ণদত্ত সৌরাষ্ট্রের শাসনকর্তা ছিলেন, তাঁহার পুত্র চক্রপালিত ১৩৭ গৌপ্তাব্দে (৪৫৬ খৃষ্টাব্দে) শতহস্ত দীর্ঘ ও প্রায় সপ্তিতিহস্ত উচ্চ পাষাণ-নির্ম্মিত প্রাচীরদ্বারা সুদর্শন হ্রদ পুনরায় জলপূর্ণ করিয়া-ছিলেন। ১৩৮ গৌপ্তাব্দে চক্রপালিত এই হ্রদ্রের তীরে একটি মন্দির নির্ম্মান করাইয়াছিলেন [৭৩]। গির্ণার (গিরিনগর) পর্ব্বতগাত্রে উৎকীর্ণ খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে,৪৫৭খৃষ্টাব্দে সৌরাষ্ট্র স্কন্দগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ভাগলপুর হইতে উত্তর পশ্চিমে চত্বারিংশৎ ক্রোশ দূরে অবস্থিত কহাঁউ গ্রামে আবিষ্কৃত শিলাস্তম্ভ লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১৪১ গৌপ্তাব্দে (৪৬০ খৃষ্টাব্দে) স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে, মদ্র নামক এক ব্যক্তি ককুভ গ্রামে পঞ্চতীর্থঙ্করের প্রস্তর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [৭৪]। ১৪৬ গৌপ্তাব্দে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী

---

(৭১) Epigraphia Indica, vol i, p 239,

(৭২) Ibid, vol, vlll, p, 36 FF

(৭৩) Fleet's curpus Inscriptionum, Indicarum,vol, lll, p 56,

(৭৪) Ibid p 67

প্রদেশে মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের শাসনকর্তা শর্ব্বনাগের অনুমত্যনুসারে দেব-বিষ্ণু নামক জনৈক ব্রাহ্মণ ইন্দ্রপুর নগরে ক্ষত্রিয় জাতীয় অচলবর্ম্মা ও ভ্রুকুণ্ঠসিংহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত সূর্য্যদেবের মন্দিরে নিত্য একটি দীপ প্রজ্বলিত করিবার ব্যায় নির্ব্বাহার্থ কিঞ্চিৎ অর্থদান করিয়াছিলেন [১৫]। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, ৪৫৭ খৃষ্টাব্দেও অন্তর্বেদী স্কন্দগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। এই সময় হইতে অন্তর্বিদ্রোহ বা বহিঃশত্রুর আক্রমনের ফলে গুপ্তবংশজাত সম্রাটগণের ক্ষমতার হ্রাস হইতেছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ সম্রাটের নামোল্লেখ না করিয়াই ভূমিদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরিব্রাজক বংশীয় হস্তী ও সংক্ষোভ, উচ্ছকল্পের জয়নাথ ও সর্ব্বনাথ এবং বলভীর ধরসেন প্রভৃতি সামন্ত-রাজগনের তাম্রশাসণ ইহার প্রমাণ। ৪৬৫ খৃষ্টাব্দের পরে হূনগণ পুনর্ব্বার ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করে ও বারবার গুপ্তসাম্রাজ্য আক্রমণ করে [১৬]।

কোন সময়ে মহারাজাধিরাজ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল, তাহা অদ্যাপি নির্নীত হয় নাই। তিনি সম্ভবতঃ চিরকুমার অবস্থায় জীবনযাপন করিয়াছিলেন। কতকগুলি অতীব দুষ্প্রাপ্য স্বর্ণমুদ্রার রাজমূর্ত্তির দক্ষিণপার্শ্বে একটি রমণীমূর্ত্তি দেখা যায়, ইহা দেখিয়া মুদ্রাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিয়াছিলেন যে স্কন্দগুপ্ত বিবাহ করিয়াছিলেন এবং মুদ্রার রমনীমূর্ত্তি তাঁহার পট্টমহাদেবীর মূর্ত্তি। সম্প্রতি পণ্ডিতপ্রবর জন্‌ আলান স্থির করিয়াছেন যে, স্কন্দগুপ্তের স্বর্ণমুদ্রার রমনীমূর্ত্তি শ্রী বা লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি, তাহার পট্টমহাদেবীর মূর্ত্তি নহে [১৭]। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন প্রথম কুমারগুপ্তের মৃত্যুর পরে বোধ হয় যে, সিংহাসনের জন্য উভয় ভ্রাতায় বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, পুরগুপ্তের পৌত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম নাই [১৮]। দীর্ঘকালব্যাপী হূণযুদ্ধে রাজকোষ শূন্য

---

(১৫) Ibid, p 70

(১৬) Beal's Buddhist Records of the Western world. vol. 1. p. xci. and c.

(১৭) British Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dyuastise, p, xcix, 116

(১৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1881, part 1 p. 89.

হইয়াছিল এবং মহারাজ স্কন্দগুপ্ত অবশেষে নিকৃষ্ট সুবর্ণের মুদ্রা প্রচলন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন [৭৯]। স্কন্দগুপ্তের সুবর্ণমুদ্রা অতীব দুষ্প্রাপ্য কিন্তু বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে তাঁহার মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হুগলী জেলার মহানদ গ্রামে স্কন্দগুপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮০]। কনিংহাম গয়া হইতে এই জাতীয় একটি সুবর্ণমুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন [৮১]। এই তিনটি মুদ্রাই ধনুর্ব্বানহস্তে রাজমূর্ত্তিযুক্ত সুবর্ণমুদ্রা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মেদিনীপুর জেলায় রাজা ও রাজলক্ষ্মীযুক্ত স্কন্দগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮২]। ফরিদপুর জেলায় স্কন্দগুপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮৩]। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে তাঁহার কতকগুলি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮৪]।

কিরূপে কিভাবে স্কন্দগুপ্তের রাজ্য শেষ হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। সাত বৎসর পূর্বে, ঐতিহাসিক-সমাজের মতানুসারে, স্কন্দগুপ্ত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়া, ৪৮০ খৃষ্টাব্দে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সাত বৎসরের মধ্যে অনেকগুলি শিলালিপি ও তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় এই মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ১৪৮ গৌপ্তাব্দে (৪৬৭-৬৮ খৃঃ অব্দ) মুদ্রিত স্কন্দগুপ্তের একটি রজত মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [৮৫]। ইহার পরে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যের আর কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বারানসীর নিকটে সারনাথে তিনটি লিপিযুক্ত বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল,ইহার

---

(৭৯) British Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, p. xlviii ; V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 311.

(৮০) Prceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1882, p 91; Journal of the Royal Asiatic Society 1889, p, 118

(৮১) Ibid

(৮২) Catalogue of the Indian Museam, p, 187 No 7

(৮৩) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫

(৮৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol xxl, p 401

(৮৫) Catalogue of Indian coins, Guptn dynastisc, p cxxx Journal of the Royal Asiatic Society, 1889, p, 134

মধ্যে একটির পাদপীঠে যে শিলালিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, কুমারগুপ্ত নামক একজন রাজা ১৫৪ গৌপ্তাব্দে (৪৭২-৭৩ খৃঃঅব্দ) সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন [৮৬]। শিলালিপিতে এই কুমারগুপ্তের বংশপরিচয় নাই, কিন্তু যুক্তপ্রদেশের গাজীপুর জেলায় ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত একটি রাজকীয়মুদ্রা (শিল) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, স্কন্দগুপ্তের পরে তাঁহার ভ্রাতা পুরগুপ্তের পৌত্র কুমারগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত রাজকীয় মুদ্রার কুমারগুপ্তই যে সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপির কুমারগুপ্ত, তাঁহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমান আবিষ্কৃত হয় নাই, কিন্তু সারনাথের শিলালিপির কুমারগুপ্ত যে ভিন্ন ব্যক্তি সে বিষয়েরও কোন প্রমান নাই, সুতরাং প্রমাণাভাবে উভয়লিপির কুমারগুপ্ত অভিন্ন বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারে। অধ্যাপক কাশীনাথ বিশ্বনাথ পাঠক প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডিত এই মত গ্রহন করেন নাই [৮৮]। তাঁহাদিগের মতামতের জন্য পরিশিষ্ট ঘ দ্রষ্টব্য।

সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে স্কন্দগুপ্তের রাজ্যান্ত হইতে ১৫৪ গৌপ্তাব্দের পূর্বে গুপ্তরাজবংশের তিনজন সম্রাট সিংহাসনারোহন করিয়াছিলেন। স্কন্দগুপ্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পুরগুপ্ত সিংহাসনারোহন করিয়াছিলেন কারণ ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত রাজকীয় মুদ্রায় তাঁহার পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার নামাঙ্কিত দুইটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে [৮৯]। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতানুসারে স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত একই ব্যক্তির নামান্তর মাত্র। কিন্তু কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রায় স্কন্দগুপ্তের নাম এবং কতকগুলিতে একইস্থলে পুরগুপ্তের নাম থাকায় প্রমান হইতেছে যে স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

পুরগুপ্তের মৃত্যুরপরে তাঁহার পুত্র নরসিংহ গুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন।

---

(৮৬) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15, pp. 124

(৮৭) Journal of the Asiaatic Society of Bengal, 119, part I, p. 89.

(৮৮) Indian Antiquary ; vol xlvll, 1918, pp. 19-20.

(৮৯) Catalogue of Indian coins, Gapta dynastise, p. 134

পুরগুপ্তের পত্নীর নাম বৎস দেবী এবং নরসিংহগুপ্ত বৎসদেবীর গর্ভজাত পুত্র [১১]। পুরগুপ্তের কোন খোদিতলিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু ভারতবর্ষের কোনও সংগ্রহশালায় এই মুদ্রা আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংলণ্ডে ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই জাতীয় দুইটি মুদ্রা রক্ষিত আছে। কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রায় প্রকাশাদিত্য নামক একজন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতীয় মুদ্রাগুলি স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ। স্বর্গীয় ডাক্তর হর্ণলি এবং স্মিথ অনুমান করিতেন যে এগুলি পুরগুপ্তের মুদ্রা [১২]। শ্রীযুক্ত জন্ আলান্ অনুমান করেন যে পুরগুপ্ত সম্ভবতঃ শ্রীপ্রকাশাদিত্য ও [illegible] এই উভয় উপাধি ধারন করেন নাই[১৩]। সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাম্রলিপি আবিষ্কারের পূর্ব্বে ডাক্তার স্মিথ প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ অনুমান করিতেন যে নরসিংহগুপ্ত মালবরাজ যশোধর্ম্মদেবের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরাপথে হূণ সাম্রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন [১৪]। তাঁহাদিগের এই বিশ্বাসের মূল চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন-থসং বা ইউয়ান-চোয়াং-এর উক্তি। চৈনিক পরিব্রাজক লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে মগধরাজ বালাদিত্য হূণরাজ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন [১৫]। এই মগধরাজ বালাদিত্য যে পুরগুপ্তের পুত্র নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, এই মত সর্ব্বপ্রথমে ডাক্তার হর্ণলি কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল কিন্তু পরে তিনি এইমত প্রত্যাহার করিয়াছিলেন [১৬]। ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত জন্ আলানও এই মত গ্রহন করিতে পারেন নাই [১৭]।

---

(১০) Indian Antiquary, vol. vlvii, 1918, pp. 164-65.

(১১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1819, part 1, p.89.

(১২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889 part 1 pp 93-94 Indian Antiquary, 1803, p. 263; Smith's Early History of India 3rd Edition, p 311.

(১৩) Catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, pp. iii

(১৪) Smiths, Early History of the India, 3rd Edition, p. 320

(১৫) Watters-on-Yuan-Chwang, vol I, pp, 288-289.

(১৬) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909 p.96 ff

(১৭) Catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, p. lx.

সারনাথের শিলালিপি আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমান হইতেছে যে এই মত একেবারে অগ্রাহ্য। নরসিংহগুপ্তের পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত যখন ১৫৪ গৌপ্তাব্দে (৪৭২-৭৩ খৃঃ অব্দ) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন ইহা নিশ্চয় যে তাঁহার পিতা নরসিংহগুপ্ত এই তারিখের পূর্ব্বে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব এই সময়ের ষষ্টিবর্ষ পরে মালবের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন [৯৮]। তাঁহার একটি মাত্র শিলালিপিতে তারিখ পাওয়া গিয়াছে। এই তারিখ বিক্রম সম্বৎসর ৫৮৯ (৫৩৩ খৃঃঅব্দ) [৯৯], সুতরাং তিনি নরসিংহগুপ্তের দেহত্যাগের ৬১ বৎসর পরে জীবিত ছিলেন। অতএব তাঁহার নরসিংহগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি হওয়া এক প্রকার অসম্ভব। কোন্ সময়ে কিভাবে নরসিংহ গুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। নরসিংহগুপ্তের কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার পত্নীর নাম মহালক্ষী দেবী [১০০]। ভারতবর্ষের নানাস্থানে নরসিংহগুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইংরাজরাজ্যের প্রথম যুগে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালে কালীঘাটে নরসিংহগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে নদীয়া জেলার রানাঘাট মহকুমায় নরসিংহগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নান্নুর গ্রামে আবিষ্কৃত নরসিংহগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আছে।

নরসিংহগুপ্তের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সিংহাসনারোহন করিয়াছিলেন। যুক্তপ্রদেশের গাজীপুরজেলায় ভিটরী গ্রামে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা (শিল) আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা তাম্রমিশ্রিত রজতের উপরে

---

(৯৮) Fleet's Gupta Inscription, p, 152

(৯৯) Epigraphia Indica, vol.V, App, p, 3 No-4;

(১০০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889 part 1 p, 89.

(১) Ibid, p, 202.

(২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 186, p,65

মুদ্রিত[৩]। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কালীঘাটে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৪]। দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত সম্ভবতঃ শৈশবে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই সিংহাসনচ্যুত হইয়াছিলেন অথবা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন কারণ সারনাথে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ১৫৭ গৌপ্তাব্দে (৪৭৬ খৃঃ অব্দ); বুদ্ধগুপ্ত নামক আর একজন রাজা গুপ্তসাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন[৫]। সারনাথের শিলালিপিদ্বয় ও দামোদরপুরের তাম্রলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছিলেন যে দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মৃত্যুর সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশ লুপ্ত হইয়াছিল এবং এই সময়ে অথবা ইহার কিছু পূর্ব্বে গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়াছিল, কিন্তু সারনাথে আবিষ্কৃত বুদ্ধগুপ্তের শিলালিপি এবং দামোদরপুরে আবিষ্কৃত দুই-খানি তাম্রলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে,স্কন্দগুপ্তের পরে বুদ্ধগুপ্ত নামক একজন রাজার অধিকার গৌড়দেশ ও মধ্যদেশ হইতে মালবদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই বুদ্ধগুপ্ত কে ছিলেন তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই, তাঁহার নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি প্রাচীন গুপ্তরাজবংশ সম্ভূত। সারনাথের শিলালিপিও দামোদরপুরের তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বেও বুধগুপ্তের অস্তিত্ব অবিদিত ছিল না, কারণ বহুপূর্ব্বে মধ্যপ্রদেশে ইরান নামক স্থানে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানা গিয়াছিল যে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দে বুদ্ধগুপ্ত নামক একজন রাজা উক্ত ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। এবং তাঁহার অধীনে মহারাজা উপাধিধারী সুরশ্মিচন্দ্র নামক একজন সামন্তরাজা কালিন্দি ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ শাসন করিতেন[৬]। দুঃখের বিষয় এই যে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধ-গুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রলিপিগুলিতে যে অংশে তারিখ ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে[৭]। সুতরাং গৌড়দেশে কতকাল পর্য্যন্ত বুধগুপ্তের অধিকার অক্ষুন্ন

(৩) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1889, part-1, p,89

(৪) Catalogue of Indian coiuns, Gupta dynastise, p,p,142-43

(৫) Annual Report of the Aachaealogical Survey of India, 1914-15, p,p, 124-25

(৬) Fleet's Gupta Inscriptions, p, 89

ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৫৭ গৌপ্তাব্দে (৪৭৬ খৃঃ অব্দ) বারাণসীতে অর্থাৎ মধ্যদেশে বুধগুপ্তের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। দামোদরপুরের তাম্রলিপিতে যদিও তারিখ নাই তথাপি ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কিছুকাল বুধগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, যে সময়ে মধ্যদেশ বুধগুপ্তের রাজ্যভুক্ত ছিল, সেই সময়ে অথবা অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে গৌড়দেশও তাঁহার রাজ্যভুক্ত ছিল। অতএব ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে এই সময়ে গুপ্তসাম্রাজ্যের কেন্দ্র মগধও বুধগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ইরানে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেপ্রমাণ হইতেছে যে,এই সময়ে অর্থাৎ সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপির তারিখ হইতে আট বৎসর পরে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দে (৪৮৪-৮৫ খৃঃ অব্দ) মালবদেশ ও যমুনার দক্ষিণ ভাগ, অর্থাৎ যে ভূখণ্ড মোগলযুগে মালবসুবা ও আগরাসুবা নামে পরিচিত ছিল [৮], তাহা বুধগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল। মধ্যদেশের পশ্চিমভাগ বুধগুপ্তের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা তাহা প্রমাণাভাবে বলিতে পারা যায় না। পূর্ব্বে কথিত আছে যে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রলিপিগুলিতে তারিখ নাই, সুতরাং বুধগুপ্তের অধিকার মধ্যদেশে, মগধে ও গৌড়দেশে কতদিন পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। তাঁহার যে সমস্ত রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি ১৭৫ গৌপ্তাব্দে (৪৯৫-৯৬ খৃঃ অব্দ) মুদ্রিত হইয়াছিল [৯]। এই সমস্ত মুদ্রার তারিখ হইতে প্রমাণ হইতেছে যে মালবদেশে বুধগুপ্তের অধিকার ১৬৫ গৌপ্তাব্দ হইতে ১৭৫ গৌপ্তাব্দ (৪৮৪-৪৯৫ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত অক্ষুন্ন ছিল। কিরূপে কিভাবে বুধগুপ্তের রাজ্যশেষ হইয়াছিল তাহা প্রমাণাভাবে বলিতে পারা যায় না। তাঁহার রাজ্যকালের দুইখানি শিলালিপি ও দুইখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপি দুইখানি বারাণসীর নিকট সারনাথে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম শিলালিপি অনুসারে

---

(৭) Epigraphia Indica, pp, 114-15

(৮) Ain-i-Akbari, vol II, pp, 182-209

(৯) Catalogue of Indian coins, Gupta dynasties, p, 153

অভয়মিত্র নামক এক বৌদ্ধ ভিক্ষু গৌপ্তাব্দের ১৫৭ বৎসরে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [১০]। দ্বিতীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে উক্ত বৌদ্ধ ভিক্ষু ১৫৭ গৌপ্তাব্দের বৈশাখ মাসের সপ্তমীতে ছত্র এবং পদ্মাসনের সহিত আর একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন [১১]। তাম্রলিপি দুইখানি দিনাজপুর জেলায় দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালে উপরিক, মহারাজ ব্রহ্মদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে নাভক নামক একজন গ্রামীক, কতকগুলি ব্রাহ্মণ বাস করাইবার জন্ম, এককুল্যবাপ পরিমাণ ভূমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হওয়ায়, তাহার আবেদনে পলাশবৃন্দক গ্রাম হইতে উক্ত ভূমি বিক্রয়ের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। উক্ত ভূমি সম্ভবতঃ চণ্ডগ্রামে অবস্থিত ছিল। নাভকের নিকট দুই দীনার মূল্য পাইয়া উক্ত পরিমাণ ভূমি যাহা বায়িগ্রামের উত্তরপার্শ্বে অবস্থিত ছিল, তাহা নাভককে প্রদত্ত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন যে, এই তাম্রলিপি ১৬৫ গৌপ্তাব্দে (৪৮১-৮২ খৃঃ অব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল [১২]। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের দ্বিতীয় তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের রাজ্যকালের উপরিক-মহারাজ জয়দত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শাসন কর্তা ছিলেন এবং তাঁহার অধীনে আযুক্তক সাণ্ডক বা গাণ্ডক কোটীবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল কোকামুখস্বামী এবং শ্বেত-বরাহস্বামী নামক দেবদ্বয়ের জন্ম দুইটি মন্দির ও দুইটি কোষ্ঠিকা নির্ম্মাণ করিবার জন্ম হিমবচ্ছিখর নামক স্থানে কিঞ্চিৎ বাস্তভূমি ক্রয় করিবার আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনানুসারে পুস্তপাল (শেরেস্তাদার বা মহাফেজ) বিষ্ণুদত্ত, বিজয়নন্দী এবং স্থানুনন্দী, এই রিভুপাল পূর্ব্বে হিমবচ্ছিখর নামক স্থানে কোকামুখস্বামী ও শ্বেতবরাহস্বামী নামক দেবদ্বয়কে একাদশ কুল্যবাপ পরিমিত ভূমি পূর্ব্বে দান করায়, প্রতি কুল্যবাপের তিন দীনার

(১০) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1914-15 p 124

(১১) Ibid, p, 125

(১২) Epigraphia Indica, vol xv, pp, 135-36

মূল্য অনুসারে কিঞ্চিৎ ভূমি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আদেশ কোন অজ্ঞাত বৎসরের ফাল্গুনমাসের পঞ্চদস দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল[১৩]। অদ্যাবধি বুধগুপ্তের কোন স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রাচীন গুপ্ত-রাজবংশের যে আকারের এবং যে রূপের স্বর্ণমুদ্রা উত্তরাপথের সর্ব্বত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, বুধগুপ্তের সে জাতীয় মুদ্রা আবিষ্কৃত না হওয়ায় অনেক ঐতিহাসিক অনুমান করিতেন যে, বুধগুপ্তের রাজ্য মালবদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল[১৪]। কিন্তু সম্প্রতি সারনাথের শিলালিপি ও দামোদরপুরের তাম্রলিপিদ্বয় আবিষ্কৃত হওয়ায় স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে উত্তরাপথের পূর্ব্বাংশ তাহার অধিকারভুক্ত ছিল। বুধগুপ্তের মাত্র এক জাতীয় রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই জাতীয় মুদ্রা প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালে মালব ও সৌরাষ্ট্রে প্রচলনের জন্য মুদ্রিত হইত। এই কারণে পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ বুধগুপ্তকে মালবদেশের গুপ্তবংশীয় রাজা আখ্যায় অভিহিত করিতেন। বুধগুপ্তের যে কয়টি রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা ইংলণ্ডের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে। ভারত-বর্ষের কোন সংগ্রহশালায় বুধগুপ্তের কোন রজতমুদ্রা রক্ষিত আছে কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই।

বুধগুপ্তের মৃত্যুর অথবা সিংহাসনচ্যুতির পরে গুপ্তবংশীয় আর একজন রাজা সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার ফ্লীটের মতানুসারে ইঁহার নাম ভানুগুপ্ত। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক অনুমান করেন যে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত একখানি তাম্রলিপিতে মহারাজাধিরাজ শ্রীভানুগুপ্তের নাম আছে। মধ্যপ্রদেশে ইরাণে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ১৯১ গৌপ্তাব্দে (৫১০ খৃঃ অব্দ), ভানুগুপ্ত নামক একজন রাজার অনুচর, রাজা মাধবের পুত্র গোপরাজের পত্নী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন[১৫]। দামোদরপুরে আবিষ্কৃত পঞ্চম তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে ২১৪ গৌপ্তাব্দে (৫৩৩-৩৪ খৃঃ অব্দ) পরমদৈবত পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীভানুগুপ্তদেবের রাজ্যকালে রাজপুত্র দেবভট্টারক (নাম

---

(১৩) Ibid, p, p, 138-39

(১৪) Catalogne of Indian coins, Gupta dynnstise p, lxli

(১৫) Fleet's Gupta Inscription, p, p, 92-93

অব্দ), যখন পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির উপরিক-মহারাজ ছিলেন, তখন কোটীবর্ষ বিষয়ের বিষয়পতি স্বয়ম্ভূদেব কর্ত্তৃক কোটিবর্ষ বিষয়ের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অযোধ্যাবাসী অমৃতদেব নামক এক কুলপুত্র বিষয়পতি স্বয়ম্ভূদেব, আর্য্য নগরশ্রেষ্ঠী রিভুপাল, সার্থবাহ স্থানুদত্ত, প্রথমকুলিক মতিদত্ত এবং প্রথমকায়স্থ স্কন্দপালকে এই দেশের বনে ভগবান শ্বেতবরাহ স্বামীর মন্দির সংস্কারের জন্য এবং বলি, চরু, সত্র, গব্য, ধূপ, পুষ্প, মধুপর্ক, দীপ প্রভৃতি উপযোগের জন্য এক কুল্যবাপ পরিমিত অপ্রদা খিল ভূমি, তিনদীনার মূল্যে ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন, তদনুসারে উক্ত অমৃতদেবের নিকট হইতে পঞ্চদশ দীনার মূল্য গ্রহণ করিয়া, স্বচ্ছন্দপাটক এবং লবঙ্গসিকায় দুইকুল্যবাপ বাস্তু, সাট্টু বনাশ্রমকে এককুল্যবাপবাস্তু, পঞ্চকুল্যবাপকের উত্তরে এবং জম্বুনদীর পূর্ব্বে এককুল্যবাপ এবং পুরণ বৃন্দিকহরির পাটকের পূর্ব্বদিকে এককুল্যবাপ বাস্তুভূমি বিক্রয় করিবার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই আদেশ ২১৪ গৌপ্তাব্দে ভাদ্রমাসের পঞ্চম দিবসে প্রদত্ত বা লিপিবদ্ধ হইয়াছিল [১৩]। সুতরাং ইরাণের শিলালিপি এবং দামোদরপুরের তাম্রলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে ভানুগুপ্ত নামক একজন রাজা ১৯০ গৌপ্তাব্দ হইতে ২২৪ গৌপ্তাব্দ পর্য্যন্ত সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং তাঁহার অধিকার গৌড়দেশের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি হইতে মালবদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ভানুগুপ্তের নাম দেখিয়া বোধ হয় যে তিনি গুপ্তরাজবংশজাত। তাঁহার সহিত প্রাচীন গুপ্তসম্রাটগণের কি সম্বন্ধ ছিল বা তাঁহার সহিত বুধগুপ্তের কি সম্বন্ধ ছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। ইরানে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভানুগুপ্তের রাজ্যকালে গোপরাজ নামক এক রাজা তাঁহার সহিত সম্ভবতঃ মগধ হইতে মালবদেশে আসিয়াছিলেন এবং তথায় যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভানুগুপ্ত ১৯১ গৌপ্তাব্দের (৫১০ খৃঃ অব্দ) শ্রাবণ মাসের পূর্ব্বে যুদ্ধ যাত্রায় মগধ হইতে মালবে আসিয়াছিলেন। যুদ্ধের ফল বলিতে পারা যায় না। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে মালবদেশ বার বার হূণগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অবশেষে গুপ্তসাম্রাজ্য বিচ্যুত হইয়াছিল। ইহার প্রমাণ আর দুইখানি শিলালিপি হইতে পাওয়া যায়। ইরানে আবিষ্কৃত আর একখানি শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, বুধগুপ্তের

(১৩) Epigraphia Indica, vol xv, pp, 142-43

রাজ্যকালে সুরশ্মিচন্দ্র নামক একজন রাজা যমুনা ও নর্মদার মধ্যবর্তী ভূভাগের শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে অর্থাৎ ১৬৫ গৌপ্তাব্দে (৪৮৪ খৃঃ অব্দ) ইন্দ্রবিষ্ণুর প্রপৌত্র, বরুণবিষ্ণু পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র, মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু বিষ্ণুর ধ্বজস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন [১৭]। ইরানে আবিষ্কৃত তৃতীয় শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, হূণরাজ মহারাজাধিরাজ তোরমাণের রাজ্যের প্রথমবর্ষে ফাল্গুন মাসের দশম দিবসে ইন্দ্রবিষ্ণুর প্রপৌত্র বরুণবিষ্ণুর পৌত্র, হরিবিষ্ণুর পুত্র স্বর্গগত মহারাজ মাতৃবিষ্ণুর অনুজ ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু, ভগবান বরাহমূর্ত্তি অর্থাৎ নারায়ণের একটি শিলাপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন [১৮]। পিতৃকুলের পরিচয় হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দের শিলালিপির মহারাজ মাতৃবিষ্ণু ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধন্যবিষ্ণু এবং হূণরাজ তোরমানের রাজ্যের প্রথমবর্ষের ধন্যবিষ্ণু ও তাঁহার স্বর্গগত জ্যেষ্ঠভ্রাতা মহারাজ মাতৃবিষ্ণু অভিন্ন। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ১৬৫ গৌপ্তাব্দের পরে পঞ্চবিংশ অথবা ত্রিংশৎবর্ষ মধ্যে মালবদেশের ঐরকিণ (বর্তমান ইরাণ) বিষয় গুপ্তসাম্রাজ্যবিচ্যুত হইয়া হূণরাজ তোরমানের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে, যে যুদ্ধে গোপরাজ নিহত হইয়াছিলেন তাহার অব্যবহিত পরেই মালবদেশ ভানুগুপ্তের অধিকারচ্যুত হইয়াছিল। কোন্ সময়ে মধ্যদেশ গুপ্তরাজগণের হস্তবিচ্যুত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না; তবে দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, ভানুগুপ্ত ২১৪ গৌপ্তাব্দ (৫৩৩ খৃঃ অব্দ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন এবং এই সময়ে পর্য্যন্ত গৌড়দেশ তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল। ভানুগুপ্তের কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

ভানুগুপ্তের জীবিতকালে অথবা তাহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মালবরাজ যশোধর্ম্মদেব মগধ, গৌড় ও বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্দশোরে আবিষ্কৃত খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, হিমালয় হইতে মহেন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত, লোহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র তীর হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। যশোধর্ম্মদেবের যে শিলালিপিতে তাঁহার

(১৭) Fleet's Gupta Inscriptions, p. 86

(১৮) Ibid, pp, 159-60

ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তারের বর্ণনা আছে, তাহা ৫৮৯ বিক্রম সম্বৎসরে (৫১২-১৪ খৃঃ অব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল [১৯] কিন্তু দামোদরপুরে আবিষ্কৃত ভানুগুপ্তের তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ২১৪ গৌপ্তাব্দে (৫৩৩ খৃঃ অব্দ) জীবিত ছিলেন। মান্দাশোরের শিলালিপি যে সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল অবশ্য তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেই যশোধর্ম্মদেব মহেন্দ্রগিরি হইতে ব্রহ্মপুত্রতীর পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন সুতরাং যশোধর্ম্মদেবের এই দিগ্বিজয়ের সময়ে ভানুগুপ্ত জীবিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ভানুগুপ্তের পরে গুপ্তবংশীয় রাজগণের কোন পরিচয় বা বিবরণ কোন শিলালিপি, তাম্রলিপি বা তাম্রশাসনে পাওয়া যায় না।

বৈন্যগুপ্ত, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও জয়গুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের নামাঙ্কিত বহু স্বর্ণমুদ্রা মগধে ও বঙ্গে আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তাঁহাদিগের সহিত প্রাচীন-গুপ্ত বংশের সম্বন্ধ নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কালীঘাটে যে সমস্ত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দ্বাদশাদিত্য উপাধিধারী তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও চন্দ্রাদিত্য উপাধীধারী বিষ্ণুগুপ্তের বহু মুদ্রা ছিল। কালীঘাটে আবিষ্কৃত তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের তিনটি ও বিষ্ণুগুপ্তের পঞ্চদশটি স্বর্ণমুদ্রা লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে [২০]। মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত রাঙ্গামাটি গ্রামে বিষ্ণুগুপ্তের একটি ও জয়গুপ্তের একটি স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [২১]।

---

(১৯) আলৌহিত্যোপকণ্ঠাত্তলবন গহনোপত্যকাদামহেন্দ্রা
দাগঙ্গাশ্লিষ্টসানোস্তুহিনশিখরিণঃ পশ্চিমাদাপয়োধেঃ।
সামন্তৈর্যস্য বাহুদ্রবিণহৃতমদৈঃ পাদয়োরানমদ্ভি
শ্চূড়ারত্নাংশুরাজিব্যতিকরশবলা ভূমিভাগাঃ ক্রিয়ন্তে॥
—Corpus Inscriptionum Indicarum, vol 111. p. 146

(২০) Catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, 144-6

(২১) শ্রীযুক্ত নিখিল নাথ রায় প্রনীত, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস, ১ম-সংস্করণ, পৃঃ ১০০। বিশ্বকোষ সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু তৎকালে বলিয়াছিলেন যে, এই মুদ্রাদ্বয়ের একটি রবিগুপ্তের মুদ্রা ও দ্বিতীয়টিতে "জয় মহারাজ" লিখিত আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রথম মুদ্রাটি বিষ্ণুগুপ্তের ও দ্বিতীয়টি "প্রকাণ্ডযশা" উপাধিধারী জয়গুপ্তের। জন্ আলান্ প্রণীত Catalogue of Indinan coins, Gupta dynasties, pp, 145, 150, দ্রষ্টব্য।

গুপ্তরাজ বংশের আধিকারকালে উত্তরাপথে ভারতীয়-শিল্প উন্নতির চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর যে সমস্ত নিদর্শন উত্তরাপথে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, এই যুগই ভারতীয়-শিল্পের চরম উন্নতির যুগ। গুপ্তাধিকারকালের বহু মন্দির প্রসাদ, ধাতু ও প্রস্তর নির্ম্মিত মূর্ত্তি, স্তম্ভ ও খোদিত চিত্র (Basrelief) আবিষ্কৃত হইয়াছে। মথুরায় ও বারাণসীতে গুপ্তধিকারকালের শিল্প-নিদর্শন সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। বঙ্গ ও মগধে আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও মূর্ত্তিগুলির শিল্প-চাতুর্থ অতীব বিস্ময়জনক। গুপ্তাধিকারকালের একখানি প্রস্তরে খোদিত চিত্র (Bassclief) ও একটি পিত্তল-নির্ম্মিত বুদ্ধ-মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইল। প্রস্তরে খোদিত চিত্রটি পাটনা জেলার চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাতে "কিরাতার্জ্জুনিয়ের" দুইটি চিত্র আছে। প্রস্তরফলকের বামার্দ্ধে অর্জ্জুন যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কিরাতরূপী মহাদেবের চরন বন্দনা করিতেছেন, অর্জ্জুন কৈলাসপর্ব্বতশিখরে আসীন হরপার্ব্বতীকে দর্শন করিতেছেন। একটি স্তম্ভগাত্রে এই চিত্রটি উৎকীর্ণ আছে এবং সেই স্তম্ভের চারিদিকে চারিটি ফলকে (panel) কিরাতর্জ্জুনীয়ের আখ্যানক সম্পূর্ণরূপে চিত্রিত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় আছে। বুদ্ধমূর্ত্তিটি গয়া নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ভাগলপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী স্বর্গীয় রায় সূর্যনারায়ন সিংহ বাহাদুরের কনিষ্ঠ পুত্র ইহা বঙ্গীয়সাহিত্য পরিষদে প্রদান করিয়াছেন। মূর্ত্তির নিম্নে একখানি খোদিতলিপিযুক্ত পিত্তলফলক সংলগ্ন ছিল। এই খোদিতলিপি 'ভৈক্ষুকীলিপি' নামক বৌদ্ধ-সংঘের গোপনীয় লিপিতে উৎকীর্ণ। কেম্ব্রিজের অধ্যাপক মৃত ডাক্তার বেণ্ডল নেপালে আবিষ্কৃত পুঁথি হইতে এই লিপির বর্ণমালার মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন। খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাণক যক্ষপালিতের পুত্র আহবমল্ল কর্ত্তৃক এই মূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা; ২০ভাগ, পৃঃ ১৫৩-৫৬)।

পরিশিষ্ট (গ)

গুপ্ত রাজবংশ :-

(১) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত = কুমারদেবী

(২) সমুদ্রগুপ্ত = দত্তদেবী

কুবেরনাগা = (৩) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত = ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী
বিক্রমাঙ্ক বা বিক্রমাদিত্য

রুদ্রসেন-প্রবাবতী
(বাকাটক বংশীয় রাজা)

দিবাকরসেন

? = (৪) প্রথম কুমারগুপ্ত = অনন্তদেবী
মহেন্দ্রাদিত্য

গোবিন্দগুপ্ত
ইনি সম্ভবতঃ মগধের
গুপ্তরাজ বংশের
আদি পুরুষ –
(পরিশিষ্ট—ঘ)

(৫) স্কন্দগুপ্ত
বিক্রমাদিত্য

(৬) পুরুগুপ্ত = শ্রীবৎসদেবী

প্রকাশাদিত্য (?)

(৭) নরসিংহগুপ্ত = মহালক্ষ্মীদেবী
বালাদিত্য

(৮) দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত

তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত

দ্বাদশাদিত্য

চন্দ্রাদিত্য

জয়গুপ্ত
প্রকাণ্ডযশা
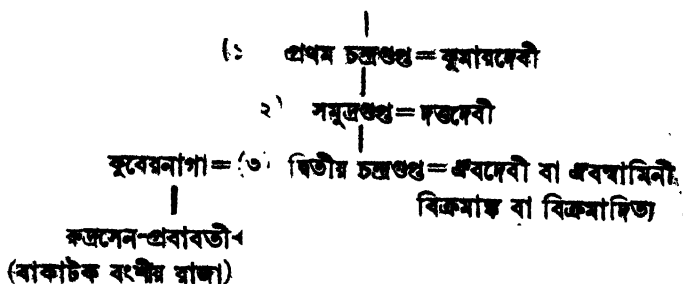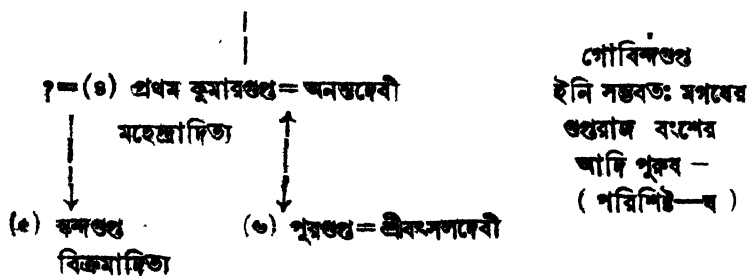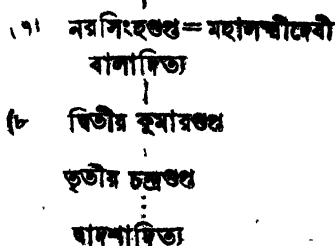
গুপ্তবংশের সম্রাটগণের অধিকাংশ খোদিতলিপি ডাক্তার ফ্লিটের Corpus Inscriptionum Indicarum vol iii নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে নিম্নলিখিত অত্যাবশ্যকীয় খোদিতলিপির উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল :—

(১) এলাহাবাদে অশোক-স্তম্ভে উৎকীর্ণ হরিষেণ—রচিত সমুদ্রগুপ্তের প্রশস্তি।

(২) ইরাণে আবিষ্কৃত সমুদ্রগুপ্তের খোদিতলিপি।

(৩) উদয়গিরি পর্ব্বতগুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের খোদিতলিপি।

(৪) মথুরায় আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি-গৌপ্তাব্দ-৮২

(৫) সাঞ্চীতে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি-গৌপ্তাব্দ-৯৩

(৬) উদয়গিরি গুহায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি।

(৭) গঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি-গৌপ্তাব্দ-৮৮

(৮) গঢ়োয়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিতলিপি

(৯) ঐ— ঐ— ঐ— ঐ— গৌপ্তাব্দ-৯৮।

(১০) বিলসড্ গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম ঐ— ঐ— ঐ—গৌপ্তাব্দ ৯৬।

(১১) মনকুয়ার গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমূর্ত্তির খোদিতলিপি—গৌপ্তাব্দ-১২৯।

(১২) বিহার নগরে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তম্ভলিপি

(১৩) ভিট্রী গ্রামে ঐ— ঐ— ঐ— শিলাস্তম্ভলিপি।

(১৪) জুনাগড়ে—ঐ— ঐ— ঐ— শিলালিপি-গৌপ্তাব্দ-১৩৬,১৩৭, ১৩৮।

(১৫) কহায়ুং গ্রামে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের শিলাস্তম্ভলিপি—গৌপ্তাব্দ-১৪১।

(১৬) ইন্দ্রপুর বা ইন্দোর গ্রামে আবিষ্কৃত স্কন্দগুপ্তের রাজ্যকালের তাম্রশাসন।

(১৭) মন্দশোর গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি বিক্রমাব্দ ৪৯৩।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ফ্লিটের গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার পরে গুপ্তবংশের সম্রাটগণের নিম্নলিখিত খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে,—

(১৮) ভিট্‌রীগ্রামে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজকীয় মুদ্রা— Journal of the Asiatic Society of Bengal 1889. pt 1, p 89

(১৯) বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে সম্রাট প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠভ্রাতা মহারাজ গোবিন্দগুপ্তের মৃন্ময়মুদ্রা, Annul Report of the Archaeologcal Survey of India, 1903-4, pp—101-22 ; pls xl—xlii, 89,

(২০) ভরডিভিহ গ্রামে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের খোদিত লিপি—গৌপ্তাব্দ-১১৭—J.A.S.B, vol v, 1909, p 458

(২১) ধনাইদহে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের তাম্রশাসন—গৌপ্তাব্দ-১১৩—J.A.S.B, vol v 1901,p-459 বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৬শ ভাগ, পৃ-১১২।

(২২) দামোদরপুর গ্রামে আবিষ্কৃত কুমারগুপ্তের শিলালিপি, গৌপ্তাব্দ ১২৪ E. I. vol xv. pp, 130-31,

(২৩) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্তের ২য় তাম্রলিপি—গৌপ্তাব্দ-১২৯, E.I. vol xv. pp, 133-34

(২৪) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তদেবের রাজ্যকালের তাম্রলিপি—গৌপ্তাব্দ ১৬৩, E, I, vol xv, pp, 135-36

(২৫) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তদেবের রাজ্যকালের দ্বিতীয় তাম্রলিপি- ইহাতে তারিখ নাই। E.I. vol xv. pp, 138-39

(২৬) দামোদরপুরে আবিষ্কৃত ভানুগুপ্তদেবের রাজ্যকালের তাম্রলিপি—গৌপ্তাব্দ—২১৪ E. I. vol xv. pp. 142-3

(২৭) তুমৈনগ্রামে আবিষ্কৃত ঘটোৎকচগুপ্তের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ-১১৬, Indian Antiquary vol XLix-1920 pp, 114-15, এই ঘটোৎকচগুপ্ত সম্ভবতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র।

(২৮) পুণায় আবিষ্কৃত বাকাটক বংশের রাজ্ঞী প্রভাবতীগুপ্তার তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, সমুদ্রগুপ্তের পৌত্রী এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীগুপ্তার সহিত বাকাটকগণের মহারাজা রুদ্রসেনের বিবাহ হইয়াছিল। প্রভাবতীগুপ্তা মহারাজা রুদ্রসেনের প্রধানা মহিষী ছিলেন এবং তাঁহার পুত্র শ্রীদিবাকর সেন যুবরাজ পদবী লাভ করিয়াছিলেন। E. I. vol xv. pp, 41-42

(২৯) সারনাথে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ-১৫৪, । Annual Report of the Archaeological Survry of India, 1914-15, p-124

(৩০) সারনাথে আবিষ্কৃত বুধগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি—গৌপ্তাব্দ-১৫৭ Ibid, p, 125

এতদ্ব্যতীত গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের নিম্নলিখিত খোদিতলিপিগুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সং।

(৩১) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মথুরাস্তম্ভলিপি—গৌপ্তাব্দ-৬১ Ep. Ind. vol-xxi. p. 1।

(৩২) মান্দাশোর লিপি বিক্রম সংবৎ ৫২৪। সং।

ডাক্তারফ্লিটও অধ্যাপক বুলার গণনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে গৌপ্তাব্দ-৩২০ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। সম্রাট প্রথম চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক অথবা গুপ্তবংশের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সময় হইতে এই অব্দ গণিত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে গৌপ্তাব্দ বহুকাল যাবৎ উত্তরাপথে প্রচলিত ছিল। আসামে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীরে প্রারম্ভে হর্জ্জরবর্মার খোদিতলিপিতে এই অব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালে খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে গৌপ্তাব্দের ব্যবহার ছিল এবং প্রাচীন সৌরাষ্ট্রে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এই অব্দ ব্যবহৃত হইত। প্রত্নতত্ত্ব বিদ্‌গণ অনুমান করেন যে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের পিতা ও পিতামহ সামান্তভূস্বামী ছিলেন, কারণ গুপ্ত বংশীয় সম্রাটগণের খোদিত লিপিসমূহে শ্রীগুপ্ত বা ঘটোৎকচ-গুপ্তের মহারাজাধিরাজ উপাধি দেখিতে পাওয়া যায় না। গুপ্ত বা শ্রীগুপ্তের নামাঙ্কিত কোন মুদ্রা অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; কিন্তু ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মৃন্ময়মুদ্রা প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ খননকালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল [২২]।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে এই মুদ্রা সমুদ্রগুপ্তের পিতামহ ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা নহে; কারণ, ইহাতে রাজপদজ্ঞাপক কোন উপাধি নাই [২৩]। রুশিয়াদেশে পেট্রোগ্রাড নগরের চিত্রশালায় ঘটোৎকচগুপ্তের নামাঙ্কিত একটি মুদ্রা আছে [২৪]। কিন্তু পণ্ডিত প্রবর জন্ আলান অনুমান করেন যে, এই মুদ্রাটি পরবর্তিকালের ঘটোৎকচ নামধেয় কোন রাজার মুদ্রা [২৫]। ইহা সম্ভবতঃ প্রথম কুমারগুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচগুপ্তের মুদ্রা।

তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত বাদশাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য ও জয়গুপ্ত প্রকাওযশের সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সম্বন্ধ অদ্যাপি নির্নীত হয় নাই। শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে কালীঘাটে তৃতীয় চন্দ্রগুপ্তের কতকগুলি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্য কোনস্থানে অদ্যাপি ইঁহার কোন মুদ্রা বা খোদিত-লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কালীঘাটে এই সময়ে বিষ্ণুগুপ্তেরও কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রাও আবিষ্কৃত হইয়াছিল। মুর্শিদাবাদ জেলার রাঙ্গামাটি গ্রামে বিষ্ণুগুপ্তের আর একটি সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে জয়গুপ্তের একটি সুবর্ণ-মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কুমারগুপ্ত নামধারী দুইজন রাজার সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম জয়গুপ্তের একটিমাত্র তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এখন কলিকাতার সরকারি চিত্রশালায় আছে [২৬]। মুদ্রার আবিষ্কার-স্থান দেখিয়া অনুমান হয় যে, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্ত ও দ্বিতীয় জয়গুপ্ত মগধ ও গৌড়দেশের অধিপতি ছিলেন।

জন্ আলান অনুমান করেন যে, ইঁহারা স্কন্দগুপ্তের বংশধর কিন্তু স্কন্দগুপ্তের পুত্র-পৌত্রাদির অস্তিত্বের কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এই কারণে অনুমান হয় এই যে ইঁহারা দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের বংশজাত।

ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা রিভিউ পত্রে প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের শেষকয়জন রাজার যে কালপঞ্জী [২৭] প্রকাশ করিয়াছেন এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক [২৮] দামোদরপুরে আবিষ্কৃত তাম্রলিপি-গুলি প্রকাশকালে এই সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা উপযুক্ত প্রমাণাভাবে বিশ্বাসযোগ্য হয় নাই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস শাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার রমেশচন্দ্র মজুমদার পূর্ব্বোক্ত লেখকদ্বয়ের মতের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন (The Suecessors of Kumara Gupta 1) [২৯] তাহা প্রকাশিত হইবার পরে এ সম্বন্ধে বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন।

(২৭) Dacca Review vol 10, pp 56-57

(২৮) Epigraphia Indica vol xv pp 118-27

(২৯) Journal and Proceehings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol xvii, pp 249-55

প্রথম পরিচ্ছেদ

মগধের গুপ্তরাজ বংশ

কোন সময়ে প্রথম কুমারগুপ্তের বংশলোপ হইয়াছিল এবং গোবিন্দগুপ্তের ও বংশধরগণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। বিষ্ণুগুপ্ত, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, জয়গুপ্ত, হরিগুপ্ত প্রভৃতি রাজগণের শাসনকালে মগধ ও বঙ্গের শাসন কর্তৃগণ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম শাহ্ আলমের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ যখন গৃহ বিবাদে উন্মত্ত, তখন বিস্তৃত মোগল সাম্রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ও সেনাপতিগণ প্রকৃত পক্ষে স্বাধীনতা লাভ করিয়াও যেমন সুলতান বা বাদশাহ উপাধি গ্রহণ করেন নাই সেইরূপ প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্যের শেষদশায় ভারতবর্ষের বহু প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ও তাঁহাদের বংশধরগণ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করিয়াও গুপ্তবংশীয় সম্রাট্ দত্ত উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পঞ্চশতবর্ষ পরেও বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে কুমারামাত্যাধিকরণ"অথবা"মণ্ডলাধিকরণ" উপাধিধারী গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজকর্ম্মচারিগণের বংশধরগণ দেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের রাজত্বকালে "কুমারামাত্যাধিকরণ" বা "মণ্ডলাধিকরণ" উপাধিধারী তাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের যে রাজমুদ্রা লইয়া সাম্রাজ্যের কার্য্য সম্পন্ন করিতেন, সাম্রাজ্যধ্বংসের শতশত বর্ষ পরেও তাঁহারা সেই মুদ্রা রাজকীয়মুদ্রা রূপে ব্যবহার করিতেন।

অনুমান হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রথম কুমারগুপ্তের বংশলোপ হইলে, তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের বংশীয়গণ পাটলিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সময়ে গৌড়দেশের অধিকারী ছিলেন কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না। গোবিন্দগুপ্ত বা কৃষ্ণগুপ্তের পৌত্র তৃতীয় কুমারগুপ্ত বোধ হয় এই বংশের প্রথম রাজা। তাঁহার কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই কিন্তু তাহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র আদিত্যসেনের শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ঈশানবর্ম্মা নামক জনৈক নরপতিকে পরাজিত

করিয়াছিলেন এবং প্রয়াগে চিতারোহণ করিয়াছিলেন [১]। এই ঈশানবর্ম্মা সম্ভবতঃ মৌখরীবংশীয় রাজা ঈশানবর্ম্মা। ঈশানবর্ম্মার একখানি শিলালিপি বড়বাকি জেলায় হাড়াহা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ঈশানবর্ম্মা সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণকে স্বাধিকারমধ্যে থাকিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[২]। হাড়াহা গ্রামের শিলালিপি ৬১১ বিক্রম সম্বৎসরে (৫৫৪ খৃঃঅব্দ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল সুতরাং ঈশানবর্ম্মার গৌড়বিজয় এবং তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম বা দ্বিতীয় পাদে ঘটিয়াছিল [৩]। ভানুগুপ্ত যখন ২১৪ গৌপ্তাব্দে (৫৩৩ খৃঃ অব্দ) জীবিত ছিলেন তখন ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, তৃতীয় কুমারগুপ্ত খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়পাদের মধ্যভাগে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, ষষ্ঠ শতাব্দীর শকমদশকে ঈশানবর্ম্মা পূর্ব্বদেশ আক্রমন করিয়াছিলেন এবং তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। কৃষ্ণগুপ্ত বা গোবিন্দগুপ্তের বংশের যে সমস্ত শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় অঙ্গে বা মগধে আবিষ্কৃত হইয়াছে, সুতরাং গৌড়দেশ তাঁহাদের অধিকারভুক্ত ছিল কিনা তাহা বলিতে পারা যায় না।

হাড়াহা গ্রামে আবিষ্কৃত শিলালিপিতে তৃতীয় কুমারগুপ্তের উল্লেখ নাই কিন্তু সমুদ্র-তীরবাসী গৌড়গণের নাম উক্ত শিলালিপিতে যে ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহা হইতে বোধ হয় যে, সে সময় গৌড়দেশ স্বাধীন হইয়াছিল। উক্ত শিলালিপিতে গৌড়গণকে "সমুদ্রশ্রয়ান্"আখ্যা প্রদান করা হইয়াছে। ইহা হইতে বোধ হয় সূচিত হইতেছে যে, গৌড়গণ নৌ-বলে বলীয়ান ছিলেন। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশে ফরিদপুর জেলায় চারিখানি তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, নানাকারণে ১৯১০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহাদিগের পাঠোদ্ধার হয় নাই। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় পার্জ্জিটার (F, E, Pargiter) এই চারিখানি তাম্রলিপির মধ্যে

(১) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicurum, vol III, p.203.

(২) কৃত্বা চারতি মৌচিত স্থলভুবো গৌড়ান সমুদ্রাশ্রয়া
নধ্যাসিষ্ট নতক্ষিতীশচরণঃ সিংহাসনংযোজিতী।
Epigraphia Indica, Vol vii, pt, 117,

(৩) Ibid. p. 118.

তিনখানির পাঠোদ্ধার [৪] করিলেও সেগুলি কৃত্রিমবলিয়া অনুমিত হইয়াছিল [৫], কারণ উত্তরবঙ্গে যে পর্যন্ত সমস্ত তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে,ফরিদপুরের তাম্রলিপিগুলি তাহা হইতে বিভিন্ন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুর জেলার দামোদর গ্রামে আবিষ্কৃত পাচখানি তাম্রলিপির পাঠোদ্ধার হইলে প্রমান হইয়াছে যে ফরিদপুরের তাম্রলিপি গুলি কৃত্রিম তাম্রশাসন নহে। দামোদরপুরের তাম্রলিপিগুলির ন্যায় এগুলিও ভূমি বিক্রয়ের দলিল। ফরিদপুরের চারখানি তাম্রলিপিতে তিনজন নূতন রাজার নাম পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদিগের নাম ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেব। ইহার পূর্ব্বে কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন বা মুদ্রায় এই তিনরাজার নাম বা বংশ পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলীনীকান্ত ভট্টশালী স্থির করিয়াছেন যে, কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত, বহুপূর্ব্বে কোনও অজ্ঞাত স্থানে আবিষ্কৃত, দুইটি অবিশুদ্ধ স্বর্ণমুদ্রায় সমাচারদেবের নাম আছে। ধর্ম্মাদিত্য বা গোপচন্দ্রের নাম অদ্যাবধি কোন মুদ্রায় পাওয়া যায় নাই। ধর্ম্মাদিত্যের দুইখানি তাম্রলিপি ফরিদপুর জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার মধ্যে প্রথমখানি তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের বৈশাখ মাসের পঞ্চতম দিবসে প্রদত্ত হইয়াছিল [৬]। এই লিপিতে তাঁহার "মহারাজাধিরাজ, পরমেশ্বর বা পরমভট্টারক" উপাধি ব্যবহৃত হয় নাই। এই তাম্রলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ধর্ম্মাদিত্যের তৃতীয় রাজাঙ্কে মহারাজ স্থাণুদত্ত গৌড়দেশের এক অংশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তিনি বারকমণ্ডলে জজাব নামক বিষয়পতিকে নিযুক্ত করিয়াছিলন। এই সময়ে বাতভোগ নামক একজন সাধনিক, এটিত, কুলচন্দ্র, গরুড়, বৃহচট্ট, আলুক, অনাচার, ভাশৈত্য, শুভদেব, ঘোষচন্দ্র,অনিমিত্র, গুণচন্দ্র,কালসখ,কুলস্বামী, দুর্ল্লভ,সত্যচন্দ্র,অর্জ্জুন,বপ্প,কুণ্ডলিপ্ত প্রভৃতি বিষয় মহত্তরগণকে এক ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য একখণ্ড ভূমি ক্রয়ার্থ আবেদন করিয়াছিল। তাহার আবেদনানুসারে পুস্তপাল বিনয়সেনের অবধারনে প্রতি কুল্যবাপের চারদীনার মুল্যানুসারে দ্বাদশদীনার মূল্য গ্রহণ করিয়া, তিন

(৪) Indian Antiquary Vol xxxix, pp 193 ff,

(৫) Journal and Proceedings of the Asiatice Society of Bengal, Vol vii, pp. 289-308, Vol. x. pp. 425-37,

(৬) Indian Antiquary Vol xxxix, pp-193-98.

কুল্যবাপ পরিমান ভূমি,বাতভোগকে প্রদান করা হইয়াছিল। এই ভূমি ধ্রুবিলাটি-গ্রামে অবস্থিত ছিল। এই ধ্রুবিলাটির বর্ত্তমান নাম ধূলট, ইহা ফরিদপুর জেলার ফরিদপুর নগরের চৌদ্দক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।

ধর্ম্মাদিত্যের দ্বিতীয় তাম্রলিপিতে তারিখ নাই। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ধর্ম্মাদিত্যের রাজ্যকালে নব্যবকাশিকা নামক স্থানে মহাপ্রতিহার উপরিক নাগদত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং বারকমণ্ডলে গোপালস্বামী বিষয়ের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময় বাসুদেবস্বামী নামক এক ব্যক্তি, সোমস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ ভূমি ক্রয়ের আবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবেদন গ্রাহ্য হইয়াছিল এবং এই তাম্রলিপিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল [৭]। গোপচন্দ্রের রাজ্যকালের একখানি মাত্র তাম্রলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা তাঁহার রাজ্যের উনবিংশবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, উক্ত বর্ষে নব্যবকাশিকায় মহাপ্রতীহার কুমারামাত্য উপরিক নাগদেব শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

এই সময়ে বারকমণ্ডলে বিনিযুক্ত বৎসপালস্বামী শাসনকর্তা ছিলেন। বৎসপাল-স্বামী স্বয়ং, ভট্টগোমিদত্তস্বামী নামক এক ব্রাহ্মণকে দান করিবার জন্য, কিঞ্চিৎ ভূমিক্রয়ের আবেদন করিয়াছিলেন। সেই আবেদনানুসারে প্রতিকুল্যবাপের চারদীনার মূল্য অবধৃত হওয়ায় এককুল্যবাপভূমি বৎসপালস্বামীকে বিক্রিত হইয়াছিল এবং তিনি উহা পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিবার জন্য গোমিদত্তস্বামি-কে দান করিয়াছিলেন। এই ভূমির পূর্ব্বদিকে ধ্রুবলাটি গ্রামের অগ্রহার অবস্থিত ছিল [৮]। চতুর্থ তাম্রশাসনখানি ফরিদপুর জেলার ঘাগরাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং উহা এখন ঢাকার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, মহারাজাধিরাজ শ্রীসমাচারদেবের রাজ্যকালে নব্যবকাশিকায় অন্তরঙ্গ উপরিক শ্রী জীবদত্ত শাসনকর্ত্তা ছিলেন এবং তৎকর্ত্তৃক নিযুক্ত বিষয়পতি পবিত্রুক বারকমণ্ডলের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ে সুপ্রতীক স্বামী নামক একব্যক্তি জ্যেষ্ঠাধিকরনিক দামুক প্রমুখ বিষয়মহত্তরগণের নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিবার জন্য আবেদন করিয়াছিল এবং তদনুসারে তিনকুল্যবাপ

---

(৭) Ibid. pp. 199-202.
(৮) Ibid. pp. 203-05.

পরিমান ভূমি তাহাকে বিক্রিত হইয়াছিল [৯]। এই তাম্রলিপির উদ্ধৃত পাঠ বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে [১০]। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত পার্জিটার (pargiter) ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর পাঠ অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী পূর্ব্ব প্রকাশিত দুইটি সুবর্ণমুদ্রার লিপির নূতন পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুইটি সুবর্ণমুদ্রা কলিকাতার সরকারী চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। উক্ত চিত্রশালার তালিকায় মৃত ডাক্তার স্মিথ (Dr V, A, Smith) এই দুইটি মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই [১১]। লেখক স্বয়ং দ্বিতীবার উহার পাঠোদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন [১২]। কিন্তু ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠই অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য [১৩]। তাঁহার মতানুসারে এই দুইটি মুদ্রাই সমাচারদেবের মুদ্রা। মুদ্রার দ্বারা সমাচারদেবের অস্তিত্ব প্রমান হইতেছে বটে, কিন্তু ঘাগরাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত তাম্রলিপিটি কৃত্রিম। ইহা দামোদরপুরে আবিষ্কৃত প্রথম কুমারগুপ্ত, বুধগুপ্ত, ও ভানুগুপ্ত এবং ফরিদপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মাদিত্য ও গোপচন্দ্রের রাজ্যকালের তাম্রলিপির অনুরূপ কিন্তু ইহার লিখনকালে লেখক দুই তিন ভিন্ন ভিন্ন শতাব্দীর অক্ষর ব্যবহার করিয়াছেন। এতদ্বারা প্রমান হইতেছে যে, সমাচার দেবের মৃত্যুর অথবা রাজ্যাবসানের পরে কোন ব্যক্তি প্রাচীন তাম্রলিপি ও তাম্রশাসনের অক্ষর অবলম্বন করিয়া এই তাম্রলিপিখানি জাল করিয়াছিল। সমাচারদেব নামক একজন রাজা ছিলেন বটে কিন্তু তিনি ধর্ম্মাদিত্য বা গোপচন্দ্রের পূর্ব্বে কি পরে রাজ্যত্ব করিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র এবং সমাচারদেবের পরে শশাঙ্কের অভ্যুদয় পর্য্যন্ত গৌড়দেশ সম্বন্ধে আর কোন সংবাদ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

মগধে তৃতীয় কুমারগুপ্তের পরে তাঁহার পুত্র দামোদরগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়া

---

(৯) Journal and proceedings of the Asiatec Society of Bengal, Vol vii, pp, 476-87, Ep. Ind, Vol xviii, pp. 74,

(১০) Ibid. Vol vi. pp, 429-36; Dacca Review, 1920, p. 87,

(১১) Catalogue of coins in the Indian Museum, vol I, p. 120

(১২) Annual .Report of the Archaeological Survey, of India, 1913-14, p. 260. pt. 1xix, pp, 33-34.

(১৩) Decca Review, 1920. pp. 47-49.

ছিলেন। তিনি যুদ্ধে হূণবিজয়ী মৌখরীগণকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগের সুশিক্ষিত রণতরী শ্রেণী বিপর্য্যস্ত করিয়াছিলেন[১৪]। প্রাচীন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সময়ে মুখরবংশীয় রাজগণ মধ্যদেশে (যুক্ত প্রদেশে) একটি নূতন রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ইহারা অথবা মুখরবংশের অন্যকোনও শাখা মগধদেশের দক্ষিনাংশ বিজয় করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান গয়া জেলার বরাবর পর্ব্বতে মৌর্য্য বংশীয় নরপতি অশোক প্রিয়দর্শী ও তাঁহার পুত্র দশরথ কর্ত্তৃক খনিত গুহায়, যজ্ঞবর্ম্মার পৌত্র, শার্দ্দুলবর্ম্মার পুত্র অনন্তবর্ম্মা কতকগুলি দেবকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। প্রথম শিলালিপি লোমশ ঋষি গুহায় উৎকীর্ণ আছে। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্তবর্ম্মা এই গুহায় এক কৃষ্ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[১৫]। দ্বিতীয় শিলালিপি নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে বড়থি গুহায় উৎকীর্ণ আছে এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, এই গুহায় অনন্তবর্ম্মা হরপার্ব্বতীর মূর্ত্তী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[১৬]। তৃতীয় শিলালিপিটি গোপীকাগুহায় উৎকীর্ণ আছে এবং ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, অনন্তবর্ম্মা এই গুহায় কাত্যায়নী দেবীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার সেবার জন্য একখানি গ্রাম দান করিয়া ছিলেন[১৭]। হর্ষবর্দ্ধন যে সময় উত্তরাপক্ষ অধিকার করিয়াছিলেন, মৌখরী রাজ্য সেই সময়ে লোপ হইয়াছিল। শেষ মৌখরীরাজ গ্রহবর্ম্মা হর্ষবর্দ্ধনের ভগ্নী রাজ্যশ্রীর পানি গ্রহণ করিয়াছিলেন[১৮], এবং মালবের গুপ্তবংশীয় রাজা দেবগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন[১৯]। দামোদরগুপ্তের কন্যা মহাসেনগুপ্তার সহিত স্থানীশ্বর-(বর্ত্তমানে থানেশ্বর) রাজ আদিত্যবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল[২০]। মহাসেন-গুপ্তার পুত্র প্রভাকর বর্দ্ধন সর্বপ্রথমে স্থানেশ্বর রাজবংশে সম্রাট (মহারাজাধিরাজ

(১৪) Fleet's Corpus Inscriptionum, vol III. p. 203.
(১৫) Ibid. pp. 222-23.
(১৬) Ibid, pp. 524-25.
(১৭) Ibid, p, 227.
(১৮) হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস।
(১৯) Harsha Charita of Bana. Traus by Cowell and Thomas, p xii, Note 1,
(২০) Epigraphia Indica, vol. viii, App. p. 12.

উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন [২১]। দামোদরগুপ্তের পুত্র মহাসেনগুপ্ত লৌহিত্য-তীরে (ব্রহ্মপুত্র তীরে) কামরূপরাজ সুস্থিতবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়াছিলেন [২২]। এই সময়ে উত্তরাপথের পূর্ব্বাঞ্চলে নবশক্তির উন্মেষ হইয়াছিল এবং মগধ ও গৌড়-বাসিগণ অষ্টাদশতাব্দী পরে পুনরায় উত্তরাপথে একাধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই সময়ে গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক পূর্ব্বাঞ্চলের অধিপতি। শশাঙ্ক কে? তিনি কোন. বংশজাত, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। বাণভট্ট রচিত হর্ষচরিত, চৈনিক-পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও দুইখানি খোদিতলিপি হইতে আমরা শশাঙ্ক নামক গৌড়েশ্বরের অস্তিত্ব ও স্থাণ্বীশ্বর রাজের সহিত তাঁহার বিবাদের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বঙ্গ ও মগধের নানাস্থানে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদিত্য নামাঙ্কিত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত খোদিতলিপিদ্বয়ের মধ্যে প্রথমখানি তাম্রশাসন ও দ্বিতীয়-খানি শিলালিপি। তাম্রশাসনখানি মাদ্রাজ প্রদেশের গঞ্জাম জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং এই তাম্রশাসন দ্বারা ৩০০ গৌপ্তাব্দে শশাঙ্কের রাজ্যকালে, সৈন্য-ভীত মাধববর্ম্মা নামক জনৈক সামন্ত নরপতি এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়া-ছিলেন [২৩]। শিলালিপিখানি দক্ষিণ মগধে রোহিতাশ্ব দুর্গাভ্যন্তরে (বর্ত্তমানে রোহতস্ গড়) পর্ব্বত গাত্রে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা শশাঙ্কের মুদ্রার ছাঁচ। যখন ইহা খোদিত হইয়াছিল, তখন শশাঙ্ক স্বাধীন রাজা নহেন। এই মুদ্রার ঊর্দ্ধদেশে একটি উপবিষ্ট বৃষের মূর্ত্তি খোদিত আছে এবং তন্নিম্নে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবস্য" উৎকীর্ণ আছে [২৪]। শশাঙ্কের বহু সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলি মূল্যানুসারে দুইভাগে বিভক্ত হইতে পারে। প্রথম ভাগের মুদ্রা অবিমিশ্র সুবর্ণে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল ও দ্বিতীয় ভাগের মুদ্রা কিঞ্চিত সুবর্ণ-মিশ্রিত রজতে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল [২৫]। চীনদেশীয় শ্রমন হিউয়েন-থসং বা

---

(২১) Ibid. vol I, p. 72.

(২২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, vol III, p.203.

(২৩) Epigraphia Indica, vol vi, pp. 144-45.

(২৪) Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum, vol iii, p.284.

(২৫) Catalogue of coins in the Indian Museam, Vol iv, p, 120.

ইউয়ান্-চোয়াং তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে শশাঙ্ক সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন :—"কর্ণ সুবর্ণের অধিপতি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল শত্রু দুষ্টাত্মা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইয়াছিলেন। শশাঙ্ক গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্নাঙ্কিত পাষান খণ্ডবিনাশে অসমর্থ হইয়া উহা গঙ্গাজলে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন! কিন্তু উহা যথাস্থনে ফিরিয়া আসিয়াছিল। শশাঙ্ক বুদ্ধগয়ার বোধি বৃক্ষ ছেদন করিয়া উহা নষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহা অশোকের বংশধর মগধরাজ পূর্ণবর্ম্মার যত্নে পুণর্জ্জীবিত হইয়াছিল।" এতদ্ব্যতীত চীন দেশীয় শ্রমনের ভ্রমণ বৃত্তান্তের নানাস্থানে শশাঙ্কের বৌদ্ধবিদ্বেষ ও বৌদ্ধ নির্যাতনের কথা লিপিবদ্ধ আছে [২৬]। বাণভট্ট প্রনীত হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে যে স্থানীশ্বররাজ রাজ্যবর্দ্ধন গ্রহ-বর্ম্মানিহন্তা মালবরাজকে অনায়াসে পরাজিত করিলেও গোড়ধিপ মিথ্যা প্রলোভণ দেখাইয়া, বিশ্বাস উৎপাদন করাইয়া, তাঁহাকে স্বভবনে অস্ত্রহীন অবস্থায় একাকী পাইয়া, গোপনে নিহত করিয়াছেন [২৭]। কথিত আছে হর্ষবর্ধন বলিয়াছেন যে, গৌড় রাজ ব্যতীত আর কোন ব্যক্তি তদৃশ মহাপুরুষকে এইরূপভাবে হত্যা করিবে না [২৮]। "সেই গৌড়াধম এই কার্যদ্বারা ....কেবল অখ্যাতি সঞ্চয় করিয়াছে।

হর্ষচরিতের আর একস্থানে সিংহনাদ নামক সেনাপতি হর্ষবর্দ্ধনকে কহিতেছেন "দেব রাজ্যবর্দ্ধন দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গের দংশনেস্বর্গে গমন করিয়াছেন[৩০]। রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী এই গৌড়াধিপ" কে? হিউয়েন-থসং বা ইউয়ান-চোয়ং লিখিয়া গিয়াছেন, "প্রভাকর

(২৬) Watter's—yuan-Chawaug, vol I, p. 343, Beal's Buddhist Records of the world. vol. 1. p. 210.

(২৭) তস্মাচ্চ হেলানির্জ্জিতমালবানীকমতি গোড়াধিপেন মিথ্যোপচারোপচিত বিশ্বাসং মুক্তশস্ত্রম্ বিশ্রব্ধং স্বভবন এবং ভ্রাতরং ব্যাপাদিতমশ্রৌষীৎ। হর্ষচরিতম। ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সংকরন—পৃঃ ১৬১।

(২৮) "অবাদীচ্চ গোড়াধিপমপহায় কস্তাদৃশং মহাপুরুষং...ঈদৃশেন সর্ব্বলোক বিগর্হিতেন মৃতুনা শাময়েদার্য্যম্," হর্ষচরিত, পৃঃ ১৬৪।

(২৯) "নিজগৃহদূষনং জলমার্গপ্রদীপকেন কজ্জলমিবাতিমলিনং কেবল ময়শঃ সঞ্চিতং গোড়াধমেন"—Ibid

(৩০) দেব দেবয়ং গতে ভু নরেন্দ্রে দুষ্ট গৌড়ভুজঙ্গজগ্ধজীবিতে রাজ্যবর্দ্ধনে বৃত্তেহস্মিন্ মহাপ্রলয়ে ধরণী ধারনায়াধুনাত্বং শেষঃ হর্ষচরিত ১৬১

বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে (হর্ষবর্দ্ধনের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধন সিংহাসন আরোহন করিয়া রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। এইসময়ে ভারতের পূর্ব্বাংশস্থিত কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক অনেক সময়ে তাঁহার মন্ত্রীগণকে বলিতেন—যদি সীমান্ত প্রদেশের রাজা ধার্ম্মিক হয়, তবে স্বরাজ্যের অকল্যান হয়।' এই কথা শুনিয়া তাঁহারা রাজা রাজ্যবর্দ্ধনকে সাক্ষাৎ করিতে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নিহত করিয়াছিলেন [৩১]। চীনদেশীয় শ্রমনের মতে রাজ্যবর্দ্ধনের নিহন্তা কর্ণস্বর্ণের রাজা-কিন্তু বানভট্টের মতে তিনি গৌড়েশ্বর। ইউয়ান-চোয়াং বলেন যে, তাঁহার নাম শশাঙ্ক, কিন্তু স্বর্গগত ডাঃ বুলার (Hofrath Dr Bular) বলেন যে, হর্ষচরিতের একখানি পুঁথিতে রাজ্যবর্দ্ধন নিহন্তার নাম নরেন্দ্রগুপ্ত লিখিত আছে [৩২]। হর্ষচরিতের ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকাকার বলিয়া গিয়াছেন যে, যিনি রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন তিনি শশাঙ্কনামা গৌড়াধিপতি[৩৩]। হর্ষচরিতের আর এক স্থানে ভণ্ডী বলিতেছেন যে রাজ্যবর্দ্ধন স্বর্গারোহন করিলে গুপ্ত নামা জনৈক কুলপুত্র কুশস্থল কাণ্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন [৩৪]।

এই স্থানে কুলপুত্র অর্থাৎ আভিজাত সম্প্রদায় ভূক্ত গুপ্তনামা কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পণ্ডিত প্রবর হল অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাজ্যবর্দ্ধনের হত্যাকারী গুপ্তবংশসম্ভূত [৩৫]। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যশোহর জেলার মহম্মদপুরে অরুণখালী নদীর নিকটে একটী মৃতভাণ্ডে কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই স্থানে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, প্রথম কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্তের কতকগুলি রজতমুদ্রার সহিত তিনটী সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহার মধ্যে একটী মুদ্রা শশাঙ্কের নামাঙ্কিত [৩৬]। দ্বিতীয় মুদ্রাটী মহাসেনগুপ্তের ব শধরগণের

---

(৩১) Beals' Buddhist Rceord of the Western World, Vol I, p 890. শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের বঙ্গানুবাদ গৌড়রাজমালা-৮।

(৩২) Epigraphia Indica Vol-I p, 70

(৩৩) হর্ষচরিত—টীকা।

(৩৪) দেবভূয়ং গতে দেবে রাজ্যবর্দ্ধনে গুপ্তনাম্না গৃহীতে কুশস্থলে।— হর্ষচরিত, পৃ-১৯৯।

(৩৫) fity-Edward-Hall's 'Vasavadatta, p. 52.

(৩৬) Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol xxl pl-xll, fig 12

অথবা বঙ্গবাসী প্রাচীনগুপ্ত সাম্রাজ্যর সামন্ত রাজগণের মুদ্রা[৩৭]। তৃতীয় মুদ্রাটীতে "শ্রীনরেন্দ্র বিনত" লিখিত আছে [৩৮]। কলিকাতা চিত্রশালায় মিশ্রসুবর্ণের আর একটী মুদ্রা আছে। তাহা এই মুদ্রা হইতে আকারে বিভিন্ন কিন্তু ইহা কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য [৩৯]। মুদ্রাতত্ত্ববিদ জন্ আলান্ অনুমান করেন যে, এই মুদ্রদ্বয়ও শশাঙ্কের মুদ্রা [৪০]।

রোহিতাশ্ব দুর্গে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শশাঙ্ক প্রথমে সম্পূর্ণ রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই এবং দক্ষিণ মগধ তাঁহার অধিকার ভুক্ত ছিল। ইউয়ান-চোয়াঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। কর্ণসুবর্ণের বর্ত্তমান নাম রাঙ্গামাটী, ইহা মুর্শীদাবাদ জেলার প্রধাননগর বহরমপুরের দক্ষিণে অবস্থিত[৪১]। হর্ষচরিত অনুসারে শশাঙ্ক গৌড়াধিপতি, গৌড় বলিতে উত্তরবঙ্গ বুঝায়! সুতরাং মগধ, গৌড় ও রাঢ়দেশ-শশাঙ্কের অধিকার ভুক্ত ছিল, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। শশাঙ্কের অপর নাম নরেন্দ্রগুপ্ত [৪২]। হর্ষচরিতের একখানি পুথিতে নরেন্দ্রগুপ্ত নামের উল্লেখ । এতদ্ব্যতীত হর্ষচরিতের টীকাকার ষষ্ঠ উচ্ছ্বাসের টীকায় এই কথা স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি গুপ্তবংশীয় নরপতি ছিলেন। গুপ্তনামধারী আভিজাত্য-লব্ধ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে কাণ্যকুব্জ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধহয়। তাঁহার যে সমস্ত মুদ্রা শশাঙ্ক নামে মুদ্রাঙ্কিত, তৎসমুদয়ের একপার্শ্বে নন্দীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে [৪৩]।

(৩৭) পরে যথাস্থানে ইহার বিবরণ প্রদত্ত হইল

(৩৮) Indian Museum Catalogue of Coins, Vol I, p-122 pt-xvi, No 13.

(৩৯) Ibid, p 120.

(৪০) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p, lxiv.

(৪১) শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় প্রণীত মুর্শীদাবাদের ইতিহাস পৃঃ ৮৪-১০৩।

(৪২) Indian Antiquary vol-vii, 1878, p. 197

(৪৩) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, pp 147-48,

প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের সুবর্ণমুদ্রার সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্তবংশের সুবর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠে কমলাত্মিকা-মূর্ত্তি, দ্বিতীয়তঃ মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে রাজার নাম লিখনের পদ্ধতি,গুপ্ত মুদ্রার সহিত শশাঙ্কের মুদ্রার তুলনা করিলে এই দুইটি সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুপ্ত সম্রাটগণ ভাগবতমতাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণব ছিলেন; কিন্তু শশাঙ্ক শৈব ছিলেন, সেই জন্যই বোধ হয় তাঁহার মুদ্রায় বৃষবাহন মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের মুদ্রায় রাজার নাম লিখনকালে একটি অক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাঙ্কের মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলার মহম্মদপুর গ্রামে ও অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত যে দুইটি মুদ্রা কলিকাতার চিত্রাশালায় আছে, তাহাদিগের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় যে খোদিতলিপি আছে, কোন পণ্ডিতের মতে তাহার প্রকৃত পাঠ নরেন্দ্রাদিত্য। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কের "আদিত্য" নাম ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত অন্যান্য গুপ্তরাজগণের এইরূপ আদিত্য নাম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়[৪৪]। যথা:—চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য; চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য ইত্যাদি। শশাঙ্কের রাজ্য ও তাঁহার বংশপরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল; তাহা হইতে অনুমান হয় যে তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেনগুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মগধের গুপ্তরাজবংশ সম্ভবতঃ সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠপুত্র গোবিন্দগুপ্ত হইতে উৎপন্ন। গুপ্তসাম্রাজ্যের শেষদশায় গুপ্তবংশের কোনও ব্যক্তি মালব অধিকার করিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মালবের গুপ্তরাজগণ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত মালবে স্বীয় অধিকার অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তবে তাহারা যশোধর্ম্মদেব অথবা প্রভাকরবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন প্রভৃতি প্রবল রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালব রাজের কুমারগুপ্ত ও মাধবগুপ্ত নামক পুত্রদ্বয়কে মালব হইতে স্থাণ্বীশ্বরে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধনের সঙ্গী নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৪৫]। গ্রহবর্ম্মানিহন্তা

(৪৪) Ibid, p. liii.
(৪৫) হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছ্বাস

মালবরাজ দেবগুপ্তের নাম ইতিপূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। এক বংশসম্ভূত বলিয়াই, বোধ হয়, শশাঙ্ক দেবগুপ্তের সাহায্যার্থ বঙ্গ হইতে সুদূর কান্যকুব্জে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রভাকরবর্দ্ধন মালবরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াও মালবদেশ অধিকার করেন নাই, কিন্তু মালবরাজ পুত্রদ্বয়কে স্থাণ্বীশ্বরে লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে, উপযুক্ত অবসর বিবেচনা করিয়া, দক্ষিণে দেবগুপ্ত ও পূর্ব্বে শশাঙ্ক প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের অতীত গৌরব উদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গৌড়েশ্বর শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্তের, স্থাণ্বীশ্বর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার অপর কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শশাঙ্ক সসৈন্য দেবগুপ্তের সহিত মিলিত হইবার পূর্ব্বেই মালবরাজ বোধ হয়, রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তৎকর্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, অথবা নিহত হইয়াছিলেন[৪৬]। ইতিমধ্যে দেবগুপ্ত কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন এবং রাজ্যবর্দ্ধনের ভগিনীপতি গ্রহবর্ম্মাকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীকে কারারুদ্ধ করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না; কিন্তু বিনা কারণে একজন গুপ্তবংশীয় নরপতি রমণীর প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতেও প্রবৃত্তি হয় না। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্র অনুমান করেন যে শশাঙ্কের আদেশানুসারে রাজ্যশ্রী কারামুক্ত হইয়াছিলেন[৪৭]। দেবগুপ্তের পরাজয়ের পরে রাজ্যবর্দ্ধনের সহিত শশাঙ্কের সাক্ষাৎ হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাজ্যবর্দ্ধন সত্যানুরোধে অরাতি-ভবনে গমন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন[৪৮]। হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়াধিপ তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থায় হত্যা করিয়াছিলেন। বাণভট্ট স্থাণ্বীশ্বরের রাজবংশের অনুগ্রহ প্রার্থী ছিলেন এবং ইউয়ান্-চোয়াঙ হর্ষবর্দ্ধনের নিকট হইতে নানাবিধ

(৪৬) হর্ষচরিত, ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস, পৃঃ ১৫৭।
(৪৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১০।
(৪৮) রাজানো যুধি দুষ্টবাজিন ইব শ্রীদেবগুপ্তাদয়ঃ।
কৃতা যেন কশাপ্রহারবিমুখাঃ সর্ব্বে সমং সংযতাঃ॥
উৎখায় দ্বিষতো বিজিত্য বসুধাং কৃত্বা প্রজানাং প্রিয়ং।
প্রাণানুজ্ঝিতবানরাতিভবনে সত্যানুরোধেন য॥
Ipigraphia Iudica, vol. I, p. 62; vol vi; p. 210.

সাহায্য ও উপহার পাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত চীনদেশীয় শ্রমণ ঘোরতর ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষী ছিলেন; এই জন্যই রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার উক্তি বিশ্বাসযোগ্য নহে। যিনি অনায়াসে মালবাধিপকে পরাজিত করিয়াছিলেন ও একাকী দুর্গম পার্ব্বত্য-প্রদেশে দুর্দ্ধর্ষ হুণজাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, তিনি যে একাকী নিরস্ত্র অবস্থায় শত্রুভবনে গমন করিবেন,ইহা বিশ্বাসযোগ্য উক্তি নহে। রাজ্যবর্দ্ধন মালবরাজকে পরাজিত করিয়া লুণ্ঠনলব্ধ দ্রব্যাদি ভণ্ডীর সহিত স্থান্বীশ্বরে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহার পরই শশাঙ্ক বোধ হয়, তাঁহাকে বহু সৈন্য লইয়া আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং অনুমান হয় যে, যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া রাজ্যবর্দ্ধন অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে শশাঙ্ক কি জন্য স্থান্বীশ্বর আক্রমণ করেন নাই তাহা বলিতে পারা যায় না। রাজ্যবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসন আরোহণ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি যতদিন তাঁহার ভ্রাতার শত্রুগণকে শাস্তি দিতে না পারিবেন, ততদিন তিনি দক্ষিণহস্ত দ্বারা আহার্য্য সামগ্রী তুলিয়া মুখে দিবেন না [৪৯]।

হর্ষবর্দ্ধনের রাজ্যাভিষেকের সঙ্গে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বিগনের ষড়যন্ত্র আরম্ভ হইয়াছিল। হর্ষবর্দ্ধন শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রাকালে কামরূপরাজপুত্র ভাস্করবর্ম্মা কর্তৃক প্রেরিত হংসবেগ নামক জনৈক দূতের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলেন। ভাস্করবর্ম্মা হর্ষের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য বহুমূল্য উপঢৌকনের সহিত হংসবেগকে প্রেরন করিয়াছিলেন [৫০]। হর্ষের রাজ্যের প্রারম্ভে স্থানীশ্বর রাজগণের এমন কোন আকর্ষনী শক্তি ছিল না যদ্দারা আকৃষ্ট হইয়া কামরূপরাজগণ ভারতের অন্য প্রান্তে অবস্থিত স্থানীশ্বররাজ্যের সহিত সন্ধিবন্ধনের জন্য ব্যকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই ভাস্করবর্ম্মা পরবর্ত্তীকালে অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্য কুর্ণসুবর্ণ নগর অধিকার করিয়াছিলেন; কারণ নিধানপুরে ভাস্করবর্ম্মার যে তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা কর্ণসুবর্ণ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে কামরূপরাজ শশাঙ্ক কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে স্থানীশ্বর রাজের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং হর্ষ-ও

(৪৯) Beal's Biddhist Record of the Western World, Vol-I, p 213.

(৫০) হর্ষচরিত, ৭ম উচ্ছ্বাস

ভাস্করবর্ম্মার সহিত যুদ্ধে শশাঙ্ক অবশেষে পরাজিত হইয়াছিলেন। শশাঙ্কের যে সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে অপকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয় জাতীয় ধাতুতে অঙ্কিত মুদ্রা দেখিতে পাওয়া যায়। গৌড়েশ্বর বোধ হয়, দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অর্থাভাবে বহুল পরিমানে রজত মিশ্রিত সুবর্ণে মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৬০৬ খৃষ্টাব্দে রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সময়ে শশাঙ্ক কামরূপ ব্যতীত সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। ৬২৯ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার দক্ষিণস্থিত কোঙ্গোদমণ্ডলে সৈন্যভীত মাধববর্ম্মা নামক শশাঙ্কের জনৈক সামন্তরাজার অধিকার ছিল। ৬৩৬ হইতে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণে আসিয়াছিলেন[৫১]। তাহার পূর্ব্বেই শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছে এবং কর্ণসুবর্ণ তখন হর্ষের সাম্রাজ্যভুক্ত, কারন ইউয়ান-চোয়াং কর্ণসুবর্ণের কোন নূতন রাজার নাম উল্লেখ করেন নাই[৫২]। ৬১৯ হইতে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হইয়াছিল। হর্ষের সহিত যুদ্ধের শেষভাগে শশাঙ্ক বোধ হয়, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট সাহায্য পাইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধন দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৫৩]। ঐতিহাসিক ভিন্সেট, স্মিথ অনুমান করেন যে, ৬২০ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধন চালুক্যরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৫৪]। অনুমান হয় যে,উড়িষ্যায় দক্ষিণ-কোশলে ও কলিঙ্গে হর্ষের সহিত পুলকেশীর সংঘর্ষ হইয়াছিল। কারণ পুলকেশীর ঐহোলে প্রাপ্ত খোদিত লিপিতে দেখিতে পওয়া যায় যে, হর্ষবর্দ্ধনকে পরাজিত করিবার সময়ে অথবা তাহার পরে পুলকেশীকে কলিঙ্গ ও কোশল জয়

(৫১) Watter's on yuan-chawang, vol 11, p 335.

(৫২) Ibid, p. 191.

(৫৩) অপরিমিত বিভূতিস্ফীতসামন্তসেনা
মুকুটমনিময়ূখাক্রান্তা পাদার বিন্দঃ।
যুধি পতিতগজেন্দ্রানী কবী ভংসভূতো
ভয়বিগলিতহর্ষো যেন চাকারি হর্ষঃ॥ ২৩॥
—Epigraphia Indica vol vi, p 6.

(৫৪) V, A, Smith, Early History of India, 3rd Edition. p. 340.

করিতে হইয়াছিল[৫৫]। কলিঙ্গ ও কোশল, কোঙ্গোদ দেশের পূর্ব্বে অবস্থিত[৫৬]। ৫৫৬ শকাব্দ অর্থাৎ ৬৩৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক হর্ষবর্দ্ধনের পরাজয় এবং কলিঙ্গ ও কোশল বিজয় ঘটিয়াছিল[৫৭]। কিন্তু ইউয়ান-চোয়াং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার চীনদেশের প্রত্যাগমনের অব্যবহিত পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬৪২ বা ৬৪৩ খৃষ্টাব্দে কুমার ভাস্করবর্ম্মা তাঁহাকে কামরূপে আহ্বান করিয়াছিলেন। এই সময়ে হর্ষবর্দ্ধন কোঙ্গোদমণ্ডলে যুদ্ধাভিযান শেষ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন[৫৮]। সুতরাং শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে শৈলোদ্ভব-বংশীয় সৈন্যভীত মাধববর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র চালুক্যরাজ্যের সাহায্যে হর্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং নানাস্থানে শশাঙ্কের বৌদ্ধ-বিদ্বেষের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বৌদ্ধতীর্থ বা বৌদ্ধাচার্য্যগণের প্রতি শশাঙ্কের অত্যাচারের কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহার প্রথম কারণ এই যে চৈনিক শ্রমনের ধর্ম্মমত অত্যন্ত সংকীর্ণ ছিল এবং তিনি স্বধর্ম্মিগণের প্রতি সর্বত্র অথবা পক্ষপাত প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় কারন এই যে, শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেও বঙ্গে ও মগধে বহু মন্দির, বিহার, সঙ্ঘারামাদি বিদ্যমান ছিল। ইউয়ান-চোয়াং যাহা লিখিয়াছেন তাহা যদি সত্য হইত, বৌদ্ধধর্ম্মের বিলোপসাধনে কৃত-সংকলপ হইয়া শশাঙ্ক যদ্দি বৌদ্ধতীর্থসকলের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইতেন তাহা হইলে পরিব্রাজক স্বয়ং শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে গৌড়ে, রাঢ়ে ও মগধে সমৃদ্ধ ও জনপুর্ণ সঙ্ঘারাম ও বিহারাদি দেখিতে পাইতেন না। শশাঙ্ক কর্ত্তৃক বোধিদ্রুম বিনাশ, কুশীনগরে ও পাটলিপুত্রে বৌদ্ধকীর্ত্তি ধ্বংস প্রভৃতি কার্য্যের বোধ হয় অন্য কোন কারণ ছিল। বৌদ্ধধর্ম্মানুরক্ত স্থান্বীশ্বররাজ্যের অনুকূলাচরনের জন্যই বোধ হয় শশাঙ্ক বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও কুশীনগরে বৌদ্ধ

(৫৫) গৃহিণাং স্ব গুণৈস্ত্রিবর্গতুঙ্গা বিহিতান্যক্ষিতিপাল মানভঙ্গাঃ
অভবন্ন্ পজাতভীতিলিঙ্গা যদনীকেন সকোশলাঃ কলিঙ্গাঃ ॥ ২৬ ॥
—Epigraphia Indica vol vi, p 6

(৫৬) Watter's on-Yuan-chwang, vol II, pp 194 201.

(৫৭) Epigraphia Indica, vol vi, p 3.

(৫৮) Watter's on-yuan-chwang, vol 1, p 349.

যাজকগণকে শাসন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ্রও পূর্ব্বে এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পিতৃব্যপুত্র মাধবগুপ্ত মগধের সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। শশাঙ্ক যে গুপ্তবংশীয় ছিলেন ইহার বহু প্রমাণাভাস পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। শশাঙ্ক সম্ভবতঃ মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এই অনুমান সত্য হইলে তাহার সম্বন্ধনির্ণয়ে বিশেষ কোন বাধা থাকে না। মহাসেনগুপ্ত কামরূপরাজ সুস্থিত বর্মার সমসাময়িক ব্যাক্তি। সুস্থিতবর্মার কনিষ্ঠপুত্র ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের সমসাময়িক ব্যাক্তি ছিলেন। অতএব শশাঙ্ক মহাসেনগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র অথবা পুত্রস্থানীয়। মহাসেনগুপ্তের পুত্র মাধবগুপ্ত, প্রভাকরবর্দ্ধনের কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্দ্ধনের সমসাময়িক-ব্যাক্তি শশাঙ্ক, প্রভাকরবর্দ্ধন ও রাজ্যবর্দ্ধনের সমসাময়িক ব্যক্তি, অতএব শশাঙ্ক মাধবগুপ্তের জ্যেষ্ঠস্থানীয়.। এই সকল প্রমানের ফল অনুমান মাত্র, নূতন আবিষ্কার না হইলে শশাঙ্কের সহিত মগধের গুপ্তরাজবংশের সম্বন্ধ নির্দ্দীষ্ট হইবে না। মাধবগুপ্তের রাজ্যকালে মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণ হর্ষবর্দ্ধনের সামন্তরূপে পরিগণিত হইতেন। নিধানপুরে আবিষ্কৃত ভাস্করবর্মার তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উক্ততাম্রশাসন কুর্ণসুবর্ণ বসাক হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল [৬০]। ইহা হইতে শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য অনুমান করেন যে, কর্ণসুবর্ণ তৎকালে কামরূপরাজ্যের অন্তভুক্ত ছিল [৬১]। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট, স্মিথ এই উক্তির সমর্থন করিয়াছেন [৬২]। কিন্তু এই অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না। কারন স্কন্ধাবার বা বসাক শব্দে রাজধানী বুঝায় না। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্মা শশাঙ্কের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময় কিয়ৎকাল কর্ণসুবর্ণ অধিকার করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে নিধানপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন প্রদত্ত হইয়াছিল। যুদ্ধযাত্রার সময়ে তাম্রশাসন প্রদানের আরও দুই একটি উদাহরণ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। গাহড়বালবংশীয় কান্যকুব্জরাজ গোবিন্দচন্দ্র ১২০২ বিক্রমাব্দে মুদ্গাগিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া শ্রীধর ঠক্কুর নামক

(৫৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৩।
(৬০) Epigraphia Indica, vol xii, p 73.
(৬১) বিজয়া, আষাঢ় ১৩২০, পৃঃ ৬২৭।
(৬২) V, A, Smith, Early History of India, 3rd Ediiont, p 356.

জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রামদান করিয়াছিলেন [৬৩]। গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ে নিশ্চয়ই যুদ্ধাভিযান উপলক্ষে মুদ্গগিরিতে বা মুঙ্গেরে আসিয়াছিলেন ; কারন, অঙ্গদেশ কখনও গাহড়বাল রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় নাই।

মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্যসেনের অফসড় গ্রামে আবিষ্কৃত খোদিত লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মাধবগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনের বন্ধুছিলেন [৬৪]। এই খোদিত-লিপিতে মহাসেনগুপ্তের নামের পরেই মাধবগুপ্তের নাম আছে, ইহাতে শশাঙ্কের নাম নাই। ভিটরী গ্রামে আবিষ্কৃত সম্রাট দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের মুদ্রায় শ্রীগুপ্ত হইতে দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত পর্য্যন্ত সমস্ত গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের নাম আছে, কেবল স্কন্দগুপ্তের নাম নাই [৬৫]। ইহাতে প্রথম কুমারগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র স্কন্দগুপ্তের নামের পরিবর্ত্তে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা পুরগুপ্তের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। স্কন্দগুপ্তের নাম লোপের দুইটি কারণ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম কারণ অপত্যাভাব, দ্বিতীয় কারণ ভ্রাতৃবিরোধ। প্রথম কারণটি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না,কারণ, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, তৃতীয় চন্দ্রগুপ্ত, দ্বাদশাদিত্য, বিষ্ণুগুপ্ত, চন্দ্রাদিত্য প্রভৃতি রাজগণ স্কন্দগুপ্তের বংশধর[৬৬]। পক্ষান্তরে অন্যান্য তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে,ভ্রাতৃবিরোধ না থাকিলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা এমনকি জ্যেষ্ঠভ্রাতার পুত্রের নাম পর্য্যন্তও কনিষ্ঠভ্রাতার তাম্রশাসনে উল্লিখিত আছে। নিধানপুরের আবিষ্কৃত ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা সুপ্রতিষ্ঠিতবর্ম্মার, [৬৭] মধুবন ও বাঁশখেরা গ্রামদ্বয়ে আবিষ্কৃত হর্ষবর্দ্ধনের তাম্রশাসনদ্বয়ে রাজ্যবর্দ্ধনের নামোল্লেখ [৬৮] এবং মনহলি গ্রামে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কুমারপাল ও ভ্রাতুষ্পুত্র তৃতীয় গোপালের নামোল্লেখ এই [৬৯] অনুমানের প্রমান স্বরূপ উল্লিখিত হইতে

---

(৬৩) Epigraphia Indica, vol vii, p 98.
(৬৪) Fleet's corpus Inscriptionum Indicarum, vol III p 204.
(৬৫) Journal of the Asiate Society of Bengal, 1889. part 1. p. 89.
(৬৬) British Museum Catalogue of Indian Coins, Gupta dynasties, p cxxxvi
(৬৭) Epigraphia Indica, vol xii, p, 73-74.
(৬৮) Epigraphia Indica, vol I. p 72 ; vol iv, p 210.
(৬৯) শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সঙ্কলিত গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫২।

পারে। ইউয়ান-চৌয়াং বারানসী হইতে মহাসারনগর (বর্ত্তমান আরার নিকটস্থিত মাসার গ্রামে) এবং মহাসার হইতে বৈশালী নগরে গমন করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মজঃফরপুর জেলার দশক্রোশ দূরবর্ত্তী বসাঢ় গ্রামে প্রাচীন বৈশালী নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়[১০]। ইউয়ান্-চোয়াং যে সময়ে বৈশালী দর্শন করিয়াছিলেন, সে সময়ে নগরধ্বংসোন্মুখ। বৈশালীনগরে যে হ্রদের তীরে একটি বানর বুদ্ধদেবকে একপাত্র মধু অর্পন করিয়াছিল, সেই হ্রদের তীরে, চৈনিক শ্রমণ সম্রাট অশোক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি বৃহৎ শিলাস্তম্ভ দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বৈশালী নগরে ব্রাহ্মণ, জৈন ও বৌদ্ধ তিন সম্প্রদায়েরই মন্দির ও মঠ ছিল; কিন্তু দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের প্রভাব সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ছিল। ইউয়ান-চোয়াং লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, বৈশালী হইতে দুই ক্রোশ দূরে একটি স্তূপ আছে, এই স্থানে সপ্তশত অর্হৎ বিনয় ও অভিধর্মপিটক সংগ্রহ করিয়াছেন। পরিব্রাজক, বৈশালী হইতে বজ্জিদেশ ও নেপাল ভ্রমণ করিয়া মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তখন মগধদেশের অবস্থা অতি শোচনীয়; নগর সমূহ জনশূন্য এবং রাজধানী পাটলিপুত্রনগরী শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য, তখন মগধে বৌদ্ধধর্ম্মের অপ্রতিহত প্রভাব; ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের একশত দেবমন্দিরও ছিল না, পাটলিপুত্র নগর গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল এবং ইহার ধ্বংসাবশেষের পরিধি সপ্তক্রোশের অধিক। পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে চীনদেশীয় শ্রমন মৌর্য্যসম্রাটগণের পুরাতন প্রাসাদ, অশোক নির্ম্মিত দুই তিনটি শিলাস্তম্ভ এবং বহু মন্দির, বিহার, সঙ্ঘারামাদির ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। এই স্থানে তখন একটি খোদিত-লিপিযুক্ত শিলাস্তম্ভ ও পাষাণখণ্ডে অঙ্কিত গৌতম বুদ্ধের পদচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যাইত এবং এই স্থানে ইউয়ান-চোয়াং কুক্কুটারাম বা কুক্কটপাদবিহারের ধ্বংসাবশেষ দর্শন করিয়াছিলেন। ইউয়ান-চোয়াং পাটলিপুত্র হইতে গয়া এবং গয়া হইতে বুদ্ধগয়ায় গমন করিয়াছিলেন, গয়া নগর তখনও ব্রাহ্মণ প্রধান ছিল। তখন বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি বিহারের বহির্দ্দেশে সিংহলের জনৈক ভূতপূর্ব্ব অধিপতি নির্ম্মিত একটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম ছিল; ইহাতে সহস্রাধিক মহাযান মতাবলম্বী ভিক্ষু বাস করিতেন। তখন প্রতি বৎসর বর্ষাকালের শেষে চতুর্দ্দিকের ভিক্ষু ও শ্রমনগণ এইস্থানে আসিয়া সপ্তাহকাল উৎসবে নিমগ্ন থাকিতেন। মহাবোধি

(১০) Annual Report of A. S. of I. 1903-4; p. 81.

হইতে ইউয়ান-চোয়াং গুরুপাদ পর্ব্বতশীর্ষে (বর্তমান গুরপা) মহাকাশ্যপের সমাধি-স্থান দর্শন [৭১] করিয়া প্রাচীন মগধের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী রাজগৃহে গমন করিয়াছিলেন ; তখন রাজগৃহ জনশূন্য মরুভূমি। রাজগৃহ হইতে ইউয়ান-চোয়াং নালন্দায় গমন করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বসমেত সেই স্থানে দুই বৎসর কাল বাস করিয়া বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তখন নালন্দায় সঙ্ঘারামসমূহে সহস্র সহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। নানাদেশ হইতে বিদেশীয় ছাত্রগণ অধ্যয়নার্থ নালন্দায় আসিত। ইউয়ান-চোয়াং-এর অবস্থানকালে সমতট দেশের রাজপুত্র মহামতি শীলভদ্র নালন্দা মহাবিহারের মহাস্থবির ছিলেন। চীনদেশীয় শ্রমণ শীলভদ্র ব্যতীত ধর্ম্মপাল, চন্দ্রপাল, গুণমতি, স্থিরমতি, প্রভামিত্র, জিনমিত্র ও জ্ঞানচন্দ্র নামধেয় নালন্দাবাসী মহাপণ্ডিতগণের নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, স্থিরমতি প্রণীত'মহাযানাবতারকশাস্ত্র' নামক গ্রন্থ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে চীনভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ'মহাযানধর্ম্মাধাত্ববিশেষতা-শাস্ত্র'৬৯১ খৃষ্টাব্দে চীনভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল [৭২]। জিন মিত্র, বোধিসত্ত্ব, সর্ব্বাস্তিবাদীয় সম্প্রদায়ের বিনয়পিটক সম্বন্ধে একখানি বহুমূল্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম 'মূলসর্ব্বাস্তিবাদ-নিকায়-বিনয়-সংগ্রহ' এবং পরিব্রাজক ই-চিঙ্গ ইহা চীন ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন [৭৩]। অঙ্গদেশে চম্পানগরে ইউয়ান-চোয়াং বহু সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দেখিয়াছিলেন। তিনি গৌড়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, পূর্ব্বদেশে সমতট, রাঢ়ে কর্ণসুবর্ণ ও সুহ্মে তাম্রলিপ্তি দর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে বিংশতি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। এই স্থানেও তিনি বহু দিগম্বর সম্প্রদায়ভুক্ত জৈন দেখিতে পাইয়াছিলেন। সমতটে কিঞ্চিদধিক ত্রিংশত্তিটি সঙ্ঘারামও শতাধিক দেবমন্দির ছিল। সমতটদেশ সমুদ্রতীরে অবস্থিত এবং এই স্থানে বহু দিগম্বর জৈন পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। সমতটের পূর্ব্বে শ্রীক্ষেত্র (বর্তমান প্রোম) কমলাঙ্ক বা

(৭১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol II, pp, 77-83.

(৭২) Catalogue of the chinese Translation of the Buddhist Tripitaka, by Bunyiu Nanjio, p. 275. No. 1253; p. 278, No. 1243.

(৭৩) Ibid, p. 249, No. 1127.

কামলঙ্কা (বর্ত্তমান পেগু), দ্বারাবতী (শ্যামদেশের প্রাচীন রাজধানী আযুথা বা অযোধ্যার প্রাচীন নাম), যবপতি বা ঈশানপুর (পূর্বে কাম্বোজ বা কাম্বোডিয়া) নামক পাঁচটি প্রদেশ ছিল। এই প্রদেশগুলির পূর্বে মহাচম্পা (বর্ত্তমান কোচিন চীন ও আনাম) দক্ষিণপূর্বে যমনদ্বীপ [?] বা যবদ্বীপ অবস্থিত ছিল। তাম্রলিপ্তি সমুদ্রতটে অবস্থিত ছিল। এই স্থানে বহু দেবমন্দির ও দশটিমাত্র বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম ছিল, কর্ণসুবর্ণে দশটি সঙ্ঘারামে সম্মতীয় সম্প্রদায়ের প্রায় দ্বিসহস্র ভিক্ষু বাস করিতেন। কর্ণসুবর্ণ নগরে পঞ্চাশটি দেবমন্দির ছিল এবং এই স্থানে নানাধর্মাবলম্বী লোক বাস করিত। ইহার নিকটে রক্তমৃত্তিক সঙ্ঘারাম অবস্থিত ছিল ও নগর মধ্যে অশোক নির্ম্মিত কয়েকটি স্তূপ বা চৈত্য ছিল [৭৪]।

শ্রীমতীদেবী নাম্নী পত্নীর গর্ভজাত মাধবগুপ্তের আদিত্যসেন নামক পুত্র তাঁহার মৃত্যুর পরে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন [৭৫]। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে, ৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হইয়াছিল [৭৬]। হর্ষবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়া অর্জ্জুন বা অজ্জুর্নাশ্ব নামক তাঁহার জনৈক অমাত্য কাণ্যকুব্জের সিংহাসন অধিকার করিয়ছিলেন। এই সময়ে মাধবগুপ্ত অথবা আদিত্যসেন স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। অফসড়-গ্রামে আদিত্যসেনের একখানি খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, আদিত্যসেন একটি বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহার মাতা শ্রীমতীদেবী একটি মঠ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পত্নী কোণদেবী একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, এই খোদিত লিপি গৌড়বাসী সুক্ষশিব কর্ত্তৃক রচিত বা উৎকীর্ণ হইয়াছিল [৭৭]।

হর্ষবর্দ্ধন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত অব্দের ৬৬ সম্বৎসরে (৬৭১-৭২ খৃষ্টাব্দে) সালপক্ষ নামক জনৈক বলাধিকৃত (সেনাপতি) কর্তৃক একটি সূর্য্যমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল [৭৮], আদিত্যসেনের রাজ্যকালের এই খোদিতলিপিদ্বয় বর্ত্তমান সময়ে

(৭৪) Watters On-Yuan-Chwang, Vol II. pp 63-193.
(৭৫) Epigrahia Indica, Vol VIII, App p-10.
(৭৬) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition. p.352
(৭৭) Fleet's Corpus Inscriptionum, Vol III. P. 202.
(৭৮) Ibid, P. 210.

অদৃশ্য হইয়াছে। মন্দার পর্ব্বতে আদিত্যসেনের পত্নী পরমভট্টারিকা রাজ্ঞী মহাদেবী কোণদেবী দুইটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন [৭৯], এতদ্ব্যতীত ঝাড়খণ্ডে (দেওঘর) বৈদ্যনাথদেবের মূল মন্দিরের প্রাচীরে সংলগ্ন দ্বাদশ শতাব্দীর একখানি খোদিত লিপিতে আদিত্যসেন ও তৎপত্নী কোষদেবীর (কোণদেবীর) নাম আছে [৮০]। আদিত্যসেনের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র দেবগুপ্ত মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেবগুপ্ত ব্যতীত আদিত্যসেনের আর এক কন্যা ছিলেন, তাঁহার সহিত মৌখরিবংশীয় নরপতি ভোগবর্ম্মার বিবাহ হইয়াছিল [৮১]। দেবগুপ্তের পত্নীর নাম কমলাদেবী এবং তাঁহার পুত্রের নাম বিষ্ণু গুপ্ত, বিষ্ণুগুপ্তের পত্নীর নাম ইচ্ছাদেবী এবং তাঁহার পুত্রের নাম জীবিতগুপ্ত। এই দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের রাজ্যকালে বরুনিকা (বর্ত্তমান নাম দেওবনারক) গ্রাম বরুণবাসী মন্দিরদেবতার পূজার নিমিত্ত প্রদত্ত হইয়াছিল। এই গ্রাম পূর্ব্বে বালাদিত্যের অর্থাৎ সম্রাট নরসিংহগুপ্ত কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল. তৎপরে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহা শর্ববর্মা ও অবন্তীবর্মা কর্ত্তৃক বরুণবাসী দেবতার পূজার্থ প্রদত্ত হইয়াছিল [৮২]। শর্ববর্মা ও অবন্তীবর্মা উভয়েই মৌখরী বংশজাত। শর্ববর্মা মৌখরিরাজ ঈশানবর্মার পুত্র [৮৩] এবং দামোদর গুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের পরবর্ত্তী গুপ্তবংশজাত অন্য কোন নরপতির নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। কোন সময়ে দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না; অনুমান হয় খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর শেষপাদে অথবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমপাদে মগধের গুপ্তরাজ বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে স্কন্দগুপ্তের মুদ্রার অনুরূপ সুবর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামে এই জাতীয় একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল [৮৪]। ঢাকার নিকটে আর একটি মুদ্রা আবিষ্কৃত

---

(৭৯) Ibid, P. 212. (৮০) Ibid, P. 213.

(৮১) Indian Antiquary, Vol IX, P. 178.

(৮২) Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. III. pp. 225-26.

(৮৩) Ibid, p 220.

(৮৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1852. p.401. pl. xii. 10.

হইয়াছিল [৮৫]। ফরিদপুরে কোটালিপাড়া গ্রামে জনৈক কৃষকের নিকটে এই জাতীয় আর একটি মুদ্রা আছে [৮৬]। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে কোটালিপাড়া গ্রামে এই জাতীয় আর তিনটি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল। বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত এই জাতীয় একটি মুদ্রা রঙ্গপুর সদ্যপুষ্করিণীর অন্যতম ভূম্যধিকারী রায় শ্রীযুক্ত মৃত্যুঞ্জয় রায়চৌধুরী বাহাদুরের নিকটে আছে [৮৭]। লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই জাতীয় তিনটি মুদ্রা আছে [৮৮], কিন্তু তাহা কোন কোন স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় পণ্ডিত উইলসন্ (H. H. Wilson.) এই জাতীয় আর একটি মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন [৮৯]। শিক্ষাবিভাগের ইনস্পেকটর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ প্রথমে অনুমান করিয়াছিলেন যে; এই মুদ্রাগুলি স্কন্দগুপ্তের মুদ্রা [৯০]। কিন্তু তিনি পরে স্বীকার করিয়াছিলেন যে মুদ্রাগুলি পরবর্ত্তী কালের মুদ্রা [৯১]। মুদ্রাতত্ত্ববিদ শ্রীযুক্ত জন্ আলানের মতানুসারে এই মুদ্রাগুলি বঙ্গদেশের প্রচলিত খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মুদ্রা [৯২]। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্ত ও তাহার বংশধরগণ এই জাতীয় মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন।

এই জাতীয় অনেকগুলি মুদ্রার সন্ধান সম্প্রতি ঢাকা চিত্রশালার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী সংগ্রহ করিয়া ঢাকা রিভিউ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন।

(৮৫) Ibid New Series, vol vi. p. 141
(৮৬) Ibid, p. 141.
(৮৭) Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1913-14, p. 258. Pl. 1xix, 29-30.
(৮৮) Britis Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dynastise, pp. cvii, 154 pl xxiv, 17-19.
(৮৯) Arlana Antiqua, pl. xxiii, 20.
(৯০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Sereis, vol vi. p. 143.
(৯১) Ibid, Note 1.
(৯২) British Museum Catalogue of Indian coins, Gupta dyuasties, p, cvil,

(১) কোটালিপাড়া থানার অর্দ্ধক্রোশ পূর্বে অবস্থিত কয়েখা নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি স্বর্ণমুদ্রা। ইহা তারাসী নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনমোহন সাহা কর্ত্তৃক ঢাকা চিত্রশালায় উপহার প্রদত্ত হইয়াছে।

(২) ঢাকা জেলায় সাভার গ্রামে আবিষ্কৃত আর একটি মুদ্রা; ইহা সাভারের নিকটবর্তী পুরান ভাটপাড়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

(৩) পুরান ভাটপাড়ায় আবিষ্কৃত এই জাতীয় আর একটি স্বর্ণ মুদ্রা।

(৪) সাভারের নিকট কাটাগঙ্গার দক্ষিণ-পূর্বে রাজাসনে আবিষ্কৃত এই জাতীয় আর একটি স্বর্ণমুদ্রা।

(৫) সাভারে আবিষ্কৃত এই জাতীয় আর একটি স্বর্ণমুদ্রা, ইহা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসুর নিকটে আছে।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের মতানুসারে এই জাতীয় মুদ্রায়, অন্ততঃ এই জাতীয় কতকগুলি মুদ্রায় "শ্রীসুধন্যাদিত্য" লিখিত আছে, কিন্তু তাঁহার এ অনুমান সম্পূর্ণ অমূলক [৯৩]।

(৯৩) Dacca Reviaw, 1920. pp. 78-82.

পরিশিষ্ট (ঘ)

দ্বিতীয় গুপ্তরাজবংশ (অফসর ও দেওবরনারকে খোদিতলিপি হইতে) :—
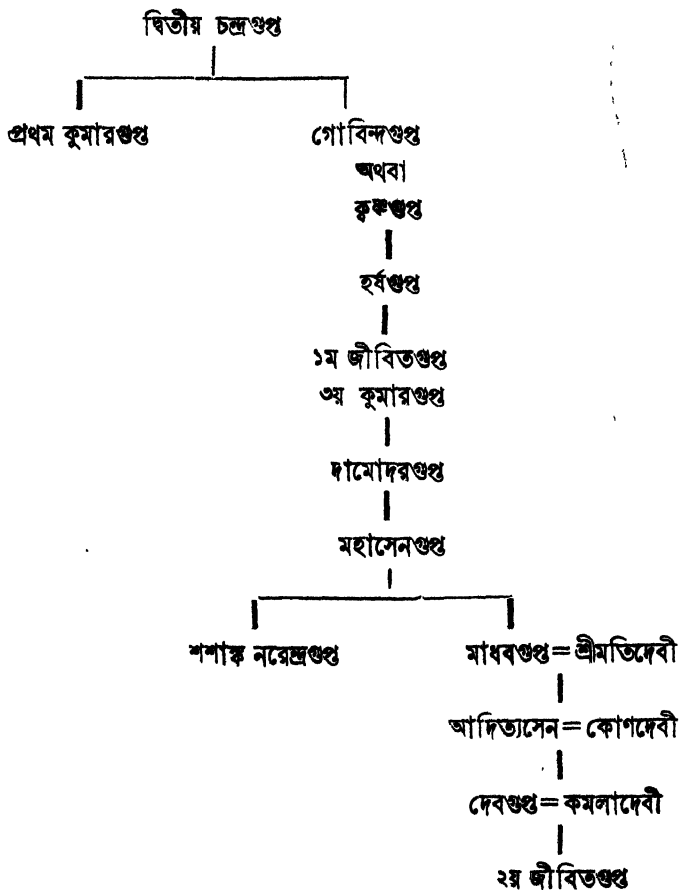
১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার ব্লক বৈশালীর ধ্বংসাবশেষ খননকালে একটি মৃন্ময় মুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই মুদ্রা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পত্নী ধ্রুবস্বামিনীর গোবিন্দগুপ্ত নামক আর একটি পুত্র ছিল। ডাক্তার ব্লক অনুমান করেন যে, এই গোবিন্দগুপ্ত ও মগধের গুপ্তরাজবংশের আদিপুরুষ কৃষ্ণগুপ্ত একই ব্যক্তি।

মৌখরী রাজবংশ :—
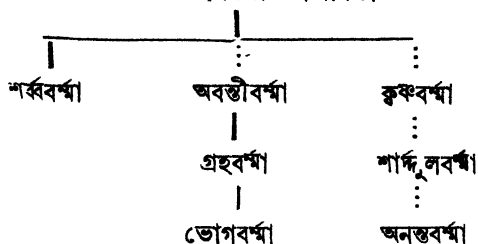
আদিত্যসেনের দৌহিত্রী বৎসদেবের সহিত নেপালের লিচ্ছবীবংশজাত শিবদেবের বিবাহ হইয়াছিল। শিবদেবের পুত্র জয়দেবের সহিত কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীর বিবাহ হইয়াছিল।
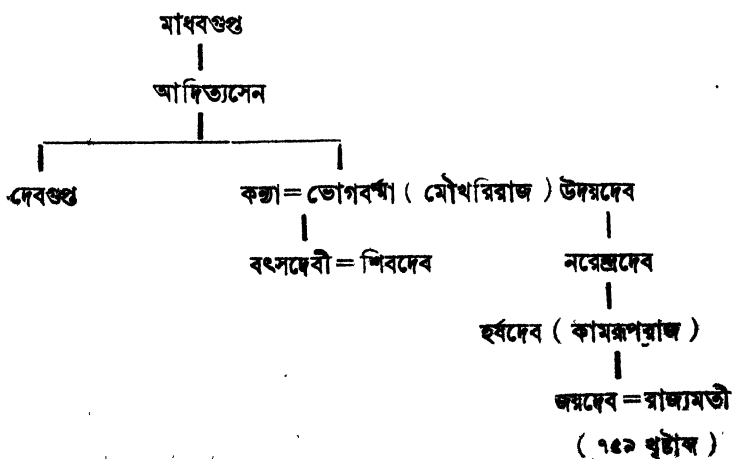
নিধানপুরে আবিষ্কৃত কামরূপরাজ ভাস্করবর্ম্মার তাম্রশাসনে ভগদত্তবংশীয় রাজগণের বংশপরিচয় পাওয়া গিয়াছে :—
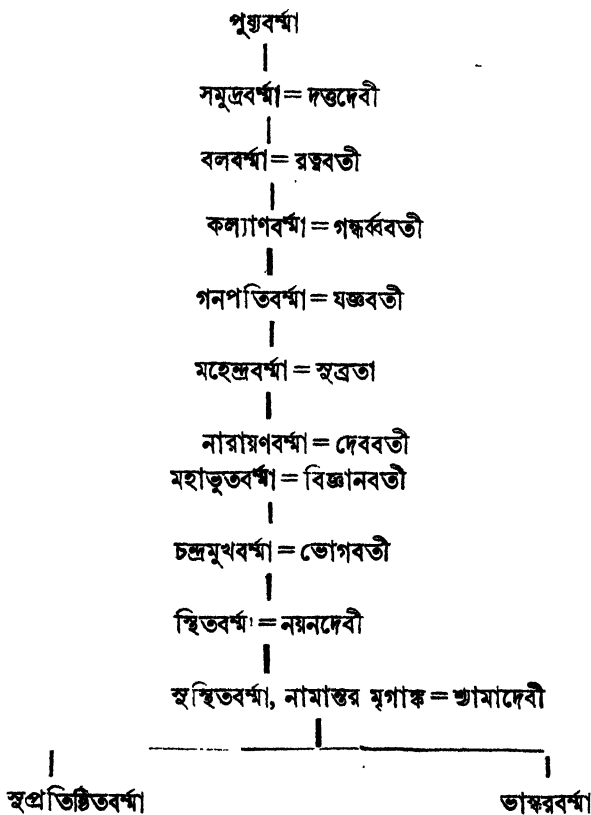
১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে যুক্ত প্রদেশের বড়বাকী জেলায় হড়াহাগ্রামে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা মৌখরী বংশীয় ঈশানবর্ম্মার রাজ্যকালে ৬১১ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই শিলালিপিতে হরিবর্ম্মা, তৎপুত্র আদিত্যবর্ম্মা, তৎপুত্র ঈশ্বরবর্ম্মা, তৎপুত্র ঈশানবর্ম্মা এবং তৎপুত্র সূর্য্য-বর্ম্মার উল্লেখ আছে। এই শিলালিপির ত্রয়োদশ শ্লোক হইতে জানিতে পারা পারা যায় যে, ঈশানবর্ম্মা অন্ধ্র, শূলিক এবং সমুদ্রতীরবাসী গৌড়গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন [১]।

(১) Epigraphia Indica, vol xiv, pp. 110-20.

বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমভাগের প্রথম সংস্করণের ৯৫ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত সমতটের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত শ্রীক্ষেত্র, কামলঙ্কা, দ্বারাবতী; মহাচম্পা ঈশানপুর ও যবদ্বীপ এই ছয়টি প্রদেশের বর্তমান অবস্থান সম্বন্ধে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন [২]। এই প্রবন্ধে লেখক বাঙ্গালার ইতিহাসে এই ছয়টি দেশের যথোপযুক্ত অবস্থান নির্ণীত হয় নাই ইহাই প্রমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাহার বাঙ্গালা প্রবন্ধ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া বিলাতের Royal Asiatic Society পত্রিকায় দ্বিতীয়বার মুদ্রিত করিয়াছেন [৩]। ইংরাজী প্রবন্ধে বাংলার ইতিহাসের উল্লেখ নাই তবে উভয় প্রবন্ধের নাম একই : "সমতটের পূর্ব্বে "To the East of Samatata" এই প্রবন্ধে বিদ্যাবিনোদ মহাশয় প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে শ্রীক্ষেত্র বর্তমান কুমিল্লা, ঈশানপুর মণিপুর রাজ্যে অবস্থিত। বিষ্ণুপুর এবং মহাচম্পা ব্রহ্মদেশে ভামোনগরের নিকটে অবস্থিত সম্পেনাগো। বিদ্যাবিনোদ মহাশয়ের ইংরাজী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার পরে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ লুই ফিনো (Louis Finot) স্পষ্ট প্রমাণ করিতেছেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এ সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিতে পারেন নাই। (**In conclusion, I am bound to say that the paper of Mr P.B. V. leaves the question unchanged, and that the identifications priviously acceptid are just as firmly established as ever**) [৪]।

শ্রীযুক্ত ফিনো প্রমাণ করিয়াছেন যে, মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যাবিনোদ মহাশয় মাত্র শব্দসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া এবং গত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই সকল দেশের অবস্থান সম্বন্ধে যে সমস্ত উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা না পড়িয়াই নূতন করিয়া অবস্থান নির্ণয় কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন [৫] :—

(২) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৬শ ভাগ, পৃঃ ১-১৮।
(৩) **Journal of the Royal Asiatic Society 1910, pp. 1-19**
(৪) **Ibib. p. 452**

It may be seen at once that Mr. P. B. V. has taken no notice whatever of the laws of phonetic correspondence which rule the transcription of Indian words into chinese, and that he allows himself to be guided in his parallels by the vaguest analogies of sound. Such a process takes as back to sixty years ago, before stanislas julien had published his "methode pour dechiffrer et transcrire les noms sanscrits qui se rencontrent dans les livre chinois" (paris 1861) still less does he take into account the improvements which juliens method has received at the hands of such scholars as professor sylvain Levi and paul pelliot. It is quite unnecessary to insist on the fact evident to any informed reader that the above equivalents do not conform in any way to the present conditions of philology and are phonetically untenable.

From a historical point of view the innovation dose not look more successful. Generally speaking, a theory which pretends to overthrow an admitted one is based eithir on the discovery of new evidence or on a new interpretation of the older one. But, as to Mr. P. B. V's theory, we suspect that it has no other foundation than an insufficient knowledge of existing documents. It would be long and unnecessary task to discuss its arguments in detail ; we should be obliged to refer to several elementary prienciples of method and to some notorious facts with which the distinguished professor does not seem thoroughly conversant, A few observation will show to what extent the ground of this bold fabric is unsafe ৬.

(৫) Ibid. pp. 449-52

(৬) Ibid. pp. 448-49.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

অরাজকতা

শৈলবংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক পৌণ্ড্রদেশ বিজয়-কামরূপের হর্ষদেব কর্ত্তৃক গৌড়বিজয়-কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মার মগধবিজয়-ললিতাদিত্য ও যশোবর্ম্মা-গৌড়েশ্বর বধের উপাখ্যান-জয়াপীড়-জয়ন্ত-জয়ন্তের-ঐতিহাসিকতা-আদিশূর ও জয়ন্ত-কুলশাস্ত্রের প্রমান-গুর্জ্জরজাতি-প্রাচীন সাহিত্য ও খোদিতলিপিতে গুর্জ্জরজাতির উল্লেখ-গুর্জ্জর ও প্রতীহারের একত্ব-ভিল্লমালের গুর্জ্জরপ্রতীহার-বংশ-বৎসরাজ-রাষ্ট্রকূটরাজবংশ-দন্তিদুর্গ-ধ্রুবধারাবর্ষ-উত্তরাপথ বিজয়-বৎসরাজের পরাজয়-ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ-ধ্রুবধারাবর্ষের দিগ্বিজয়-গৌড়বঙ্গে আরাজকতা-রাজা নির্ব্বাচন।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে ও অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে মগধের গুপ্তবংশীয় রাজগণের অধঃপতনের সময়ে উত্তরাপথের পূর্ব্বভাগ বার বার ভারতের ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া অতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল। মধ্যপ্রদেশে রঘোলিগ্রামে আবিষ্কৃত শৈল বংশোদ্ভব দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধন নামক নরপতির তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের পিতামহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পৌণ্ড্রদেশের নরপতিকে নিহত করিয়া সমস্ত পৌণ্ড্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন [১]। এই তাম্রশাসনের অক্ষর দেখিয়া অনুমান হয় যে, ইহা খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অতএব অনুমান হয় যে, অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় বা চতুর্থ পাদে, পৌণ্ড্ররাজ শৈলবংশীয় দ্বিতীয় জয়বর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ পিতামহ কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে শৈলবংশে ও কোঙ্গোদের শৈলোদ্ভব বংশ অভিন্ন, কিন্তু শব্দগত সাদৃশ্য ব্যতীত এই অনুমানের পক্ষে অন্য কোন প্রমান নাই। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগে কামরূপরাজ হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল দেশের অধিপতি ছিলেন। নেপালের লিচ্ছবীবংশীয় নরপতি শিবদেব, সম্রাট আদিত্যসেনের দৌহিত্রী ও মৌখরিরাজ ভোগবর্ম্মার দুহিতা বৎসদেবীর পানিগ্রহণ করিয়া-

---

(১) তেষামুর্জ্জিত বৈরী বিদারণ পটুঃ পৌণ্ড্রাধিপং ক্ষাপাতিং।
হত্বৈকো বিষয়ং তমেব সকলং জগ্রাহ শৌর্য্যান্বিতঃ॥
—Epigraphia Indica, vol ix, p, 44.

ছিলেন। শিবদেব ও বৎসদেবীর পুত্র জয়দেব ভগদত্তবংশজাত কামরূপরাজ হর্ষদেবের কন্যা রাজ্যমতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নেপালে পশুপতিনাথ মন্দিরের পশ্চিম তোরনের পার্শ্বে সংলগ্ন জয়দেবের খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে ১৫৩ শ্রীহর্ষাব্দে (৭৫৯ খৃষ্টাব্দে) এই খোদিতলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই খোদিতলিপি হইতে জয়দেবের বংশপরিচয় ও তাঁহার শ্বশুর বংশের বিবরণ জানিতে পারা যায়। জয়দেবের খোদিতলিপিতে হর্ষদেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশলপতি উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন; অতএব ৭৫৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড়দেশ হর্ষদেব কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। হর্ষদেব কামরূপরাজ বলিয়া খোদিতলিপিতে স্পষ্টভাবে উল্লিখিত নাই। তবে তাঁহারকন্যা রাজ্যমতীর "ভগদত্তরাজকুলজা" উপাধি দেখিয়া বোধ হয় যে হর্ষদেব কামরূপাধিপতি ছিলেন। গৌড়দেশ হর্ষদেব কর্তৃক বিজিত হইয়াছিল. অথবা তাঁহার পূর্ব্বেই বিজিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় নাই। অনুমান হয় যে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম পাদে গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল কামরূপরাজগণের হস্তগত হইয়াছিল। এই সময়ে কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা সমগ্র উত্তরাপথ অধিকার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি বাকপতিরাজ বিরচিত "গউডবহো" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত কাব্যে যশোবর্ম্মার দিগ্বিজয়ে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। "গউডবহো" কাব্যে দেখিতে পাওয়া যায় যে যশোবর্ম্মা যখন বিন্ধ্যপর্ব্বত অতিক্রম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার ভয়ে মগধনাথ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন কিন্তু মগধনাথের সামন্তগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা যশোবর্ম্মার সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে যশোবর্ম্মা পলায়নপর মগধনাথকে নিহত করিয়া সমুদ্রতীরস্থিত বঙ্গরাজ্যে গমন করিয়াছিলেন। অসংখ্য হস্তীর অধিপতি বঙ্গেশ্বর পরাজিত হইয়া যশোবর্ম্মার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। যশোবর্ম্মা যে মগধেশ্বর ও বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন "গউডবহো" কাব্যে তাঁহাদিগের নাম পাওয়া যায় না। যশোবর্ম্মাদেব কর্তৃক পরাজিত মগধনাথ ও গুপ্তবংশীয়

---

(২) Indian Antiquary, vol ix p. 178.

(৩) শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত সম্পাদিত, বাকপতিরাজ প্রণীত, গউডবহো শ্লোক ৩৮৫-৭১৭।

রাজা দ্বিতীয় জীবিতগুপ্ত একই ব্যক্তি [৪]। এই সময়ে বঙ্গদেশ যে কোন্ রাজার অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। যশোবর্ম্মা নামধারী কান্তকুব্জের যে একজন প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ৭৩১ খৃষ্টাব্দে যশোবর্ম্মা চীন-সম্রাটের নিকট এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, চীন দেশের ইতিহাসে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে। ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত শাবান (Edouard Chavannes) ও লেভি (Sylvain levi) স্থির করিয়াছেন যে, যশোবর্ম্মা ৭৩৪ হইতে ৭৪৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে চীন দেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন [৫]। কাশ্মীর রাজ ললিতাদিত্য-মুক্তাপীড় যশোবর্ম্মাকে পরাজিত করিয়া অবশেষে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিল [৬]। যশোবর্ম্মা মগধদেশে যশোবর্ম্মপুর নামক একটি নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। পালবংশীয় সম্রাট দেবপালদেবের খোদিতলিপিতে যশোবর্ম্মপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় [৭]। যশোবর্ম্মা পরাজিত হইলে গৌড়মণ্ডলের অধিপতি ললিতাদিত্যকে কতকগুলি হস্তী উপহার দিয়া তাহার সন্তোষবিধান করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে কাশ্মীর রাজের আদেশে গৌড়পতিকে বোধ হয় কাশ্মীরে যাইতে হইয়াছিল। ললিতাদিত্য স্বনির্ম্মিত পরিহারসপুর (বর্তমান পরসপোর) নামক নগরে [৮], প্রতিষ্ঠিত "পরিহাসকেশব" নামক দেবতাকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার অতিথির অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিবেন না। কিন্তু ললিতাদিত্য ত্রিগামী নামক স্থানে অতিথি হত্যা করিয়া স্বপ্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। গৌড়পতির ভৃত্যগণ প্রতিশোধ লইবার জন্য সারদাদেবীর মন্দিরে তীর্থযাত্রার ছলে কাশ্মীরদেশে প্রবেশ করিয়া "পরিহাসকেশবের" মন্দির অবরোধ করিয়াছিল। ললিতাদিত্য তখন কাশ্মীরে ছিলেন না। রাজার অনুপস্থিতিকালে গৌড়গণকে মন্দির-প্রবেশে উদ্যত দেখিয়া মন্দিরের

(৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৫।
(৫) Journal Asiatique, 1895, p, 353.
(৬) Stein's Chronicles of the Kings of Kashmir, Introduction p. 89.
(৭) Indian Antiquary, vol xvii, p. 311.
(৮) Chronicles of the Kings of Kashmir, vol II, Notc F, pp. 300-303.

পুরোহিতগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন, গৌড়বাসিগণ তখন রজত নির্ম্মিত রামস্বামীর মূর্ত্তিকে পরিহাসকেশবের মূর্ত্তি ভ্রমে চূর্ণ করিতেছিল। ইতিমধ্যে শ্রীনগর হইতে সৈন্য আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল, কিন্তু গৌড়ীয়-বীরগণ সেদিকে দৃকপাত না করিয়া মূর্ত্তি ধ্বংসে ব্যাপৃত রহিল এবং একে একে সকলেই নিহত হইল। কহ্লনের সময়েও (খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে) রামস্বামীর মন্দির শূন্য ছিল এবং কাশ্মীরদেশ গৌড়বীরগণের যশে পরিপূর্ণ ছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, কহ্লন মিশ্র কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ গৌড়ীয়গণের বীরত্ব কাহিনী অমূলক মনে করেন না, এবং বলেন যে, প্রচলিত জনশ্রুতি অবলম্বনেই কহ্লন এই বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া থাকিবেন [৯]। কিন্তু কহ্লন কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ ললিতাদিত্যের দক্ষিণাপথ বিজয়কাহিনী কিঞ্চিৎ পরিমাণে কল্পনা প্রসূত বলিয়া মনে করিতে তিনি কোন দ্বিধা বোধ করেন নাই [১০]। একই গ্রন্থাকার কর্ত্তৃক লিখিত একই গ্রন্থে একই বিষয়ে, অন্য প্রমাণাভাবে এক অংশ অমূলক ও দ্বিতীয় অংশ সত্যরূপে গ্রহণ করা ইতিহাস রচনার বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী নহে। রাজ-তরঙ্গিনীর অনুবাদ কর্ত্তা স্যার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stein) ললিতাদিত্য কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ বিজয় ব্যতীত, কহ্লন বর্ণিত অন্য কোন ঘটনা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন [১১]। এবং ইহাই বোধ হয় প্রকৃত ইতিহাস। কহ্লন মিশ্র ললিতাদিত্যের পৌত্র জয়াপীড় কর্ত্তৃক কাণ্যকুব্জরাজ বজ্রায়ুধের পরাজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জয়াপীড় বা বিনয়াদিত্য সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই বৃহৎ সেনাদল লইয়া দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কাশ্মীর পরিত্যাগ করিবামাত্র তাঁহার শ্যালক জজ্জ বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করেন। জয়াপীড়ের সৈন্যগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করে এবং অবশেষে তিনি সামন্তরাজগণকে বিদায় দিয়া সামান্য সেনা লইয়া প্রয়াগে গমন করেন। কথিত আছে যে, জয়াপীড় প্রয়াগ হইতে ছদ্মবেশে

---

(৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৭।

(১০) গৌড়রাজমালা পৃঃ ১৬।

(১১) **After yasovarman's defeat Kalhana makes Lalitaditya start on a march of triumphal conquest round the whole of India, Which is manifestly legendary,—Stain's Chronicles of the Kings of Kashmir, vol I, p 90.**

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে গমন করিয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তখন গৌড়রাজের অধিকার অধিকারভুক্ত এবং জয়ন্ত নামক সামন্তরাজের শাসনাধীন ছিল। জয়াপীড়; পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে কমলা নাম্নী এক নর্তকীর গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একটি সিংহ বধ করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনরাজ জয়ন্ত তাঁহার কন্যা কল্যাণীদেবীকে জয়াপীড়ের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়দেশীয় নরপতিকে পরাজিত করিয়া, জয়ন্তকে গৌড়দেশে সার্বভৌম নরপতিপদে উন্নীত করিয়াছিলেন। অদ্যাবধি কোন সমসাময়িক লিপিতে, অথবা গ্রন্থে গৌড়েশ্বর জয়ন্তের নাম আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং কহ্লনমিশ্র বর্ণিত জয়াপীড় কাহিনীর মূলে ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্যার অরেল ষ্টাইন (Sir Aurel Stien) জয়াপীড়ের গৌড়বিজয় কাহিনী ইতিহাস মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহার মতে জয়াপীড় রাজ্যচ্যুত হইয়া গৌড়দেশে গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার গৌড়বিজয় কাহিনী কাল্পনিক [১২]। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ (Vincent. A. Smith) বলেন যে, জয়াপীড়ের গৌড়দেশ গমনের কথা সম্পূর্ণরূপে কল্পনাপ্রসূত [১৩]। গৌড়রাজমালা

(১২) It is impossible in the absence of other records to ascartain the exact elements of the historic truth underlying Kalhana's romantic story……The kings wanderings duriug his exile seem to have taken him to Bengal, and to have subsequently been embellished by popular imagination,—Chronicles of the Kings of Kashmir, vol. I, p. 94.

(১৩) But the romantic tale of his visit incognito in the capital of Paundravardhana in Bengal, the modern Rajshahi District, then the seat of Government, of a King named Jayanta, unknown to sober history, seems to be purely imaginary.—V, A, Smith, Early History of India, 3rd Edition, pp. 375-396.

প্রণেতা কহ্লনের উক্তি বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহেন [১৪]। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু ও ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী জয়াপীড় ও জয়ন্তের কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনারূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত। ১৩০৬ বঙ্গাব্দে ৺ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে "আদিশূর ও জয়ন্ত" নামক একটি প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন [১৫]। ইহাতে তিনি গৌড়াধিপ আদিশূর ও গৌড়রাজ জয়ন্তের একত্ব প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি কোন পত্রিকায় অথবা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নাই। মুস্তফী মহাশয় জানাইয়াছিলেন যে, ইহা "বিশ্বকোষের" জন্য লিখিত হইয়াছিল। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছিলেন :—"কুলাচার্য্য গ্রন্থে আদিশূর 'পঞ্চগৌড়াধিপ' এই মহোচ্চ উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। ধর্ম্মপালের পরে এখানে জয়ন্ত ব্যতীত আর কোন হিন্দু রাজাকে ঐরূপ উচ্চ সম্মানে অলঙ্কৃত দেখি না। ইত্যাদি কারণে সহজেই বোধ হইতেছে, গৌড়াধিপ জয়ন্ত জামাতা কর্ত্তৃক পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইলে হইলে 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন [১৬]।

মহারাজ আদিশূর বঙ্গদেশে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চজন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন এবং এই পঞ্চ ব্রাহ্মণ ৬৫৪ শকাব্দে বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, কুলশাস্ত্রে এই প্রমাণের বলে মহারাজ আদিশূরকে ধর্ম্মপালের পূর্ব্ববর্ত্তী লোক মনে করিয়া বসুজ মহাশয় পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের অন্য এক স্থানে বসুজ মহাশয় আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত একটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটকের সংগৃহীত কুলপঞ্জিকায় তিনি নিম্নলিখিত শ্লোকটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন :—

> ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
> নাম্নাপি দেশভেদৈস্তু রাঢ়ী-বারেন্দ্র-সাতশতী।

---

(১৪) "যত দিন না সমসাময়িক লিপিতে বা সাহিত্যে জয়ন্তের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় ততদিন জয়ন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি, কিম্বা জয়াপীড়ের অজ্ঞাতবাস উপন্যাসের উপনায়ক মাত্র, তাহা বলা কঠিন"।—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ১৮।

(১৫) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ষষ্ঠভাগ, কার্য্যবিবরণ পৃঃ ।৵।

(১৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম ভাগ, ১ম অংশ, পৃঃ ১০১।

এই শ্লোকের টীকায় বসুজ মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"আদিশূর সুতেন চ এইরূপ পাঠান্তর লক্ষিত হয় [১৭]।" ৺বংশী বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত কুলপঞ্জিকায় প্রাপ্ত পূর্ব্বোক্ত শ্লোক এবং তাহার পাঠান্তর অবলম্বন করিয়া বসুজ মহাশয় ও বঙ্গভাষার অন্যান্য বহু লেখক, আদিশূর ও জয়ন্ত একই ব্যক্তি ছিলেন, ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। "গৌড়রাজমালা"র শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আদিশূর ও জয়ন্তের একত্ব সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথমে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"জয়ন্ত ঐতিহাসিক ব্যক্তি হইলে ১১০০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন আর ৺বংশী বিদ্যারত্ন ঘটক উনবিংশ শতাব্দীর লোক। বংশীবিদ্যারত্ন কোন্ মূল গ্রন্থ হইতে এই তথ্য হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সেই মূলগ্রন্থ কোনসময়ে রচিত হইয়াছিল এবং উহার ঐতিহাসিক মূল্যই বা কত ইত্যাদি বিষয়ের সম্যক বিচার না করিয়া এতবড় একটা কথা স্বীকার করা যায় না [১৮]।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দের উক্তির প্রত্যুত্তর স্বরূপ বসুজ মহাশয় অন্য একস্থানে লিখিয়াছেন :—

"রাঢ়ীয় কুলপঞ্জিকা হইতে একটি বিশেষ কথা জানিতে পারি, শ্রীজয়ন্ত-পুত্র রাজা ভূশূর বিভিন্নস্থানের নামানুসারে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র ও সাতশতী এই শ্রেণী বিভাগ করিয়াছিলেন [১৯]"।

"ব্রাহ্মণডাঙ্গা নিবাসী বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক মহাশয় সংগৃহীত বহু সংখ্যক কুলগ্রন্থের কথা রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ঘটক ও কুলীন ব্রাহ্মণ মাত্রেই অবগত আছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ২৮ বর্ষ পূর্ব্বে "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" রচয়িতা ৺মহিমচন্দ্র মজুমদার মহাশয় উক্ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বহু মূলগ্রন্থের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে বিদ্যারত্ন মহাশয়ের নাম পাইয়াই আজ পঞ্চদশ বর্ষের অধিক হইল আমরা ব্রাহ্মণডাঙ্গায় উক্ত ঘটক মহাশয়ের গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তৎকালে তাঁহার বৃদ্ধাকন্যা আমাদিগকে

---

(১৭) গৌড়মালা পৃঃ ১১৪, পাদটীকা ২।
(১৮) [illegible], পৃঃ ১৯ পাদটীকা।
(১৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, (কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশ), পৃঃ ৯৮।

তাঁহার সংগৃহীত কুলগ্রন্থ দেখিতে দিয়াছিলেন, এরূপ বহুসংখ্যক কুলগ্রন্থ আমি আর কোথাও দেখি নাই, বৃদ্ধ যক্ষের ধনের ন্যায় সেগুলি রক্ষা করিতেছিলেন, মূল গ্রন্থগুলি কুলগ্রন্থগুলি গৃহের বাহির করিবার কাহারও শক্তি ছিল না। বহুকষ্টে কয়েকখানি কুলগ্রন্থ স্বহস্তে নকল করিয়া আনিয়াছি। মূল গ্রন্থগুলি সেই গৃহেই রক্ষিত আছে। তন্মধ্যে 'রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী' নামক প্রায় দুইশত-বর্ষের হস্তলিখিত পুঁথিতে শ্রেণীবিভাগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে :—

"ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি শ্রীজয়ন্তসুতেন চ।
নাম্নাপি দেশভেদৈস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র সাতশতী ॥"

এতদ্ভিন্ন উক্ত ঘটক মহাশয়ের সংগৃহীত 'রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী' নামক একখানি পুঁথিতে "ভূশূরেণ চ রাজ্ঞাপি আদিশূর সুতেন চ" এইরূপ পাঠ দেখিয়াছি ইহাই পাঠান্তর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি" [২০]।

বসুজ মহাশয়ের পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তি হইতে প্রমাণিত হইতেছে যে ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক সংগৃহীত "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামক গ্রন্থে জয়ন্তের সহিত শূরবংশের সম্বন্ধজ্ঞাপক শ্লোকটি বসুজ মহাশয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। শ্লোকের দ্বিতীয় চরণের পাঠান্তর ৺বংশী বিদ্যারত্নের গৃহে "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী" নামক অপর একখানি কুলগ্রন্থে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

সম্প্রতি বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সহকারী পুস্তক রক্ষক শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয়, অনুসন্ধান সমিতির কর্তৃপক্ষগণের আদেশে ব্রাহ্মণডাঙ্গায় গমন করিয়াছিলেন। তিনি ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের পৌত্র শ্রীযুক্ত মণিমোহন ঘটকের সাহায্যে, বিদ্যারত্ন ঘটকের গৃহে তিন "বাণ্ডিল" কুলশাস্ত্রগ্রন্থ পরীক্ষা করিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সম্পাদক কর্তৃক লিপিবদ্ধ মন্তব্য পাঠ করিলে বোধ হয় যে, কাব্যতীর্থ মহাশয় ৺বংশীবদন বিদ্যারত্নের গৃহে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী" নামক কোন গ্রন্থ দেখিতে পান নাই। তিনি ঐস্থানে মিশ্রকৃত "রাঢ়ীয় কুলপঞ্জী" নামক কুলগ্রন্থ দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই গ্রন্থখানির

(২০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড, কায়স্থকাণ্ডের প্রথমাংশ) পৃঃ ৯৯-১০০ পাদটীকা।

পত্রসংখ্যা ৪৩০, ইহা জীর্ণ ও কীটদষ্ট ; তদ্ভিন্ন কোনও ঐতিহাসিক কথা এই গ্রন্থে নাই [২১]।

শ্রীযুক্ত পুরন্দর কাব্যতীর্থ মহাশয় বিদ্যারত্ন ঘটকের গৃহে ধ্রুবানন্দ মিশ্র প্রণীত দুইখানি "মহাবংশাবলী" দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহার একখানি গ্রন্থের মধ্যে "কুলদোষ" নামক একখানি নূতন কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, এই "কুলদোষ" গ্রন্থই শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" ব্রাহ্মণকাণ্ডে বংশী বিদ্যারত্ন সংগৃহীত "কুলপঞ্জিকা" বা "কুলকারিকা", এবং রাজন্যকাণ্ডে "রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরী নামে অভিহিত ; কারণ :—

(১) "ব্রাহ্মণকাণ্ডের" ১১৭ পৃষ্ঠার পাদটীকায় বিদ্যারত্ন সংগৃহীত কুলপঞ্জিকা হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

ক্ষিতিশূরেণ রাজ্ঞাপি ভূশূরস্য সুতেণ চ।
ক্রিয়ন্তে গাঞিসংজ্ঞানি তেষাং স্থানবির্নির্ণয়াৎ।

'কুলদোষ' গ্রন্থের ২খ পত্রে এই বচন, বানান ভুল ছাড়িয়া দিলে, অবিকল দৃষ্ট হয়।

(২) এই গ্রন্থে বসু মহাশয়ের উল্লিখিত সপ্তশতী ২৮ গাঞিরও নাম প্রদত্ত হইয়াছে।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় ১৮৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে।

কামরূপে মহাপীঠে সর্ব্বাসিদ্ধি প্রদায়কে।
তত্রগত্বা প্রযত্নেন দেবীবর বিশারদঃ ॥
দ্বিথবেদেন্দুশাকে চ মেষে মার্ত্তণ্ডমাগতে
ক্রিয়তে বাক্যসিদ্ধির্বা রাঢ়ী দ্বিজ কুলোপরি।

এই শ্লোকদ্বয় "কুলদোষ" গ্রন্থে ৩ (খ) পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

(৪) ব্রাহ্মণকাণ্ডে ১৮৭ পৃষ্ঠায় তৃতীয় পাদটীকায় উদ্ধৃত ধ্রুবানন্দ মিশ্রের সময়জ্ঞাপক শ্লোকটিও "কুলদোষের" ৩ (খ) পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

---

(২১) মানসী, মাঘ ১৩২১। উপরিলিখিত বৃত্তান্ত শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ লিখিত 'আদিশূর' নামক প্রবন্ধ হইতে সঙ্কলিত হইল।

(৫) বসুজ মহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে শূর বংশের সপ্ত নরপতির নাম সম্বলিত যে শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাহাও "কুলদোষে"র তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়।

'কুলদোষ' গ্রন্থে আদিশূরের কালজ্ঞাপক ও বঙ্গে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ-আগমনের কালজ্ঞাপক শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই শ্লোকের পরিবর্তে ২ (ক) পৃষ্ঠায় নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়:—

> ক্ষত্রিয় বংশে সমুৎপন্নোং মাধবো কুলসম্ভবঃ
> বসু ধর্ম্মাষ্টকে শাকে নৃপ (বো) ভু (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ [২২] ॥

যখন ৺বংশীবিদ্যারত্ন ঘটকের গৃহে "কুলমঞ্জরী" নামক গ্রন্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই তখন ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকেরই সন্দেহ হইতে পারে এবং এই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচন প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে না। বিদ্যারত্ন ঘটকের গৃহে "কুলপঞ্জী" নামক একখানি গ্রন্থ আছে, কিন্তু তাহাতে "আদিশূর সুতেন চ" এই পাঠান্তর অথবা কোন ঐতিহাসিক কথা নাই। "কুলদোষ" নামক নূতন গ্রন্থে অনেক ঐতিহাসিক কথা আছে, কিন্তু তাহাতে আদিশূর ও জয়ন্তের কোনই প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব আদিশূর ও জয়ন্ত যে অভিন্ন ব্যক্তি ছিলেন, ইহার কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। বসুজ মহাশয় "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে কর্কোধ-বংশের অভ্যুদয়কাল হইতে কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ, এই সম্বন্ধে (ডাক্তার) ভিন্সেণ্ট এ, স্মিথ (Vincnt A. Smith) ও স্যার অরেল ষ্টাইনের (Sir Aurel Stein) মত উল্লেখ করিয়া জয়াপীড়ের কাহিনীকে ঐতিহাসিক ঘটনারূপে প্রমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন [২৩]। কিন্তু কর্কোধ-বংশের অভ্যুদয়কাল হইতে কাশ্মীরের প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিলেও স্যার অরেল ষ্টাইন ও ভিন্সেণ্ট স্মিথ যে জয়াপীড় কাহিনী স্পষ্টাক্ষরে কাল্পনিক বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বে দর্শিত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর পূর্ব্বে গৌড়ে, মগধে বা বঙ্গে শূরবংশীয় রাজগণের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র

---

(২২) মানসী, মাঘ, ১৩২১ পৃঃ ৬৮১।
(২৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৯৮ পাদটীকা ১৯।

নাথ বসু "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে শূরবংশীয় কতকগুলি রাজার নাম সংগ্রহ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইঁহারা খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথাস্থানে এই সকল উক্তির ঐতিহাসিক প্রমান আলোচিত হইবে।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সমগ্র পঞ্চনদ ও রাজপুতানা গুর্জ্জর নামক পরাক্রান্ত জাতির অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে, হুন জাতির ভারত-আক্রমণের অব্যবহিত পরে গুর্জ্জরগণ মধ্য-এশিয়া হইতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের পার্ব্বত্যপথে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা হুণগণের ন্যায় মধ্য-এশিয়ার মরুবাসী যাযাবর জাতি-বিশেষ [২৪]। বানভট্ট-প্রণীত "হর্ষ-চরিতে"সর্ব্বপ্রথমে গুর্জ্জর জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত আছে যে, হর্ষবর্দ্ধনের পিতা প্রভাকরবর্দ্ধন বা প্রতাপশীল, হুণ-হরিণের কেশরী, সিন্ধুরাজের জ্বর, গুর্জ্জরগণের নিদ্রাহর, গান্ধার রাজরূপী গন্ধহস্তীর কুটপাকল (সংক্রামক ব্যধি বিশেষ) লাটদেশীয় দস্যুগণের দস্যু এবং মালব-বিজয়লক্ষীর পরশু ছিলেন[২৫]। হর্ষবর্দ্ধনের প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণাপথ রাজ চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় পুলকেশীর একখানি শিলালিপি বোম্বাই প্রদেশে বিজাপুর জেলায়, ঐহোলী গ্রামে মেগুটি নামক মন্দিরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে উক্ত আছে যে, পুলকেশীর

(২৪) Convincing, if not absoluteley conclusive proof can also be given that the Gurjaras, originally, ware an Asiatic horde of nomads, who forced their way into India along with or soon af.er the white Huns in either the 5th or 6th Century.—The Gurjaras of Rajputana and Kanauj—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909 p. 54.

(২৫) তেষু চৈবমুৎপদ্যমানেষু ক্রমেনোদপাদি হুনহরিণকেশরী সিন্ধুরাজোজ্বর গুর্জ্জরপ্রজাগরঃ গান্ধারাধিপগন্ধদ্বিপকুটপাকলঃ লাটপাটবপাটচ্চরঃ মালবলক্ষীলতাপরশুঃ প্রতাপশীল ইতি প্রথিতাপরনামা প্রভাকর বর্দ্ধনোনামরাজাধিরাজঃ।—হর্ষচরিত, ৪র্থ উচ্ছাস (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্পাদিত) পৃঃ ৯২। Cowell and Thomas. Bana's Harsacharita, p. 101.

বিক্রমে বশীভূত হইয়া লাট, মালব ও গুর্জ্জরগণ সচ্চরিত্র হইয়াছিল [২৬]। ৬৪১ বা ৬৪২ খৃষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান-চোয়াং তৎকালের গুর্জ্জর-রাজ্যের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কু-চে-লো বা গুর্জ্জর রাজ্য বলভীরাজ্যের উত্তরে চারি শত ক্রোশ দূরে অবস্থিত এবং ইহার পরিধি সহস্র ক্রোশের অধিক। ইহার রাজধানীর নাম পি-লো-মো-লো বা ভিল্লমাল এবং এই দেশের রাজা ক্ষত্রিয়জাতীয় [২৭]। ভিল্লমাল বা ভিন্‌মাল রাজপুতানার আবু পর্ব্বতের পঞ্চবিংশ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত [২৮]। মান্যখেতের রাষ্ট্রকূটবংশীয় রাজগণের খোদিত লিপিসমূহে গুর্জ্জরগণের সহিত বহু যুদ্ধের উল্লেখ আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তরাপথের শিলালিপিসমূহে প্রতীহার নামধেয় পরাক্রান্ত রাজবংশের বহু উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। পরলোকগত A. M. T, Jackson ও শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর সর্ব্বপ্রথমে প্রমাণ করেন যে রাষ্টকূটরাজগণের শিলালিপিসমূহের গুর্জ্জর নরনারীগণও উত্তরাপথের প্রতীহারবংশীয় রাজগণ অভিন্ন[২৯]। প্রতীহার বংশীয় রাজগণের শিলালিপি ও তাম্রশাসনসমূহ হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে,তাঁহারা ভিল্লমাল হইতে ধীরেধীরে সমস্ত উত্তরাপথের অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টিয় নবম শতাব্দীতে গুর্জ্জর-রাজধানী ভিল্লমাল হইতে কান্যকুব্জে স্থানান্তরিত হইয়াছিল। এক সময়ে গুর্জ্জর সাম্রাজ্য পূর্ব্বে গৌড়দেশ হইতে পশ্চিমে সিন্ধুতীর পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদাতীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, গুর্জ্জর বংশীয় প্রতীহার-রাজগণ, মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকূটরাজগণ, গৌড়-বঙ্গের পালরাজগণ, মহোবার চন্দেল্লরাজগণ ও কান্যকুব্জ রাজগণের সহিত বহু যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন; প্রতিহারবংশের একখানি খোদিতলিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রতিহারগণ গুর্জ্জর জাতির একটি শাখা। এই শিলালিপি

(২৬) প্রতাপোপনতা যস্য লাটমালবগূর্জ্জরাঃ।
দণ্ডোপনতসামন্তচর্য্যা বর্য্যা ইবাভবন্॥
—Indian Antiquary vol. viii, p. 242.

(২৭) Watters's On-Yuan-Chwang, Vol-II, p 249.

(২৮) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 55.

(২৯) Epigraphic notes and questions, III, Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol,-XXI, pp. 405-12; "Gurjara's" Ibid, pd. 414-33.

রাজপুতানার আলোয়ার রাজ্যে অবস্থিত রাজোর বা রাজোরগড়ের দক্ষিণস্থিত পারনগড়ের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, এই শিলালিপি দ্বারা প্রতিহার-বংশীয় বিজয়পালদেবের মথনদেব নামক জনৈক সামন্ত একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন [৩০]।

খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে গুজরাটে বর্ত্তমান ভরোচের (প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ বা ভরুকচ্ছ) নিকটে একটি ক্ষুদ্র গুর্জ্জর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নন্দোর (বর্ত্তমান নন্দোড্, ইহা রাজপিপলা রাজ্যের রাজধানী), এই রাজ্যের রাজধানী ছিল, ভরোচের গুর্জ্জর বংশীয় রাজগণ তাঁহাদিগের খোদিত লিপিসমূহে রাজোপাধি ব্যবহার করেন নাই। পণ্ডিত ভগবান্‌লাল ইন্দ্রজী যখন ভরোচের গুর্জ্জর বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনও উত্তরাপথের গুর্জ্জরপ্রতিহার সাম্রাজ্যের ইতিহাস উদ্ধার হয় নাই। সেই জন্যই ভগবানলাল ভরোচের গুর্জ্জর-রাজগণের স্বামিনির্ণয় করিতে পারেন নাই[৩১]। ভিল্লমাল ও কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতীহার সাম্রাজ্যের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার হইলে নির্নীত হইয়াছে যে, ভরোচের গুর্জ্জর-রাজগণ প্রতিহার বংশীয় সম্রাটগণের সামন্ত বা করদ নৃপতি ছিলেন। ভরোচের গুর্জ্জর-বংশের প্রথম রাজা প্রথম দদ্দ খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ষষ্ঠ নরপতি তৃতীয় জয়ভট খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিদ্যমান ছিলেন।

ভিল্লমাল ও কান্যকুব্জের রাজবংশের আদিম নরপতিগণের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ভিল্লমালের প্রথম নাগভট ভরোচের তৃতীয় জয়ভটের স্বামী। গোয়ালিয়র বা গোপাদ্রির গিরিশির্ষে একটি প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত প্রতীহার-বংশীয় সম্রাট প্রথম ভোজদেবের একখানি শিলালিপি হইতে প্রথম নাগভটের পরিচয় অবগত হওয়া যায়। এই খোদিত লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে নাগভট সূর্য্যবংশীয়

(৩০) শ্রী মথনদেবোমহারাজাধিরাজ⋯গুর্জ্জর প্রতিহারান্বয়ঃ।—Epigraaphia Indica, Vol III, p 266.

(৩১) Bombay Gazetter, Vol. I, Pt. 1, p. 113.

ক্ষত্রিয় এবং প্রতিহারকুল জাত[৩২]। তিনি কোন সময়ে ম্লেচ্ছবাহিনী পরাজিত করিয়াছিলেন[৩৩]। ৭১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-বিন-কাশিমের নেতৃত্বে মোয়াবিয়ার বংশজাত খলিফা-অল-ওয়ালিদের আদেশে মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। সিন্ধুরাজ দাহির পরাজিত ও নিহত হইলে সিন্ধুদেশ মহম্মদ বিন্-কাশিম কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৩৪]। প্রথম নাগভট বোধ হয়, মুসলমানগণকে পরাজিত করিয়া গুর্জ্জরচক্রের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। নাগভটের পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ককুস্থ বা কক্কুক সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ককুস্থ বা কক্কুক সম্বন্ধে কোন কথাই অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই এবং তাহার পিতার নাম পর্য্যন্ত অজ্ঞাত রহিয়াছে। ককুস্থের পরে তাঁহার ভ্রাতা দেবরাজ বা দেবশক্তি ভিল্লমালের সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। দেবশক্তি সম্বন্ধে এই মাত্র জানিতে পারা গিয়াছে, তিনি বিষ্ণুভক্ত (পরম-বৈষ্ণব) ছিলেন এবং তাঁহার পত্নীর নাম ভূয়িকাদেবী। দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ তাঁহার পরে ভিল্লমাল-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বৎসরাজই গুর্জ্জর-প্রতিহার-রাজগণের মধ্যে উত্তরাপথ-আক্রমণে অগ্রণী হইয়াছিলেন। হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে বোধ হয় তাঁহার মাতুল-পুত্র ভণ্ডির বংশ কান্যকুব্জের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। বৎসরাজ বলপূর্ব্বক ভণ্ডির বংশধরগণের নিকট হইতে সাম্রাজ্য অপহরণ করিয়া-

(৩২) আত্মারামফলাহৃপার্জ্য বিজয়ং দেবেন দৈত্যদ্বিষা জোতির্ব্বীজম-কৃত্রিমে গুণবতি ক্ষেত্রে যদুপ্তং পুরা [1] শ্রেয়ঃ কন্দবপুস্ততস্সমভবত্তাম্বানতশ্চাপরে মম্বিক্ষাকুককুস্থমূলপৃথবঃ ক্ষ্মাপালকল্পদ্রুমাঃ ॥২॥ তেষাং বংশে সুজন্মা ক্রমনিহিতপদে ধাম্নি বজ্রেষু ঘোরং রামঃ পৌলস্ত্যহিংস্রং ক্ষতবিহতিসমিৎকর্ম্ম চক্রে পলাশৈঃ শ্লাঘ্যস্তস্যানুজোসৌ মঘবমদমুষো মেঘনাদস্য সংখ্যে সৌমিত্রিস্তীব্রদণ্ডঃ প্রতীহরণ-বিধের্যঃ প্রতীহার আসীৎ ॥৩॥—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4, p. 280, verse 2 and 3.

(৩৩) তদ্বংশে প্রতিহারকেতনভৃতি ত্রৈলোক্যরক্ষাস্পদে
দেবো নাগভটঃ পুরাতনমুনের্ম্মূর্তির্ব্বভুবাদ্ভুতং
যেনাসৌ সুকৃতপ্রমাথিবলনম্লেচ্ছাধিপাক্ষৌহিণীঃ
ক্ষুন্দানস্ফুরদুগ্রহেতিরুচিরের্দ্দোর্ভিশ্চতুর্ভির্ব্বভৌ ॥ ৪ ॥
—Ibid.

(৩৪) Sir H. Elliot's History of India, Vol I, Note B, p. 495.

ছিলেন[৩৫]। ভণ্ডি-বংশজাত কোন কান্যকুব্জরাজের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বৎসরাজ ৭০৫ শকাব্দে (অর্থাৎ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। জৈন হরিবংশ পুরাণে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ৭০৫ শকাব্দে ইন্দ্রায়ুধ উত্তরদিক, কৃষ্ণের পুত্র শ্রীবল্লভ দক্ষিণদিক, অবন্তীরাজ পূর্ব্বদিক এবং বৎসরাজ পশ্চিমদিক শাসন করিতেছিলেন এবং এই সময়ে বীর জয়বরাহ সৌর্য্যদিগের রাজত্বের অধিকারী ছিলেন[৩৬]। কান্যকুব্জ জয় করিয়াই বৎসরাজ ক্ষান্ত হন নাই, তিনি ভিল্লমাল হইতে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বপ্রান্তে আসিয়া অনায়াসে গৌড়দেশ জয় করিয়া শরদিন্দু-ধবল গৌড়িয় রাজচ্ছত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জর-রাজের গৌড়-বিজয় অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকুটবংশজ ধ্রুবধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহাকে অবিলম্বে মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ভিল্লমাল বা কান্যকুব্জের গুর্জ্জর প্রতীহারবংশ, গৌড়ের পালরাজবংশ এবং মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকুট-বংশ খৃষ্টিয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে উত্তরাপথের রঙ্গমঞ্চের রাষ্ট্রীয় নাট্যের প্রধান নায়ক এবং ইঁহাদিগের ইতিহাসই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ভগবানলাল ইন্দ্রজী অনুমান করিয়াছিলেন যে রাষ্ট্রকুটগণ দাক্ষিণাত্যবাসী অনার্য্য জাতি। তাঁহার মতানুসারে এই জাতির প্রাচীন নাম 'রট্ট'। বহু খোদিত লিপিতে রট্টগণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে দাক্ষিণাত্যে রট্টগন 'রেড্ডি' নামে পরিচিত। চারণগনের কাব্যে কান্যকুব্জ ও মাড়ওয়ারের রাঠোরগণের ভিন্ন ভিন্ন বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রাঠোর-

(৩৫) খ্যা (তাদ্) ভণ্ডিকুলান্মদোৎকটকরিপ্রাকারদুর্ল্লঙ্ঘতো
যঃ সাম্রাজ্যমধিজ্যকার্ম্মুকসখা সংখ্যে হঠাদগ্রহীৎ।
একঃ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবেষু চ যশোগুর্ব্বীন্ধুরং প্রোদ্বহ-
ন্নিক্ষাকোঃ কুলমুন্নতং সুচরিতৈশ্চক্রে স্বনামাঙ্কিতং ॥ ৭ ॥
—Annual Report Archaeological Survey of India, 1903-4, pp. 280-81, verse 7.

(৩৬) শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
প্রাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাম্।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাদি (ধি) রাজেঽপরাং
সৌর্য্যা (ণা) নামধিমণ্ডলে (লং) জয়যুতে বীরে বরাহেঽবতি ॥
—Journal of the Royal Asiatic Socity, 1909, p. 253

গণের বংশাবলীতে তাঁহাদিগকে রামচন্দ্রের পুত্র কুশের বংশধররূপে বর্ণিত করা হইয়াছে। কিন্তু সূর্য্যবংশের চারণগণ রাঠোরগণকে হিরণ্যকশিপুর বংশধর বলিয়া থাকে[৩৭]। বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের মতানুসারে রাষ্ট্রকূটগণ রট্ট উপাধিধারী ক্ষত্রিয়-বংশজাত। ইহারাই মহারাষ্ট্রের প্রাচীন অধিবাসী এবং ইহাদিগের নামানুসারে মহারাষ্ট্র দেশের নামকরণ হইয়াছে, মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট অশোকের সময়েও রট্ট বা রাষ্ট্রকূটগণ মহারাষ্ট্র দেশের অধিবাসী ছিল। রাষ্ট্রকূট রাজগণের তাম্রশাসন সমূহে তাঁহারা আপনাদিগকে যদুবংশজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন[৩৮]। দাক্ষিণাত্যে ইলুরা পর্ব্বত গুহায় দশাবতার মূর্ত্তির নিম্নে মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকূট রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা দন্তিবর্ম্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। ইনি সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বিদ্যমান ছিলেন[৩৯]। ইহার পূর্ব্বেও দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটগণের অধিকার ছিল; কারণ চালুক্যরাজ প্রথম জয়সিংহ কৃষ্ণের পুত্র ইন্দ্র নামক অষ্টশত হস্তীর অধিপতি রাষ্ট্রকূট

(৩৭) If the name Ratta was strange, it might be pronounced Ratta, Ratha or Raddi. This last from almost coincides with the modern Canarese cast-name Reddi, which, so far as information goes, Would place the Rastrakutas among the tribes of pre-sanskrit southern origin······the Bardic accounts of the origin of the Rathods of Kanauj, and Marwar very greatly ···the Rethod genealogies trace their origin to Kusa son of Rama of the solar race. The Bards of solar race hold them to be decendants of Hiranya Kasipu by a demon or Daitya mother.—Bombay Gazetteer, vol. I, Part I, pp. 119-20.

(৩৮) The Rashtrakuats are represented to have belonged to the race of Yadu···The Rashtrakuta family Was in all likelihood the main branch of the race of Kshtriyas, named Ratthas, who gave their name to the country of maharastra, and were found in it even in the times of Asoka, the Maurya —Bhandarkar's Early History of the Dekkan; 2nd Edition, p. 62.

(৩৯) Bombay Gazatteer, vol. I, Part 1, p. 120.

রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪০]। মান্যক্ষেতের রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অভ্যুদয়কাল নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, তাঁহারা চালুক্যবংশীয় তৈলপ্প কর্ত্তৃক ৯৭২ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়া ছিলেন[৪১]। দন্তিবর্ম্মার পৌত্র প্রথম গোবিন্দের পুত্রের নাম প্রথম কর্ক। তাঁহার পৌত্র দন্তিদুর্গ বা দ্বিতীয় দন্তিবর্ম্মা বাদামী বা বাতাপীপুরের চালুক্য রাজগণকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বোম্বাই প্রদেশে সমনগড় নামক স্থানে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উত্তরাপথেশ্বর শ্রীহর্ষকে যে কর্ণাটদেশীয় সেনা পরাজিত করিয়াছিল, দন্তিদুর্গ বা দন্তিবর্ম্মা তাহাদিগকে পরাজিত করে[৪২]। দন্তিদুর্গ অপুত্রক অবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তাঁহার খুল্লতাত প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, ইনি ৭০৫ শকাব্দে (৭৮৩ খৃষ্টাব্দে) দক্ষিণাপথ রাজরূপে জৈন হরিবংশ পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছেন। অতএব ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে গুর্জ্জর-প্রতিহার-বংশীয় বৎসরাজ, কাণ্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ ও রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথমকৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। বৎসরাজ প্রথম কৃষ্ণের মৃত্যুর পরেও জীবিত ছিলেন; কারণ, তিনি কান্যকুব্জ এবং গৌড়-বঙ্গ অধিকার করিলে প্রথম কৃষ্ণের দ্বিতীয় পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দুর্গম মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ধ্রুব-ধারাবর্ষের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ প্রভূতবর্ষের বহু তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহার পিতা ধ্রুবধারাবর্ষ অনায়াস-স্বীকৃতা গৌড়রাজ লক্ষ্মীর অধিকারে উন্মত্ত বৎসরাজকে দুর্গম মরু প্রদেশের কেন্দ্রে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার দিগন্ত বিস্তৃত যশঃ ও গৌড়ীয় শরদিন্দুপাদধবল রাজছত্র-

(৪০) Ibid

(৪১) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, 2nd Edition p. 76.

(৪২) কাঞ্চীশকেরলনরাধিপচোলপাণ্ড্যশ্রীহর্ষবজ্রটবিভেদবিধানদক্ষং।
কর্ণাটকং বলমনন্তমজেয়রথ্যৈর্ভৃত্যৈঃ কিয়দ্ভিরপি যঃ সহসা জিগায়॥
—Samangad grant of Dantidurga-Indian Antiquary. vol. xi. p. 112.

স্বয় হরণ করিয়া ছিলেন[৪৩]। বৎসরাজ বোধ হয় গৌড় ও বঙ্গ, এই উভয় প্রদেশই অধিকার করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক প্রদেশের রাজচ্ছত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। বৎরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ কর্তৃক পরাজিত হইলে, গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কর্ক গুর্জ্জর-রাষ্ট্রের দ্বারে অর্গলস্বরূপ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অধিকার মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন। বরোদায় আবিষ্কৃত কর্করাজের তাম্রশাসনে কথিত আছে যে, গুর্জ্জরপতি গৌড়-বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করিয়া মালব রাজকে আক্রমণ করিলে তাঁহার স্বামীর (অর্থাৎ তৃতীয় গোবিন্দের) আদেশানুসারে কর্করাজ গুর্জ্জরেশ্বরকে তাঁহার স্বীয় অধিকারের সীমা মধ্যেঅবস্থান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। এইস্থানে গৌড় ও বঙ্গের একত্র উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, বৎসরাজ কর্তৃক জিত শ্বেতছত্রদ্বয়ের একটি গৌড়ের রাজচ্ছত্র. অপরটি বঙ্গদেশের[৪৪]।

বৎসরাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে বিদ্যমান ছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ কৃষ্ণরাজ জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার পুত্র ধ্রুবধারাবর্ষ তখনও সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই। অতএব ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পরে কোন সময়ে উত্তরাপথ-বিজেতা মহারাজ বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটগণের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মরুদেশে পলায়ন করিয়াছিলেন। বৎসরাজ কর্ত্তৃক ভণ্ডির-বংশের অধিকার লোপ এবং কান্যকুব্জ অধিকার, ধ্রুব কর্ত্তৃক তাঁহার পরাজয়ের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। ধ্রুব ৭০৫ হইতে ৭১৬ শকাব্দের (৭৮৩-৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে রাষ্ট্রকূট সিংহাসনের অধিকার পাইয়াছিলেন। ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রায়ুধ উত্তরদিকের (সম্ভবতঃ কান্যকুব্জের) রাজা ছিলেন। ইন্দ্রায়ুধ গুর্জ্জর প্রতিহার রাজগণের অনুগ্রহ-ভিখারী

(৪৩) (·····)লীকৃতগৌড়রাজ্যকমলামত্তম্ প্রবেশ্যাচিরা-
দ্দুর্মার্গং মরুমধ্যমপ্রতিবলৈর্যো বৎসরাজং বলৈঃ।
গৌড়ীয়ং শরদিন্দুপাদধবলং ছত্রদ্বয়ং কেবলং।
তস্মান্নাহৃত তদ্‌যশোপি ককুভাং প্রান্তে স্থিতং তৎক্ষণাৎ॥
—Wani-grant-Indian Antiquary, vol XI, p- 157;
Radhanpur grant—Epigraphia Indica, vol, vi, p. 243.

(৪৪) গৌড়েন্দ্রবঙ্গপতিনির্জ্জয়দুর্বিদগ্ধসদ্‌গুর্জ্জরেশ্বরদিগর্গলতাং চ যস্য।
নীত্বা ভুজং বি(হত)মালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্‌ক্তে॥
—Baroda grant of Karkaraja—Indian Antiquary, vol. xii, p. 160.

ছিলেন এবং গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক তিনি রাজচ্যুত হইলে, বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট তাঁহার স্বপক্ষে ধর্ম্মপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন।

পরে যথাস্থানে ধর্ম্মপালদেবের সহিত দ্বিতীয় নাগভটের যুদ্ধের বিবরণের মধ্যে ইন্দ্রায়ুধের পরিচয় প্রদত্ত হইবে। গুর্জ্জর-প্রতিহার বংশের অনুগৃহীত ইন্দ্রায়ুধ যখন ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কাণ্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, তখন বৎসরাজ কর্ত্তৃক ভণ্ডির বংশের অধিকার লোপ নিশ্চয়ই ঐ সময়ের পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

এই প্রমাণের উপরে নির্ভর করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বৎসরাজ কর্ত্তৃক ৭৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গ বিজিত হইয়াছিল। প্রথম কৃষ্ণরাজের দ্বিতীয় পুত্র রাষ্ট্রকূট-বংশীয় প্রথম সম্রাট ধ্রুবধারাবর্ষ ৭০৫ শকাব্দ হইতে ৭১৬ শকাব্দের মধ্যে কিয়ৎকাল মান্যখেতের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। অতএব এই একাদশ-বর্ষের মধ্যে গুর্জ্জররাজ বৎসরাজ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ধ্রুবধারা-বর্ষের রাজ্যকাল হইতে রাষ্ট্রকূট-সাম্রাজ্যের উন্নতির সময় আরব্ধ হইয়াছিল। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় গোবিন্দকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৪৫]। তিনি দক্ষিণাপথে গঙ্গবংশীয় রাজগণকে পরাজিত করিয়া কাঞ্চীনগরের অধিপতি পল্লব-বংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪৬]। কথিত আছে যে, ধ্রুব কোশল দেশের রাজচ্ছত্র অধিকার

(৪৫) জ্যেষ্ঠোল্লংঘনজাতয়াপ্যমলয়ালক্ষ্ম্যা সমেতোপি সং
যোভূন্নির্ম্মলমণ্ডলস্থিতিযুতো দোষাকরো ন কচিৎ।
কর্ণাধস্থিতদানসন্ততিভৃতো যস্যাপ্তদানাধিকং
দানং বীক্ষ্য সুলজ্জিতা ইব দিশাং প্রান্তে স্থিতা দিগ্‌গজাঃ ॥৫
—Radhanpur Grant of Govinda III—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 243.

(৪৬) অন্যৈর্ন্ন জাতু বিজিতং গুরুশক্তিসারমাক্রান্তভূতলমনন্য সমানমানং।
যেনেহ বদ্ধমলোক্য চিরায় গঙ্গং দূরম্‌ স্বনিগ্রহভিয়েব কলিঃ প্রযাতঃ ॥৬
একত্রাত্মবলেন বারিনিধিনাপ্যন্যত্র রুধ্বা ঘনং
নিষ্ক্রান্তাসিতটোদ্ধতেন বিহরদ্‌ গ্রাহাতিভীমেন চ।
মাতঙ্গান্‌ মদবারিনির্ঝরমুচঃ প্রাপ্যানতাং পল্লবাৎ
তচ্চিত্রং মদলেশমপ্যহৃদিনং য স্পৃষ্টবান্‌ ন কচিৎ ॥৭
—Radhanpur Grant of Govinda III—Epigraphia Indica, Vol. VI, p. 243.

করিয়াছিলেন[৪৭]। দেউলি গ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে; ধ্রুবধারাবর্ষের তিনটি শ্বেতচ্ছত্র ছিল[৪৮]। ধ্রুবধারাবর্ষ বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া মরুভূমিতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া স্বয়ং অধিক দিন উত্তরাপথে অবস্থান করেন নাই। তিনি বোধ হয়, দিগ্বিজয় শেষ করিয়া রাজধানী মান্যখেতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং উত্তরাপথের নরপতিগণ পুনর্ব্বার স্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক বারংবার আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অতিশয় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। এতদ্ব্যতীত মগধের গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোন রাজা বোধ হয়, গৌড়-মগধ-বঙ্গে স্বীয় অধিকার দৃঢ়ভিত্তির উপরে স্থাপন করিতে পারেন নাই এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ সতত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। ফলে, খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে উত্তরাপথের প্রাচ্য-খণ্ডে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। অরাজকতার প্রাচীন নাম "মাৎস্যন্যায়"। খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃতিপুঞ্জ মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য বপ্যট নামক রণকুশল ব্যক্তির পুত্র গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। গোপালদেব পাল-বংশের প্রথম রাজা এবং তাঁহার রাজ্যকাল হইতে গৌড়, মগধ ও বঙ্গের পাল-সাম্রাজ্যের ইতিহাস আরব্ধ হইয়াছে।

(৪৭) Bhandarkar's Early History of the Dekkan, p. 65.

(৪৮) শ্বেতাতপত্রত্রিতয়েন্দুবিম্বলীলোদয়াদ্রেঃ কলিবল্লভাখ্যাৎ।
ততঃ কৃতারাতিমদভঙ্গো জাতো জগত্তুঙ্গনৃপাধিরাজঃ ॥ ১১
—Deoli Plates of Krisna III, Epigraphia Indica, Vol. V, p. 193.

পরিশিষ্ট (ঙ)

কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণ

গত তিন বৎসর যাবৎ 'প্রবাসী', 'মানসী', প্রভৃতি মাসিকপত্রে "আদিশূর ও কুলশাস্ত্র" 'ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন" "দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব","কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতার দৃষ্টান্ত" প্রভৃতি প্রবন্ধে বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ বহুদিন যাবৎ বাঙ্গালাদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতির কুলশাস্ত্র-সমূহ সংগ্রহ করিয়া তাহা হইতে ঐতিহাসিক প্রমাণ সঙ্কলন করিয়া আসিতেছেন এবং সুধীগণের নিকটে সেই সকল প্রমাণ ধ্রুবসত্যরূপে গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে দুইখানি তাম্রশাসন এবং কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুলশাস্ত্র-সমূহের ঐতিহাসিক প্রমাণের অসারতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিম্নলিখিত তাম্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের সত্যতা সম্বন্ধে আমার সন্দেহ জন্মে :—

(১) দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের রজত মুদ্রা। মালদহে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের চতুর্থ অধিবেশনে স্বর্গগত রাধেশচন্দ্র শেঠ দুইটি রজত মুদ্রা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই দুইটি পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের উত্তর-পূর্ব্বাংশে ন্যূনাধিক দুই ক্রোশ মধ্যে জনৈক সাঁওতাল-কৃষক কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছিল। সেই কৃষক তাহা পুরাতন মালদহের জনৈক দোকানদারের নিকট বিক্রয় করিয়াছিল। "গৌড়দূত" নামক সাপ্তাহিক পত্রের কার্য্যাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র আগরওয়ালা মুদ্রা দুইটি দোকানদারের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া রাধেশচন্দ্র শেঠকে প্রদান করিয়াছিলেন। শেঠ মহাশয় রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় এই দুইটি মুদ্রার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। (রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ৭০—৭৪)। এই মুদ্রাদ্বয় পাণ্ডুনগর নামক স্থানে মুদ্রাঙ্কিত ও প্রথম মুদ্রাটি মহেন্দ্রদেবের এবং দ্বিতীয় মুদ্রাটি দনুজমর্দ্দনদেবের নামাঙ্কিত। ইতিপূর্ব্বে দনুজমর্দ্দন বা মহেন্দ্রদেবের কোন মুদ্রা আবিষ্কৃত হয় নাই। উভয় মুদ্রাতেই শকাব্দের তারিখ ছিল, কিন্তু মুদ্রাদ্বয়ের পার্শ্ব কাটিয়া যাওয়ায় রাজদ্বয়ের কাল-নির্ণয় হয় নাই।

কিছুকাল পূর্ব্বে খুলনা জেলার বাসুদেবপুর গ্রামনিবাসী জনৈক মুসলমান কবরখননকালে একটি রজতমুদ্রা আবিষ্কার করিয়াছিল। সে ঐ মুদ্রাটি উক্ত গ্রাম-নিবাসী শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়কে দিয়াছিল, খুলনা দৌলতপুর কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় এই মুদ্রাটি সংগ্রহ করিয়া আনিয়া আমাকে দেখাইয়াছিলেন। এই মুদ্রাটি দনুজমর্দ্দনদেবের এবং ইহা ১৩৩৯ শকাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মিত্র ও আমি মুদ্রার পাঠোদ্ধার করিয়া উহা চন্দ্রদ্বীপে মুদ্রাঙ্কিত স্থির করিয়াছিলাম, কিন্তু সম্প্রতি পূর্ব্ববঙ্গে দনুজমর্দ্দনদেবের বহু রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় সেই মতের পরিবর্ত্তনের আবশ্যক হইয়াছে। বাসুদেবপুরে দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইলে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বাসুদেবপুরের মুদ্রা ও পাণ্ডুয়ার নিকটে আবিষ্কৃত মুদ্রা একই রাজার এবং দনুজমর্দ্দনদেবের প্রকৃত তারিখ ১৩৩৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৭ খৃষ্টাব্দ। বাসুদেবপুরের মুদ্রার সহিত ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত দনুজমর্দ্দনদেবের মুদ্রার চিত্রের তুলনা করিয়া অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র এবং আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, পাণ্ডুনগর ও চন্দ্রদ্বীপ উভয় টাঁকশালের মুদ্রাই দনুজমর্দ্দনদেব কর্ত্তৃক ১৩৩৯ শকাব্দে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। দনুজমর্দ্দনদেবের প্রকৃত কাল নির্ণীত হইলে চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের ইতিহাসের কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছিল। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকায় বাঙ্গালার সেন রাজবংশ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলিয়াছেন যে, কেশবসেনের পরে সদাসেন নামক একজন রাজা অষ্টাদশ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং সদাসেনের পরে নৌজা নামক একজন রাজা সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, এই কথা আবুল-ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। হরিমিশ্র ঘটক প্রণীত কারিকায় দনোজামাধব নামক জনৈক পরাক্রান্ত রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই দনোজামাধবই যে আইণ-ই-আকবরীতে নৌজা নামে উল্লিখিত হইয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এড়ুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ মিশ্র, মহেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রকারগণের কারিকাসমূহে এবং ইদিলপুরের পাশ্চাত্য বৈদিক কুলাচার্য্যগণের গ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দনোজামাধব বঙ্গজ কায়স্থ ও ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্যপ্রথা সংস্কার করিয়াছিলেন।

এই সকল কুলাচার্য্যগণের কোন কোন গ্রন্থে দনোজমাধবদেবের নাম কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়া দনুজমাধবদেব আকার ধারণ করিয়াছে।

"Some of these Karikas give the name of Danouja-Madhava-Deva slightly altered, such as Danuja-Madhava-Deva. Danuja-Marddana-Deva",—Chronology of the Sena-Kings of Bengal—Journal of the Asiatic Society of Bengal. 1896, pt. I, p. 32.

কোন কোন কুলগ্রন্থে দনৌজামাধব দনুজমর্দ্দনরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন বলিয়া শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু লক্ষ্মণসেনের পৌত্র দনৌজামাধব ও চন্দ্রদ্বীপ-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা অভিন্ন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। মালদহ জেলায় ও খুলনা জেলায় দনুজমর্দ্দনদেবের রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হইল যে দনৌজামাধব ও দনুজমর্দ্দন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি; কারণ দনৌজামাধব ১২৮০ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দীন্ বলবনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, (Elliot's Muhammadan Historians of India, Vol, III, p. 116.) যিনি ১২৮০ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তিনি কখনই ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে জীবিত থাকিতে পারেন না। দনুজ-মর্দ্দনদেবের মুদ্রা আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রমাণ হইয়াছে যে এডুমিশ্র, হরিমিশ্র, ধ্রুবানন্দ ও মহেশ্বর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কুলশাস্ত্রকারগণের কারিকাগুলি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাসযোগ্য নহে, কারন তাঁহারা দনৌজমাধবের পরিবর্ত্তে দনুজমর্দ্দনের নাম কোন কোন স্থানে ব্যবহার করিয়াছেন;

দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের মুদ্রা-আবিষ্কারবার্ত্তা প্রচারিত হইবার অল্পদিন পরে মৈমনসিংহ জেলার পুড্যা গ্রামে বটুভট্ট-রচিত একখানি প্রাচীন কুলগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে লিখিত, কিন্তু ইহার অক্ষর দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর ন্যায়। অক্ষর দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় এবং মহেন্দ্র-দেবের মুদ্রা আবিষ্কারের অব্যবহিত পরে উক্ত গ্রন্থের বিবরণ প্রকাশিত হওয়ায় আমার সন্দেহ হইয়াছিল যে,উক্ত কুলগ্রন্থ অকৃত্রিম নহে। উক্ত গ্রন্থের স্বত্বাধিকারী মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দ্বারা মূল পুথি পরীক্ষা করাইয়াছিলেন। শাস্ত্রীমহাশয় আজীবন প্রাচীন সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ ও পাঠোদ্ধার করিতেছেন এবং এই বিষয়ে তাঁহার মত পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদৃত ও সম্মানিত হইয়া থাকে। তিনি

যখন মূল পুথি পরীক্ষা করিয়া উহা অকৃত্রিম বলিয়াছেন, তখন তৎসম্বন্ধে আমার কোন কথাই বলা উচিত নহে। কিন্তু মূল গ্রন্থ অকৃত্রিম হইলেও গত তিন বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত কতকগুলি প্রাচীন মুদ্রার দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, বটুভট্টের "দেববংশ" নামক কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিক অংশ বিশ্বাসযোগ্য নহে। দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্রদেবের রজতমুদ্রা আবিষ্কারের পরে "দেববংশের" বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "দেববংশ" অবলম্বন করিয়া তাঁহার 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের' রাঢ়ের দেববংশের যে বিবরণ সংকলন করিয়াছেন, তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায়, 'দনুজারিদেবের সহিত গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের সৌহৃদ্য ও সম্পর্ক ছিল। যখন লক্ষ্মণসেন মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রাঢ় পরিত্যাগ করেন, তখন দনুজারিও তাঁহার সহিত গিয়াছিলেন। তৎপুত্র হরিদেব পাণ্ডুনগরে গিয়া বাস করেন। হরিদেবের পুত্র নারায়ণদেবের দুই পুত্র পুরন্দর ও পুরুজিৎ। পুরুজিতের পুত্র আদিত্য, আদিত্যের দুই পুত্র—দেবেন্দ্র ও ক্ষিতীন্দ্র। রণচণ্ডীর প্রসাদে দেবেন্দ্র পাণ্ডুনগরের অধিপতি হইয়াছিলেন। দেবেন্দ্রদেবের ঔরসে মহেন্দ্রদেব জন্মগ্রহন করেন। তিনি মুসলমানদিগকে দূরীভূত করিয়া এবং কংস্যকুল নিহত করিয়া পাণ্ডুনগরের আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন। তৎপুত্র মহাশক্তি মহাবীর দনুজমর্দ্দনদেব গৌড়রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভার্য্যা পুত্রসহ গুরুর আদেশে সমুদ্রকূলে চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজধানী করেন, (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ৩৭৬-৩৬৭)। স্বর্গীয় রাধেশচন্দ্র শেঠ কর্তৃক প্রকাশিত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রার চিত্র দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে, উক্ত মুদ্রা ১৩৩৬ শকাব্দা, অর্থাৎ ১৪১৪ খৃষ্টাব্দে মুদ্রাংকিত হইয়াছিল। ঢাকা-বিভাগের স্কুল-সমূহের ইনসপেক্টর শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন্ (H. E. Stapleton) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত খুলনা জেলায় আবিষ্কৃত দনু[illegible]দেবের মুদ্রাদর্শন করিতে আসিয়া আমাকে মহেন্দ্রদেবের অনেকগুলি রজতমুদ্রা দেখাইয়াছিলেন। এই সমস্ত মুদ্রা ১৩৪০-১৩৪৯ শকাব্দের (১৪১৮-১৪২৭ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কোন সময়ে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কারন, এই সকল মুদ্রার সহস্রাংকের স্থানে ১, শতাংকের স্থানে ৩, দশাংকের স্থানে ৪ অংকিত আছে। প্রায় সকল মুদ্রাতেই একাংকের স্থান কাটিয়া গিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে পাণ্ডুয়ায় আবিষ্কৃত মহেন্দ্রদেবের মুদ্রায় "শকাব্দা ১৩৩৬" পাঠ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহেন্দ্রদেবের নবাবিষ্কৃত মুদ্রাসমূহ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, পাণ্ডুয়ার মুদ্রার তারিখের প্রকৃত পাঠোদ্ধার হয় নাই। ৺রাধেশ

চন্দ্র শেঠ যে মুদ্রার চিত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা এখন কোথায় আছে, বলিতে পারা যায় না। মূল মুদ্রা পরীক্ষা না করিয়া পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে কোন মত প্রকাশ করা উচিত নহে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে দনুজমর্দ্দনদেবের যে মুদ্রা আছে, তাহাতে স্পষ্ট শকাব্দা ১৩৩৯ লিখিত আছে। ষ্টেপলটন্ মহেন্দ্রদেবের যে সমস্ত মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার তারিখের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে তিনি এবং আমি একমত হইয়াছি। এই সকল মুদ্রা যে ১৪১৮ হইতে ১৪২৭ খৃষ্টাব্দ মধ্যে মুদ্রাংকিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এই সকল নবাবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রার প্রমাণ হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পরবর্ত্তী নহেন ; সুতরাং মহেন্দ্রদেবের সহিত যদি দনুজমর্দ্দনদেবের কোন সম্বন্ধ থাকে, তাহা হইলেও তিনি দনুজমর্দ্দনদেবের পিতা হইতে পারেন না। বটুভট্টের "দেববংশে" মহেন্দ্রদেব দনুজমর্দ্দনের পিতা বলিয়া পরিচিত, কিন্তু বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক প্রমাণের বলে মহেন্দ্রদেব, দনুজমর্দ্দনের পুত্র অথবা উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত হইতে পারেন। সুতরাং বটুভট্টের "দেববংশে"র ঐতিহাসিক অংশগুলি বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে না।

(২) ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন :—এই তাম্রশাসনখানি ১৯১২ খৃষ্টাব্দে ঢাকা জেলায় বেলাবো গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। নলিনীকান্ত ভট্টশালী, শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও আমি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ উদ্ধার করিয়াছি। উদ্ধৃত পাঠে দুই একটি নাম ব্যতীত বিশেষ কোন মতভেদ নাই। ভোজবর্ম্মার পিতার নাম শ্যামলবর্ম্মা। বঙ্গদেশীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মুখে শুনিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা রাজা শ্যামলবর্ম্মার রাজত্বকালে শাকুণ-সত্র নামক যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে কর্ণাবতী নগর হইতে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে, নগেন্দ্রনাথ বসু "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" দ্বিতীয় ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলশাস্ত্র হইতে শ্যামলবর্ম্মার নিম্নলিখিত পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন :—

(ক) চন্দ্রবংশে ত্রিবিক্রম নামে এক নরপতি জন্মগ্রহণ করেন। * * * ইনি বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * অনন্তর রাজা বিজয়সেন তাঁহার মালতী নাম্নী গুণবতী মহিষীর গর্ভে মল্ল ও শ্যামল নামক দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। * * শ্রীমান্ শ্যামলবর্ম্মা অগ্রজ মল্লবর্ম্মাকে পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত দেখিয়া স্বয়ং দিগ্বিজয় করিতে মনোযোগী হইলেন। * * * দেশবিদেশ-

বাসী বহুসংখ্যক প্রবলপ্রতাপান্বিত নরপতি তাঁহার তীব্র পরাক্রমে পরাভূত হইলে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া গৌড়ান্তর্গত বিক্রমপুরের উপান্তভাগে স্বীয় বাসার্থ একটি পুরী নির্ম্মাণ করিলেন।—রামদেব বিদ্যাভূষণের বৈদিক কুলমঞ্জরী।

(খ) মহারাজ পরমধর্ম্মজ্ঞ ত্রিবিক্রম কাশিপুরীসমীপে বাস করিতেন * * * মহীপাল ত্রিবিক্রম সেই স্থানে অবস্থান করিয়া তাঁহার মহিষী মালতীর গর্ভে বিজয়সেন নামক এক পুত্র উৎপাদন করেন। * * * বিজয়সেনের পত্নীর নাম ছিল বিলোলা। * * এই বিলোলার গর্ভে রাজা বিজয়সেন দুইটি পুত্র উৎপাদন করেন। পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একজনের নাম মল্লবর্ম্মা ও অপরজনের নাম শ্যামলবর্ম্মা * * শ্যামলবর্ম্মা গৌড়দেশবাসী শত্রুগণকে জয় করিবার জন্য এখানে সমাগত হন। এইস্থানে আসিয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় প্রধান শত্রুকে জয় করিয়া অতিধর্ম্মজ্ঞ শ্যামলবর্ম্মা রাজা হইয়াছিলেন।—ঈশ্বরকৃত বৈদিক কুলপঞ্জী।

(গ) গঙ্গার পূর্ব্বে মেঘনার পশ্চিমে লবণসমুদ্রের উত্তরে ও বরেন্দ্রের দক্ষিণে স্বধর্ম্মশীল শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। —সামন্তসারের বৈদিক-কুলার্ণব।

এতদ্ব্যতীত বসুজ মহাশয় অপর একখানি অজ্ঞাতনামা কুলগ্রন্থে শ্যামলবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসনের কিয়দংশের প্রতিলিপি আবিষ্কার করিয়াছিলেন :—

"দুই শত বৎসরের হস্তলিখিত অপর বৈদিক কুলপঞ্জিকায় শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনের অনুলিপি যেরূপ গৃহীত হইয়াছে আমরা নিম্নে তাহাই উদ্ধৃত করিলাম,—এই উদ্ধৃত পাঠ ও সেনবংশীয় বিশ্বরূপের তাম্রশাসনের পাঠ, উভয়ে মিলাইয়া দেখিলে সহজেই সকলে জানিতে পারিবেন যে, উভয়েই যেন এক ছাঁচে ঢালা।

ইহ খলু বিক্রমপুরনিবাসি-কটকপতেঃ শ্রীশ্রীমতঃ জয়স্কন্ধাবারাৎ স্বস্তি সমস্ত-সুপ্রসস্ত্যাপেতসততবিরাজমানাশ্বপতিগজপতিনরপতিরাজত্রয়াধি-পতি বর্ম্মবংশ-কুলকমলপ্রকাশভাস্করসোমবংশপ্রদীপপ্রতিপন্নকর্ণগাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরমভট্টারকপরমসৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্যামলবর্ম্ম-দেবপাদবিজয়িনিঃ

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২২।

পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের আর একস্থানে বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন,—তিনি (শ্যামলবর্ম্মা) সেনবংশীয় নৃপতির আশ্রয়ে করদরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু সেই

সেনবংশীয় অধীশ্বরের নাম পাশ্চাত্য কুলগ্রন্থে স্পষ্ট পাওয়া যায় না। এদিকে শ্যামলবর্ম্মা কোন কুলগ্রন্থে 'শূরান্বয়', আবার কোন কুলগ্রন্থে 'সেনান্বয়' বলিয়াই বর্ণিত।"

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৯।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণসমূহের উপর নির্ভর করিয়া, বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু স্থির করিয়াছিলেন যে, শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় হেমন্তসেনের পৌত্র, বিজয়সেনের কনিষ্ঠ পুত্র ও বল্লালসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ভোজবর্ম্মার বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইলে প্রমাণ হইল যে, বসুজ মহাশয়ের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অসার এবং যে প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি এই সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, সেই কুলশাস্ত্রের সিদ্ধান্তগুলি মিথ্যা কবি কল্পনা, তাহা প্রমাণস্বরূপ গণ্য হইতে পারে না। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শ্যামলবর্ম্মা সেনবংশীয় নহেন, তিনি যদুবংশজাত, তাঁহার পিতার নাম বিজয়সেন অথবা তাঁহার মাতার নাম বিলোলা নহে। দুঃখের বিষয় এই যে, বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইবার পরেও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় "কুলগ্রন্থের ঐতিহাসিকতা ও ভোজের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়া কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে বসুজ মহাশয় বলিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বে তিনি কুলশাস্ত্রের যে সমস্ত পুথি পাইয়াছিলেন, তাহা ভ্রমে পরিপূর্ণ, "সাত নকলে আসল খাস্তা হইয়াছিল।" সম্প্রতি তিনি টালানিবাসী গুরুচরণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটী হইতে একখানি তালপত্রে লিখিত প্রাচীন পুথি পাইয়াছিলেন। ইহা ঈশ্বরকৃত বৈদিক-কুলপঞ্জিকা। "ভারতবর্ষ" পত্রিকায় বসুজ মহাশয় এই নূতন পুথি হইতে শ্যামলবর্ম্মার যে নূতন পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা অতীব আশ্চর্য্য। ১৩১১ বঙ্গাব্দে বসুজ মহাশয় ঈশ্বর বৈদিক-কৃত কুলপঞ্জিকা হইতে শ্যামলবর্ম্মার যে বংশপরিচয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার সহিত ১৩২০ বঙ্গাব্দে ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকা হইতে বসুজ মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত শ্যামলবর্ম্মার দ্বিতীয় বংশ-পরিচয় তুলিত হওয়া উচিত:—

শ্যামলবর্ম্মার প্রথম বংশ-পরিচয়:—

ত্রিবিক্রম মহারাজ সেনবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞঃ কাশীপুরসমীপতঃ॥

স্বর্ণরেখা নদী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গঙ্গাসলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতারিণী ॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াঃ।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্নী বিজয়সেনকং ॥
আসীৎ স এব-রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ।
পত্নী তস্য বিলোলা চ পূর্ণচন্দ্রসমত্যুতিঃ ॥
স্ত্রিয়াং তস্যাং হি পুত্রৌ দ্বৌ মল্লশ্যামলবর্ম্মকৌ।
স এব জনয়ামাস ক্ষৌণীরক্ষকরাবুভৌ ॥
মল্লশ্যত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমাগতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌঢ়দেশ-নিবাসিনঃ ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দুলং বঙ্গদেশ নিবাসিনং।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মাজ্ঞা নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ ॥

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণকাণ্ড, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৪, পাদটীকা ২

শ্যামলবর্ম্মার দ্বিতীয় বংশ-পরিচয়।

ত্রিবিক্রম মহারাজ শূরবংশ-সমুদ্ভবঃ।
আসীৎ পরম ধর্ম্মজ্ঞো দেশে কাশীসমীপতঃ ॥
স্বর্ণরেখা-পুরী যত্র স্বর্ণযন্ত্রময়ী শুভা।
স্বর্গাঙ্গা সলিলৈঃ পূতা সল্লোকজনতোষিনী ॥
অসৌ তত্র মহীপালো মালত্যাং নামতঃ স্ত্রিয়াং।
আত্মজং জনয়ামাস নাম্না কর্ণসেনকং ॥
আসীৎ স এব রাজা চ তত্র পূর্য্যাং মহামতিঃ।
কন্যা তস্য বিলোলাচ পুর্ণচন্দ্রসমত্যুতিঃ ॥
প্রিয়াং তস্যাং হি দ্বৌ পুত্রৌ মল্ল-শ্যামলবর্ম্মাকৌ।
সা এব জনয়ামাস ক্ষৌণী-রক্ষকরা বুভৌ ॥
মল্লস্তত্রৈব প্রথিতঃ শ্যামলোঽত্র সমগেতঃ।
জেতুং শত্রুগণান্ সর্ব্বান্ গৌড়দেশনিবাসিনঃ ॥
বিজিত্য রিপুশার্দ্দুলং বঙ্গদেশনিবাসিনঃ।
রাজাসীৎ পরমধর্ম্মজ্ঞো নাম্না শ্যামলবর্ম্মকঃ ॥

জিত্বা সর্ব্বমহীপতিং ভুজবলৈঃ পঞ্চাস্যতুল্যো বলী।
শ্রীমদ্বিক্রমপুরনাহনগরে রাজাভবন্নিশ্চিতং ॥.

—ভারতবর্ষ, ১ম বর্ষ, পৃঃ ৩১।

তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঈশ্বর বৈদিকের কুলপঞ্জিকার দ্বিতীয় পুথিতে "কাশীপুর" স্থানে "দেশে কাশী" "স্বর্ণরেখা নদী" স্থানে "স্বর্ণরেখা পুরী," "বিজয়সেনকং" স্থানে "কর্ণসেনকং," "পত্নী তস্য বিলোলা" স্থানে "কন্যা তস্য বিলোলা", "স্ত্রিয়াং" স্থানে "শ্রিয়াং" পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই সকল পরিবর্ত্তন সমেত দ্বিতীয় পুথিখানি বেলাবো তাম্রশাসন আবিষ্কারের অল্পদিন পরেই বসুজ মহাশয়ের হস্তগত হইয়াছিল। বেলাবো তাম্রশাসনে শ্যামলবর্ম্মার মাতামহ চেদিরাজ কর্ণদেবের নাম আছে, সুতরাং উক্ত তাম্রশাসন আবিষ্কারের পরে ঈশ্বর বৈদিককৃত দ্বিতীয় পুথি আবিষ্কার হওয়ায় সন্দেহ হইতেছে যে, কোন দুষ্ট ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক কতকগুলি কুলশাস্ত্র রচনা করিয়া বারংবার বসুজ মহাশয়কে প্রতারিত করিয়াছে। অল্পদিন পূর্ব্বে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন যে,সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত "রামচরিত" প্রকাশিত হইবার পরেই তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের নামাবলী আবিষ্কৃত হইল, কিন্তু তাহার পূর্ব্বে কেহ সন্ধ্যাকরনন্দীর বংশ-পরিচয় দিতে পারিলেন না, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয়।

(৩) বিজয়সেনের তাম্রশাসন:—কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্রলোক আমার নিকটে বিজয়সেনের একখানি নূতন তাম্রশাসন আনিয়াছিলেন, ইহা বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেনের ৩১ বা ৩৬ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বল্লালসেনের মাতা বিলাসদেবী শূরবংশের কন্যা এবং বল্লালসেন স্বয়ং শূরবংশের দৌহিত্র। আদিশূর সম্বন্ধে কুলগ্রন্থের যে সমস্ত বচন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সেনরাজগণ আদিশূরের দৌহিত্র বংশজাত—

(ক) জাতো বল্লালসেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে

(খ) আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরম্।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না শ্রীঃশ্রীরিব শুভা ॥

(গ) আসীৎ গৌড়ে মহারাজ আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
তদাত্মজা-কুলে জাতো বল্লালাখ্যো মহীপতিঃ ॥

(খ) যতো জগদ্রাজজয়ীশবর্য্য ঐশ্বর্য্যশৌর্য্যার্জ্জববীর্য্যভাজী।
অপূর্ব্বভক্তির্ভবদেবদেবেষবেদ শশাঙ্কস্মররম্রশাকে ॥
জাতো বিজয়সেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।
পুণ্যাত্মা দ্বেষশূন্যো ধরণীপতিগণৈঃ পূজ্যমানপ্রধানঃ ॥

বিজয়সেনের তাম্রশাসনে যখন দেখিতে পাইতেছি যে, বল্লালসেন স্বয়ং শূরবংশের দৌহিত্র ছিলেন, তখন—

(ক) তিনি কখনই আদিশূরের দৌহিত্র-বংশজাত হইতে পারেন না।

(খ) তাঁহার মাতার নাম শ্রী নহে, কিন্তু তাঁহার মাতা বিলাসদেবীই শূরবংশের কন্যা।

পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে সাধারণতঃ কুলশাস্ত্রের প্রমাণগুলি অসত্য বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয় যে, প্রাচীন জনপ্রবাদ লইয়া কুলশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। শ্যামলবর্ম্মার সময়ে বঙ্গে বৈদিক ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। দনুজমর্দ্দনদেব চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। আদিশূরের সময়ে বঙ্গে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন। এই সকল জনপ্রবাদ ব্যতীত কুলশাস্ত্রে প্রাচীনকালে বংশপরম্পরা ও বিবাহ-সম্বন্ধ ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বর্ত্তমান সময়ে কুলশাস্ত্রসমূহে রাশি রাশি ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু নূতন ঐতিহাসিক আবিষ্কারের আলোকে তৎসমুদয় "প্রক্ষিপ্ত" প্রমাণ হইতেছে। এইজন্য গ্রন্থমধ্যে কুলশাস্ত্রোদ্ধৃত কোন বচন প্রমাণস্বরূপ গৃহীত হইল না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

পাল-বংশের অভ্যুদয়

পালবংশের পরিচয়—সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত—হরিভদ্রের অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-টীকা—বৈদ্যদেবের—তাম্রশাসন—ঘনরামের-ধর্ম্মমঙ্গল—পালরাজগণের কায়স্থত্ব—মাৎস্যন্যায়—রাজনির্ব্বাচন সম্বন্ধে তারনাথের উপাখ্যান—পালরাজগণের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী—প্রথম গোপালদেব—দেদ্দদেবী-গোপালদেবের রাজ্যকাল—ধর্ম্মপাল—ধর্ম্মপালের রাজ্যকাল—তৃতীয় গোবিন্দের রাজ্যকাল—কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধের পরাজয়—চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান—দ্বিতীয় নাগভটের সহিত যুদ্ধ—ধর্ম্মপালের পরাজয়—বাহুকধবল—তৃতীয় গোবিন্দের উত্তরাপথাভিযান—ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের তৃতীয় গোবিন্দের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা—রন্নাদেবী—পরবল—ত্রিভুবন পাল—বুদ্ধগয়ার শিলালিপি—খালিমপুরের তাম্রশাসন—স্বর্ণরেখ—হরিচরিত কাব্য।

বারবার পরাক্রান্ত বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিবাসিগণ একজন রাজা নির্বাচন করিয়াছিল। তিব্বতদেশীয় লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে উড়িষ্যায়, বঙ্গে এবং পূর্বদেশের অন্য পাঁচটি প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু সমগ্র দেশে কোন রাজা ছিলেন না[১]। দেশের যখন এইরূপ অবস্থা তখন প্রজাপুঞ্জ প্রবলের অত্যাচারে পীড়িত হইয়া অরাজকতা দূর করিবার জন্য রাজনির্বাচন করিয়াছিল। প্রজাবৃন্দ যাহাকে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন স্বেচ্ছায় প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার নাম গোপালদেব। তাঁহার পিতা যুদ্ধ-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন[২], এবং তাঁহার পিতামহ দয়িতবিষ্ণু সর্ববিদ্যাবিৎ ছিলেন[৩]। দয়িতবিষ্ণুর পিতৃ-

---

(১) In Odivisa in Bengal and the other five provinces of the East each Kshatriya, Brahman and merchant, constituted himself a king of his surroundings, but there was no king ruling the country.—Indian Antiquary, vol. IV. pp. 365-6.

(২) আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্ততঃ॥
ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১-১৪।

(৩) শ্রিয়ঃ ইব সুভগায়া সম্ভবো বারিরাশিশ্‌ শশধর ইব ভাসো বিশ্বমাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতিরবনিপানাং সন্ততেরুত্তমায়া অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ববিদ্যাবদাতঃ॥
—ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরের তাম্রশাসন ; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

পিতামহের কোন সন্ধান অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পালরাজবংশের যতগুলি শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে মাত্র খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে বপ্যট ও দয়িতবিষ্ণুর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। দয়িতবিষ্ণুর-বংশপরিচয় অদ্যাবধি কোন তাম্রশাসনে বা শিলালিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার বংশধরগণ অন্যূন সার্দ্ধ-চারিশত বৎসর গৌড় মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বহু তাম্রশাসন ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু পাল-রাজবংশের কোন খোদিতলিপিতেই তাঁহাদিগের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হয় নাই। সন্ধ্যাকরনন্দীবিরচিত "রামচরিতে" এবং ঘনরামের "ধর্ম্মমঙ্গলে" পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কুমারপালের সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনে পালরাজগণের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে "রামচরিত" খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে লিখিত হইয়াছিল এবং বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনও ঐ সময়ে অথবা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রদত্ত হইয়াছিল। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ইহার বহু পরে রচিত হইয়াছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের রাজত্বকালে হরিভদ্র 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতার' টীকায় বলিয়া গিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল "রাজভটাদিবংশপতিত [৪]।" হরিভদ্র ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং তাঁহার উক্তি সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিত, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল ও বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনাপেক্ষা অধিকতর প্রমাণিক হওয়া উচিত। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে ধর্ম্মপাল বঙ্গের খড়্গবংশীয় রাজা দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্টের বংশজাত। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন,—"এই কয়টি প্রমাণ

---

(৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ১৪৭। হরিভদ্রের 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-টীকায়' ধর্ম্মপালদেব সম্বন্ধে 'রাজভটবংশপতিত' শব্দটি আছে, এই সংবাদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর নিকট পাইয়াছিলেন। নেপালে কাঠমাণ্ডু নগরে 'বীর লাইব্রেরী' নামক গ্রন্থাগারে হরিভদ্র-বিরচিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা-টিকার' একখানি প্রাচীন পুথি আছে, পুথিখানি তালপত্রে লিখিত এবং মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতানুসারে পুথিখানির বয়স সাত আট শত বৎসর হইবে। এই গ্রন্থের দ্বাত্রিংশ অধ্যায়ের শেষে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে:—

রাজ্যে [illegible]বংশপতিত শ্রীধর্ম্মপালস্য বৈ।
তত্ত্বালোকবিধায়িনী বিরচিতা সৎপঞ্জিকেয়ং ময়া॥

দ্বারা আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, গোপাল ও ধর্মপাল প্রথমতঃ গৌড়বাসী ছিলেন না, মূলতঃ বঙ্গবাসী ছিলেন এবং বঙ্গের রাজভটের বংশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন[৫]। চীনদেশীয় পরিব্রাজক সেঙ্গ-চি ৬৫০ হইতে ৬৫৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রাজভটকে সমতট বা বঙ্গের সিংহাসনে দেখিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজক ই-চিং ৬৭৩ খৃষ্টাব্দে তাম্রলিপ্তি নগরে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, তৎপূর্ব্বে সেঙ্গ-চি নামক তাঁহার একজন স্বদেশবাসী জলপথে সমতটে আগমন করিয়াছিলেন[৬]। বসুজ মহাশয় স্থির করিয়াছিন যে, খড়্গবংশীয় দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীন-পরিব্রাজক-বর্ণিত সমতটরাজ রাজভট একই ব্যক্তি। এই প্রসঙ্গে বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন, "কেহ কেহ এই রাজভটের পিতার তাম্রশাসনলিপির আলোচনা করিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর লোক বলিতে চান। কিন্তু অক্ষর দেখিয়া ইহার কাল-নির্ণয় সমীচীন হয় নাই[৭]। দেবখড়্গের কাল-নির্ণয়-প্রসঙ্গে যথাস্থানে অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণের মূল্য আলোচিত হইবে। এইস্থানে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে দেবখড়্গ ধর্মপাল-

এই গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, টিকাটি হরিভদ্র-বিরচিত,—

অভিসময়ালঙ্কারাবলোকেত্যষ্টসাহস্রিকাপ্রজ্ঞাপারমিতা ব্যাখ্যা সমাপ্তা। কৃতিরিয়ং আচার্য্যহরিভদ্রপাদানাং।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী অনুমান করেন যে, 'রাজভটাদিবংপতিত' শব্দে রাজভট প্রভৃতির সহিত পালবংশের অতি দূর-সম্পর্ক সূচিত হয়। কিন্তু ইহার অর্থে গোপাল বা ধর্ম্মপালকে রাজভটের বংশধর বলা যাইতে পারে না। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামচরিত সম্পাদনকালে বলিয়াছেন যে, পালরাজগণ সম্ভবতঃ রাজভটের কোন সেনাপতির বংশজাত, Dharamapala is described by Haribhadra as belonging to the family of a military officer of a same king.—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 6.

(৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭।

(৬) Jyan Takakusu's I-tsing. শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস'; রাজন্যকাণ্ড, ৭৬ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত; বসুজ মহাশয় পাদটীকায় পত্রাঙ্ক প্রদান করেন নাই।

(৭) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা ৭।

দেবের পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন, সুতরাং দেবখড়্গের পুত্র রাজভট বা রাজরাজভট্ট কখনই ধর্ম্মপালদেবের পিতা গোপালদেবের পূর্ব্বপুরুষ হইতে পারেন না। দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট কখনই খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না, সুতরাং সেঙ্গ-চি বর্ণিত রাজভট স্বতন্ত্র ব্যক্তি। হরিভদ্রের অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতার টীকায় 'রাজভটাদিবংশপতিত' শব্দের যে 'রাজভটের বংশপ্রসূত' অর্থ হইবে, ইহার কিছু নিশ্চয়তা নাই। 'রাজভট-বংশপতিত' শব্দে রাজভৃত্যবংশোদ্ভব বুঝাইলেও বুঝাইতে পারে। গোপালদেব যদি সমতট বা বঙ্গের বিখ্যাত রাজবংশপ্রসূত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের এবং বংশধরগণের প্রশস্তি-রচয়িতৃগণ উচ্চকণ্ঠে বহু শব্দাড়ম্বরের সহিত পালবংশের পূর্ব্ব-গৌরব কীর্ত্তন করিতেন। ভারতের ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। বাতাপীপুরের চালুক্যবংশের সাম্রাজ্য ৬৫৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[৮]। দন্তিদুর্গ হইতে দ্বিতীয় কর্কের রাজ্যকাল পর্যন্ত চালুক্যরাজগণ সামান্য সামন্তে পরিণত হইয়াছিলেন, কিন্তু কল্যাণের চালুক্য বংশীয় দ্বিতীয় তৈল পিতৃরাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন[৯]। কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার বংশধর পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লের তাম্রশাসনে প্রাচীন চালুক্য-বংশের সুদীর্ঘ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে[১০]। ধর্ম্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি পালবংশীয় সম্রাটগণের তাম্রশাসনসমূহে দেবখড়্গাদির উল্লেখের অভাব দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, খড়্গবংশের সহিত পালবংশের কোনই সম্পর্ক ছিল না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে,শ্রিয় ইব সুভাগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশিঃ"[১১] এবং "শ্লাঘা পতিব্রতাসৌ মুক্তারত্নং সমুদ্রসুক্তিরিব"[১২] প্রভৃতি শ্লোকে পালবংশের সিন্ধু হইতে উৎপত্তির ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে। পালরাজবংশের তাম্রশাসন-সমূহ শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত হইয়াছে; মৈত্রেয়

---

(৮) Bhandarkar's Early History of the Dekkan p. 62.

(৯) Ibid, p. 79.

(১০) কৌঠেম গ্রামে আবিষ্কৃত চালুক্যরাজ পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবন-মল্লের তাম্রশাসন। Indian Antiquary, Vol' XVI. p. 21.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।

(১২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭।

মহাশয়-কৃত পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ের অনুবাদে পালবংশের সমুদ্র হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথাই নাই। প্রথম শ্লোকাংশটি খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপাল-দেবের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোকের অংশ। ইহার বঙ্গানুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, চন্দ্র ও লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান সমুদ্রের সহিত পাল-বংশের বীজি-পুরুষ দয়িতবিষ্ণুর তুলনা করা হইয়াছে [১৩]। দ্বিতীয় শ্লোকাংশটি মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসনের একাদশ শ্লোক। মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুবাদে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপালদেবের মাতা রন্না দেবীর সহিত মুক্তাপ্রসব-কারী সমুদ্র-জাত শুক্তির তুলনা করা হইয়াছে [১৪], সুতরাং এইস্থানে অর্থাৎ গোপাল ও ধর্ম্মপালের ঘটনার পরে পালবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন কথাই থাকিতে পারে না।

স[illegible]ন্দীর: রামচরিতে সিন্ধু বা সমুদ্র হইতে ধর্ম্মপালের উৎপত্তির উল্লেখ আছে। রামচরিতের শ্লোকগুলি দ্ব্যর্থবাচক, এইজন্য রামচরিতের যে অংশের টীকা আছে, তাহাতে রামপক্ষে এবং অপর পক্ষে উভয় প্রকারের ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে—

> শ্রিয়মুন্মুদ্রিতলক্ষ্মীযুগলং কমলানামিনঃ স বস্তহুতাং।
> কৃত্বালোকাহরণং মহাক্ষয়ে যং বিধুর্বিশতি॥
>
> —রাম-চরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৩য় শ্লোক।

টীকাকার সমুদ্র পক্ষে ইহার নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—

"সমুদ্রপক্ষে। কমলানামিনঃ পতিঃ সমুদ্রঃ শ্রিয়ং বঃ ভসুতাৎ ইতি এব লক্ষ্মীপ্রাদুর্ভাবাৎ উন্মুদ্রিতলক্ষ্মীকঃ। মহাক্ষয়ে মহাপ্রলয়ে লোকাহরণং কৃত্বা লোকান্ কুক্ষৌ নিক্ষিপ্য যং সমুদ্রং বিধু বাসুদেবো বিশতি[১৫]॥৩॥"

ইহার পরের শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই সমুদ্রের বংশে রাজা ধর্ম্মপাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন :—

---

(১৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৮।
(১৪) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩।
(১৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 20.

"তৎকুলদীপো নৃপতিরভূ (९) ধর্ম্মো ধানবানিবেক্ষাকুঃ।
যব্যাব্ধিং তীর্ণাগ্রাবনৌ ররাজাপি কীর্ত্তিরবদাতা ॥
—রামচরিত, প্রথম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ শ্লোক।

অত্র সমুদ্রকুলদীপো ধর্ম্মঃ ধর্ম্মনামা ধর্ম্মপাল ইতি যাবৎ। নৃপতিরভূৎ একদেশেন সমুদায়ঃ, যথা ভীমো ভীমসেন ইতি। ধামবান্ তেজস্বী ইব যথা ইক্ষাকুঃ কটুতুম্বী উৎপ্লবতে, তথা যস্য গ্রাবনৌঃ শিলানৌকা, অব্ধিং তীর্ণা সমুদ্রপ্রাসাদাদন্তরীক্ষমিব তীর্ণবতা ররাজ, আপ শব্দাৎ কীর্ত্তিরপি সমুদ্রং তীর্ণা ররাজ ॥৪॥"

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সমুদ্র হইতে পালরাজবংশের উৎপত্তির কিঞ্চিৎ আভাষ দেখিতে পাওয়া যায়। ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে ধর্ম্মপালের পত্নীর নাম রণ্ণাদেবী [১৬]; কিন্তু ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলানুসারে ধর্ম্মপাল অপুত্রক। নির্ব্বাসিতা বল্লভার গর্ভে সমুদ্রের ঔরসে এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছিল, ঘনরাম গ্রন্থমধ্যে তাঁহার নাম উল্লেখ করেন নাই [১৮]। ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলের এই কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য নহে, কারণ পাল-রাজগণের তাম্রশাসন-সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল

(১৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৩।
(১৭) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, পৃঃ ১৫০।
(১৮) ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, 'কাঙুর, যাত্রা পালা'—

ধার্ম্মিক ধরণীতলে ধর্ম্মপাল রাজা।
প্রিয়পুত্র প্রায় পালে পৃথিবীর প্রজা ॥
অপুত্রক মহারাজ অখিলে প্রকাশ।
বিশেষ ব্রাহ্মণ বিষ্ণু বৈষ্ণবের দাস ॥
পূর্ব্বাপর পাটে রাজা ঐ গৌড় পুরী।
ধর্ম্মশীলা রাণী তার ভ(ব)ল্লভা সুন্দরী ॥
বনবাসে তখন আছিল সেই সতী।
তার সঙ্গে সমুদ্র সম্ভোগ কৈল রতি ॥
গৌড়পতি তোমার জনম নিলা হায়।

ধর্ম্মপালের পুত্র। এতদ্ব্যতীত ত্রিভুবনপাল নামক ধর্ম্মপালের আর এক পুত্র ছিল[১৯]।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে সমুদ্রের ঔরসে ধর্ম্মপালের পত্নী বল্লভাদেবীর গর্ভে অজ্ঞাতনামা পুত্রের উৎপত্তি কাহিনী দেখিয়া বোধ হয় যে, ঘনরাম কর্ত্তৃক ধর্ম্মমঙ্গল-রচনাকালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিকৃত জনশ্রুতি বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত রামচরিতে সমুদ্রকুলে ধর্ম্মপালের উৎপত্তির কথা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত না থাকিলে কেবল ঘনরামের উপরে বিশ্বাস করিয়া পালবংশের উৎপত্তি-বর্ণনা বিজ্ঞান-সম্মত হইত না; কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে রচিত গ্রন্থে এবং অন্যূন সপ্তশত বর্ষের পুরাতন পুঁথিতে যখন এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায় তখন সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সন্দেহই থাকিতে পারে না। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, রামপাল-দেবের পুত্র কুমারপালদেবের মন্ত্রী ও সেনাপতি কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে সূর্য্যবংশের পালরাজগণের উৎপত্তি-কথা দেখিতে পাওয়া যায়[২০]। বৈদ্যদেবের প্রশস্তিকার বোধ হয় পালরাজগণের পূর্ব্বপরিচয় সম্যক্‌রূপে অবগত ছিলেন না এবং হয়ত পালরাজগণের সমুদ্রকুলে উৎপত্তির কথা কখনও তাঁহার শ্রুতিগোচর হয় নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী গৌড়বাসী এবং পালরাজগণের বেতনভোগী কর্মচারীর পুত্র, সুতরাং পালবংশের প্রকৃত পরিচয় তাহারই জানা সম্ভব। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে পালরাজগণের সূর্য্যবংশে উৎপত্তির বিবরণ নিঃসন্দেহে বৈদ্যদেবের প্রশস্তি রচয়িতার মনোরথের অজ্ঞতার ফল। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন ও সন্ধ্যাকরনন্দীর "রামচরিত" প্রায় তুল্য কালের রচনা। সম-সাময়িক রচনায় এইরূপ মতদ্বৈধ নিশ্চয়ই একজন রচয়িতার অজ্ঞতা অথবা ভ্রমের ফল। এইস্থানে সন্ধ্যাকরনন্দীর-সহিত মনোরথের তুলনা করিয়া সন্ধ্যাকরনন্দীকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া স্বীকার করতে হয়, কারণ তিনি পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁহার পিতৃপুরুষগণ পাল-সাম্রাজ্যের উচ্চ রাজপদের অধিকারী ছিলেন। আকবরের সুহৃদ্ ইতিহাসবেত্তা আবুল-ফজলের উক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া কেহ কেহ গৌড়-বঙ্গ-মগধের

---

(১৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২৬।

(২০) এতস্য দক্ষিণদৃশো বংশে মিহিরস্য জাতবান্ পূর্ব্বং।
বিগ্রহপালোনৃপতিঃ সর্ব্বাকারর্দ্ধি সংসিদ্ধঃ॥
—বৈদ্যদেবের কমৌলি তাম্রশাসন, ২য় শ্লোক,—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৮।

পালরাজগণকে কায়স্থ অনুমান করিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন[২১]। আবুল-ফজলের উক্তি, বিশেষতঃ প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে, অতি সাবধানে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আকবরের সমসাময়িক ব্যক্তি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও আকবরের সম্বন্ধে তাঁহার সমস্ত উক্তিগুলি প্রকৃত ইতিহাসরূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে। তিনি পাল-বংশীয় দশজন রাজার নাম করিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে দেবপাল ও রাজ্যপাল ব্যতীত অপর কাহারও নাম পালরাজগণের খোদিতলিপিমালায় দেখিতে পাওয়া যায় না[২২]।

দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র, রণনীতিকুশল বপ্যটের পুত্র গোপাল প্রজাবৃন্দ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হইয়া গৌড়-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ইতিহাসে প্রথম গোপালদেব নামে বিখ্যাত। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "মাৎস্যন্যায় দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর করগ্রহণ করাইয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[২৩]।" 'মাৎস্যন্যায়' বলিতে অরাজকতা বুঝায়। মৌর্য-বংশীয় প্রথম সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রী কৌটিল্য বা চাণক্য তাঁহার "অর্থশাস্ত্র" নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে মাৎস্যন্যায়ের নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন :—

"অপ্রণীতো হি মাৎস্যন্যায়মুদ্ভাবয়তি বলীয়ানবলং হি গ্রসতে দণ্ডধরাভাবে, তেন গুপ্তঃ প্রভবতীতি[২৪]।"

(২১) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় তাঁহার "বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস," রাজন্যকাণ্ডে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন'—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫১।

(২২) Col- H. S. Jarrett's Translation of the Ain-i-Akbari' (Bibliotheca Indica), Vol. II. P.145.

(২৩) মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশির্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥৪॥
—ধর্ম্মপালের খালিমপুরের তাম্রশাসন,—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

(২৪) কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র—১।৪, শ্যামশাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ৯।

"যখন দণ্ড (রাজশক্তি) অপ্রণীত থাকে তখন মাৎস্যন্যায়ের প্রভাব হয়, উপযুক্ত দণ্ডধরের অভাবে প্রবল দুর্ব্বলকে গ্রাস করিয়া থাকে। সেই কারণেই গুপ্তগণের প্রভাবের উৎপত্তি হইয়াছে।" গুপ্ত শব্দের অর্থ লইয়া মতভেদ আছে; কেহ বলেন গুপ্ত অর্থে প্রচ্ছন্ন, কাহারও মতে ইহার অর্থ রক্ষিত অর্থাৎ সহায়-সম্পন্ন, কেহ কেহ বলেন গুপ্ত শব্দে চন্দ্রগুপ্তের নাম করা হইয়াছে। অর্থশাস্ত্রের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, "মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং" শব্দের অর্থ "অন্যরাজ্যভুক্ত হইবার আশঙ্কা দূর করিবার জন্য অথবা মৎস্যের ন্যায় (অপর মৎস্যের) উদরগ্রস্ত হইবার ভয় দূর করিবার জন্য[২৫]।" পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল অনুমান করেন যে, মনুসংহিতায় সপ্তম অধ্যায়ে "মাৎস্যন্যায়ের" প্রচ্ছন্ন উল্লেখ আছে[২৬]। উদাসীন রঘুনাথ বর্ম্মা বিরচিত "লৌকিক ন্যায় সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে 'মাৎস্যন্যায়ের' পূর্ব্ববৎ ব্যাখ্যাই প্রদত্ত হইয়াছে[২৭]। স্বর্গগত অধ্যাপক বোঠলিঙ্ক, মাৎস্যন্যায়' সম্বন্ধে তাঁহার "ভারতবর্ষীয় ভাষা" নামক গ্রন্থে একটি শ্লোক উল্লেখ করিয়াছিলেন[২৮]।

মগধের গুপ্তরাজবংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে, গৌড়-মগধ-বঙ্গে যে 'মাৎস্যন্যায়' বা অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই

---

(২৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 3.

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শাস্ত্রী মহাশয়ের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিদ্রূপ করিয়া লিখিয়াছেন, মাৎস্যন্যায়ের' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম-এ, লিখিয়াছেন—"to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed up like a fish." গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৯, পাদটীকা।

(২৬) যদি ন প্রণয়েদ্রাজা দণ্ডং দণ্ড্যেষতন্দ্রিতঃ।
শূলে মৎস্যানিবাপক্ষ্যন্ দুর্ব্বলান্ বলবত্তরাঃ॥
—মনুসংহিতা, সপ্তম অধ্যায়, ২০ শ্লোক।

(২৭) "প্রবল-নির্বল-বিরোধে সবলেন নির্বল-বাধবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ। অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাস-পুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাশিষ্ঠে প্রহ্লাদাখ্যানে তৎসমাধিং প্রস্তোতোবক্তম্—

এতাবতার্থ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং।
বভুবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায়-কদর্থিতম্॥

যথা—প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্নাশয়ন্তিস্মেতি ন্যায়ার্থঃ।"
—গৌড়লেমালা পৃঃ ১৯, পাদটীকা

(২৮) "পরস্পরামিষতয়া জগতো ভিন্নবর্ত্মনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যো ন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে॥"
—Bohtlingk's Indische Spruche, second part.

সন্দেহ নাই। কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা, কামরূপপতি হর্ষদেব, গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ ও রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সম্রাট ধ্রুবধারাবর্ষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ অবশেষে একজন রাজা নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসকার লামা তারনাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গের অবস্থা সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন; "প্রতিদিন এক একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[২৯]। "তারনাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য নহে, কিন্তু ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে যখন গোপালদেবের নির্ব্বাচনের কথা আছে, তখন তাঁহার উক্তির এই অংশমাত্র গ্রহণ করা যাইতে পারে যে, গোপালদেবের পূর্ব্বে ভূতপূর্ব্ব রাজ-পত্নীর অত্যাচারে দেশে অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। তারনাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, গোপালদেব প্রথমে বঙ্গদেশের রাজ্য এবং পরে মগধরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে এবং বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রামপাল ভীমনামক কৈবর্ত্তরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দীর রামচরিতে দুইস্থানে রামপালের পিতৃভূমির কথা আছে :—

১। মাংসভুজোচ্চৈর্দশকেন জনকভূর্দস্যুনোপধিব্রতিনা।
দিব্যাহ্বয়েন সীতা বাসালংকৃতির (রা) হারি কান্তান্ত ॥[৩০]

২। ইতি কৃত্বাজানাগত্য চিতাং (তাতা) ভূমিং স জানকী নিজভর্ত্রে।
অকাস্তকরঃ প্রথিতাভিজোহচকথন্মিথস্তাথভূতাং দশাং॥

প্রথম শ্লোকে রামপাল পক্ষে টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই পিতৃভূমি বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্রভূমি[৩১]। বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনেও কথিত হইয়াছে যে, "রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি [বরেন্দ্রী] লাভে ত্রিজগতে

(২৯) Indian Antiquary, vol. IV, p. 366.

(৩০) রামচরিত, ১ম পরিচ্ছেদ, ৩৮ শ্লোক—Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III. p. 31. দ্বিতীয় শ্লোকটি রামচরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের পঞ্চাশত্তম শ্লোক—Ibid. p. 34.

(৩১) Ibid.

[শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন"[৩২]। শ্লোকদ্বয় ও রামচরিতের টীকার উপরে নির্ভর করিয়া গোপালদেবের পূর্ব্বনিবাস সম্বন্ধে তারনাথের উক্তি গ্রহণ করা যাইতে পারে।

গোপালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথমে বোধ হয় আত্মরক্ষায় ব্যস্ত ছিলেন। বারংবার বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌড়-মগধ-বঙ্গ নিশ্চয়ই অত্যন্ত হীনবল হইয়া পড়িয়াছিল। কিছুদিন প্রজাবৃন্দকে অরাজকতা ও বিদেশীয় আক্রমন হইতে রক্ষা করাই বোধ হয় প্রথমে গোপাল দেবের রাজ্যকালের প্রধান কর্ত্তব্য হইয়াছিল। গোপালদেবের রাজ্যকালের কোন ঘটনার বিবরণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই; এখনও পর্যন্ত তাঁহার কোন শিলালিপি, তাম্রশাসন অথবা প্রাচীন মুদ্রা ভারতবর্ষের কোন স্থানেই আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পৌত্র দেবপালদেবের মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইলে, সেনাপদাঘাতোত্থিত ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের বিচরণোপযোগী পদপ্রচারক্ষম অবস্থা প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত। তিনি সমুদ্র পর্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয় করিবার পর আর যুদ্ধোদ্যমের প্রয়োজন নাই বলিয়া, মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে বন্ধন হইতে মুক্তিদান করিলে, তাহারা স্বাধীনভাবে বনগমন করিয়া আনন্দাশ্রুপূর্ণলোচনে বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল[৩৩]।" 'সমুদ্র পর্য্যন্ত জয়ের' অর্থ বোধ হয় যে, তিনি দক্ষিণ রাঢ় এবং 'ব'দ্বীপের শেষ সীমা পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া

(৩২) তস্যোর্জ্জস্বল-পৌরুষস্য নৃপতেঃ শ্রীরামপালোঽভবৎ পুত্রঃ পালকুলা-
ব্ধিশীতকিরণঃ সাম্রাজ্য বিখ্যাতিভাক্।
তেন যেন জগত্ত্রয়ে জনকভু- লাভাদ্ যথাবত্তশঃ ক্ষৌণী-নায়ক-ভীম-
রাবন-বধাদুদ্ঘাপ্ত বোদ্ঘনাৎ ॥
-বৈদ্যদেবের কমৌলী তাম্রশাসন, ৪র্থ শ্লোক—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯, ১৩৮।

(৩৩) বিজিত্য যেনাজলধের্বসুন্ধরাং বিমোচিতামোঘ-পরিগ্রহা ইতি।
সবাষ্পমুদ্বাষ্পাবিলোচনান্ পুনর্ব্বনেষু বন্ধুন্ দদৃ (শু) র্ম্মতঙ্গজাঃ ॥
চলৎস্বনন্তেষু বলেষু যস্য বিশ্বম্ভারায়া নিচিতং রজোভিঃ।
পাদপ্রচার-ক্ষমমন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচিরং বভুব ॥
—দেবপালদেবেরমুঙ্গের তাম্রশাসন, ৩য় ও ৪র্থ শ্লোক; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৫-৩৬, ৪১-৪২।

যায় যে, গোপালদেবের পত্নীর নাম "দেদ্দদেবী"[৩৪]। স্বর্গীয় অধ্যাপক কীলহর্ণের মতানুসারে 'দেদ্দদেবী' ভদ্র নামক রাজার কন্যা; কিন্তু শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বলিয়াছেন, "অধ্যাপক কিলহর্ণ 'দেদ্দদেবীকে' ভদ্র নামক এক রাজার কন্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তিনি তাহার কোনরূপ প্রমানের উল্লেখ করেন নাই। এক্ষণে কোন ঐতিহাসিক তথ্য প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না, এখানে কেবল পৌরাণিক আখ্যায়িকাই সূচিত হইয়াছে[৩৫]।" গোপালদেবের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র নারায়নপালদেবের এবং তাঁহার বংশধরগণের তাম্রশাসনে গোপালদেবের নিম্নলিখিত পরিচয় পাওয়া যায়ঃ—"যিনি কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ে মৈত্রীকে প্রিয়তমারূপে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি তত্ত্বজ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়াছিলেন, যিনি কামক অরির পরাক্রম-সঞ্জাত আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বতী শান্তিলাভ করিয়াছিলেন; সেই শ্রীমান্ দশবল লোকনাথের জয় হউক; এবং যিনি করুণারত্নোদ্ভাসিত বক্ষে প্রজাবর্গের মিত্রতা ধারণ করিয়া সম্যক্-সম্বোধ-প্রদায়িনী জ্ঞান-তরঙ্গিণীর সুবিমল সলিলধারায় লোক-সমাজের অজ্ঞান-পঙ্ক প্রক্ষালিত করিয়া, দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচারপরায়ণ স্বেচ্ছাচারী কামকারিগণের আক্রমণ পরাভূত করিয়া রাজ্যমধ্যে চিরশান্তি সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমান্ গোপালদেব নামক অপর রাজাধিরাজ লোকনাথেরও জয় হউক[৩৬]।" গোপালদেবের একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইনি ইতিহাস-বিশ্রুত ধর্ম্মপালদেব। গোপালদেবের মৃত্যুকাল অথবা রাজ্যকাল-নির্ণয়ের কোন উপায়েই অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ

(৩৪) শীতাংশোরিব রোহিণী হুতভুজঃ স্বাহেব তেজোনিধেঃ
সর্ব্বাণীব শিবস্য গুহ্যকপতে র্ভদ্রেব ভদ্রাত্মজা।
পৌলোমীব পুরন্দরস্য দয়িতা শ্রীদেদ্দদেবীত্যভূৎ
দেবী তস্য বিনোদভূর্ম্মুররিপোর্লক্ষ্মীরিব ক্ষ্মাপতেঃ।
—ধর্ম্মপালের খালিমপুর তাম্রশাসন, ৫ম শ্লোক; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২।

(৩৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ২০, পাদটীকা।

(৩৬) মৈত্রীং কারুণ্যরত্ন-প্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্-সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারি-প্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোহন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬, ৯২, ১২৩, ১৪৮।

অনুমান করেন যে, গোপালদেব ৭৩০ হইতে ৭৪০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং ৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার দেহাবসান হইয়াছিল[৩৭]। যে সময়ে গৌড়মগধবাসী রাষ্ট্রকূট' গুর্জ্জর প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণের আক্রমণে দীর্ণ, সে সময়ে গোপালদেব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। গোপালদেব পালবংশের প্রথম রাজা। গুর্জ্জরেশ্বর দ্বিতীয় নাগভট ও রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবধারাবর্ষের ভীষণ আক্রমণ সহ্য করিতে হইলে নব-প্রতিষ্ঠিত পালবংশের অধিকার বোধ হয় গোপালদেবের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইত। তাহা হইলে গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপাল কখনই সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত জয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না। শত্রুদীর্ণ নবপ্রতিষ্ঠিত রাজ্যের অধীশ্বরগণ কখনই এক পুরুষের মধ্যে মহারাজ রাজচক্রবর্ত্তী পদলাভ করিতে পারিতেন না। এই কারণে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় রাজগণের আক্রমণ শেষ হইলে গোপালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৩৮]; গুর্জ্জররাজ বৎসরাজ ৭৮৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন বটে, কিন্তু তখন বোধ হয় তিনি ধ্রুবধারাবর্ষ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, গোপালদেব ৭৮৫-৭৯০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

তারনাথ বলিয়াছেন যে, গোপালদেব পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৩৯] এবং ভিন্সেন্ট স্মিথ এই উক্তি সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন[৪০]।

(৩৭) V. A. Smith. Early Histry of India. 3rd edition. pp. 397-98.

(৩৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. vol. V. P. 47

(৩৯) India Antiquary. Vol, IV, P. 366.

(৪০) V. A. Smith. Early History Of India. 3rd. edition. P. 378.

রণনীতিকুশল না হইলে অত্যাচার-পীড়িত গৌড়ীয় প্রজাবৃন্দ কখনই গোপালদেবকে নরপতি পদে বরণ করিত না। এই কারণে অনুমান হয় যে গোপালদেব পৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোকগমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০-৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

গোপালদেবের মৃত্যুর পরে দেদ্দদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পালরাজগণের মধ্যে ধর্ম্মপালের আবির্ভাবকালই সর্ব্বপ্রথমে নির্ণীত হইয়াছিল এবং ধর্ম্মপালদেবই উত্তরাপথে পালবংশের অধিকারের প্রথম স্থাপয়িতা। খৃষ্টীয় অষ্টম-শতাব্দীর শেষভাগে এবং নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবই উত্তরাপথের ইতিহাসে প্রধান নায়ক। গোপালদেবের সময়ে গৌড়-মগধের প্রজাবৃন্দ বোধ হয় কিয়ৎকাল শান্তিভোগ করিয়াছিল; সেইজন্যই ধর্ম্মপাল রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে উত্তরাপথ-জয়ের আশা মনে স্থান দিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে অতি অল্পদিন পূর্ব্বেও বহু ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের স্থাপয়িতা বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ স্যার আলেকজাণ্ডার কনিংহাম স্থির করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপাল ৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৪১]। কাম্বে নগরে আবিষ্কৃত, রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন প্রকাশকালে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্থির করিয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপালদেব খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন[৪২]। ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয় সম্বন্ধে রাজেন্দ্রলাল, কনিংহাম, হর্ণলি, ভাণ্ডারকর প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতগণের মত এখন

ভিন্সেন্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, গোপালদেবের নিকট হইতেই গুর্জ্জরেশ্বর বৎসরাজ গৌড়বঙ্গের শ্বেত রাজছত্রদ্বয় অপহরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইহা সত্য হইলে ধর্ম্মপাল কখনই উত্তরাপথ বিজয় করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিতে পারিতেন না।

(৪১) Sir Alexander Cunningham's Archaeologicrl Survey Report. Vol. XV. P. 150.

(৪২) Epiggaphia Indica. Vol. VII. P. 33.

আসার প্রতিপন্ন হইয়াছে। কতকগুলি নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়া গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেবের প্রকৃত কাল-নির্ণয় সম্ভব হইয়াছে। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ স্বীকার করিয়াছেন যে, 'ধর্ম্মপালদেব খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন' [৪৩]। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর স্বীকার করতে বাধ্য হইয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল, গুর্জ্জর-প্রতীহাররাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট ও রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন[৪৪]।

স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণ-পালদেবের তাম্রশাসনের একটি শ্লোক সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছিলেন। সেই শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি রাজগণকে জয় করিয়া কান্যকুব্জের রাজলক্ষ্মী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহা চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন[৪৫]। তৎকালে ডাঃ কীলহর্ণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "এই চক্রায়ুধ কে?"[৪৬] বহুকাল এই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। জৈন হরিবংশ পুরাণে একটি শ্লোকে ইন্দ্রায়ুধ নামক উত্তর দিকের অধিপতির নাম পাওয়া গিয়াছিল[৪৭]। পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেন যে, ভাগলপুর তাম্রশাসনের 'ইন্দ্ররাজ' ও 'ইন্দ্রায়ুধ' একই ব্যক্তি। অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধের সম্বন্ধ ও কালনির্ণয়ের পথ প্রশস্ত করিয়াছে। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে গোয়ালিয়র নগরের প্রান্তে সাগরতাল নামক স্থানে কতকগুলি প্রাচীন

---

(৪৩) V.A. Smith, Early History of India, 3rd edition, p. 398.

(৪৪) Epigraphia Indica vol. IX, p. 26. Note 4.

(৪৫) জিত্বেন্দ্ররাজ-প্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ।
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়নতি বামনায়॥
—ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, ৩য় শ্লোক, গৌড়লেখমালা পৃঃ ৫৭।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই শ্লোকের চতুর্থপাদে বলিনার্থয়িত্রে স্থানে বলিনাথপিত্রে পাঠ করিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অদ্যাবধি চক্রায়ুধকে ইন্দ্রায়ুধের পিতা বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫৩)।

(৪৬) Indian Antiquary, vol. XX, pp. 187-88.

(৪৭) শাকেষ্বব্দশতেষু সপ্তসু দিশং পঞ্চোত্তরেষূত্তরাং
পাতীন্দ্রায়ুধনাম্নি কৃষ্ণনৃপজে শ্রীবল্লভে দক্ষিণাং।
পূর্ব্বাং শ্রীমদবন্তিভূভৃতি নৃপে বৎসাধিরাজেপরাং
সৌর্য্যাণামধিমণ্ডলং জয়যুতে বীরে বরাহেবতি॥
—Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 253.

ধ্বংসাবশেষ-খননকালে একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ কর্ত্তৃক গোয়ালিয়র নগরের চিত্রশালায় রক্ষিত কতকগুলি শিলালিপি পরীক্ষা করিতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি গোয়ালিয়রের চিত্রশালায় এই শিলালিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন। এই শিলালিপির একখানি প্রতিলিপি ডঃ হর্ণলি ডঃ কীলহর্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। ডঃ হর্ণলি প্রদত্ত অস্পষ্ট প্রতিলিপি হইতে, ডঃ কীলহর্ণ গোয়ালিয়র শিলালিপির আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, ইহাতে গুর্জ্জরপ্রতীহার বংশীয় বৎসরাজের পুত্র দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক চক্রায়ুধ নামক এক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন[৪৮]। এই সময়ে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই শিলালিপির সম্পূর্ণ উদ্ধৃত পাঠ ও প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাগরতালের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতীহার-বংশে নাগভট নামক এক রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কক্কুক এবং দেবরাজ নামক তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রদ্বয় তাঁহার পরে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। দেবরাজের পুত্র বৎসরাজ প্রতীহার রাজ্যের অধিকার লাভ করিয়া ভণ্ডির বংশের সাম্রাজ্য লোপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট অন্ধ্র, সিন্ধু, বিদর্ভ ও কলিঙ্গদেশের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। অপরের আশ্রয় গ্রহণের জন্য যাঁহার নীচভাব প্রকাশ হইয়াছিল, দ্বিতীয় নাগভট সেই চক্রায়ুধকে এবং বহু হস্ত্যশ্বরথের অধিপতি বঙ্গপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। তিনি আনর্ত্ত, মালব, কিরাত, তুরস্ক, বৎস এবং মৎস্য দেশের রাজগণের গিরিদুর্গ-সমূহ অধিকার করিয়াছিলেন[৪৯]। গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রায়ুধ যে ভাগলপুর তাম্রশাসনের চক্রায়ুধ, সে বিষয়ে পণ্ডিতগণের কোন সন্দেহই রহিল না। ইতিমধ্যে আর একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় ভাগলপুর তাম্রশাসনের চক্রায়ুধ ও গোয়ালিয়র শিলালিপির চক্রায়ুধের একত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস অধিকতর দৃঢ় হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ

(৪৮) Nachrichten von der, Koniglichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologische-historische Klasse, 1905, p. 301.

(৪৯) Annual Report of the Archaelogical Survey of India, 1904, pp. 280-81.

ভাণ্ডারকর বরদারাজ্যের চিত্রশালায় রক্ষিত রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় ইন্দ্রের দুইখানি তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারকালে প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র, প্রথম অমোঘবর্ষের একখানি অপ্রকাশিত তাম্রশাসন রক্ষিত আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন, তখন ধর্ম ও চক্রায়ুধ নামক রাজদ্বয় তাঁহার নিকটে গিয়াছিলেন[৫০]। অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর এই তাম্রশাসনের কিয়দংশের পাঠোদ্ধার করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ নাগভট নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ স্বয়ং আসিয়া তাঁহার নিকটে নতশির হইয়াছিলেন[৫১]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, সাগরতালের শিলালিপি ও প্রথম অমোঘবর্ষের তাম্রশাসন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল, কান্য-কুব্জপতি চক্রায়ুধ, গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশের দ্বিতীয় নাগভট ও দাক্ষিণাত্যরাজ তৃতীয় গোবিন্দ সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। দ্বিতীয় নাগভটের একখানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের 'বিলাড়া' জিলায় 'বুচকলা' গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৮৭২ বিক্রমাব্দের চৈত্র মাসের শুক্লপাঞ্চমীতে মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরমেশ্বর শ্রীনাগভটদেবের রাজ্যে 'রাজ্যঘঙ্গক' গ্রামে রাজ্ঞী জয়াবলী কর্ত্তৃক একটি দেবগৃহ নির্মিত হইয়াছিল[৫২]। এই নাগভট যে দ্বিতীয় নাগভট সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, কারণ বুচকলা লিপিতে উক্ত হইয়াছে যে, নাগভট মহারাজাধিরাজ বৎসরাজদেবের উত্তরাধিকারী[৫৩]। রাষ্ট্রকূট তৃতীয় গোবিন্দ ধ্রুবধারাবর্ষের পুত্র। তিনি ৭১৬ শকাব্দের (৭৯৪ খৃষ্টাব্দের) পূর্ব্বে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, কারণ উক্ত বর্ষে তিনি দাক্ষিনাত্যস্থিত প্রতিষ্ঠান নগরী হইতে গোদাবরী নদীতে স্নান করিয়া বৈশাখ মাসের অমাবস্যা তিথিতে সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কয়েকজন ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান

(৫০) Epigraphia Indica, Vol. IX, p. 26, Note 4.

(৫১) Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, Vol. XXII, p. 118.

(৫২) Epigraphia Indica, Vol. IX, pp. 199-200.

(৫৩) Ibid, p, 200.

করিয়াছিলেন[৫৪]। ইহার দশ বৎসর পরে গোবিন্দ কাঞ্চীরাজ পল্লব-বংশীয় দন্তিগকে পরাজিত করিয়া রাজস্ব সংগ্রহের জন্য তুঙ্গভদ্রাতীরে রামেশ্বরতীর্থে গমন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় শিবধারী নামক একজন "গোরব" বা পুরোহিতকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৫]। ৭৩০ শকাব্দে (৮০৮ খৃষ্টাব্দে) গোবিন্দ নাসিক প্রদেশের একখানি গ্রাম বৈশাখ মাসে চন্দ্রগ্রহণোপলক্ষে এক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে, গঙ্গ-বংশীয় কোন রাজা তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। কারামুক্ত হইয়া তিনি পুনরায় বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। মালবরাজ (প্রথম বাক্‌শক্তি রাজ) গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যপর্ব্বতে কটকনিবেশ করিয়াছেন শুনিয়া মারশর্ব্ব নামক জনৈক রাজা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। ইহার পরে গোবিন্দ তুঙ্গভদ্রাতীরে গমন করিয়া পল্লবগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৬]। উক্ত বৎসরে শ্রাবণ মাসে অমাবস্তায় সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে গোবিন্দ ময়ূরখণ্ডী নামক স্থান হইতে জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গুর্জ্জররাজ গোবিন্দকে ধনুর্ব্বাণ-হস্তে অগ্রসর হইতে দেখিয়া ভয়ে রণস্থল পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন এবং বেঙ্গীরাজ দূতমুখে গোবিন্দের তুঙ্গভদ্রাতীরে আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন উচ্চ বাহ্যালীপরিবেষ্টিত শিবির রচনা করিয়াছিলেন[৫৭]। ৭৩৫ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের সামন্ত গঙ্গ-বংশীয় চাকিরাজ, অর্ককীর্ত্তি নামক জনৈক জৈনমুনিকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[৫৮]। উক্ত বর্ষের পৌষ মাসের শুক্ল সপ্তমী পর্য্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন, কারণ পূর্ব্বোক্ত দিবসে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সৌরাষ্ট্রের সামন্ত গোবিন্দরাজের সেনানায়ক, মহাসামন্ত বুদ্ধবরস একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

৭৩৬ শকাব্দে তৃতীয় গোবিন্দের দেহান্ত হইয়াছিল; কারণ ৭৩৬ শকাব্দ (৮১৫ খৃষ্টাব্দ) তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের রাজ্যের প্রথম

(৫৪) Ibid, Vol. iii. p. 105.
(৫৫) Indian Antiquary, vol. XI, p. 126.
(৫৬) Ibib, pp. 861-62.
(৫৭) Epigraphia Indica, vol. VI pp. 150-157.
(৫৮) Ibid, vol. IV, p. 333

বৎসর। বোম্বাই প্রদেশে ধারবাড জেলার সিরুর গ্রামে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৮ শকাব্দ অমোঘবর্ষের রাজ্যের দ্বিপঞ্চাশত্তম বর্ষ গণিত হইত[৫৯]। সুতরাং ইহা প্রমাণ হইতেছে যে, ৭৯৪ হইতে হইতে ৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তৃতীয় গোবিন্দ জীবিত ছিলেন। অতএব ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষপাদে জীবিত ছিলেন এবং ৮১৪ খৃষ্টাব্দের বহুপূর্ব্বে ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে মহোদয় বা কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং গুর্জ্জর-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া দিগ্বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা সত্ত্বেও কেহ কেহ অনুমান করিয়া থাকেন যে, ধর্ম্মপাল ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন,—"অনেকে মনে করেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের ২৩ বৎসর পূর্ব্বে, তৃতীয় গোবিন্দ পরলোকগমন করিয়াছিলেন এবং অমোঘবর্ষ পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহার রাজত্ব সুদীর্ঘ ৬১ বৎসরকাল স্থায়ী হওয়ার বিশিষ্টপ্রমাণ বিদ্যমান আছে, তাঁহার রাজ্যাভিষেক-কাল আরও পিছাইয়া ধরিয়া ৬১ বৎসরেও অধিক কালব্যাপী রাজত্ব কল্পনা অসঙ্গত"[৬০]। যিনি বলিয়াছেন, যে, প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৭ হইতে ৮৭৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন তিনি প্রত্নবিদ্যাবিদ্‌গণের শ্রেষ্ঠ; তাঁহার নাম ডঃ ফ্রাঞ্জ কীলহর্ণ (Dr. Franz Kielhorn)। তিনি কখনও উপযুক্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ না পাইলে কোন কথা লিপিবদ্ধ করিতেন না। সিরুর ও নীলগুণ্ড[৬১] এই দুইটি স্থানের দুইখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৮৭ শকাব্দে (৮৬৬ খৃঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষের ৫২ রাজ্যাঙ্ক পতিত হইয়াছিল। অতএব ইহা নিশ্চয় যে, ৭৩৬ শকাব্দে (৮১৪-১৫ খৃঃ অঃ) প্রথম অমোঘবর্ষ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ডঃ কীলহর্ণ শকাব্দের অতীত বর্ষ ও প্রচলিত বর্ষ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছিলেন যে, ৮১৭ খৃষ্টাব্দের পরে প্রথম অমোঘবর্ষের প্রথম রাজ্যাঙ্ক পতিত হইতে পারে না; কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দুই বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ৮১৫ অথবা ৮১৬ খৃষ্টাব্দে পতিত হতে পারে[৬২]। সুতরাং তাঁহার অনুমান বা তারিখ-

(৫৯) Ibid, vol. VII, pp. 104-5.

(৬০) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৩।

(৬১) Epigraphia Indica, vol. IV, p. 210.

(৬২) Ibid, vol. VIII, Appendix II, p. 3.

নির্দ্ধারণ অসঙ্গত বলা ন্যায়সঙ্গত কার্য্য হয় নাই। তোরখেড়ে গ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ৮১৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে জীবিত ছিলেন[৬৩]। সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ ৮১৫ হইতে ৮১৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; ইহা সত্ত্বেও শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপালদেব ৮১৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন[৬৪]। সুতরাং 'গৌড়রাজমালায়' ধর্ম্মপালদেবের সিংহাসনারোহণ সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নহে।

তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসনসমূহ পরীক্ষা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের শ্রাবণ মাসের অমাবস্যার পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হইয়াছিলেন। রাধনপুরে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোবিন্দের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ৭৩০ শকাব্দের শ্রাবণের অমাবস্যার (২৭শে জুলাই, ৮১৮ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-বংশীয় কোন রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন[৬৫]। অধ্যাপক ৺শ্রীধর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকরের নিকটে প্রথম অমোঘবর্ষের যে অপ্রকাশিত তাম্রশাসনখানি ছিল, তাহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জররাজ্যের নাম 'নাগভট'[৬৬]। অতএব ইহা স্থির যে, গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় দ্বিতীয় নাগভট ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। প্রথম

(৬৩) Ibid, vol. III, p. 54, vol. VII, Appendix, p. 12. No. 67.

(৬৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৪।

(৬৫) সংধায়াশু শিলীমুখাং স্বসময়াং বাণাসনস্তোপরি
প্রাপ্তং বদ্ধিতবংধুজীববিভবং পদ্মাভিবৃদ্ধ্যান্বিতং।
সন্নদ্ধক্রমুদীক্ষ্য যং শরদৃতুং পর্জ্জন্যন্তবদ্‌গুর্জ্জরো
নষ্টঃ ক্বাপি ভয়াত্তথা ন সমরং স্বপ্নেপি পশ্যেত্তথা॥ ১৫॥

—Epigraphia India, vol. VI, p. 244.

স নাগভটচন্দ্রগুপ্তনৃপয়োর্যশোর্থং (?) রণে
স্বাহার্য্যমপহার্য্য ধৈর্য্যবিকলানথোন্মূলয়ন্।
পুনঃ পুনরতিষ্ঠিপৎ স্বপদ এব চান্যানপি॥ ২২॥

—Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society, vol. XXII, part LXI, p. 118.

অমোঘবর্ষের এই অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয় গমন করিয়াছিলেন তখন ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ নামক নরপতিদ্বয় স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট আসিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন[৬৭]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপালদেব ইন্দ্রায়ুধ নামক কোন রাজার নিকট হইতে কান্যকুব্জ গ্রহণ করিয়া চক্রায়ুধ নামক অপর একজন রাজাকে প্রদান করিয়াছিলেন[৬৮]। অতএব প্রথম অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসনের ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ, গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালদেব ও কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ অভিন্ন। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় জনৈক রাজা পরাজিত হইয়াছিলেন এবং সেই রাজাই দ্বিতীয় নাগভট। সাগরতালে আবিষ্কৃত দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র প্রথম ভোজদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, নাগভট 'পরাশ্রয়কৃত স্ফুটনীচভাব' চক্রায়ুধ নামক একজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের নরপতিকেও পরাস্ত করিয়াছিলেন[৬৯]। তৃতীয় গোবিন্দ যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে হিমালয়ে আসিয়াছিলেন, তখন ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ কি কারণে স্বেচ্ছায় তাঁহার সমীপে গমন করিয়া নতশীর্ষ হইয়াছিলেন, তাহা বিবেচ্য। প্রথম অমোঘবর্ষের অপ্রকাশিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া গিয়াছে যে, তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক দ্বিতীয় নাগভট পরাজিত হইলে, ধর্ম্ম ও চক্রায়ুধ গোবিন্দের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া, উপায়ান্তর না দেখিয়া গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল ও কান্যকুব্জরাজ চক্রায়ুধ, গুর্জ্জর-বিজয়ী তৃতীয় গোবিন্দের

---

(৬৭) হিমবৎপর্ব্বতনির্ঝরাম্বু-তুরগৈঃ পীতঞ্চ গাঢ়ঙ্গজৈর্ধ্বনিতং মজ্জন্ তূর্য্যকৈ-
দ্বিগুণিতং ভূয়োপি তৎকন্দরে। স্বয়মেবোপনতৌ চ যস্য মহতস্তৌ
ধর্ম্মচক্রায়ুধৌ হিমবান্ কীর্ত্তিস্বরূপতামুপগতস্তৎ কীর্ত্তিনারায়ণঃ ॥ ২৩ ॥
—Ibid.

(৬৮) জিত্বেন্দ্ররাজপ্রভৃতীনরাতীনুপার্জ্জিতা যেন মহোদয়শ্রীঃ
দত্তা পুনঃ সা বলিনার্থয়িত্রে চক্রায়ুধায়ানতি-বামনায় ॥ ৩ ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৬৯) ত্রয্যাস্পদস্য সুকৃতস্য সমৃদ্ধিমিচ্ছুর্যঃ ক্ষত্রধাম-বিধিবদ্ধ-বলি-প্রবন্ধঃ ॥
জিত্বা পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাবং চক্রায়ুধং বিনয়নম্র-বপুর্ব্ব্যরাজৎ ॥ ৯ ॥
—Annual Report, Archaeological Survey, 1903-4, p. 281.

শরণাগত হইয়াছিলেন। তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুবধারাবর্ষ ইতিপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভটের পিতা বৎসরাজকে পরাজিত করিয়া গৌড়রাষ্ট্র গুর্জ্জর-কবলমুক্ত করিয়াছিলেন এবং বৎসরাজকে মরুভূমিতে তাড়িত করিয়াছিলেন। অনুমান হয় যে, দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ দক্ষিণাপথেশ্বর তৃতীয় গোবিন্দের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদেরই আহ্বানে গোবিন্দ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ইন্দ্ররাজের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কান্যকুব্জ গ্রহণ করিয়া তাহা চক্রায়ুধকে প্রদান করিয়াছিলেন, এইজন্যই প্রথম ভোজদেবের সাগরতাল শিলালিপিতে চক্রায়ুধকে 'পরাশ্রয়কৃত-স্ফুটনীচভাব' বিশেষণে অভিহিত করা হইয়াছে। সুতরাং নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পূর্ব্বে, চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালের সাহায্যে কান্যকুব্জ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসন চক্রায়ুধকে প্রদান করিবার পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৮০৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৃতীয় গোবিন্দ, দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়াছিলেন; তৎপূর্ব্বে দ্বিতীয় নাগভট চক্রায়ুধকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তৎপূর্ব্বে ধর্ম্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন এবং তাহারও পূর্ব্বে ধর্ম্মপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন; সুতরাং ৭৯০ হইতে ৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ধর্ম্মপালের অভিষেক-কালনির্ণয় অন্যায় হয় নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ আর একটি উপায়ে ধর্ম্মপালদেবের অভিষেককাল নির্দ্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপাল বা মহেন্দ্রায়ুধের রাজ্যকালে বলবর্ম্মা এবং তাহার পুত্র অবনীবর্ম্মা দুইখানি তাম্রশাসন দ্বারা দুইখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনদ্বয় বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত উনানগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রথম তাম্রশাসনখানি বলবর্ম্মার; ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বলবর্ম্মা ৫৭৪ বলভী-সম্বৎসরে অর্থাৎ গৌপ্তাব্দে (৮৯৩ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি বলবর্ম্মার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা ৯৫৬ বিক্রম-সম্বৎসরে (৮৯৯ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনে বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবল সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, তিনি ধর্ম্ম নামক জনৈক নরপতিকে যুদ্ধে

পরাজিত করিয়াছিলেন[৭০], বহু রাজাধিরাজ পরমেশ্বরকে জয় করিয়াছিলেন এবং কর্ণাটদেশীয় সেনাসমূহ ছত্রভঙ্গ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে স্বর্গীয় ডাক্তার কীল্‌হর্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, বলবর্ম্মা যখন ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন, তখন তাঁহার পিতামহ বাহুকধবল নিশ্চয়ই খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন[৭১]। তখনও পাশ্চাত্য বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট ধর্ম্মপালের কাল-নির্ণয়ের সংবাদ প্রচারিত হয় নাই, সেইজন্যই স্বর্গগত ডাক্তার কীল্‌হর্ণ বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবলকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগের লোক বলিয়াছিলেন। ডাক্তার কীলহর্ণের উক্তি অবলম্বন করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল প্রথম ভোজদেব ও বাহুকধবলের সমসাময়িক ব্যক্তি[৭২]। বলবর্ম্মা মহেন্দ্রপালের রাজত্বের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন, কিন্তু মহেন্দ্রপালের রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল; কারণ, ৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় অবনীবর্ম্মা পিতৃসিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। সুতরাং বলবর্ম্মা মহেন্দ্রপালের রাজ্যাভিষেককালে বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, ইহা অনুমান করা ন্যায়সঙ্গত। অতএব বলবর্ম্মাকে ভোজদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত এবং তদনুসারে বলবর্ম্মার পিতামহ বাহুকধবলকে প্রথম ভোজদেবের পিতামহ দ্বিতীয় নাগভটের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা উচিত।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মপালদেব সর্ব্বপ্রথমে কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন এবং ইন্দ্ররাজ বা ইন্দ্রায়ুধের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার খালিমপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে (ইঙ্গিত মাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চাল-বৃদ্ধ কর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া

(৭০) অজনি ততোহপি শ্রীমান্ বাহুকধবলো মহানুভাবো যঃ।
ধর্ম্মমরপি নিত্যং রণোত্তমো নিরনাদ্ ধর্ম্মং॥৯॥
—Epigraphia Indica, vol. IX, p. 7.

(৭১) Ibid, p.3.

(৭২) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৭।

কান্যকুব্জকে রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন"[৭৩]। কান্যকুব্জ নগর পাঞ্চালদেশে অবস্থিত[৭৪]। পূর্ব্বোক্ত শ্লোক হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভোজ, মৎস্য, কুরু, যদু, যবনাদি দেশসমূহের রাজগণ কান্যকুব্জরাজের অভিষেককালে বাধ্য হইয়া সাধুবাদ করিয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহারা ধর্ম্মপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ইন্দ্ররাজের পরিবর্ত্তে চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের অধিপতি বলিয়া স্বীকার করতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ভোজদেশ ও মৎস্যদেশ বর্ত্তমানে রাজপুতানার অংশবিশেষের নাম। কুরু ও যদু বর্ত্তমান পাঞ্জাবের প্রাচীন নাম। গন্ধার ও যবন সিন্ধুনদের উভয় পারস্থিত প্রদেশদ্বয়ের নাম। কীর বর্ত্তমানে কাঙ্গড়া বা জ্বালামুখী প্রদেশের নাম[৭৫] এবং অবন্তি বা উজ্জয়িনী মালবদেশের রাজধানী। সুতরাং চক্রায়ুধকে ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসনে স্থাপন করিবার জন্য ধর্ম্মপালদেবকে যে পঞ্চনদ, রাজপুতানা ও মালবের রাজগণকে পরাজিত করিতে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পরে উত্তরাপথে গুর্জ্জরগণের যেরূপ বিস্তৃত প্রভাবের নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক পরাজিত কুরু, যদু, যবনাদি দেশের রাজগণ গুর্জ্জর-জাতীয় ছিলেন। এই সময়ে ভিল্লমালের অধিপতিগণ গুর্জ্জররাজচক্রের মণ্ডলেশ্বর ছিলেন এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুর্জ্জর-রাজ্যের সহিত গৌড়েশ্বরের বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় বোধ হয়, তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল গুর্জ্জর-রাজ দ্বিতীয় নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৭৬]। সাগরতালের শিলালিপিতে প্রথমে চক্রায়ুধের ও পরে বঙ্গেশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। অনুমান

(৭৩) ভোজৈর্ম্মৎস্যৈঃ সমদ্রৈঃ কুরু-যদু-যবনবন্তি-গান্ধার-কীরৈ-
ভূপৈর্ব্যালোলমৌলি-প্রণতি-পরিণতৈঃ সাধু-সঙ্গীর্য্যামাণঃ।
হৃষ্যৎ-পঞ্চালবৃদ্ধোদ্ধৃত-কনকময়-স্বাভিষেকোদক কুম্ভো
দত্তঃ শ্রীকন্যকুব্জস্ সললিত-চলিত-ভ্রূলতা-লক্ষ্ম যেন ॥ ১২ ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৪।

(৭৪) Epigraphia Indica, vol. IV, p. 246.

(৭৫) Baijnath Inscription of Laskhmanachandra of Kiragrama, Epigraphia Indica, vol. I, p. 104.

(৭৬) দুর্ব্বারবৈরিবরবারণবাজিবারয়াণৌঘসংঘটনঘোরঘনান্ধকারং।
নির্জ্জিত্য বঙ্গপতিমাবিরভূদ্বিবস্বানুদ্যন্নিব ত্রিজগদেকবিকাশকোষঃ ॥ ১০ ॥
—Annual Report, Archaeological Survey of India, 1903-4 P. 281.

হয়, চক্রায়ুধ নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে ধর্ম্মপাল তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও পরাজিত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ বোধ-হয়, বারবার নাগভট কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অবশেষে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভটের পিতা বৎসরাজ যখন পঞ্চনদ হইতে গৌড় পর্য্যন্ত সমস্ত উত্তরাপথ অধিকার করিয়াছিলেন, তখন তৃতীয় গোবিন্দের পিতা ধ্রুবধারাবর্ষই তাঁহাকে মরুভূমিতে তাড়িত করিয়া উত্তরাপথ রাজগণের উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। সেইজন্যই বোধ হয়, ধর্ম্মপাল ও চক্রায়ুধ গুর্জ্জরগণের বিরুদ্ধে ধ্রুবের পুত্র তৃতীয় গোবিন্দের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। গোবিন্দ যখন সমস্ত উত্তরাপথ বিজয় করিয়া হিমালয়-পর্ব্বতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন কৃতজ্ঞ গৌড়েশ্বর ও কান্যকুব্জরাজ নতশীর্ষে তাঁহার সমীপে আগমন করিয়াছিলেন। ইহার পরে বোধ হয়, কোন কারণে গোবিন্দের সহিত ধর্ম্মপালের বিবাদ হইয়াছিল। কারণ, গোবিন্দের পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলগুণ্ডের শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোবিন্দ গৌড়-গণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৭৭]। নাগভট গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া তাঁহার পিতা বৎসরাজের ন্যায় মরুভূমিতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুর্জ্জর-গণকে বারবার উত্তরাপথ আক্রমণে উদ্যত দেখিয়া তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কক্ককে গুর্জ্জর-রাজ্যের রুদ্ধ দ্বারের অর্গলস্বরূপ গুজরাটের সামন্ত-পদে স্থাপন করিয়াছিলেন[৭৮]। তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জর-রাজগণ কিছুকাল শান্তভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নাগভট আর কখনও উত্তরাপথে প্রবেশলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না এবং তাঁহার পুত্র রামভদ্র কখনও আর্য্যাবর্ত্ত-অধিকারের উদ্যম করেন নাই।

(৭৭) কেরল-মালব-গৌড়ান্ সগুর্জ্জরাংশ্চিত্রকূটগিরিদুর্গস্থান্।
বদ্ধা কাঞ্চীশানাথং স কীর্ত্তিনারায়ণো জাতঃ॥
—Epigraphia Indica, vol. VI, pp. 102-3.

(৭৮) "গৌড়েন্দ্র-বঙ্গপতি-নির্জ্জয়-দুর্বিদগ্ধ-সদ্গুর্জ্জরেশ্বরদিগর্গলতাং চ যস্য।
নীত্বাভুজং বিহতমালবরক্ষণার্থং স্বামী তথান্যমপি রাজ্যফলানি ভুঙ্ক্তে।"
—Indian Antiquary, vol. XII, pp. 39-40. 160, 11.

তৃতীয় গোবিন্দ দক্ষিণাপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে চক্রায়ুধ বোধ হয়, ধর্ম্মপালের সামন্তরূপে কান্যকুব্জ-রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মপাল আজীবন সমগ্র উত্তরাপথের মণ্ডলেশ্বর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপাল-দেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "দিগ্বিজয়-প্রবৃত্ত সেই নরপতির (ধর্ম্মপালের) ভৃত্যবর্গ কেদারতীর্থে যথাবিধি জলক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগর সঙ্গমে, তথা গোকর্ণ প্রভৃতি তীর্থেও ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন[৭৯]। কেদার হিমালয় পর্ব্বতমালার পশ্চিমভাগে অবস্থিত এবং গোকর্ণ বোম্বাই প্রদেশে অবস্থিত[৮০]; সুতরাং এতদ্বারা ধর্ম্মপালদেবের দিগ্বিজয়ের উত্তর ও দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পাল "জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার শাসনে অবস্থিত থাকিয়া, একচ্ছত্র শাসন-সংস্থিত দশদিক্ শত্রু-পতাকিনীশূন্য করিয়াছিলেন[৮১]।" ধর্ম্মপালদেব রাষ্ট্রকূট-বংশীয় পরবলের কন্যা রণ্ণাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৮২]। মধ্যভারতে পথারি নামক স্থানে পরবলের একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরবলের পিতার নাম কক্করাজ এবং তাঁহার পিতামহের নাম জেজ্জ। জেজ্জের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সহস্র সহস্র কর্ণাট-সৈন্য পরাজিত করিয়া লাট বা গুজরাট দেশ অধিকার করিয়াছিলেন। কক্করাজ নাগাবলোক নামক জনৈক রাজাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। এই খোদিতলিপি পরবলের রাজ্যকালে, ৯১৭ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃষ্টাব্দে)

(৭৯) কেদারে বিধিনোপযুক্তপয়সাং গঙ্গাসমেতাম্বুধৌ
গোকর্ণাদিষু চাপ্যনুষ্ঠিতবতাং তীর্থেষু ধর্ম্ম্যাঃ ক্রিয়াঃ।
ভৃত্যানাং সুখমেব যস্য সকলানুদ্ধৃত্য দুষ্টানিমান্
লোকান্ সাধয়তোহনুষঙ্গজনিতা সিদ্ধিঃ পরত্রাপ্যভূৎ ॥ ৭ ॥
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৬-৭

(৮০) Indian Antiquary, vol. XXI, p. 25.

(৮১) রামস্যেব গৃহীত-সত্যতপসস্তস্যানুরূপো গুণৈঃ
সৌমিত্রেরুদপাদি তুল্য-মহিমা বাক্‌পালনামানুজঃ।
যঃ শ্রীমান্নয়-বিক্রমৈক-বসতির্ভ্রাতুঃ স্থিতঃ শাসনে
শূন্যাঃ শত্রু-পতাকিনীভিরকরোদেকাতপত্রা দিশঃ ॥ ৪ ॥
—ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৮২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৬।

উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৮৩]। ধর্ম্মপাল খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর প্রথম ভাগে সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং পরবল নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও জীবিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল "সম্ভবতঃ প্রৌঢ়াবস্থায় রন্নাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৮৪]।" ৮১৩ বিক্রমাব্দে (৭৫৬ খৃষ্টাব্দে) নাগাবলোক জীবিত ছিলেন। কারণ, উক্ত বর্ষে চাহমান (চৌহান) বংশীয় জনৈক মহাসামন্তাধিপতি কর্ত্তৃক শ্রীনাগাবলোকের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন, আজমীর চিত্রশালার অধ্যক্ষ রায় বাহাদুর পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা কর্ত্তৃক কিয়ৎকাল পূর্ব্বে আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৫]। স্বর্গীয় ডাক্তার কীলহর্ণ অনুমান করেন যে, এই নাগাবলোকই পরবলের পিতা কক্করাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। সুতরাং ইহা অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, কক্করাজ খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। কক্করাজের পুত্র পরবল যখন নবম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে জীবিত ছিলেন, তখন ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, কক্করাজ ও পরবল দীর্ঘায়ু পুরুষ ছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মপালদেবের যৌবনে পরবল-দুহিতা রন্নাদেবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়াই অধিক সম্ভব। পরবল যখন অতিবৃদ্ধ এবং ধর্ম্মপালদেব যখন বহু পূর্ব্বে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, তখনই বোধ হয় পথারির শিলাস্তম্ভলিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পরবল-দুহিতা রন্নাদেবীর সহিত ধর্ম্মপালদেবের বিবাহ-সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এক অদ্ভুত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, "রাষ্ট্রকূট-সম্রাট্ ৩য় গোবিন্দ অনুজ ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান করেন। কক্করাজ সেই ইন্দ্ররাজের পুত্র, সুতরাং রন্নাদেবী হইতেছেন রাষ্ট্রকূট-সম্রাট ৩য় গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্রের পৌত্রী, অর্থাৎ—রাষ্ট্রকূট-সম্রাটের ৪র্থ পুরুষ অধস্তন। এদিকে ধর্ম্মপাল ৩য় গোবিন্দের সমসাময়িক। এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত কক্করাজের পৌত্রীর বিবাহ কথনই সম্ভবপর নহে। ডাক্তার ফ্লিট, পরবল, ৩য় গোবিন্দেরই একটি নামান্তর পাইয়াছেন। তাঁহার মতে এই ৩য় গোবিন্দই রন্নাদেবীর পিতা, সুতরাং ধর্ম্মপালের শ্বশুর" এই মতই সমীচীন[৮৬]। তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্ররাজকে লাটের আধিপত্য প্রদান

(৮৩) Epigraphia Indica, vol. IX, p. 256.
(৮৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৪।
(৮৫) Epigraphia Indica, vol. IX, p. 241.
(৮৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫৫, পাদটীকা ৩১।

করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র নহে। ইন্দ্ররাজের পুত্র কক্করাজ ও পরবলের পিতা কক্করাজকে অভিন্ন মনে করিয়া প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। প্রথমতঃ পথারি-শিলাস্তম্ভ-লিপি অনুসারে পরবলের পিতার নাম জেজ্জ; কিন্তু গোবিন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র কক্কের পিতার নাম ইন্দ্ররাজ; দ্বিতীয়তঃ ইন্দ্ররাজের পুত্র কক্ক ৭৩৪ হইতে ৭৪৩ শকাব্দ (৮১২-৮২১ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। কিন্তু পরবলের পিতা কক্করাজ নাগাব-লোক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। পরবল যদি ধ্রুবধারাবর্ষের কনিষ্ঠ পুত্র ইন্দ্ররাজের বংশগত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার পথারি-লিপিতে নিশ্চয়ই কৃষ্ণরাজ ধ্রুব প্রভৃতি রাষ্ট্রকূট-বংশীয় সম্রাটগণের গুণকীর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যাইত। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, "ডাক্তার ক্লিট্ পরবল ৩য় গোবিন্দেরই একটি বিরুদ পাইয়াছেন।" অদ্যাবধি কোন স্থানে পরবল নামটি তৃতীয় গোবিন্দের বিরুদরূপে ব্যবহৃত হয় নাই। পথারি-শিলাস্তম্ভলিপির পাঠোদ্ধার হইবার পূর্ব্বে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করিতেন যে, "পরবল" রাষ্ট্রকূট-বংশীয় তৃতীয় গোবিন্দ অথবা প্রথম অমোঘবর্ষের নামান্তর মাত্র[৮৭]।

ধর্ম্মপালদেবের দুই পুত্রের নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার ৩২ রাজ্যাঙ্কে একখানি তাম্রশাসন সম্পাদিত হইয়াছিল, ইহা গৌড়ের নিকটে খালিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ত্রিভুবনপাল[৮৮]। যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব ধর্ম্মপালের রাজ্য-কালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ কনিষ্ঠ দেবপালদেব পিতার মৃত্যুর পর গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। এইজন্যই খালিম-পুরের তাম্রশাসন ব্যতীত পাল-বংশের অন্য কোন তাম্রশাসনে ত্রিভুবনপালের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধর্ম্মপালদেব ২৬শ রাজ্যাঙ্কে ভাস্কর উজ্জলের পুত্র,

(৮৭) **As the name Parabala could not be traced in any sub-sequent inscription, scholars conjectured that it was a biruda of one of the Rashtrakutas of Malkhed, perhaps of Govindaraja III, or Amoghavarsa I, according to the notions which they had formed regarding the time of Dharmapala.—Epigraphia Indica, vol. IX, p. 251.**

(৮৮) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

কেশব নামক একব্যক্তি মহাবোধিতে তিন সহস্র (৩০০০) দ্রম্ম অর্থাৎ রৌপ্য মুদ্রা ব্যয় করিয়া একটি পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন এবং একটি চতুর্ম্মুখ মহাদেব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৮৯]। তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে ধর্ম্মপালদেব, ব্যাঘ্রতটীমণ্ডল, মহন্তাপ্রকাশবিষয়ে অবস্থিত ক্রৌঞ্চশ্বভ্র; মাঢাসাম্মলী ও পালিতক নামক গ্রামত্রয় এবং আম্রষণ্ডিকামণ্ডলে স্থালীক্কটবিষয়ে, গোপিপ্পলীগ্রাম মহাসামন্তাধিপতি নারায়ণবর্ম্মার প্রার্থনাক্রমে, নারায়ণবর্ম্মা কর্ত্তৃক শুভস্থলীতে নির্ম্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ভগবান্ নরনারায়ণের এবং তাঁহার সেবক লাটদেশীয় ব্রাহ্মণগনের ব্যবহারার্থ দান করিয়াছিলেন। স্বয়ং যুবরাজ ত্রিভুবনপালদেব এই তাম্রশাসনের দূতক[৯০]। এই তাম্রশাসনখানি মালদহের ভূতপূর্ব্ব ম্যাজিষ্ট্রেট ৺উমেশচন্দ্র বটব্যাল ক্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন যে, ইহা কলিকাতায় এসিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইতেছে[৯১]। কিন্তু ইহা এসিয়াটিক সোসাইটিতে বা অপর কোন চিত্রশালায় রক্ষিত নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছি যে, ইহা রাজশাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। খালিমপুরের তাম্রশাসন ধর্ম্মপালদেবের ৩২শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথ বলেন যে, ধর্ম্মপাল চৌষট্টি (৬৪) বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৯২]। তারনাথ পাল-বংশের প্রথম নরপতিত্রয়েরই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারেন নাই, সুতরাং তাঁহার জনশ্রুতি-অবলম্বনে লিখিত ইতিহাসের কথা, সমর্থক অপর প্রমাণ আবিষ্কার না হওয়া পর্য্যন্ত ঐতিহাসিক প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। অনুমান হয়, ধর্ম্মপালদেব পঞ্চত্রিংশবর্ষকাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে স্বর্ণরেখ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে বরেন্দ্রভূমির ক॰ঞ্জ নামক একখানি গ্রাম শাসনস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। স্বর্ণরেখের

(৮৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩১-৩২।
(৯০) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।
(৯১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১।
(৯২) Pag-samjon-Zang, p. 111.

উত্তরপুরুষ চতুর্ভুজ "হরিচরিত" নামক একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হরিচরিত কাব্যের একখানি পুঁথি নেপালে নেপালরাজের গ্রন্থাগারে আবিষ্কার করিয়াছেন, এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় স্বর্ণরেখের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে[৯৩]।*

(৯৩) "গ্রামোত্তমোঽস্ত্যমলমঞ্জুগুণৈকপুঞ্জঃ শ্রীমান্ করঞ্জ ইতিবন্দ্যতমো বরেন্দ্র্যাম্।
যত্র শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পদ-প্রবীণাঃ সচ্ছাস্ত্রকাব্যনিপুণা স্ম বসন্তি বিপ্রাঃ॥
কীর্ণঃ প্রজাপতিগুণৈঃ পরিপূর্ণকামঃ শ্রীস্বর্ণরেখ ইতি বিপ্রবরোঽবতীর্ণঃ।
তং গ্রামমগ্রগণনীয়গুণং সমগ্রং জগ্রাহ শাসনবরং নৃপধর্ম্মপালাৎ।"
—Catalogue of Palmleaf & Selected Paper MSS. Durbar Library Nepal, by Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri, p. 134.

পরিশিষ্ট (চ)

রাষ্ট্রকূট-রাজবংশ :—
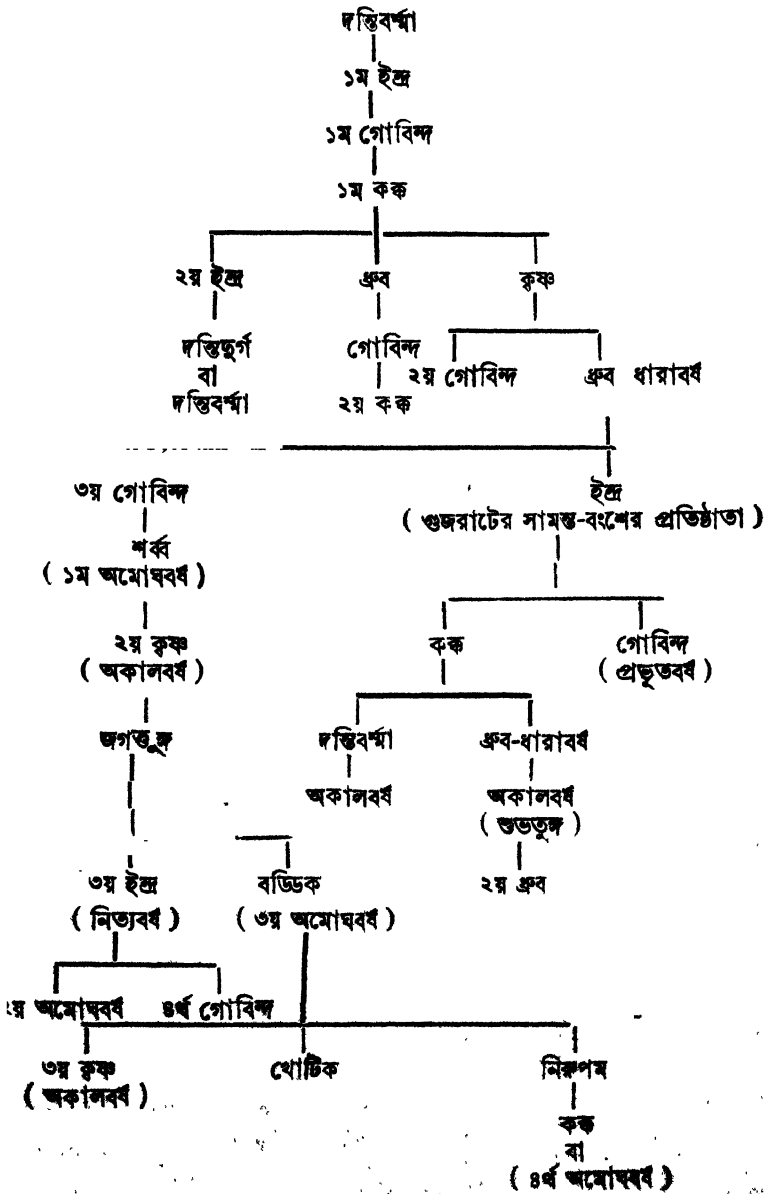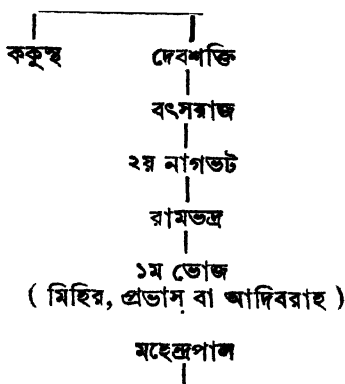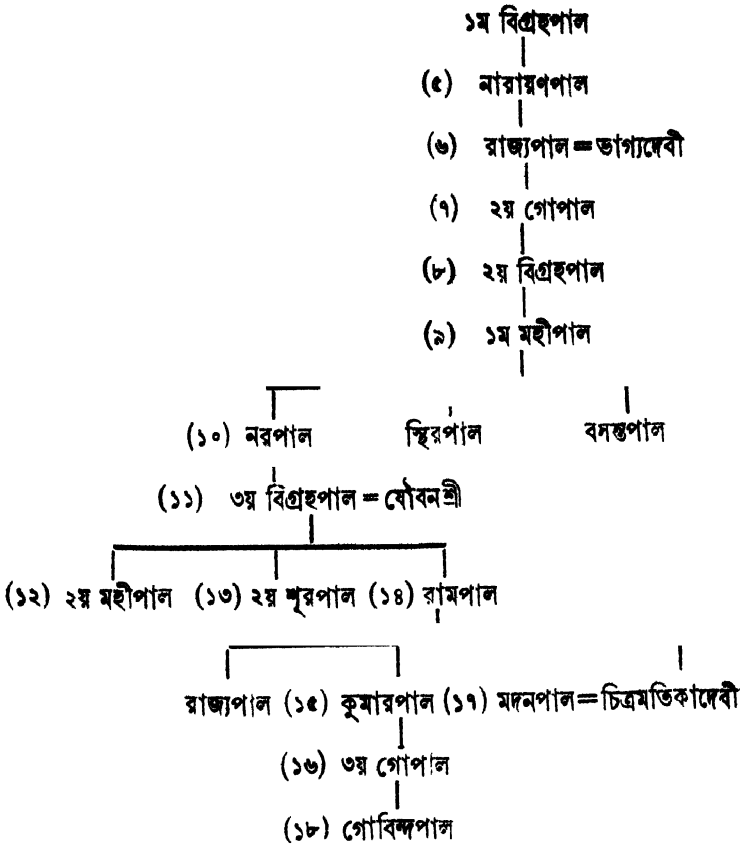
ভিল্লমাল ও কান্যকুব্জের গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশ :-

বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কতকগুলি কুলশাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ধর্ম্মপাল ভট্টনানারায়ণের পুত্র আদিগাঞি ওঝাকে গঙ্গাতীরে ধামসার নামক একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

> রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীর দেশে বিধাতুং
> নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য
> যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকলকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
> গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ ॥

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ১৫৬, পাদটীকা ৪১।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গুর্জ্জর-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্ব

দেবপালদেব বিন্ধ্যপর্ব্বতে ও হিমালয়ে যুদ্ধ—প্রথম অমোঘবর্ষ—রামভদ্রের পরাজয়—উৎকল ও কামরূপজয়—জয়পাল—দেবপালের তাম্রশাসন—নারায়ণের ছন্দোগপরিশিষ্টপ্রকাশ—বীরদেব—দর্ভপাণি—সোমেশ্বর—কেদারমিশ্র—ভোজদেব—গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ অধিকার—বিগ্রহপালের সম্বন্ধনির্ণয়—গুর্জ্জরগণ কর্ত্তৃক পালসাম্রাজ্য আক্রমণ—নারায়ণপাল—ভোজদেব কর্ত্তৃক মগধ অধিকার—কক—মুদ্গগিরির যুদ্ধ—গুণাম্ভোধিদেব—উদ্দণ্ডপুরের মূর্ত্তি—নারায়ণপালের তাম্রশাসন—ভট্টগুরবমিশ্র—রাজ্যপাল—ভাগ্যদেবী—মহেন্দ্রপাল—দ্বিতীয় ভোজদেব—দ্বিতীয় কৃষ্ণ—মহীপাল—তৃতীয় ইন্দ্র—উত্তরাপথাভিযান—দ্বিতীয় গোপাল—চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মা কর্ত্তৃক গৌড়াক্রমণ—কাম্বোজ-জাতি কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—গৌড়ীয় ভাস্কর শিল্প।

ধর্ম্মপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার দ্বিতীয়পুত্র দেবপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া গুর্জ্জরগণ বহুদিন উত্তরাপথ আক্রমণ করতে ভরসা করে নাই। বিন্ধ্যপর্ব্বতের কোন স্থানে বোধ হয়, দেবপালদেবের সহিত রাষ্ট্রকূট অথবা গুর্জ্জর রাজগণের যুদ্ধ হইয়াছিল। কারণ, মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনে এবং ভট্টগুরবমিশ্রের শিলাস্তম্ভ-লিপিতে তাঁহার বিন্ধ্যপর্ব্বতের গমনের উল্লেখ আছে। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অপর নৃপতিবৃন্দের গর্ব্বখর্ব্বকারক সেই রাজার দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে রণকুঞ্জরগণ ভ্রমণ করিতে করিতে বিন্ধ্যগিরিতে উপনীত হইয়া আনন্দাশ্রু-প্রবাহপ্লাবিত বন্ধুগণকে পুনরায় দর্শন করিয়াছিল এবং যুবক অশ্বগণও কাম্বোজ দেশে উপনীত হইয়া দীর্ঘকালের পর স্বকীয় হর্ষসম্ভূত হ্রেষারব-মিশ্রিত হ্রেষারবকারী প্রিয়তমাবৃন্দের দর্শন লাভ করিয়াছিল[১]।" দিনাজপুরে ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায়, সেই দর্ভপাণির নীতি-কৌশলে শ্রীদেবপাল নৃপতি মত্তজমদাভিসিক্তশিলাসংহতিপূর্ণ রেবা নদীর জনক

(১) ভ্রাম্যদ্ভির্বিজয়ক্রমেণ করিভি [ঃ স্বা] মেব বিন্ধ্যাটবী,
মুদ্দামপ্রবমানবাষ্পপয়সো দৃষ্টাঃ পুনর্বান্ধবাঃ।
কাম্বোজেষু চ যস্য বাজি-যুবভির্ধ্বস্তান্যরাজৌজসো
হ্রেষামি[illegible]বল্লভাঃ কান্তাশ্চিরং বীক্ষিতাঃ।
মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত দেবপালদেবের তাম্রশাসন; [illegible], পৃঃ ৩৭।

হইতে মহেশললাটশোভিত ইন্দুকিরণশ্বেতায়মান গৌরীজনক পর্ব্বত পর্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণাগররঞ্জিত জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র (মধ্যবর্ত্তী) সমগ্র ভূভাগ করপ্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২]। গুরব-মিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল তাঁহার মন্ত্রী কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলের উপাসনা করিয়া উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণকৃত করিয়া দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্রমেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[৩]। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন এবং বাদলের শিলাস্তম্ভলিপি, এই উভয় খোদিতলিপিতেই দেবপালদেবের বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমনের কথা আছে। বাদলের স্তম্ভলিপিতে দেবপাল কর্ত্তৃক গুর্জ্জরনাথ ও দ্রবিড়েশ্বরের দর্পচূর্ণের উল্লেখ আছে। বিন্ধ্যপর্ব্বত গুর্জ্জর-রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্ব্বসীমায় ও দ্রবিড় বা রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের উত্তর-পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত, সুতরাং সম্ভবতঃ বিন্ধ্যপর্ব্বতেরই কোন উপত্যকায় দ্রবিড়নাথ ও গুর্জ্জরেশ্বর পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের পুত্র শর্ব্ব বা প্রথম অমোঘবর্ষের ষষ্টি বর্ষের অধিককাল মান্যখেতের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং ইহাই সম্ভব যে, তিনি দেবপালদেবের সমসাময়িক এবং তৎ-কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। অমোঘবর্ষের দুইখানি শিলালিপিতে তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধের উল্লেখ আছে। সিরুর ও নীলগুণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অঙ্গ, বঙ্গ, মগধ, মালব ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ প্রথম অমোঘবর্ষের অর্চ্চনা করিয়াছিলেন[৪]। অঙ্গ, বঙ্গ, ও মগধ

(২) আরেবাজনকান্মতঙ্গজমদস্তিম্যচ্ছিলাসংহতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দুকিরণৈঃ পুষ্যৎসিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণজলাদাবারিরাশিদ্বয়াৎ।
নীত্যা যস্য ভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ॥
—ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭২।

(৩) উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত-হূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃতদ্রবিড়গুর্জ্জর দীনাথদর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বভোজ গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্যধিয়ং যদীয়াং॥"
ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪।

(৪) অরিনৃপতিমকুটঘট্টিতচরণস্ সকলভুবনবন্দিতশৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গমগধ-মালব-বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽতিশয়ধবলঃ॥
—নীলগুণ্ড ও সিরুরের শিলালিপি; Epigraphia Indica, vol. VI, p. 103, Indian Antiquary, vol. XII, p. 218.

তখন স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল না এবং বঙ্গে স্বতন্ত্র রাজ্য থাকিলেও অঙ্গ ও মগধ পালরাজবংশের অধিকারকালে কখনই স্বাতন্ত্র্য লাভ করে নাই; সুতরাং "বঙ্গাঙ্গমগধ" পদদ্বারা গৌড়রাজ্যই বুঝাইতেছে।

এই সমস্ত খোদিতলিপি হইতে দেবপালদেবের রাজ্যকালের নিম্নলিখিত ইতিহাস অবগত হওয়া যায়। দেবপালদেব যুদ্ধাভিযানের সময় বিন্ধ্যপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এইস্থানে তাঁহার সহিত দক্ষিণাপথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের যুদ্ধ হইয়াছিল, এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন[৫]। যুদ্ধাভিযানকালে দেবপাল সসৈন্য হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দেবপালের মুঙ্গেরের ও নালন্দার তাম্রশাসনের ১৩শ শ্লোকের প্রথম চরণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নাম' তৃতীয় চরণে কম্বোজ জাতির নাম আছে, কিন্তু ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপিতে পঞ্চম শ্লোকের প্রথম চরণে বিন্ধ্যপর্ব্বতের নাম ও দ্বিতীয় চরণে হিমালয় পর্ব্বতের নাম আছে। এই শ্লোকদ্বয় দেবপালদেবের বিজয়-যাত্রার উত্তর ও দক্ষিণসীমা নির্দ্দেশক। সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, দেবপাল উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতে কাম্বোজ জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ভট্টগুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির ১৩শ শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপালদেব উৎকলগণকে, হূণগণকে এবং দ্রবিড়েশ্বর ও গুর্জ্জরনাথকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েশ্বর বলিতে দক্ষিণাপথেশ্বর রাষ্ট্রকূট-বংশীয় প্রথম অমোঘবর্ষকে বুঝাইতেছে। গুর্জ্জরনাথ শব্দে দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্রদেবকে বুঝাইতেছে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, দ্বিতীয় নাগভট

(৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"১ম অমোঘবর্ষের নীলগুণ্ডলিপির ১১শ শ্লোকে এরূপ পরিচয় (বঙ্গাঙ্গমগধ মালব বেঙ্গী রাজগণ কর্ত্তৃক অতিশয়ধবল বা ১ম অমোঘবর্ষের অর্চ্চনা) থাকায় কেহ কেহ মনে করেন, অমোঘবর্ষের নিকট দেবপাল পরাজয় স্বীকার করেন। কিন্তু উপরে লিখিয়াছি, প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভাগিনেয় কর্ত্তৃক মাতুলের অর্চ্চনা স্বাভাবিক, ইহা খর্ব্বতাপ্রকাশক নহে।"

—(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৫৮, পাদটীকা ৪৭)।

বলা বাহুল্য, ১ম অমোঘবর্ষের সহিত দেবপালদেবের সম্বন্ধজ্ঞাপক কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। পূর্ব্বে দেবপালের মাতুলবংশের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। প্রথম অমোঘবর্ষ দেবপালের মাতুল ছিলেন, এই কথা বসুজ মহাশয়ের কল্পনাপ্রসূত, প্রমাণাভাবে ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইল না।

ধর্ম্মপালদেবের সমসাময়িক ; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র দ্বিতীয় নাগভটের পুত্রের সমসাময়িক হওয়াই সম্ভব। দ্বিতীয় নাগভটের পুত্র রামভদ্র বোধ হয়, দেবপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন ; কারণ, তাঁহার পুত্র প্রথম ভোজদেবের সাগরতাল শিলালিপিতে তৎকর্ত্তৃক গৌড় বা অপর কোন দেশের রাজার পরাজয়ের উল্লেখ নাই[৬]। দেবপালের রাজ্যকালে তাঁহার খুল্লতাত পুত্র জয়পাল উৎকলরাজকে স্বীয় রাজধানী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[৭]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনের এই উক্তির দ্বারা গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপির উক্তি সমর্থিত হইতেছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, জয়পাল প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পুরের অধীশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৮]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, "ভগদত্ত-বংশীয় প্রলম্বের প্রপৌত্র জয়মাল-বীরবাহু সম্ভবতঃ এই সময়ে প্রাগ্‌জ্যোতিষের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন[৯]। খৃষ্টীয় দশম

(৬) তজ্জন্মা রামনামা প্রবরহরিবলন্যস্তভূভৃৎপ্রবদ্ধৈ-
রাবধ্নন্বাহিনীনাং প্রসভমধিপতীনুদ্ধতক্রূরসত্ত্বান্‌।
পাপাচারান্তরায়প্রমথনরুচিরঃ সঙ্গতঃ কীর্ত্তিদারৈ-
স্ত্রাতা ধর্ম্মস্য তৈস্তৈস্তসমুচিতচরিতৈঃ পূর্ব্ববন্নির্ব্বভাসে ॥ ১২
অনন্যসাধনাধীনপ্রতাপাক্রান্তদিঙ্মুখঃ।
উপায়ৈস্সম্পাদং স্বামী যঃ সব্রীড়মুপাস্যত ॥ ১৩
অর্থিভির্ব্বিনিযুক্তানাং সম্পাদাং জন্ম কেবলং।
যস্যাভূৎ কৃতিনঃ প্রীত্যৈ নাত্মেচ্ছাবিনিযোগতঃ ॥ ১৪

—সাগরতালের শিলালিপি, Annual Report of the Archæological Survey of India, 1903-4, p. 281.

(৭) তস্মাদুপেন্দ্রচরিতৈর্জ্জগতীং পুনানঃ
পুত্রো বভূব বিজয়ী জয়পালনামা।
ধর্ম্মদ্বিষাং শময়িতা যুধি দেবপালে
য পূর্ব্বজে ভুবনরাজ্য-সুখান্যনৈষীৎ ॥৫

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৭।

(৮) যস্মিন্‌ ভ্রাতুর্নিদেশাদ্বলবতি পরিতঃ প্রস্থিতে জেতুমাশাঃ
সীদন্নাম্নৈব দূরান্নিজপুরমজহাদুৎকলানামধীশঃ।
আসাঞ্চক্রে চিরায় প্রণয়ি-পরিবৃতো বিভ্রদুচ্চেন মূর্দ্ধা
রাজা প্রাগ্‌জ্যোতিষাণামুপশমিতসমিৎসংকথাং যস্য চাজ্ঞাং ॥ ৬

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮।

(৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ২৯।

শতাব্দীতে গৌড় দেশ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল, দিনাজপুরে বাণগড় নামক স্থানে কাম্বোজ বংশজাত জনৈক গৌড়পতির উল্লেখ আছে[১০]। দেবপালদেবের রাজ্যকালে কাম্বোজগণ বোধ হয়, হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়া গৌড়দেশ অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছিল এবং সেই সময়ে দেবপাল বোধ হয়, তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। মুঙ্গেরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দেবপাল একদিকে হিমালয়, অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ, একদিকে বরুণনিকেতন, অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন (ক্ষীরোদ সমুদ্র,)—এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল নিঃসপত্নভাবে উপভোগ করিয়াছেন[১১]। অদ্যাবধি দেবপালের রাজত্বকালের একখানি শিলালিপি ও দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম তাম্রশাসনখানি মুদ্গগিরি অর্থাৎ মুঙ্গের হইতে দেবপালের ৩৩শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা শ্রীনগরভুক্তির (অর্থাৎ পাটলিপুত্রের) ক্রিমিলা বিষয়ান্তঃপাতী মেষিকা গ্রাম ভট্ট বিশ্বরাতের পৌত্র ভট্ট বরাহরাতের পুত্র ভট্টপ্রবর শ্রীবীহেকরাত মিশ্রকে প্রদত্ত হইয়াছিল। দেবপালের একমাত্র পুত্র রাজ্যপালের এই তাম্রশাসনের দূতক[১২]। দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি পাটনা জিলায় অবস্থিত বড়গাঁও গ্রামে নালন্দা বা নালন্দার ধ্বংসাবশেষ-খনন কালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের মধ্যচক্রের অধ্যক্ষ বন্ধুবর শ্রীযুক্ত হীরানন্দ শাস্ত্রী ইহার পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনখানি মুদ্গগিরি-সমবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা দেবপালদেবের ৩৮ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। এতদ্দ্বারা দেবপালদেব শ্রীনগরভুক্তির

(১০) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. VII, p. 619.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৪।

(১২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৮-৪০।

(অর্থাৎ পাটলিপুত্রের বা division-এর) রাজগৃহবিষয়ের (বর্ত্তমান রাজগির বিষয়ের), অন্তঃপাতী অজপুরনয়প্রতিবদ্ধ নন্দিবনাক ও মনিবাটক গ্রাম; পিলিপিঙ্কানয়প্রতিবদ্ধ, নটিকাগ্রাম; অচলায়তনপ্রতিবদ্ধ হস্তি গ্রাম এবং গয়া-বিষয়ের অন্তঃপাতী কুমুদসূত্রবীথিপ্রতিবদ্ধ পালামবগ্রাম, সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের রাজা শ্রীবালপুত্রদেব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া তন্নির্ম্মিত নালন্দাবস্থিত বিহারে প্রতিষ্ঠিত ভগবান বুদ্ধ ভট্টারকের সেবার জন্য এবং আর্য্য ভিক্ষু-সঙ্ঘের বলি, চরু, সত্র, চীবর, পিণ্ড, শয়ান, আসন এবং ঔষধার্থে; ধর্ম্মরত্নের (ধর্ম্মগ্রন্থের) লেখনের জন্য ও বিহার ভগ্ন হইলে তাহার সংস্কারের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যাঘ্রতটী মণ্ডলাধিপতি শ্রীবলবর্ম্মা এই তাম্রশাসনের দূতক এবং ইহা দেবপাল-দেবের রাজ্যের আটত্রিশ বর্ষের কার্ত্তিক মাসের একবিংশ দিবসে সম্পাদিত হইয়াছিল। তাম্রশাসনের শেষে সুবর্ণদ্বীপ বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবালপুত্র-দেবের বংশ-পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইনি শৈলেন্দ্র-বংশসম্ভূত যবভূমি বা যবদ্বীপের অধিপতি শ্রীবীর নামক রাজার বংশসম্ভূত। বালপুত্রদেব নালন্দা নামক বৌদ্ধতীর্থের খ্যাতি শ্রবণ করিয়া তথায় বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়া-ছিলেন এবং নালন্দা পাল-বংশীয় সম্রাট্ দেবপালদেবের রাজ্যভুক্ত থাকায়, দূত প্রেরণ করিয়া দেবপালদেবকে বুদ্ধমূর্ত্তির পূজা ও বিহারে সমাগত বৌদ্ধ-ভিক্ষু-সঙ্ঘের অশন-বসন ও চিকিৎসার ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য পূর্ব্বোক্ত গ্রামপঞ্চ দান করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। যবদ্বীপের বা সুবর্ণদ্বীপের রাজা বালপুত্রদেবের অনুরোধে দেবপালদেব কর্ত্তৃক এই গ্রামপঞ্চ দেবত্র স্বরূপ বৌদ্ধবিহারে প্রদত্ত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ এই পঞ্চগ্রামের মূল্য বালপুত্রদেব কর্ত্তৃক গৌড়-রাজ দেবপালদেবকে প্রদত্ত হইয়াছিল, কারণ দানধর্ম্মানুসারে মূল্য প্রদত্ত না হইলে বালপুত্রদেবের মন্দির-প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হয় না[১৩]। দেবপালদেবের খুল্লতাত-পুত্র জয়পাল সম্ভবতঃ তাঁহার পিতা বাক্‌পালদেবের শ্রাদ্ধকালে শ্রাদ্ধের মহাদান উমাপতি নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উমা-

(১৩) প্রত্নতত্ত্ববিভাগের সর্ব্বাধ্যক্ষ (Director-General of Archaeology in India) স্যর জন মার্শালের (Sir John Marshall) অনুমতি অনুসারে আমার অনুরোধে পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ ক্যাম্বিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের দ্বিতীয়ভাগে (Cambridge History of India, vol. II.) সঙ্কলনের জন্য আমাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই নবাবিষ্কৃত

পতির উত্তরপুরুষ নারায়ণ স্বরেচিত ছন্দোগপরিশিষ্ট-প্রকাশ নামক গ্রন্থে এই কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন[১৪]।

দেবপালদেবের একটিমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহার নাম রাজ্যপাল এবং ইনি পিতার রাজ্যকালে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন[১৫]। রাজ্যপাল বোধ হয়, দেবপালের জীবনকালেই মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, দেবপালের পরে জয়পালের পুত্র প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যকালে নগরহার নগরের (বর্ত্তমান নাম নিংরাহার, ইহা আফগানিস্তানের আমীরের রাজ্যে খাইবার গিরিসঙ্কটের অনতিদূরে অবস্থিত) অধিবাসী ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব মগধে আসিয়া যশোবর্ম্মপুরে দুইটি চৈত্য ও একটি বজ্রাসন প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বীরদেব যে বজ্রাসন নির্ম্মান করিয়াছিলেন, তাহার একখণ্ড প্রস্তর পাটনা জেলার অন্তর্গত ঘোষরাঁবা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বৌদ্ধ-

তাম্রশাসনের পাঠ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। পণ্ডিত হীরানন্দ শাস্ত্রী ইহার পাঠ Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিবেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের সৌজন্যে এই নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসনের সারাংশ এই গ্রন্থের জন্য সঙ্কলিত হইল। এতদ্ব্যতীত দেবপালদেবের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি নালন্দায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু খোদিত লিপির পাঠ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই।—Annual Report of the Archaeological Survey of India, Central Circle, 1920-21, pp. 37-38.

(১৪) তস্মাদ্ভূষিতসান্দ্রিভূমিবলয়ঃ শিষ্যোপশিষ্যব্রজৈ,
বিদ্বন্মৌলিরভূদ্যমাপতিরিতি প্রভাকরগ্রামণীঃ।
স্মাপালাজ্জয়পালতঃ স হি মহাশ্রাদ্ধং প্রভূতং মহা-
দানং চার্থিগণার্হণার্দ্রহৃদয়ঃ প্রত্যাগ্রহীৎ পুণ্যবান্॥

—ছন্দোগপরিশিষ্ট প্রকাশ; Eggeling's Catalogue of Sanaskrit Manascripts in the India Office Library, White Hall, London part I pp. 92-93.

(১৫) শ্রেয়োবিধাবুদয় [ব]ংশ-বিশুদ্ধিভাজং
রাজাকরোদ্বিগতাম্বগুণং গুণজ্ঞঃ।
আত্মানুরূপচরিতং স্থিরযৌবরাজ্যং
শ্রীরাজ্যপালমিহ দুগ্ধকমাত্মপুত্রং॥—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪০।

স্ত্রের অনুরাগী হইয়া অধ্যয়নার্থ কণিষ্কবিহারে গমন করিয়াছিলেন[১৬]। কনিষ্কবিহার প্রাচীন পুরুষপুর (বর্ত্তমান পেশাবর) নগরে অবস্থিত ছিল[১৭]। বীরদেব কণিষ্কবিহারে সর্ব্বজ্ঞশান্তি নামক জনৈক বৌদ্ধাচার্য্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তীর্থযাত্রা উপলক্ষে মগধে আসিয়াছিলেন[১৮]। তিনি মহাবোধি দর্শন করিয়া যশোবর্ম্মপুর (বর্ত্তমান নাম ঘো'ষরাঁবা) বিহারে আগমন করিলে দেবপালদেব তাঁহাকে পূজা করিয়াছিলেন[১৯]। দেবপাল তাঁহাকে নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত করিয়াছিলেন[২০]। নালন্দায় অবস্থানকালে বীরদেব ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতে[২১] দুইটি চৈত্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[২২]। বীরদেবের শিলালিপিখানি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে, কিন্তু মুঙ্গেরে

---

(১৬) বেদানধীত্য সকলান্ কৃতশাস্ত্রচিন্তঃ
শ্রীমৎকণিষ্কমুপগম্য মহাবিহারম্।
আচার্য্যবর্য্যমথ স প্রশম-প্রশস্তং
সর্ব্বজ্ঞশান্তিমনুগম্য তপশ্চচার ॥৬ —গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮।

(১৭) পরিব্রাজক ইউয়ান্-চোয়াং পুরুষপুর নগরের উপকণ্ঠে কণিষ্কের মহাবিহার দর্শন করিয়াছিলেন—Watter's—On Yuan-Chwang, vol. I, p. 208.

(১৮) বজ্রাসনং বন্দিতুমেকদাঽথ।
শ্রীমৎযশোবর্ম্মপুরং বিহারম্ ॥ ৮
দ্রষ্টুং ততোঽগাৎ সহ দেশি-ভিক্ষুন্ —গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮।

(১৯) তিষ্ঠন্নথেহ সুচিরং প্রতিপত্তিসারঃ
শ্রীদেবপাল-ভুবনাধিপলব্ধ-পূজঃ।
প্রাপ্ত-প্রভঃ প্রতিদিনোদয়-পূরিতাশঃ
পূষেব দারিততমপূঃপ্রসরো ররাজ ॥ ৯ —গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৮।

(২০) ভিক্ষোরাত্মসমঃ সহৃদ্ভুজ ইব শ্রীসত্যবোধেনিজো
নালন্দাপরিপালনায় নিয়তঃ সংঘস্থিতের্ষ স্থিতঃ।
যেনৈতৌ স্ফুটমিন্দ্রশৈলমুকুট-শ্রীচৈত্য-চূড়ামণী
শ্রামণ্যব্রত-সম্বৃতেন জগতঃ শ্রেয়োঽর্থমুত্থাপিতৌ ॥ ১০
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৪৮-৪৯।

(২১) ইন্দ্রশিলা পর্ব্বতের বর্ত্তমান নাম গিরিয়েক। ইহা পাটনা জিলায়, বিহার মহকুমায় প্রাচীন রাজগৃহ হইতে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

(২২) গিরিয়েক পর্ব্বতশীর্ষে দুইটি বৃহৎ ইষ্টকনির্ম্মিত চৈত্যের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটি চৈত্যই বীরদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।

আবিষ্কৃত দেবপালের তাম্রশাসনের এখন আর কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না[২৩]। নালন্দার তাম্রশাসন দেবপালদেবের ৩৮শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল, সুতরাং দেবপালদেব প্রায় চত্বারিংশৎ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যকালে শাণ্ডিল্য-বংশীয় গর্গদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন। ধর্ম্মপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে গর্গদেবের পুত্র দর্ভপাণি গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য হইয়াছিলেন। দর্ভপাণির প্রপৌত্র গুরবমিশ্রের স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, দেবপাল দর্ভপাণিকে অত্যন্ত সম্মান করিতেন। কথিত আছে যে, "দর্ভপাণির নীতিকৌশলে শ্রীদেবপাল (নামক) নৃপতি মতঙ্গজ-মদাভিষিক্ত-শিলাসংহতিপূর্ণ রেবা (নর্ম্মদা) নদীর জনক (উৎপত্তিস্থান বিন্ধ্যপর্ব্বত) হইতে (আরম্ভ করিয়া) মহেশললাট-শোভি-ইন্দুকিরণ-শ্বেতায়মান গৌরীজনক (হিমালয়) পর্ব্বত পর্য্যন্ত, সূর্য্যোদয়াস্তকালে অরুণ রাগ-রঞ্জিত (উভয়) জলরাশির আধার পূর্ব্বসমুদ্র এবং পশ্চিম-সমুদ্র (মধ্যবর্তী) সমগ্র ভূভাগ কর-প্রদ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"

"নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিগ্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমাণ সেনাসমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল (নামক) নরপাল (উপদেশ গ্রহণের জন্য) দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায়, তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন।"

"সুররাজকল্প (দেবপাল) নরপতি (সেই মন্ত্রিবরকে) অগ্রে চন্দ্রবিম্বানুকারী (মহার্ঘ) আসন প্রদান করিয়া, নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংশু হইয়াও স্বয়ং সচকিতভাবেই সিংহাসনে উপবেশন করিতেন"[২৪]। দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর। তিনি বোধ হয়, দেবপালের সেনাপতি ছিলেন; কারণ, তাঁহাকে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলনা করা হইয়াছে[২৫]। সোমেশ্বরের পুত্র

(২৩) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৩।

(২৪) গরুড়স্তম্ভলিপি, ৫-৭ শ্লোক; গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৮-৭৯।

(২৫) ন ভ্রান্তং বিকটং ধনঞ্জয়তুল মাকস্য বিক্রামতা
বিত্তান্যর্থিষু বর্ষতা স্তুতি-গিরো নোদ্গর্ব্বমাকর্ণিতাঃ।
নৈবোক্তা মধুরং বহু-প্রণয়িনঃ স্বল্পগিতাশ্চ শ্রিয়া
যেনৈবং স্বগুণৈর্জগদ্বিসদৃশৈশ্চক্রে সতাং বিস্ময়ঃ ॥৯
—গৌড়লেখমালা, ৭৩পৃঃ।

কেদারমিশ্র তাঁহার পিতামহ দর্ভপাণির পরে গৌড়েশ্বরের প্রধান অমাত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, কেদারমিশ্রের "বুদ্ধি-বলের উপাসনা করিয়া, গৌড়েশ্বর (দেবপালদেব) উৎকলকুল উৎকীলিত করিয়া, হূণগর্ব্ব খর্ব্বীকৃত করিয়া এবং দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথ-দর্প-চূর্ণীকৃত করিয়া, দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র-মেখলাভরণাবসুন্ধরা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন[২৬]।" দর্ভপাণি, সোমেশ্বর এবং কেদারমিশ্র, এই তিন পুরুষ যখন দেবপালদেবের সমসাময়িক ছিলেন, তখন ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, দেবপালদেব দীর্ঘকাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। দেবপালের প্রথম মন্ত্রী দর্ভপাণি ধর্ম্মপালের রাজ্যের শেষাংশে তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন এবং দেবপালের দ্বিতীয় মন্ত্রী তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালের অমাত্য ছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ধর্ম্মপালকে গুর্জ্জর-প্রতীহার-বংশীয় প্রথম ভোজদেবের সমসাময়িক ধরিয়া লইয়া দেবপালকে প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণের সমাসাময়িক ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন[২৭]। পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দর্শিত হইয়াছে যে, ধর্ম্মপাল দ্বিতীয় নাগভটের ও তৃতীয় গোবিন্দের সমসাময়িক ব্যক্তি; সুতরাং ধর্ম্মপালের পুত্র কখনই দ্বিতীয় নাগভটের পৌত্র অথবা বৃদ্ধপ্রপৌত্র (প্রথম ভোজ পৌত্র এবং দ্বিতীয় ভোজ বৃদ্ধ প্রপৌত্র) এবং তৃতীয় গোবিন্দের পুত্রের সমসাময়িক ব্যক্তি বলা যাইতে পারে না। চন্দ মহাশয় কর্ণের তাম্রশাসন ও বিলহরির তাম্রশাসন হইতে যে দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা প্রথম ভোজদেবের প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না[২৮]। দেবপালদেবের পত্নীর নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুমান হয়, দেবপালদেব ৮২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ৮৬০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার রাজ্যের শেষভাগে প্রতীহার-রাজ রামভদ্রের পুত্র প্রথম ভোজ, মহোদয় বা কন্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন। যোধপুর রাজ্যে দৌলতপুরায় আবিষ্কৃত ৯০০ বিক্রমাব্দে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন হইতে হওয়া যায় যে, উক্ত তাম্রশাসন মহোদয় বা কান্যকুব্জ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল[২৯]। সুতরাং ৯০০ বিক্রমাব্দের (৮৪৩ খৃষ্টাব্দ) পূর্ব্বে কান্যকুব্জ প্রথম ভোজ কর্ত্তৃক অধিকৃত

(২৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৩।

(২৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩০।

(২৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩০-৩১।

(২৯) Epigraphia Indica, vol. V. p. 211.

হইয়াছিল। দেবপালদেবের মৃত্যুর পরে ধর্ম্মপালের বংশে কেহ উত্তরাধিকারী না থাকায় প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র প্রথম বিগ্রহ-পাল বা প্রথম শূরপাল গৌড়-বঙ্গ-মগধের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।

দেবপালের সহিত বিগ্রহপালের সম্বন্ধ-নির্ণয় লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মত-ভেদ আছে। স্বর্গীয় ডঃ কীলহর্ণের মতানুসারে বিগ্রহপাল বা শূরপাল প্রথম গোপালদেবের দ্বিতীয় পুত্র বাক্‌পালের পৌত্র এবং জয়পালের পুত্র[৩০]। ডঃ হর্ণলি ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বলিয়াছিলেন,—"তৃতীয় বিগ্রহপালের তাম্রশাসন দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিগ্রহপাল দেবপালের ভ্রাতুষ্পুত্র নহেন, তাঁহার পুত্র[৩১]।" শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন "রচনারীতির প্রতি লক্ষ্য করিলে প্রথম বিগ্রহপালদেবকে দেবপালদেবের পুত্র বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। দেবপালদেবও অপুত্রক ছিলেন না। তাঁহার (মুঙ্গের আবিষ্কৃত) তাম্রশাসনে (৫১-৫২ পংক্তিতে) রাজ্যপাল নামক তদীয় পুত্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত থাকিবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি যে পিতার জীবিতকালেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমানাভাব। গরুড়স্তম্ভ-লিপিতে (১৬ শ্লোকে) দেবপালের পরবর্ত্তী নরপাল শূরপাল নামে উল্লিখিত। সকলেই তাঁহাকে প্রথম বিগ্রহপাল বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথম বিগ্রহপালের একাধিক নামের এইরূপ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া যুবরাজ রাজ্যপালকে, শূরপালকে এবং প্রথম বিগ্রহপালকে অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইলে, পালবংশীয় নরপালগণের প্রচলিত বংশাবলীর ভ্রম সংশোধন করিতে হইবে[৩২]।" মৈত্রেয় মহাশয়ের যুক্তি সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, খালিমপুরে আবিষ্কৃত ধর্ম্মপালের তাম্রশাসনে যুবরাজ ত্রিভুবনপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৩৩]।

(৩০) Epigaphia Indica, vol. VIII Appendix I, p. 17.

(৩১) It seems clear from the grant that Vigrahapala was not a nephew, but son of Devapala, for the pronoun "his son" (that sunveh) must refer to the nearest preceding noun, which is Devapala. In the Bhagalpur grant his reference is obscured interpolution of an intermediate verse in prais of Jayapala which mahes it appear as it Vigrahapala were a son of Jayapala ;—

Century Review of the Asiatic society of Bengal. appendix II. P. 206

(৩২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৩৭, পাদটীকা।

(৩৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৬।

কিন্তু প্রশস্তিমধ্যে অথবা অপর কোন খোদিতলিপিতে ধর্ম্মপালের জীবিত-কালে ত্রিভুবনপালের মৃত্যুর কথা উল্লিখিত নাই। ইহা হইতে কি প্রমাণ হইবে যে, ত্রিভুবনপাল ও দেবপাল অভিন্ন ব্যক্তি? রামপালচরিতে প্রথম পরিচ্ছেদে ২৩ শ্লোকের টীকায় রামপালের পুত্র রাজ্যপালের উল্লেখ আছে[৩৪], কিন্তু মনহলিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে রাজ্যপালের নাম নাই[৩৫]। ইহা হইতে কি প্রমান হইবে যে, রাজ্যপাল, কুমারপাল বা মদন-পালের নামান্তর? প্রথম বিগ্রহপাল এবং প্রথম শূরপালের একত্বের প্রমান অন্যবিধ। নারায়ণপাল প্রথম মহীপাল, তৃতীয় বিগ্রহপাল ও মদনপালের তাম্রশাসনে নারায়ণপালের পিতার নাম বিগ্রহপাল[৩৬] কিন্তু ভট্টগুরবমিশ্রের গরুড়-স্তম্ভলিপিতে দেবপালদেবের পরে ও নারায়ণপালদেবের পূর্ব্বে শূরপালের নাম উল্লিখিত আছে[৩৭]। ইহা হইতে প্রমান হইতেছে যে, শূরপাল প্রথম বিগ্রহপালের নামান্তর। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রথম বিগ্রহপালকে ডঃ কীলহর্ণের মতানুসারে বাক্‌পালের পৌত্র ও জয়পালের পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, শূরপালকে দেবপালের দ্বিতীয় পুত্র ঠিক করিয়াছেন[৩৮]। ইহা কখনই সম্ভব নহে। কারণ, গুরবমিশ্র নারায়ণপালের প্রধান অমাত্য, তিনি যে নারায়ণপালের পিতার নাম উল্লেখ না করিয়া, নারায়ণপালের পূর্ব্বে দেবপালের পুত্রের নামোল্লেখ করিবেন, ইহা কখনই সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

(৩৪) Memoires of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 26,

(৩৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫২।

(৩৬) গৌড়লেখমালা পৃঃ ৫৮, ৯৩-৯৪, ১২৪, ১৭৯।

(৩৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪-৭৫।

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ২১৬।

মহাশয়ের মতানুসারে জয়পাল ধর্ম্মপালের পুত্র[৩৯]; কারণ নারায়ণপালের তাম্রশাসনে দেবপালকে জয়পালের 'পূর্ব্বজ' বলা হইয়াছে। নারায়ণপালের তাম্রশাসনের "রচনারীতি" লক্ষ্য করিলে জয়পালকে বাক্‌পালের পুত্র বলিয়াই বোধ হয় কারণ, উক্ত তাম্রশাসনের চতুর্থ শ্লোকে ধর্ম্মপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাক্‌পালের গুণকীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং তাহার পরের শ্লোকেই জয়পালের গুণকীর্ত্তন আছে। এইস্থানে কেবল 'পূর্ব্বজ' শব্দের উপরে নির্ভর করিয়া জয়পালকে ধর্ম্মপালের পুত্র বলা বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী-অনুমোদিত নহে। ধর্ম্ম পালের অথবা দেবপালের তাম্রশাসনে বাক্‌পাল বা জয়পালের নাম নাই। প্রথম বিগ্রহপাল এবং তদ্বংশীয় নরপতিগণের তাম্রশাসনসমূহে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ দেখিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রশস্তিকারগণ নারায়ণপাল, দেবপালের বংশসম্ভূত নহেন বলিয়াই, নারায়ণপালের পিতা প্রথম বিগ্রহ-পালের পিতৃপিতামহের নামোল্লেখ করিয়াছেন। এই মত সমীচীন বলিয়া স্বীকার না করিলে নারায়ণপাল এবং তদ্বংশজাত নরপতিগণের তাম্রশাসন-সমূহে বাক্‌পাল ও জয়পালের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রথম বিগ্রহপাল যে জয়পালের পুত্র, বাক্‌পালের পৌত্র এবং তাঁহার নামান্তর যে শূরপাল, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

প্রথম বিগ্রহপালদেব যে সময়ে গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, সে সময়ে গুর্জ্জরজাতি প্রথম ভোজদেবের অধীনে উত্তরাপথ-জয়ে ব্যাপৃত। ভোজদেব, মিহির, আদিবরাহ, প্রভাস প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রাচীন খোদিত-লিপিমালায় পরিচিত। তিনি পঞ্চাশৎবর্ষের অধিকাল কান্যকুব্জের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ৮৪৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই কান্যকুব্জ তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। কারণ উক্তবর্ষে তিনি একখানি তাম্রশাসন দ্বারা 'গুর্জ্জরত্রাভূমিতে' একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া-ছিলেন[৪০]। ৯৩২ বিক্রমাব্দে (৮৭৫ খৃঃ অঃ) ভোজদেব কর্ত্তৃক নিযুক্ত গোপাদ্রির (Gwalior) শাসনকর্ত্তা অল্ল একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন[৪১]। ২৭৬ শ্রীহর্ষাব্দে (৮৯২ খৃঃ অঃ) পঞ্চনদ প্রদেশের প্রাচীন পৃথূদক

(৩৯) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬৫ পাদটীকা।
(৪০) Epigraphia Indica.vol.V.p.211.
(৪১) Ibid.vol .I. p 156.

(বর্ত্তমান পেহোবা) নগরও ভোজদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল[৪২]। প্রাচীন সৌরাষ্ট্রদেশ ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালের রাজ্যভুক্ত ছিল[৪৩]। ইহা হইতে ভিন্সেণ্ট স্মিথ অনুমান করেন যে, সৌরাষ্ট্র দেশ ভোজদেব কর্ত্তৃকই বিজিত হইয়াছিল[৪৪]। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্রের প্রপৌত্র ধ্রুবরাজদেব (দ্বিতীয় ধ্রুব) ৭৮৯ শকাব্দে (৮৬৭ খৃঃ অঃ) মিহির বা ভোজদেবকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪৫]। ভোজদেব যে সময়ে সৌরাষ্ট্র আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে দক্ষিণা-পথেশ্বর প্রথম অমোঘবর্ষের আদেশে দ্বিতীয় ধ্রুব বা ধ্রুবরাজদেব তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে গুর্জ্জরগণের প্রতাপে ভীত হইয়া রাষ্ট্রকূট-রাজগণ সিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ বিজিত হইলে ভোজদেব পাল-সাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যের শেষভাগ বোধ হয় প্রথম ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম বিগ্রহপাল ও নারায়ণপাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নারায়ণপালের রাজ্যকালে পাল-রাজগণ মগধ ও তীরভুক্তির অধিকাংশ ভোজদেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। প্রথম বিগ্রহপালের রাজত্বকালে ধর্ম্মপালের সাম্রাজ্যের কি অবস্থা হইয়াছিল; তাহা অবগত হইবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্রহপাল হৈহয় (অর্থাৎ চেদী বা কলচুরি) রাজবংশের কন্যা লজ্জাদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভট্টগুরবমিশ্রের পিতা কেদারমিশ্র শূরপালের মন্ত্রী ছিলেন। গুরবমিশ্রের গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "সেই বৃহস্পতি-প্রতিকৃতি (কেদারমিশ্রের) যজ্ঞস্থলে, সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য

(৪২) Ibid.p,186

(৪৩) Idib. vol, IX. p. 3.

(৪৪) V. A: smith's' Early. History Of India (3rd edition) p. 379

(৪৫) ধারাবর্ষসমুন্নতিং গুরুতরামালোক্য লক্ষ্যা যুতো ধামব্যাপ্তদিগন্তরোপি মিহিরঃ সদ্বৃত্তবাহান্বিতঃ।
যাতঃ সোপি শমং পরাভবভয়োদ্ব্যাপ্তাননঃ কিং যুনর্[illegible]
বিগ্রহিতা হীনাশ্চ দীনা ভুবি ॥ ৪১
—Indian Antiquary Vol, XI. p. 184.

শত্রুসংহারকারী নানা সাগর-মেখলাভরণা বসুন্ধরার চির-কল্যাণকারী শ্রীশূরপাল (নামক) নরপাল স্বয়ং উপস্থিত হইয়া অনেকবার শ্রদ্ধা-সলিলাপ্লুতহৃদয়ে, নতশিরে, পবিত্র (শান্তি)-বারী গ্রহণ করিয়াছিলেন[৪৬]।" প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের পুত্র নারায়ণপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জয়পালের "অজাতশত্রুর ন্যায় শ্রীমান্ বিগ্রহপাল নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার (বিমল জলধারার ন্যায়) বিমল অসিধারায় শত্রুবনিতাবর্গের (সধবাজনোচিত) অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তিনি শত্রুবর্গকে গুরুতর বিপদ্‌ভোগের পাত্র এবং সুহৃদ্‌বর্গকে যাবজ্জীবন সম্পৎসম্ভোগের পাত্র করিয়াছিলেন[৪৭]।" প্রথম বিগ্রহপাল বা প্রথম শূরপালদেবের দুখানি মাত্র শিলালিপি অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই লিপিদ্বয় দুইটি বুদ্ধমূর্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ আছে। এই মূর্তিদ্বয় সম্ভবতঃ পাটনা জিলার বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; কারণ, উভয় খোদিত-লিপিতেই উদ্দণ্ডপুরের উল্লেখ আছে। উদ্দণ্ডপুর, বিহার নগরের প্রাচীন নাম। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে প্রথম বিগ্রহপাল শূরপাল নামে উল্লেখিত হইয়াছেন এবং এইগুলি তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ণদাস নামক সিন্ধু-দেশীয় জনৈক বৌদ্ধ-ভিক্ষু এই মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৪৮]। প্রথম

---

(৪৬) যস্তেজ্যাসু বৃহস্পতিপ্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্র ইব ক্ষতাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধিমেখলস্য জগতঃ কল্যাণসঙ্গী (?) চিরং
শ্রদ্ধাম্ভঃপ্লুতমানসো নতশির জাগ্রহ পূতম্পয়ঃ ॥ ১৫

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৭৪।

(৪৭) শ্রীমান্ বিগ্রহপালস্তৎসূনুরজাতশত্রুরিব জাতঃ।
শত্রুবনিতাপ্রসাধন-বিলোপিবিমলাসি-জলধারঃ ॥ ৭
রিপবো যেন গুর্ব্বীণাং বিপদামাস্পদীকৃতাঃ।
পুরুষায়ুষ-দীর্ঘানাং সুহৃদঃ সম্পদামপি ॥ ৮

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৫৮।

(৪৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১২।

বিগ্রহপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজ্য ভোগ করিয়া পরলোকগত হইয়াছিলেন।

প্রথম বিগ্রহপালের পরে হৈহয়-বংশীয়া-রাজকুমারী লজ্জাদেবীর গর্ভজাত নারায়ণপালদেব গৌড়-বঙ্গ-মগধের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। নারায়ণ-পাল অর্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং তাঁহার সময়েই পালবংশের অধিকার পরহস্তগত হইয়াছিল। নারায়ণপাল, ভোজদেবের অর্দ্ধশতাব্দীব্যাপী রাজত্বকালের শেষার্দ্ধের সময়ে তাঁহার, সম-সাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। গুর্জ্জর-রাজ প্রথম ভোজদেব বারাণসী অধিকার করিয়া মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। ভোজদেবের সাগরতালে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, ভোজদেব তাঁহার প্রবল শত্রু বঙ্গদিগকে তাঁহার কোপ-বহ্নিতে দগ্ধ করিয়া-ছিলেন[৪৯]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারয়ণপালের তাম্রশাসনে কিন্তু এমন কোন কথা নাই, যদ্দ্বারা তৎকর্ত্তৃক গুর্জ্জর-রাজের পরাজয় সূচিত হইতে পারে। সুতরাং এতদ্দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, নারায়ণপালই গুর্জ্জর-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ভোজদেব যে সমস্ত সামন্ত-রাজগনের সহিত গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজনের বংশধরগণের খোদিতলিপিতে গৌড়াভিযানের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন মাণ্ডব্যপুরের (বর্ত্তমান মাণ্ডোর, যোধপুর-রাজ্য) প্রতীহার-বংশীয় অধিপতি কক্ক গৌড়-যুদ্ধে মুদ্গগিরিতে, (অর্থাৎ মুঙ্গেরে) যশোলাভ করিয়াছিলেন[৫০]। কক্কের পুত্র বাউকের একখানি শিলালিপি যোধপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে; ইহাতে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যোধপুরের শিলালিপি ডঃ বুলারের মতানুসারে বাউকের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৫১]। কিন্তু পণ্ডিত

(৪৯) যস্ত বৈরিবৃহদ্বঙ্গান্ দহতঃ কোপবহ্নিনা।
প্রতাপাদর্ণসাং রাশীন্ পাতুর্বৈতৃষ্ণমাবভৌ॥ ২১

—Annual Report of the Archaeological Survey of India, 1903-4 pp. 282-84.

(৫০) ততোঽপি শ্রীযুতঃ কক্কঃ পুত্রো জাতো মহামতিঃ।
যশো মুদ্গগিরৌ লব্ধং যেন গৌড়ৈ[ঃ] সমং রণে॥
—Journal of the Royal Asiatic Society, 1894, p. 7.

(৫১) Ibid, p. 3.

দেবীপ্রসাদের মতানুসারে উহা ৯৪০ বিক্রমাব্দে (৮৮৩ খৃঃ অঃ) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৫২]। কক্কের অপর পুত্র কক্কুকের একখানি শিলালিপি যোধপুর-রাজ্যের ঘটিয়ালা গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে কক্কের গৌড়-যুদ্ধের কোনই উল্লেখ নাই। এই শিলালিপি ৯১৮ বিক্রমাব্দে (৮৬১ খৃষ্টাব্দে) উৎকীর্ণ হইয়াছিল[৫৩]। সুতরাং ইহা স্থির যে, ৯১৮ হইতে ৯৪০ বিক্রমাব্দের মধ্যে কোন সময়ে কক্ক মুদগগিরিতে গৌড়েশ্বরের সহিত যুদ্ধে যশোলাভ করিয়াছিলেন। কল-চুরীবংশীয় প্রথম শঙ্করগণের পুত্র প্রথম গুণাম্ভোধিদেব ভোজদেবের সহিত মিলিত হইয়া অথবা তাঁহার সামন্তরূপে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। প্রথম গুণাম্ভোধিদেবের অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ সোঢ়দেব ১১৩৪ বিক্রমাব্দে (১০৭৭ খৃ অঃ) সরযূ-পারের অধিপতি ছিলেন। গোরখপুর জেলায় কাহ্লা গ্রামে আবিষ্কৃত তাঁহার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম গুণাম্ভোধিদেব গৌড়রাজ-লক্ষ্মী হরণ করিয়াছিলেন[৫৪]।

নারায়ণপালদেবের রাজ্যের প্রথমাংশে সমগ্র মগধ তাঁহার অধীন ছিল। কারণ তাঁহার সপ্তম রাজ্যাঙ্কে ভাণ্ডদেব নামক জনৈক ব্যক্তি গয়া নগরে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন। গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরের প্রাঙ্গণে ভাণ্ডদেবের শিলালিপি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে[৫৫]। নারায়ণপালের নবম রাজ্যাঙ্কে অঙ্গ-বিষয়ের অধিবাসী ধর্ম্মমিত্র নামক জনৈক ভিক্ষু মগধের কোন স্থানে (সম্ভবতঃ উদ্দণ্ডপুর নগরে) একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৫৬]। এই শিলালিপি এখন কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। নারায়ণপালদেবের সপ্তদশ রাজ্যাঙ্কে তিনি মুদগগিরিসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে তীরভুক্তি (তীরহুত) কক্ষবিষয়ে অবস্থিত মকুতিকা গ্রাম কলশপোতে স্বনির্ম্মিত সহস্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত

---

(৫২) Ibid, 1895, p. 514.

(৫৩) Idid, p. 518.

(৫৪) তৎসূনুর্দ্ধাম ধাম্নাং নিধিরধিকধিয়াং ভোজদেবাপ্তভূমিঃ
প্রত্যাবৃত্যপ্রকারঃ প্রথিতপৃথুযশাঃ শ্রীগুণাম্ভোধিদেবঃ।
যেনোদ্দামৈকদর্পদ্বিপঘটিতঘটাঘাতসংসক্তমুক্তা-
সোপানোদ্দন্তরাসিপ্রকটপৃথুপথেনাহিতা গৌড়লক্ষ্মীঃ॥৯
—Epigraphia Indica, vol. VII, p. 89.

(৫৫) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V, pp. 60-61.

(৫৬) Ibid, p. 62; বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

মহাদেবের এবং পাশুপত আচার্য্য-পরিষদের ব্যবহারার্থ প্রদান করিয়াছিলেন[৫৭]। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, নারায়ণপালের সপ্তদশরাজ্যাঙ্ক পর্য্যন্ত মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের এবং তীরভুক্তি বা তীরহুত তাঁহার অধীন ছিল। অনুমান হয়, ইহার পরেই মগধ তীরভুক্তি ও অঙ্গ, ভোজদেব কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। নারায়ণপালদেবের ৫৪ রাজ্যাঙ্কে উদ্দণ্ডপুরে জনৈক বণিক্ একটি পিত্তলময়ী পার্ব্বতী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তিটি শ্রীযুক্ত চিরসুখ সান্যাল মহাশয়ের নিকট ছিল এবং ইহা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় প্রদত্ত হইয়াছে[৫৮]। কেদারমিশ্র ও তাঁহার পুত্র গুরবমিশ্র নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন[৫৯]। ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপালের তাম্রশাসনে গুরবমিশ্রই দূতকরূপে উল্লিখিত হইয়াছিলেন। নারায়ণপালের একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬০]। তাঁহার নাম রাজ্যপাল। নারায়ণপাল সম্ভবতঃ পঞ্চান্ন বৎসর রাজত্ব করিয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

নারায়ণপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল গৌড়-বঙ্গের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত বাণগড়ে আবিষ্কৃত প্রথম মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাজ্যপাল বহু গভীর

(৫৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬০-৬১।

(৫৮) এই খোদিতলিপি একটি পিত্তলমূর্ত্তির পশ্চাদ্ভাগে উৎকীর্ণ আছে—
"ওঁ দেয় [ধর্ম্মো]য়ং শ্রীনারায়ণপাল দেবরাজ্যে সম্বৎ ৫৪, শ্রীউদণ্ডপু (র) বাস্তব্য রাণক উছপুত্র ঠাক্কক্স"।

পরমশ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় মহাশয় আমাকে এই মূর্ত্তির চিত্র ও খোদিতলিপি ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়া বাধিত করিয়াছেন। বন্ধুবর শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এই খোদিতলিপির অধিকাংশের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

(৫৯) কুশলো গুণবান্ বিবেক্তুং বিজিগীষুর্ষম পশ্চবহবেনে।
শ্রীনরায়ণপালঃ প্রশক্তিপরাস্ত কা ভক্ত॥ ১৯
—গৌড়রাজমালা পৃঃ ৭৫।

(৬০) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৯ ; Ep. Ind. vol. II, pp. 160-67.

জলাশয় এবং উচ্চদেবালয় নির্ম্মাণ করিয়া কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন[৬১]। রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয় তুঙ্গ নামক জনৈক নরপতির কন্যা ভাগ্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৬২]। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ মধ্যে রাজ্যপালের ২৪ রাজ্যাঙ্কে, উৎকীর্ণ খোদিতলিপিযুক্ত একটি স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই স্তম্ভটি বড়গাঁও গ্রামে একটি আধুনিক জৈন-মন্দিরে রক্ষিত আছে[৬৩]। তাঁহার একমাত্র পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইনিই দ্বিতীয় গোপালদেব। রাজ্যপালের শ্বশুরের প্রকৃত পরিচয় অদ্যাপি স্থির হয় নাই। স্বর্গীয় ডঃ কিল্‌হর্ণ অনুমান করিয়াছিলেন যে, রাষ্ট্রকূট-রাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের পুত্র জগত্তুঙ্গই রাজ্যপালের শ্বশুর[৬৪]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু অনুমান করেন যে, শুভতুঙ্গ উপাধিধারী দ্বিতীয় কৃষ্ণই রাজ্যপালদেবের শ্বশুর[৬৫]। তুঙ্গধর্ম্মাবলোক নামক জনৈক রাজার একখানি শিলালিপি বহুকাল পূর্ব্বে বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই এই শিলালিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন[৬৬]। সম্ভবতঃ ইনিই রাজ্যপালদেবের শ্বশুর।

(৬১) তোয়া (শ) য়ৈর্জ্জলধি (মূল) গভীরগর্ভৈ-
র্দ্দেবালয়ৈশ্চ কুলভূধরতুল্য-কক্ষৈঃ।
বিখ্যাতকীর্ত্তির (ভব)ত্তনয়শ্চ তস্য
শ্রীরাজ্যপাল ইতি মধ্যমলোক-পালঃ ॥ ৭
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬২) তস্মাৎ পূর্ব্বক্ষিতিধ্রান্নিধিরিব মহসাং[রাষ্ট্র] কূটা (ন্ব) য়েন্দো
স্তুঙ্গস্যোত্তুঙ্গমৌলের্দ্দুহিতরি তনয়ো ভাগ্যদেব্যাং প্রসূতঃ।
শ্রীমান্ গোপালদেবশ্চিরতরম্ (বনেরেক) পত্ন্যা ইবৈকো
ভর্ত্তাভূন্নৈক-(রত্নদ্যু)তি-খচিত-চতুঃসিন্ধুচিত্রাংশুকায়াঃ ॥ ৮
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৪।

(৬৩) Indian Antiquary. 1917. Vol XLVII. P. 3.

(৬৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892, Pt. I. P. 80.

(৬৫) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১২৮।

(৬৬) Cunningham—Buddha-Gaya. P. 195, Pl. XL.

প্রথম ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপাল, পিতার মৃত্যুর পরে প্রতীহার-বংশের বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহেন্দ্রপালদেবের রাজ্যকালে তীরভুক্তি ও মগধ পাল-রাজগণের হস্তচ্যুত হইয়া প্রতীহার-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। এই প্রদেশদ্বয়ে মহেন্দ্রপালদেবের অধিকারসূচক একখানি তাম্রশাসন ও কয়েকখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মহেন্দ্রপালদেবের অষ্টম রাজ্যাঙ্কে গয়ার নিকটে ফল্গু নদীর অপর পারে রামগয়ায় সহদেব নামক এক ব্যক্তি বিষ্ণুর দশাবতারের একটি প্রস্তর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৬৭]। ৯৫৫ বিক্রমাব্দে (৮৯৮ খৃঃ অঃ) মহেন্দ্রপালদেব শ্রাবস্তীভুক্তির অন্তর্গত শ্রাবস্তীবিষয়ে একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন[৬৮]। গয়া জেলার গুণেরীয়া গ্রামে মহেন্দ্রপালের নবম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রস্তরমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৬৯]। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তির খোদিতলিপির চিত্র হইতে তাহার পাঠোদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে। অপর মূর্ত্তিটি স্বর্গীয় কাপ্তেন কিটো (Kittoe) দর্শন করিয়াছিলেন[৭০], কিন্তু ইহার খোদিতলিপির কোন চিত্র বা প্রতিলিপি প্রকাশিত হয় নাই। সম্প্রতি হাজারিবাগ জেলায় ইটখোরী গ্রামে মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত আর একটি প্রস্তর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে[৭১]। মহেন্দ্রপালদেব বোধ হয় বৃদ্ধাবস্থায় কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন এবং অধিক দিন

(৬৭) Memoirs of the Asiatic Socity of Bengal. vol. V, P, 64.

(৬৮) Indian Antiquary, vol, XV, PP, 306-7.

(৬৯) Memoirs cf the Asiatic Society of Bengal, vol, V, P. 64.

(৭০) One mentions the fact of the party having apostatized, and again returned to the worship of the Sakya, in the 19th year of the reign of Sri Mahendrapaldeva. Jurnal of the Asiatic Society of Bengal, V, XV11, 1848, P. 234. মগধে আবিষ্কৃত মহেন্দ্রপালের রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্ত্তি লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে রক্ষিত আছে।—Nachrichten von der Koniglichen Gesselschaft der Wissenschaften zu Gottingen, Philologische klasse. 1904. P, 210-11.

(৭১) Annual Report of the Patna Museum, 1920-21. P. 44.

রাজ্যভোগ করিতে পারেন নাই[১২]। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রথমা মহিষী দেহনাগাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দ্বিতীয় ভোজদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১৩]। দ্বিতীয় ভোজদেব বোধ হয় নির্বিবাদে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রাপ্ত হন নাই। চেদীবংশীয় প্রথম কোকল্লদেব তাঁহাকে সাহায্য করিয়া পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করাইয়াছিলেন। বিলহরিতে আবিষ্কৃত চেদীবংশীয় রাজগণের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রথম কোকল্ল পৃথিবীতে দুইটি অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন; উত্তরে প্রথম কীর্ত্তিস্তম্ভ ভোজদেব ও দক্ষিণে দ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ দ্বিতীয় কৃষ্ণ বা অকালবর্ষ[১৪]। কোকল্লদেবের উত্তরপুরুষ প্রসিদ্ধ বীর, সম্রাট্ কর্ণদেবের বারাণসীতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কোকল্লদেব ভোজ, বল্লভরাজ চিত্রকূট-ভূপাল এবং শঙ্করগণকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন[১৫]। বল্লভরাজ, অর্থে দ্বিতীয় কৃষ্ণ এবং চিত্রকূট-ভূপাল বলিতে চন্দেল্লরাজ হর্ষদেবকে বুঝায়[১৬]। হর্ষ ও দ্বিতীয় কৃষ্ণ যাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তি তিনি কখনই প্রথম ভোজদেবের সমকালীন হইতে পারেন না। সুতরাং কর্ণদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত 'ভোজ' গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব। দ্বিতীয় কৃষ্ণ কোকল্লদেবের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[১৭]। তিনি কোন এক গুর্জ্জর-রাজকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া গৌড়-বঙ্গ

(১২) Journal of the Royal Asiatic Society, 1906, p 265.

(১৩) Indian Antiquary, vol. XV, p. 140.

(১৪) জিত্বা কৃৎস্নাং যেন পৃথ্বীমপূর্ব্বকীর্ত্তিস্তম্ভ-দ্বয়মারোপ্যতে স্ম।
কৌম্ভোদ্ভব্যান্দিশ্যসৌ কৃষ্ণরাজঃ কৌবের্য্যাঞ্চ শ্রীনিধির্ভোজদেবঃ ॥ ১৭
—Epigraphia Indica, vol. I, 256.

(১৫) ভোজ বল্লভরাজে শ্রীহর্ষে চিত্রকূট-ভূপালে।
শঙ্করগণে চ রাজনি যস্যাসীদভয়দঃ পাণিঃ ॥ ৭
—Epigaphia Indica, vol. II, p. 306.

(১৬) Ibid, p. 300.

(১৭) সহস্রার্জ্জুনবংশস্য ভূষণং কোকল্লাত্মজা।
তস্যাভবন্মহাদেবী জগত্তুঙ্গস্তভোজনি ॥ ১৪
—কর্দ্ধায় নগরে আবিষ্কৃত চতুর্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন।
—Epgraphia Indica, vol. VII, p. 38.

আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষগণের তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরু' উপাধিতে ভূষিত দেখিতে পাওয়া যায়[৭৮]। দ্বিতীয় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত গুর্জ্জর-রাজ বোধ হয়, দ্বিতীয় ভোজদেব অথবা তাঁহার ভ্রাতা মহীপালদেব এবং রাজ্যপালই বোধ হয়, তাঁহার আক্রমণের সময় গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন। গুর্জ্জরবংশীয় দ্বিতীয় ভোজদেব অতি অল্পকাল রাজত্ব করিয়া পরলোকগত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহীপালদেব গুর্জ্জর-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[৭৯]। মহীপালের সময় হইতে গুর্জ্জর-প্রতিহার-সাম্রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হয়। তাঁহার অভিষেকের অতি অল্পকাল পরে দ্বিতীয় কৃষ্ণের পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়া গুর্জ্জর-রাজধানী কান্যকুব্জ ধ্বংস করিয়াছিলেন[৮০]। তৃতীয় ইন্দ্রের নরসিংহ নামধেয় জনৈক সামন্ত যমুনা পার হইয়া পলায়নপর মহীপালের অনুসরণ করিতে করিতে সাগর-সঙ্গমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে তাঁহার অশ্বকে স্নান করাইয়াছিলেন[৮১]।

রাজ্যপালের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দ্বিতীয় গোপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপালদেব যখন গৌড়েশ্বর, তখন মহীপালদেব গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের অধিপতি। রাষ্ট্রকূটবংশীয় তৃতীয় ইন্দ্র যখন

---

(৭৮) তস্মোদূর্জ্জিতগুর্জ্জরো হৃতহটল্লাটোদ্ভটশ্রীমদো
গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণগুরুস্সামুদ্রনিদ্রাহরঃ।
দ্বারস্থাঙ্গকলিঙ্গগাঙ্গমগধৈরভ্যর্চ্চিতাজ্ঞশ্চিরং
সূনুস্সূনৃতবাগ্ভুবঃ পরিবৃঢ়ঃ শ্রীকৃষ্ণরাজোভবৎ ॥ ১৩
—দেউলীতে আবিষ্কৃত ৩য় কৃষ্ণের তাম্রশাসন—
—Epigraphia Indaca, vol. V, p. 193.

(৭৯) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 269.

(৮০) যন্মাদদ্বিপদন্তঘাতবিষমং কালপ্রিয়প্রাঙ্গণং
তীর্ণা যত্তুরগৈরগাধযমুনা সিন্ধুপ্রতিস্পর্দ্ধিনী।
যেনেদং হি মহোদয়ারিনগরং নির্ম্মূলমুন্মূলিতং
নাম্নাদ্যাপি জনৈঃ কুশস্থলমিতি খ্যাতিং পরাং নীয়তে ; ১৯
—কম্বায় নগরে আবিষ্কৃত চতুর্থ গোবিন্দের তাম্রশাসন।
—Eprigraphia Indica, vol VII, p. 38.

(৮১) কাণাড়া ভাষায় পম্পরাজ-রচিত 'কর্ণাটকশব্দানুশাসন' (Edited by Lewis Rice) পৃঃ ২৬।

উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বোধ হয়, গোপালদেব অপহৃত পিতৃরাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কারণ মগধে তাঁহার রাজ্যকালে প্রতিষ্ঠিত দুইটি মূর্ত্তি ও তাঁহার রাজ্যকালে মগধে লিখিত একখানি বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় গোপালদেবের প্রথম রাজ্যাঙ্কে নালান্দা নগরে একটি বাগেশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৮২]। তাঁহার রাজ্যকালে কোন সময়ে শক্রসেন নামক এক ব্যক্তি বুদ্ধগয়ায় একটি বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির পাদপীঠমাত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে[৮৩]। তাঁহার রাজ্যাঙ্কে মগধে বিক্রমশীলা-বিহারে একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' লিখিত হইয়াছিল[৮৪]। দ্বিতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় গোপালদেবের রাজ্যের শেষভাগে অথবা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে চন্দ্রেল্ল-বংশীয় যশোবর্ম্মা গৌড়দেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। খজুরাহো গ্রামে আবিষ্কৃত যশোবর্ম্মদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি ১০১১ বিক্রমাব্দের (৯৫৪ খৃঃ অঃ) পূর্ব্বে গৌড়, কোশল, কাশ্মীর, মিথিলা, মালব, চেদী, কুরু ও গুর্জ্জর-রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৮৫]। অনুমান হয় দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালেই পালবংশীয় রাজগণ গৌড়-দেশের অধিকারচ্যুত হইয়াছিলেন। কারণ, ৮৮৮ শকাব্দে (অর্থাৎ ৯৬৬ খৃঃ অঃ) কাম্বোজবংশীয় জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক একটি শিবমন্দির নির্ম্মিত

(৮২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৭।

(৮৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৮৯।

(৮৪) পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজশ্রীমদ্গোপালদেব প্রবর্দ্ধমানকল্যাণবিজয়রাজ্যেত্যাদি সম্বৎ ১৫ অশ্বিনদিনে ৪ শ্রীমদ্বিক্রমশীলদেববিহারে লিখিতেয়ং ভগবতী। —Journal of the Royal Asiatic Society 1910, PP. 150-51,

(৮৫) গৌড়ক্রীড়ালতাসিস্তুলিতখসবলঃ কোশলঃ কোশলানাং
নশ্যৎ[illegible] শিথিলিতমিথিলঃ কালবন্মালবানাং
সীদৎসাবদ্যচেদিঃ কুরুতরুষু মরুৎসংজ্বরো গুর্জ্জরাণাং
তস্মাজ্জাতঃ স যজ্ঞে নৃপকুলতিলকঃ শ্রীযশোবর্ম্মরাজঃ ॥ ২৩

—খজুরাহো গ্রামে লক্ষণজি মন্দিরের শিলালিপি,—Epigraphia Indica. vol. I. p. 126.

হইয়াছিল[৮৬]। ইতিপূর্ব্বে দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য একবার কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল[৮৭]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে হিমালয় পর্ব্বতবাসী কাম্বোজ জাতি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল এবং উত্তরবঙ্গের বর্ত্তমান অধিবাসী কোচ, মেচ ও পলিয়া জাতি সেই কাম্বোজগণের বংশধর[৮৮]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কাম্বোজজাতীয় গৌড়রাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলিয়াছেন যে, কম্বোজজাতীয় রাজবংশ বোম্বাই-প্রদেশের কম্বায় বা খম্বায়ৎ নগরের অধিবাসী[৮৯]। কাম্বোজবংশীয় গৌড়-রাজগণ যে বিদেশীয় ছিলেন, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় বিগ্রহপাল গৌড়দেশ হারাইয়া বোধ হয় রাঢ়ে অথবা বঙ্গদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ২৬শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত একখানি 'পঞ্চরক্ষা' গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[৯০]। এতদ্ব্যতীত দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালের কোন নিদর্শনই অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। গুর্জ্জররাজ মহীপাল বোধ হয় এই সময়ে চন্দেল্ল-বংশীয় যশোবর্ম্মদেবের সাহায্যে মগধ ও অঙ্গ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপাল ও দেবপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়-মগধ-বঙ্গে শিল্পের চরম উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছিল। মগধ ও গৌড় প্রস্তর-শিল্পের জন্য সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ, বহুবিধ ধাতু ও প্রস্তরনির্ম্মিত মূর্ত্তি এই সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। নারায়ণপালের পরে পালরাজবংশের অবনতির সহিত গৌড়ীয় শিল্পেরও অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। পাল-

---

(৮৬) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. VII, p. 690.

(৮৭) ২০৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(৮৮) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৭।

(৮৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭২।

(৯০) পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্বিগ্রহপাল-দেবস্য প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে···সম্বৎ ২৬ আষাঢ় দিনে ২৪।

Bendall, Catalalogue of the Sanskrit-Manuscripts in the British Museum, p. 232; Journal of the Royal-Asiatic Society, 1910, p. 151.

রাজবংশের অবনতির সময়ে বঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। অনুমান হয় যে, দেবপালের রাজ্যের শেষভাগে খড়্গোদ্যম এই রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খড়্গোদ্যমের পরে তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ ও পৌত্র দেবখড়্গ বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন হইতে এই রাজবংশের বিবরণ অবগত হওয়া যায়[৯১]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু দেবখড়্গকে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগের লোক বলিয়া বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াছেন[৯২]। দেবখড়্গের তাম্রশাসনদ্বয়ের অক্ষর দেখিয়া তাঁহাকে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক বলিতে ভরসা হয় না।

খড়্গবংশের অধঃপতনের পরে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী চন্দ্রবংশীয় রাজগণ প্রতিষ্ঠা-লাভ করিয়াছিলেন। এই বংশের আদিপুরুষ রোহিতগিরি বা রোহিতাশ্ব (রোহতাস গড়) পর্ব্বতের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার নাম পূর্ণচন্দ্র। পূর্ণ-চন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রও রাজা বলিয়া উল্লিখিত হন নাই। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে (হরিকেল ও চন্দ্রদ্বীপে) রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্রদেবের অন্ততঃ তিনখানি তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রদেবের মাতার নাম কাঞ্চনা এবং বিক্রমপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। প্রথম তাম্রশাসন দ্বারা শ্রীচন্দ্রদেব পৌণ্ড্রভুক্তিতে নান্যমণ্ডলে, নেহাকাষ্ঠিগ্রামে, এক পাটক ভূমি শাণ্ডিল্যগোত্রীয়, মকরগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র কোটিহোমিক শান্তিবারিক-পীতবাসগুপ্তশর্ম্মাকে ভগবান বুদ্ধের উদ্দেশ্যে দান করিয়াছিলেন[৯৩]। এই তাম্রশাসনখানি ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপাল গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল।' দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানি স্বর্গীয় গঙ্গামোহন লস্কর কর্ত্তৃক ফরিদপুর জেলার ইদিল

(৯১) **Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol. I, pp. 85-91.**

(৯২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-(রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৪৭, পাদটীকা-৭।

(৯৩) **Epigraphia, Indica ; vol. XII, 136-42.**

পুর পরগণার কোন গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ঢাকা রিভিউ পত্রে ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত র‍্যাঙ্কিন (J T. Rankin. I. C, S) এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে ৺গঙ্গামোহন লস্কর লিখিত একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন[৯৪]। তদনুসারে শ্রীচন্দ্রদেব সতটপদ্মাবাটী বিষয়ে কুমারতালকমণ্ডলে লেলিয়াগ্রামে কিঞ্চিৎ ভূমি দান করিয়াছিলেন। তৃতীয় তাম্রশাসনখানি ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুর মহকুমায় কেদারপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা প্রদত্ত হয় নাই, রাজকার্যালয়ে ভূমিদান সম্বন্ধে রাজাদেশে প্রদত্তভূমির আদেশ লিপিবদ্ধ করিবার জন্যই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই জন্য ইহাতে কেবল রাজার বংশ পরিচয়মাত্র উৎকীর্ণ আছে[৯৫]। এই শ্রীচন্দ্রের বংশধরগণ পরে পাল-রাজগণের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং গোবিন্দচন্দ্র নামক একজন পরবর্ত্তী রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবিন্দচন্দ্র প্রথম মহীপালদেবের সমসাময়িক।

---

(৯৪) Dacca Review, October, 1919.

(৯৫) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম. এ এই তাম্রশাসনের উদ্ধৃত পাঠ Epigraphia Indica পত্রে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি তাঁহার প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার পূর্ব্বে বাঙ্গালার ইতিহাসে ব্যবহার করিতে অনুমতি দিয়াছেন।

(৯৬) Jyan Takaksuu's I-Tsing, p. XLVI.

(৯৭) Etude sur L'Iconographie Boudhique de L' Inde, premier partie, p. 200.

(৯৮) Ain-i-Akbari (Jarret's Trans.) Vol. II, p. 134.

(৯৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃষ্ঠা ২৩৬, পাদটীকা ৯।

(১০০) Etude sur L'Iconographie Boudhique de L'Inde, premier partie, p. 192.

পরিশিষ্ট (ছ)

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু একখানি কুলশাস্ত্রে দেবপালের উল্লেখ পাইয়াছেন, কিন্তু এই শ্লোকটি কুলশাস্ত্রের বচন বলিয়া গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হইল না :—

গোপালপ্রভৃতির্বভূব পতিরত্নগৌড়ে চ রাষ্ট্রে ততঃ।
রাজাভূৎ প্রবলঃ সদৈব শরণঃ শ্রীদেবপালস্ততঃ॥

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I. p. 21.

গৌড়রাজ্যের অমাত্যবংশ :—

গর্গদেব = ইচ্ছা
|
দর্ভপাণি = শর্করাদেবী
|

সোমেশ্বর রত্নাদেবী
|
কেদারমিশ্র
|
ভট্টগুরবমিশ্র

বঙ্গের খড়্গরাজবংশ :—

খড়্গোদ্যম
|
জাতখড়্গ
|
দেবখড়্গ
|
রাজরাজভট্ট
(যুবরাজ)

বঙ্গের চন্দ্রবংশ :—

পূর্ণচন্দ্র
|
সুবর্ণচন্দ্র
|
ত্রৈলোক্যচন্দ্র ∴ কাঞ্চনা

কল্যাণচন্দ্র
|
লড়হচন্দ্র
|
গোবিন্দচন্দ্র

হরিকেল পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ই-চিং হরিকেল দেশে এক বৎসর অবস্থান করিয়াছিলেন[৯৬]। তিনি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, হরিকেল পূর্ব্ব ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। হরিকেল একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ ছিল। হরিকেলের শিললোকনাথ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও এতদূর প্রতিপত্তিশালী ছিলেন যে, বহু বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার চিত্র অঙ্কিত থাকিত। ফরাসী পণ্ডিত ফুসে এইরূপ একখানি চিত্রের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন[৯৭]। চন্দ্রদ্বীপ সরকার বাকলার প্রাচীন নাম[৯৮]। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের ঐতিহাসিকগণ মনে করিতেন যে, চন্দ্রদ্বীপের পঞ্চদশ শতাব্দীর রাজা দনুজমর্দ্দনের গুরুর নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নামকরণ হইয়াছে[৯৯]। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই কুলশাস্ত্রমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাস দূরীভূত হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপও একটি প্রাচীন বৌদ্ধতীর্থ। অধ্যাপক ফুসে চন্দ্রদ্বীপের প্রাচীন বৌদ্ধদেবতা ভগবতী তারার চিত্র প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে আবিষ্কার করিয়াছিলেন[১০০]।

নবম পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পাল-সাম্রাজ্য

প্রথম মহীপালদেব—কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক গৌড় অধিকার—মহীপাল কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্যের উদ্ধারসাধন—দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধে উত্তরাপথের অবস্থা—ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক অঙ্গ ও রাঢ় বিজয়—বাণগড়ের স্তম্ভলিপি—নালন্দায় লিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ—বাণগড়ের তাম্রশাসন—নালন্দার শিলালিপি—রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়—চালুক্যরাজ কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণ—গাঙ্গেয়দেব কর্ত্তৃক তীরভুক্তি আক্রমণ—মুসলমান বিজয়ের প্রারম্ভে উত্তরাপথের দুর্দ্দশা—বারাণসীতে মহীপালের কীর্ত্তি—নয়পালদেব—কর্ণদেব কর্ত্তৃক গৌড়রাজ্য আক্রমণ—দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ—নয়পালদেবের শিলালিপি—তৃতীয় বিগ্রহপাল—কর্ণদেবের সহিত যুদ্ধ—কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ—বিগ্রহপালের তাম্রশাসন।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র প্রথম মহীপালদেব পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলায় বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 'শ্রীমহীপালদেবের রণক্ষেত্রে বাহুদর্পপ্রকাশে সকল বিপক্ষ-পক্ষ নিহত করিয়া 'অনধিকৃতবিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া অবনীপাল হইয়াছিলেন[১]।' "অনধিকৃত বিলুপ্ত" শব্দে অনধিকারী কর্ত্তৃক লুপ্ত, অর্থাৎ—শত্রু হস্তগত পিতৃরাজ্যই বুঝায়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক কিলহর্ণ[২] ও ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়[৩] এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই তাম্রশাসন ব্যাখ্যাকালে উক্ত পদের বিশ্লেষণ করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন[৪]; অন্তর্নিহিত ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা করেন নাই। বাণগড়ের তাম্রশাসনে

(১) হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি, তস্মাদভবদবনিপালঃ শ্রীমহীপালদেবঃ ॥১২

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৫।

(২) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1892, pt. I, p. 81.

(৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০০, পাদটীকা।

(৪) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা, ৫ম ভাগ, পৃঃ ১৩৯ ও বিশ্বকোষ "মহীপাল" শব্দ।

প্রথম মহীপালদেবের পরিচয়জ্ঞাপক দুইটি শ্লোক আছে। "সূর্য্যদেব হইতে যেমন কিরণ-কোটিবর্ষী চন্দ্রদেব উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহা হইতেও সেইরূপ রত্নকোটিবর্ষী বিগ্রহপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। নয়নানন্দদায়ক সুবিমল কালময় সেই রাজকুমারের উদয়ে ত্রিভুবনে সন্তাপ বিদূরিত হইয়া গিয়াছিল। তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ (প্রথমে) জলপ্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর (তদনু) মলয়োপত্যকায় চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত-শীতল-শীকারোৎক্ষেপে তরুসমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়াছিল[৫]।" এই শ্লোকদ্বয় ব্যাখ্যাকালে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, "মহীপাল-দেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহার সূর্য্য হইতে 'চন্দ্র'রূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাতে 'কলাময়ত্বের' আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনাগজেন্দ্রগণের (আশ্রয়স্থানাভাবে) নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির সংস্পৃক্ত হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায় এবং মহীপালদেবের 'অনধিকৃত্য-বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসনসময়েই পালসাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে[৬]।" মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞানসম্মত।

প্রথম মহীপালদেব পাল-রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব অধ্যায়ে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল,

(৫) তস্মাদ্বভূব সবিতুর্ব্বসুকোটিবর্ষী কালেন চন্দ্র ইব বিগ্রহপালদেবঃ।
নেত্রপ্রিয়েণ বিমলেন কলাময়েন যেনোদিতেন দলিতো ভুবনস্য তাপঃ ॥১০
দেশে প্রাচি প্রচুর-পয়সি স্বচ্ছমাপীয় তোয়ং স্বৈরং ভ্রান্ত্বা
তদনু মলয়োপত্যকা-চন্দনেষু।
কৃত্বা সান্দ্রৈস্তরুষু জড়তাং শীকরৈরভ্রতুল্যাঃ প্রালেয়াদ্রেঃ কটকমভজন্
যস্য সেনা-গজেন্দ্রাঃ ॥ ১১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৫

(৬) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০০, পাদটীকা।

এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষের পূর্ব্বে বঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল[৭]। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন[৮]। মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে মগধ অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ উক্ত বর্ষে নালন্দায় লিখিত একখানি প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে[৯]। তাহার ৪৮শ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে তীরভুক্তি বা মিথিলা অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, উক্ত বর্ষে প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি পিত্তল-মূর্ত্তি বর্ত্তমান তীরহুতে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১০]। সারনাথে আবিষ্কৃত একটি বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লিপির রচনা-রীতি দেখিয়া অনুমান হয় যে; এক সময়ে বারাণসীও মহীপালদেব কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল[১১]।

খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষার্দ্ধের প্রারম্ভে মহীপালদেব রাঢ় অথবা বঙ্গের কোন নিভৃত কোণে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উত্তরাপথের রাজ্যসমূহের ও রাজন্যবর্গের পরিবর্ত্তন হইতেছিল। প্রথম ভোজদেব ও মহেন্দ্রপালদেবের সমুদ্র হইতে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিশাল সাম্রাজ্য কান্যকুব্জ নগরের দুর্গ প্রাকারে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ-বিজেতা রাষ্ট্রকূটবংশীয় ধ্রুবধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দের বংশধরগণ ধীরে ধীরে স্বীয় অধিকারচ্যুত হইতেছিলেন। উত্তরাপথের রঙ্গমঞ্চে কাল-পরিবর্ত্তনের সহিত রাষ্ট্রীয় নাট্যে নব নব সূত্রধারের আবির্ভাব হইতেছিল। তখন আর গৌড়-রাজলক্ষ্মী হেলায় গুর্জ্জর-রাজের অঙ্কশায়িনী হইতেন না,

(৭) Dacca Review, May, 1914.p. 55.

(৮) শ্রীযুক্ত ষ্টেপলটন একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের প্রুফ আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে দিয়াছিলেন। তাহা প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানিতে পারি নাই।

(৯) Proceeding of the Asiatic of Society of Bengal, 1899, p. 69.

(১০) Indian Antiquary, vol XIV, p 165, note 17.

(১১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০৭-৮।

গুর্জ্জর-রাজ প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে চন্দেল্ল-বংশজাত বর্ব্বর গণ্ডের পদাঘাত নীরবে সহ্য করিয়া[১২] মহোদয়শ্রী রক্ষায় অসমর্থ হইয়া মুসলমানের পদানত হইয়াছিলেন[১৩]। ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপাল আত্মরক্ষার জন্য একবার ধঙ্গের পুত্র গণ্ডের ও তাহার পরে গজনীর দিগ্বিজয়ী বীর মহ্‌মুদের শরণাগত হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথে প্রাচীন চালুক্য-বংশের পুনরুত্থান আরব্ধ হইয়াছিল; মহীপাল যখন গৌড়েশ্বর, তখনই দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূট-রাজ্যের লোপ হইয়াছিল[১৪]। গৌড়ের পাল-রাজবংশের দুরবস্থার কথা পূর্ব্ব অধ্যায়েই বিবৃত হইয়াছে। এই সময়ে উত্তরাপথে কোকল্লের বংশধর গাঙ্গেয়দেব সহসা পরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। গাঙ্গেয়দেবের পুত্র জগদ্বিজয়ী কর্ণদেব সপ্ততি-বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ রাজ্যকালে সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার শতবর্ষব্যাপী জীবন, পশ্চিমে হূণ-রাজ্য হইতে পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য পর্য্যন্ত, এবং উত্তরে কান্যকুব্জ হইতে দক্ষিণে পাণ্ড্য ও কেরল দেশ পর্য্যন্ত সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ও দাক্ষিণাত্য-রাজগণের সহিত বিবাদে অতিবাহিত হইয়াছিল। গাঙ্গেয় ও কর্ণদেবকে লইয়া দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ শেষ পর্য্যন্ত, শত বর্ষের ইতিহাস রচিত হইয়া থাকে। এই সময়ে গাঙ্গেয় ও কর্ণ ব্যতীত চোলবংশীয় রাজেন্দ্র চোল, কল্যাণের চালুক-বংশীয় দ্বিতীয় জয়সিংহ প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য-রাজগণ উত্তরাপথ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই রাষ্ট্র-বিপ্লবের যুগে, মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া উত্তরাপথে যে নূতন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার অসামান্য প্রতিভার অদ্বিতীয় পরিচয়।

১০৫৯ বিক্রমাব্দে (১০০২ খৃষ্টাব্দে) যশোবর্ম্মদেবের পুত্র ধঙ্গদেব রাঢ় ও অঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন[১৫]। খজুরাহো গ্রামে বিশ্বনাথ-মন্দিরে আবিষ্কৃত ধঙ্গদেবের শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়। এই শিলালিপি

(১২) V.A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p.383.

(১৩) Journal of the Royal Asiatic Society, 1909, p. 278.

(১৪) R. G. Bhandarkar's Early History of Dekkan, p. 79.

(১৫) কা ত্বং কাংচীনৃপতিবনিতা কা ত্বমন্ধ্রাধিপ-স্ত্রী
কা ত্বং রাঢ়া, পরিবৃঢ়বধূঃ কা ত্বমঙ্গেন্দ্র-পত্নী

১১৭৩ বিক্রমাব্দে (১১১৬ খৃষ্টাব্দে) জয়বর্ম্মদেবের আদেশে পুনরুৎকীর্ণ হইয়াছিল [১৬]। দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যের শেষভাগে অথবা প্রথম মহীপালের রাজ্যারম্ভকালে রাঢ় ও অঙ্গ ধঙ্গদেব কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। ধঙ্গদেব মহোবায় প্রত্যাবর্ত্তন করিলে বোধ হয় মহীপালদেব পিতৃরাজ্য উদ্ধার-সাধনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যারম্ভের পূর্ব্বে বরেন্দ্রী বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। গৌড়ে কম্বোজাধিকারের একটিমাত্র নিদর্শন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। দিনাজপুর জেলায় বাণগড় নামক স্থানে বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ-মধ্যে একটি বৃহৎ কৃষ্ণবর্ণ শিলানির্ম্মিত সুচারু-কারু-কার্য্য-শোভিত স্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। দিনাজপুরের স্বর্গীয় মহারাজা স্যর গিরিজানাথ রায়ের কোন পূর্ব্বপুরুষ ইহা বাণগড় হইতে আনয়ন করিয়া স্বীয় প্রাসাদে স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি ইহা দিনাজপুর-রাজবাটীর প্রাঙ্গণে স্থাপিত আছে। এই স্তম্ভের মূলদেশে তিনছত্র একটি শিলালিপি আছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর এই শিলালিপির অনুবাদ করিয়াছিলেন, দিনাজপুরের তৎকালীন কালেক্টর ওয়েষ্টমেকট এই অনুবাদ অবলম্বনে একটি প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। প্রবন্ধ অনুবাদ ও স্যর রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের প্রতিবাদ একত্র প্রকাশিত হইয়াছিল [১৭]। মিত্রজ মহাশয় প্রতিবাদের উত্তর দিয়াছিলেন [১৮]; এবং শ্রীযুক্ত ভাণ্ডারকর, উত্তরের প্রত্যুত্তর প্রকাশ করিয়াছিলেন [১৯]। তাহার পরে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই শিলালিপির কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন। স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ বিরচিত উত্তরাপথের খোদিত-লিপিমালায় এই শিলালিপির উল্লেখ নাই[২০]। স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক এই শিলালিপিতে, "গৌড়পতি স্থানে সৌদুপতি" পাঠ করায় ব্যাখ্যা-বিভ্রাট হইয়াছিল[২১]। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, এই

(১৬) ইত্যালাপাঃ সমরজয়িনো যস্য বৈরি-প্রিয়াণাং
কারাগারে সজলনয়নেন্দীবরাণাং বভূবুঃ। ৪৬

—Epigraphia Indica, vol. I, p. 145

(১৭) Ibid, vol. I, 147.

(১৮) Indian Antiquary, vol. I, pp. 127-28.

(১৯) Ibid, p. 195.

(২০) Ibid, p. 227.

(২১) Epigraphia Indica, vol. V, app. pp. 1-96.

শিলালিপির প্রতিলিপি সংগ্রহ করিয়া, এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন[২২]। শিলালিপির শেষ পঙ্‌ক্তির "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দের অর্থ লইয়া পণ্ডিতগণের মধ্যে মতদ্বৈধ আছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু[২৩] "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দের ৮৮৮ অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ও মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী[২৪] এই অর্থ স্বীকার করেন না। নূতন আবিষ্কার না হইলে এই বিরোধের মীমাংসা হওয়া অসম্ভব। "কুঞ্জরঘটাবর্ষণে" শব্দের অর্থ যদি ৮৮৮ হয়, তাহা হইলে ইহা শকাব্দের তারিখ এবং কাম্বোজবংশজাত গৌড়েশ্বরের শিবমন্দির, ৮৮৮ শকাব্দে, অর্থাৎ—৯৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। "কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ" শব্দে যদি ৮৮৮ না বুঝায়, তাহা হইলেও এই শিলালিপির ঐতিহাসিক তথ্যনির্ণয়ের কোন বাধা দেখিতে পাওয়া যায় না। নারায়ণপালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভলিপি ও কুমিল্লা জেলায় বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিতলিপির[২৫] অক্ষরগুলির সহিত বাণগড়ের স্তম্ভলিপির অক্ষরগুলির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাণগড়-লিপি গরুড়স্তম্ভলিপির পরে এবং বাঘাউরা লিপির পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষরতত্ত্ব হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসে কাম্বোজাতির আক্রমণের কাল স্থির নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহারা অক্ষরতত্ত্বের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্নবিদ্যামূলক ইতিহাসের মতদ্বৈধ বিচিত্র নহে। বাণগড়-স্তম্ভলিপিতে কাম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয় ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। কম্বোজবংশীয় কয়জন গৌড়েশ্বর গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন,

(২২) Annual Report, Archaeological Survey, Bengal Circle 1900-01 p. VII.

(২৩) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New series, vol. VII, p. 619.

(২৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭০।

(২৫) মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন যে, 'কুঞ্জরঘটা' শব্দের অর্থ অন্যরূপ।

তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিবমন্দির নির্ম্মাতা কাম্বোজ-জাতীয় গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং তিনিই মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজবংশীয় গৌড়-রাজগণের নিকট হইতেই মহীপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালের প্রথম ভাগে সমতট তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল, কারণ, তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণবমতাবলম্বী জনৈক বণিক সমতটে একটি নারায়ণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই মূর্ত্তিটি ত্রিপুরা জেলায় আবিষ্কৃত হইয়াছে[২৬]। মহীপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। ইহা এখন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে:—

"পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগতশ্রীমন্মহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ৫ অশ্বিনি কৃষ্ণে[২৭]।"

মহীপালদেবের ষষ্ঠ রাজ্যাঙ্কে তাড়িবাড়ি মহাবিহারবাসী শাক্যাচার্য্য স্থবির সাধুগুপ্তের ব্যয়ে নালন্দাবাসী কল্যাণমিত্র চিন্তামণি একখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা গ্রন্থের অনুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, নেপালে এই গ্রন্থখানি আবিষ্কার করিয়া কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীতে আনয়ন করিয়াছেন। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে:—

"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িনঃ তাড়িবাড়িমহাবিহারীয় আবস্থিতেন শাক্যাচার্য্যস্থবির সাধুগুপ্তস্য যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্যাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূরঙ্গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি। পরমভট্টারক মহারাজাধি-রাজপরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেবপাদানুধ্যাত পরমভট্টারকমহা-রাজাধিরাজপরমেশ্বরপরমসৌগত শ্রীমন্মহীপালদেবপ্রবর্দ্ধমানকল্যাণবিজয়-রাজ্যে ষষ্ঠ সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কে সম্বৎ ৬ কার্ত্তিককৃষ্ণত্রয়োদশ্যান্তিথৌ

(২৬) Dacca Review, 1914, p. 55. and pl.

(২৭) ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন, ১৯১৪, পৃঃ ৫৫; Epi, Indica, Vol. XVII. p. 355.

মঙ্গলবারেণ ভট্টারিকা নিষ্পাদিতমিতি॥ শ্রীনালন্দাবস্থিতকল্যাণমিত্রচিন্তা-মণিকস্য লিখিত ইতি[২৮]।"

বুদ্ধগয়ায় মহাবোধি মন্দির প্রাঙ্গণে একটি আধুনিক মন্দিরে কয়েকটি বৌদ্ধমূর্ত্তি পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তিরূপে পূজিত হইতেছে। ইহার মধ্যে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্যর আলেকজাণ্ডার কনিংহাম্ এই মূর্ত্তির পাদপীঠের খোদিতলিপির তারিখের প্রথম অক্ষর দুইটি পাঠ করিতে না পারিয়া ইহাকে মহীপালের দশম রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তি বলিয়া গিয়াছেন[২৯]। এই মূর্ত্তির পাদপীঠস্থ খোদিতলিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বরপরমভট্টারক শ্রীমন্মহী-পালদেবের প্রবর্দ্ধমান বিজয়রাজ্যের একাদশ সম্বৎসরে গন্ধকুটিদ্বয়ের সহিত এই বুদ্ধমূর্ত্তিটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৩০]। মহীপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে তৈলাঢকবাসী বালাদিত্যনামক জনৈক ব্যক্তি নালন্দা মহাবিহারের জীর্ণ সংস্কার করিয়াছিলেন। নালন্দা মহাবিহারের প্রস্তরনির্ম্মিত দ্বারে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, মহাবিহার অগ্নিদাহে ধ্বংস হইলে কৌশাম্বী-বিনির্গত হরদত্তের নপ্তা, গুরুদত্তের পুত্র তৈলাঢকনিবাসী জ্যাবিষ বালাদিত্য কর্ত্তৃক পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছিল[৩১]। মহীপালদেবের নবম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী, কোটিবর্ষবিষয়ে, গোকলিকামণ্ডলে, চূটপল্লিকাবর্জ্জিত কুরটপল্লিকা গ্রাম মহাবিষুব সংক্রান্তিতে বুদ্ধ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণাদিত্য-দেবশর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছিল[৩২]।

(২৮) Bendal's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 101.

(২৯) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1899, p. 69.

(৩০) Cunningham's Archaeological Survey Reports. vol. III, p. 122. no. 9.

(৩১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol. V, p.75.

(৩২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০২।

প্রথম মহীপালদেবের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য বারত্রয় বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। প্রথমে চোল-রাজ প্রথম রাজেন্দ্রচোল, কল্যাণের চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় জয়সিংহ ও পরে চেদি, কলচুরি বা হৈহয় বংশীয় গাঙ্গেয়-দেব পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। চোলরাজ রাজেন্দ্রচোল ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নবম রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ মেলপাণ্ডি-শিলালিপিতে তাঁহার উত্তরাপথ বিজয়ের বর্ণনা নাই[৩৩], কিন্তু তাঁহার ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তিরুমলৈশিলালিপিতে রাজেন্দ্রচোলদেবের উত্তরাপথাভিযানের নিম্নলিখিত বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়[৩৪] :—

"পরকেশরীবর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্রচোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে— যিনি······তাঁহার মহান্ সমরপটু সেনাদ্বারা (নিম্নোক্ত দেশসকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়া-ছিলেন) ; মনোহর কোশলনাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল। মধুকর-নিকর পরিপূর্ণ-উদ্যান-বিশিষ্ট তন্দবুত্তি, ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন ; বাঙ্গালাদেশ, যেখানে ঝড় বৃষ্টির কখন বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন ; কর্ণভূষণ, চর্ম পাদুকা এবং বলয়বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া যিনি তাঁহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন ; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্ ; বালুকাময় তীর্থ-ধৌতকারিণী গঙ্গা[৩৫]।" তিরুমলৈ-শিলালিপি অনুসারে রাজেন্দ্রচোল তাঁহার দ্বাদশ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বে এই সকল দেশ হস্তগত করিয়া-ছিলেন। 'ওড্ড বিষয়' বর্ত্তমান উড়িষ্যা, বহু তাম্রশাসনে ইহা 'ওড্র-বিষয়'

(৩৩) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৭। Epigraphia Indica, Vol. XIV, p. 324

(৩৪) South Indian Inscriptions, vol. III, p. 27, No. 18.

(৩৫) Epigraphia Indica, vol. IX, pp. 232-233.

নামে উল্লিখিত হইয়াছে। 'কোশলৈনাড়ু' কলিঙ্গের নিকটে অবস্থিত দক্ষিণ-কোশল বা মহাকোশল, বর্ত্তমান বিলাসপুর প্রভৃতি উড়িষ্যার পশ্চিমস্থিত প্রদেশগুলির প্রাচীন নাম। তন্দবুত্তি বা দণ্ডভুক্তি বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশের নাম। সম্ভবতঃ বর্ত্তমান দাঁতন গ্রামই প্রাচীন দণ্ডভুক্তি। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলিয়াছেন, দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান নাম বিহার[৩৬]। কারণ তিব্বতীয় ইতিহাসে 'বিহার' ওদন্তপুর বা ওতন্তপুরী নামে উল্লিখিত হইয়াছে[৩৭]। ওদন্তপুর সংস্কৃত উদ্দণ্ডপুরের অপভ্রংশ এবং উদ্দণ্ডপুর, বিহার নগরের প্রচীন নাম,—বিহারের আবিষ্কৃত বহু খোদিতলিপি হইতে ইহা প্রমাণ হইয়াছে। সুতরাং বিহার কখনই দণ্ডভুক্তি হইতে পারে না। দণ্ডভুক্তি কোশলদেশের পরে ও দক্ষিণ রাঢ়ের পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত কোনও স্থান হওয়াই সম্ভব। দণ্ডভুক্তির সহিত দাঁতনের সম্পর্ক আমি, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে লিখিত *"Palas of Bengal"* প্রবন্ধে নির্ণয় করিয়াছিলাম। আমার প্রবন্ধ পাঠের পরে ইহা বসুজ মহাশয়ের গ্রন্থমধ্যে স্থান লাভ করিয়োছে[৩৮]। রাজেন্দ্রচোল ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিয়া দক্ষিণ-রাঢ়ে আসিয়াছিলেন। দণ্ডভুক্তির অধিপতি ধর্ম্মপাল কে, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার সহিত পাল-রাজবংশের সম্পর্কজ্ঞাপক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই ধর্ম্ম-পালকে মহীপালের 'কোন আত্মীয়' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন[৩৯]; কিন্তু দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপালের সহিত গৌড়েশ্বর মহীপালের সম্পর্কসূচক কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বসুজ মহাশয় তাঁহার গ্রন্থের স্থানে স্থানে 'দণ্ডভুক্তি' স্থানে 'দন্তভুক্তি' লিখিয়াছেন[৪০]। কিন্তু এই স্থানের প্রকৃত নাম 'দণ্ডপ্রকৃতি', কারণ সন্ধ্যাকরনন্দী প্রণীত 'রামচরিতে' দণ্ডভুক্তির অধিপতি

(৩৬) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৩৯।

(৩৭) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, voll. III, p. 10.

(৩৮) Ibid, vol. V, p. 71

(৩৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭৩, পাদটীকা ১০।

(৪০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৭৯।

জয়সিংহের নাম আছে[৪১]। রামচরিতের টীকায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, জয়সিংহ উৎকলরাজ কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহা দণ্ডভুক্তির অবস্থান-নির্ণয়ের আর একটি প্রমাণ; কারণ উৎকল-রাজ্যের সহিত দক্ষিণ-মগধের অধিপতি অপেক্ষা উৎকল-রাজ্যের উত্তর সীমায় অবস্থিত প্রদেশাধিপতির যুদ্ধ হওয়াই অধিকতর সম্ভব। বসুজ মহাশয় বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মপাল প্রথমে রঙ্গপুর জেলায় রাজত্ব করিতেন, পরে মধ্য-রাঢ়ে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন[৪২]। অদ্যাবধি এমন কোন প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই যদ্দারা এই উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। রাজেন্দ্রচোল যখন দক্ষিণ-রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, তখন রণশূর দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি। শূরবংশীয় নরপতিগণের মধ্যে রণশূরের নামই সর্ব্বপ্রথমে খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজেন্দ্রচোল রণশূরকে পরাজিত করিয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের অধিপতি গোবিন্দচন্দ্র হস্তিপৃষ্ঠ হইতে নামিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল বঙ্গদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া উত্তর-রাঢ়ের মহীপালকে পরাজিত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-রাঢ় ও উত্তর-রাঢ় তিরুমলৈ-শিলালিপিতে 'তক্কণলাডং' ও 'উত্তিরলাডং' রূপে উল্লিখিত হইয়াছে। স্বর্গীয় ডঃ কিলহর্ণ এই নামদ্বয় 'উত্তর-লাট' অর্থাৎ—উত্তর-গুজরাট এবং 'দক্ষিণ লাট', অর্থাৎ—দক্ষিণ-গুজরাট মনে করিয়াছিলেন[৪৩]। তিরুমলৈ-শিলালিপি পুনঃ সম্পাদন কালে ডাক্তার হুলজ্ ও স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত শব্দদ্বয় দ্বারা উত্তর-বিরাট ও দক্ষিণ-বিরাট সূচিত হইতেছে[৪৪]। স্বর্গগত পণ্ডিত বেঙ্কয় বলিয়াছিলেন যে, "ইলাড" শব্দদ্বারা সংস্কৃত "বিরাট" বুঝাইতে পারে "লাট" বুঝায় না[৪৫]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ[৪৬] ও নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন[৪৭], "তক্কণলাডম্" ও "উত্তিরলাডম্" শব্দদ্বারা দক্ষিণ রাঢ়

(৪১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮০।

(৪২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III. p36.

(৪৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৮০।

(৪৪) Epigraphia Indica. vol. VII. App. p. 120, no. 733.

(৪৫) Ibid, vol. IX, p. 231.

(৪৬) Annual Report on Epigraphy Madras, 1906-7, p. 87.

(৪৭) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪০।

সূচিত হইতেছে, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই এই প্রদেশদ্বয়ের অবস্থান নির্ণয়ের কারণ নির্দ্দেশ করা আবশ্যক মনে করেন নাই। কোশল বা দণ্ডভুক্তি জয় করিয়া দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাটে যুদ্ধযাত্রা করা, দক্ষিণ-লাট বা দক্ষিণ-বিরাট হইতে যুদ্ধার্থ বঙ্গদেশে আগমন, বঙ্গদেশ হইতে উত্তর লাট বা উত্তর-বিরাট জয়ার্থ গমন এবং উত্তর-লাট বা উত্তর-বিরাট হইতে গঙ্গাতীরে প্রত্যাবর্ত্তন অসম্ভব, সুতরাং শব্দগত সাদৃশ্য অনুসারে "দক্ষিণ-লাডম্" "দক্ষিণ-রাঢ়" এবং "উত্তিরলাডম্" "উত্তর-রাঢ়" রূপে গ্রহণ করাই সুসঙ্গত। রাজেন্দ্র-চোল গঙ্গাতীর হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত দিগ্বিজয়ের জন্য স্বদেশে "গঙ্গেগোণ্ডা", অর্থাৎ—"গঙ্গা-বিজয়ী" নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

প্রথম মহীপালদেবের রাজত্বকালে কোন সময়ে কর্ণাটদেশীয় কোন রাজা গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। আর্য্য ক্ষেমীশ্বরবিরচিত "চণ্ডকৌশিক" নামক একখানি নাটকে এই ঘটনার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল হইতে চণ্ডকৌশিকের একখানি পুথি আনয়ন করিয়াছিলেন[৪৮]। ইহাতে প্রথম মহীপাল চন্দ্রগুপ্তের সহিত এবং কর্ণাটগণ নবনন্দের সহিত তুলিত হইয়াছেন[৪৯]। এই নাটকখানি মহীপালদেবের বিজয়োৎসব উপলক্ষ্যে রচিত ও অভিনীত হইয়াছিল। এই সমসাময়িক গ্রন্থ হইতে কর্ণাটগণের আক্রমণ ও পরাভবের কথা অবগত হওয়া যায়। মহীপালদেব কর্ত্তৃক পরাজিত কর্ণাটগণ কোন্ দেশের অধিবাসী? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, কর্ণাট বলিতে কল্যাণ প্রদেশ বুঝায়, সুতরাং এই সময়ের কর্ণাট-রাজগণ চালুক্য রাজবংশসম্ভূত[৫০]। মহীপালদেবের রাজ্যকালে চালুক্য-রাজবংশীয় দ্বিতীয় তৈল, প্রথম

(৪৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১৭৩ পাদটীকা ৯০।

(৪৯) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol LXII, 1893, Pt. I, p. 250

(৫০) যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্য্যচাণক্যনীতিং
জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায়।
কর্ণাটত্বং ধ্রুবমুপগতানদ্য তানেব হন্তুং
দোর্দ্দপাঢ্যঃ স পুনরভবৎ শ্রীমহীপালদেবঃ।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1893. pt I. p. 251.

সত্যাশ্রয়, পঞ্চম বিক্রমাদিত্য ও দ্বিতীয় জয়সিংহ কল্যাণের সিংহাসনে আসীন ছিলেন[৫১]। কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে কাহারও খোদিতলিপিতে গৌড়-যুদ্ধের উল্লেখ নাই সম্ভবতঃ কর্ণাট-রাজগণ পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া প্রশস্তিকারগণ গৌড়যুদ্ধের উল্লেখ করেন নাই। দিগ্বিজয়ী বীর প্রথম রাজেন্দ্রচোল উত্তর-রাঢ়ে মহীপালদেবকে পরাজিত করিয়া গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি উত্তরবঙ্গ আক্রমণ করেন নাই। হয়ত গঙ্গাতীরে প্রথম রাজেন্দ্রচোল, মহীপাল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং চণ্ডকৌশিক নাটকে চোলরাজই কর্ণাট রাজরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন[৫২]।

মহীপালদেবের রাজ্যকালে কোন সময়ে কলচুরি বা চেদীবংশীয় গাঙ্গেয় দেব গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়া মিথিলা অধিকার করিয়াছিলেন। গাঙ্গেয়দেবের অধিকারকালে তীরভুক্তিতে লিখিত একখানি রামায়ণ গ্রন্থ মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই গ্রন্থের পুষ্পিকা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "গৌড়ধ্বজ" উপাধিধারী গাঙ্গেয়দেব ১০৭৬ বিক্রমাব্দে তীরভুক্তির অধিপতি ছিলেন[৫৩]। এই গাঙ্গেয়দেব যে কলচুরিবংশীয় প্রসিদ্ধ বীর কর্ণদেবের পিতা, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ এই বিষয়ে অযথা আপত্তি থাপনউ করিয়াছেন[৫৪]। কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব ৭৮৯ কলচুরি অব্দে (১০৩৭ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন[৫৫]। সুতরাং তাঁহার সহিত ১০১৯ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে-

(৫১) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ॥৶০

(৫২) Epigraphia Indica, vol. VIII, App, II, p. 7.

(৫৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V. p. 73.

(৫৪) সংবৎ ১০৭৬ আষাঢ় বদি ৪ মহারাজাধিরাজ পুণ্যাবলোক সোমবংশোদ্ভব গৌড়ধ্বজ শ্রীমদ্‌গাঙ্গেয়দেবভুজ্যমানতীরভুক্তৌ কল্যাণবিজয়রাজ্যে।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LXXIII, 1903, pt. I p. 18.

(৫৫) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪১, পাদটীকা।

শ্বরের সহিত যুদ্ধ অসম্ভব নহে। প্রথম মহীপালের রাজ্যকালে বারাণসীতে বৌদ্ধমন্দির চৈত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামক ব্যক্তিদ্বয় গৌড়েশ্বরের আদেশে বারাণসীতে "ধর্ম্মরাজিকা" ও "সাঙ্গধর্ম্মচক্রের" জীর্ণসংস্কার ও "অষ্টমহাস্থানশৈল-বিনির্ম্মিত-গন্ধকুটী" নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৫৬]। অনুমান হয় যে, স্থিরপাল ও বসন্তপাল রাজ বংশসম্ভূত ছিলেন।

মহীপালদেব যখন গৌড়েশ্বর, তখন আর্য্যাবর্ত্তের ইতিহাসের একটি নূতন অধ্যায় আরব্ধ হইতেছিল। হূণ-প্লাবনের পঞ্চশত বর্ষ পরে আর্য্যাবর্ত্ত পুনরায় বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। হূণ-যুদ্ধের পর হইতে পঞ্চশতাব্দী কাল যাবৎ আর্য্যাবর্ত্তের নরনাথগণ গৃহ-বিবাদে বলক্ষয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিতেছিলেন। পারস্যে আর্দাশিরবাবেকানের বংশজাত শেষ রাজা যখন নূতন ধর্মাবলম্বী আরবগণের নিকটে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন, তখনও আর্য্যবর্ত্ত-রাজগণ জগতে নূতন রাষ্ট্রীয় শক্তি উন্মেষের সংবাদ অবগত হন নাই। খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীতে মুসলমান বীরগণ যখন সিন্ধুদেশ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়াছিলেন তখনও আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য উদয় হয় নাই। তখনও প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সংবাদ অবগত হইয়াও, আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণ গৃহ বিবাদে ব্যাপৃত ছিলেন, তখনও গুর্জ্জর প্রতীহার রাজগণের ভয়ে রাষ্ট্রকূট রাজগণ গুর্জ্জরের বিরুদ্ধে তাজিক নামে পরিচিত সিন্ধুদেশবাসী মুসলমানগণের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ হইতেন। প্রাচীন পারসীক সাম্রাজ্য ধ্বংসের পরে প্রাচীন পারসীক জাতিকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া মুসলমাগণ যখন বাহ্লীক (বলখ্), কপিশা (কাবুল) ও গন্ধারের দিকে অগ্রসর হইলেন, আর্য্যাবর্ত্ত তখনও সুষুপ্তিমগ্ন। বাহ্লীক ও কপিশা অধিকৃত হইল, আফগানিস্থানের পার্ব্বত্য উপত্যকাসমূহে মহারাজাধিরাজ কণিষ্কের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইল। শত শত বৌদ্ধকীর্ত্তি-সুশোভিত শস্যশ্যামল গন্ধার ও কপিশা মরুভূমিতে পরিণত হইল, কিন্তু

(৫৬) Cunningham's Archaeological Survey Report, vol. XXI, p. 113, pl. XXVII.

তখনও বৎসরাজ গৌড়বিজয়ে উন্মত্ত, ধ্রুবধারাবর্ষ ও তৃতীয় গোবিন্দ গুর্জ্জর-দলনে ব্যাপৃত। প্রাচীন ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহাই ধ্বংসোন্মুখ জাতির লক্ষণ। খৃষ্টিয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে কুষাণবংশীয় ষাহি উপাধিধারী শেষ রাজার মন্ত্রী প্রভুকে পদচ্যুত করিয়া কপিশার সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন[৫৭]। লল্লীয়, বাহ্লীক বিজিত হইলে কপিশায় অবস্থান অসম্ভব দেখিয়া সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী উদভাণ্ডপুরে (বর্ত্তমান উণ্ড্) স্বীয় রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ২৫৬ হিজিরাব্দে সিজিস্থানের অধিপতি ইয়াকুব লাইস্, গজনী-প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন[৫৮]। তুর্কিস্থানের সামানীবংশীয় রাজা ইসমাইল্ গজনী সামানী-রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সামনী-রাজ-সেনানায়ক আলপ্তিগীন্ প্রভুর ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া গজনীতে আসিয়া একটি স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। আলপ্তিগীনের মৃত্যুর পরে তাঁহার তুরস্কজাতীয় ক্রীতদাস সবুক্তিগীন্ গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন! সবুক্তিগীন্ তাঁহার দশম রাজ্যাঙ্কে, ৯২৭ খৃষ্টাব্দে, উত্তরাপথের সিংহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তখন ষাহি জয়পাল উদভাণ্ডপুরের সিংহাসনে আসীন। সবুক্তিগীন্ ৯৯৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলে তাঁহার পুত্র মহমুদ্ বারম্বার আক্রমণ করিয়া প্রাচীন ষাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়াছিলেন। মহমুদের গতিরোধ করিবার জন্য কাশ্মীর, কান্যকুব্জ ও কলঞ্জরের অধিপতিগণ প্রাণপণে জয়পালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। জয়পাল, তৎপুত্র অনঙ্গপাল ও তৎপুত্র ত্রিলোচনপাল আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য প্রাণবিসর্জ্জন করিলে ষাহিরাজ্য মহমুদের অধীন হইয়াছিল। শেষ মুহূর্ত্তে আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের চৈতন্য হইলে প্রতীহার, চন্দেল্ল ও লোহরবংশীয় রাজগণ, যখন ষাহিগণকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন, তখনও গৌড়েশ্বর আর্য্যাবর্ত্ত রক্ষার জন্য স্বদেশীয় রাজবৃন্দের সহিত এই মহাযুদ্ধে যোগদান করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যুদ্ধার্থে সমবেত আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের মধ্যে গৌড়েশ্বরের নাম করেন নাই, সুতরাং ইহা স্থির যে, গৌড়েশ্বর ষাহি-রাজগণের সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই। মগধে গোবিন্দপাল ও বঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণ দ্বিশতবর্ষ পরে মহীপালের কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন, "কলিঙ্গ জয়ের পর

(৫৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১০৭৮।

(৫৮) Sachau's Al-Beruni, vol. II. p. 13.

মৌর্য্য অশোকের ন্যায়, কাম্বোজান্বয়জ গৌড়পতির কবল হইতে বরেন্দ্র উদ্ধার করিয়া মহীপালেরও বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছিল এবং অশোকের ন্যায় মহীপালও যুদ্ধ বিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া, পরহিতকর এবং পারত্রিক কল্যাণকর কর্ম্মানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন[৫৯]। চন্দ মহাশয়ের উক্তি সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন, "বাস্তবিক তখন মহীপালের বৈরাগ্যের উপযুক্ত কাল উপস্থিত হয় নাই। ...যে কলঞ্জরপতি তাঁহার পিতামাতাকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার সহিত মিত্রতা ও ও একতা স্থাপন করিয়া বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে উত্তরাপথ রক্ষা করিতে যাওয়া কখনই তিনি উপযুক্ত মনে করেন নাই[৬০]। চন্দ মহাশয় বৈরাগ্যের যুক্তি দেখাইয়া মহীপালের কাপুরুষতা ও সঙ্কীর্ণচিত্ততা গোপন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহীপালের ঔদাসীন্যের কোনই উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না, ধর্ম্মবিদ্বেষ ও ঈর্ষাই যে মহীপালের ধর্ম্ম যুদ্ধের প্রতি ঔদাসীন্যের প্রধান কারণ; সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

প্রাচীন যাহি-রাজ্য ধ্বংস করিয়া সুলতান মহমুদ যখন উত্তরাপথের প্রসিদ্ধ নগরসমূহ ধ্বংস করিতেছিলেন, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ অনুমান করেন যে, গৌড়েশ্বর তখন "বারাণসীধামকে কীর্ত্তিরত্নে সজ্জিত করিতে গিয়া...তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন[৬১]।" স্থাণীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি নগর, দুর্গ ও পবিত্র তীর্থসমূহ যখন ধ্বংস হইতেছিল, তখন উত্তরাপথের পূর্ব্বার্দ্ধের অধীশ্বর পরম নিশ্চিতমনে "কর্ম্মানুষ্ঠান" করিতেছিলেন। দুর্জ্জেয় গোপাদ্রিদুর্গ অধিকৃত হইল; প্রাচীন কান্যকুব্জ নগরে বৎসরাজ, নাগভট ও ভোজদেবের বংশধর রাজ্যপালদেব আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া মহমুদের শরণাগত হইলেন। মহমুদ তাহাকে আশ্রয় দিয়া রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলে চন্দেল্ল-রাজ গণ্ডের পুত্র বিদ্যাধরের আদেশে

(৫৯) Tabaqat-i Nasiri, (Raverty's Trans.) pp. 21-22.

(৬০) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪১।

(৬১) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১০৬।

কচ্ছপঘাতবংশীয় অর্জ্জুন রাজ্যপালের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছিলেন[৬২]। তখনও কি গৌড়েশ্বর বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন ?

মজঃফরপুর জেলায় ইমাদপুর গ্রামে আবিষ্কৃত কতকগুলি পিত্তলমূর্ত্তি মহীপালদেবের ৪৮শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[৬৩]। তিব্বতীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথ বলেন যে, মহীপালদেব বাহান্ন বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন[৬৪]। ইমাদপুরের মূর্ত্তিগুলির খোদিতলিপির উপরে নির্ভর করিয়া তারনাথের উক্তি, ঐতিহাসিক সত্যরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র নয়পালদেব গৌড়-মগধ-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[৬৫]। বাণগড়ে আবিষ্কৃত মহীপালদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বামনভট্ট মহীপালদেবের মন্ত্রী ছিলেন। এই বামনভট্টই বাণগড় তাম্রশাসনের দূতক[৬৬]।

স্থিরপাল ও বসন্তপালের সারনাথলিপি যে সময়ে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, সে সময়ে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয় ; কারণ,

(৬২) গৌড়রাজমালা পৃঃ ৪৩।

(৬৩) শ্রীবিদ্যাধরদেবকার্য্যনিরতঃ শ্রীরাজ্যপালং হঠাৎ
কণ্ঠাস্থিচ্ছিদনেকবাণনিবহৈর্হত্বা মহত্যাহবে
ডিংডীরাবলিচংদ্রমংডলমিলন্মুক্তাকলাপোজ্জ্বলৈ
স্ত্রৈলোকং সকলং যশোভিরচলৈর্যোজস্রমাপূরয়ৎ ॥

—দুবকুণ্ডে আবিষ্কৃত বিক্রমসিংহের শিলালিপি।

Epigraphia Indica, vol. II, p. 237.

(৬৪) Indian Antiquary, vol. XIV. p. 165, note 17; JRA & B (L) Vol. VII, p. 21.।

(৬৫) Ibid, vol. IV, p. 366.

(৬৬) ত্যজন্ দোষাসঙ্গ শিরসি কৃতপাদঃ ক্ষিতিভৃতাং
বিতন্বন্ সর্ব্বাশাঃ [illegible] রবিঃ।
হতধ্বান্ত স্নিগ্ধপ্রকৃতিরনুরাগৈকবসতি
স্ততো ধন্যঃ পুণ্যৈরজনি নয়পালো নরপতিঃ ॥১২ গৌড়লেখমালা, পৃঃ১২৫

প্রথমতঃ সারনাথ-লিপিতে, 'প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে' অথবা 'কল্যাণবিজয়-রাজ্যে' ইত্যাদি কোন পদ ব্যবহৃত হয় নাই। সারনাথ-লিপিতে 'অকারয়ৎ' পদ ব্যবহৃত হইয়াছে, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাকালে মহীপাল-দেবের দেহাবসান হইয়াছিল। সারনাথ লিপি পদ্যে লিখিত, সুতরাং নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলিতে পারা যায় না। অনুমান হয় যে, সারনাথ লিপির তারিখের এক বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যু হইয়াছিল এবং নয়পালদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। নয়পাল-দেবের রাজ্যকালে জগদ্বিজয়ী বীর কর্ণদেব গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, মহীপালদেবের রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেব তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, সুতরাং তৎপূর্ব্বে বারাণসী অধিকৃত হইয়াছিল। কর্ণদেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সমস্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়াছিলেন। নাগপুরে আবিষ্কৃত পরমার উদয়াদিত্যের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেব কর্ণাটদিগের সহিত মিলিত হইয়া সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন, উদয়াদিত্য তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্যোদ্ধার করিয়াছিলেন[৬৭]। কর্ণের পৌত্র গয়কর্ণদেবের পত্নী অহ্লণদেবীর ভেড়াঘাটে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের বিক্রম দর্শনে পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, মুরল (কেরল)-রাজ গর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, কুঙ্গরাজ সৎপথে আগমন করিয়াছিলেন, বঙ্গ-রাজ কলিঙ্গ-রাজ্যের সহিত ভয়ে কম্পিত হইয়াছিলেন, কীর-রাজ পিঞ্জরাবদ্ধ শুকপক্ষীর ন্যায় গৃহে অবস্থান করিতে-ছিলেন এবং হূণ-রাজ হর্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন[৬৮]। কর্ণবেলে

(৬৭) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৯৯।

(৬৮) তস্মিন্বাসবন্ধুতামুপগতে রাজ্যে চ কুল্যাকুলে
মগ্নস্বামিনি তস্যবন্ধুরুদয়াদিত্যোঽভব পত্তিঃ।
যেনোদ্ধৃত্য মহার্ণবোপমমিলৎকর্ণাট কর্ণ প্রভু
মুর্ব্বীপালকদর্থিতাং ভুবমিমাংশ্রীমদ্বরাহায়িতং॥ ৩২
—নাগপুরের শিলালিপি—Epigraphia Indica, vol. II, p. 185.

আবিষ্কৃত কর্ণদেবের প্রপৌত্র, জয়সিংহদেবের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, চোল, কুঙ্গ, হূণ, গৌড়, গুর্জ্জর এবং কীর দেশের অধিপতিগণ, কর্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[৬৯]। ১৩১৭ বিক্রমাব্দে উৎকীর্ণ চন্দেল্ল-বংশীয় বীরবর্ম্মার শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, অগস্ত্য যেমন সমুদ্র পান করিয়াছিলেন, কীর্ত্তিবর্ম্মাও সেইরূপ পয়োধিরূপ কর্ণকে পান করিয়াছিলেন[৭২]। মহোবায় আবিষ্কৃত চন্দেল্লবংশের একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিষ্ণু যেমন মন্দরপর্ব্বতদ্বারা বহু পর্ব্বতগ্রাসী সমুদ্রকে মন্থন করিয়া অমৃতের উৎপত্তি করাইয়াছিলেন, তেমনই কীর্ত্তিবর্ম্মা বহুরাজ্যগ্রাসী কর্ণের সেনাদলকে পরাজিত করিয়া যশঃ ও হস্তী লাভ করিয়াছিলেন[৭১]। কৃষ্ণমিশ্র প্রণীত "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র সূচনা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গোপাল নামক কীর্ত্তিবর্ম্মার জনৈক ব্রাহ্মণজাতীয় সেনাপতি চেদি রাজ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মাকে সিংহাসনে পুনঃ স্থাপন করিয়াছিলেন। "প্রবোধচন্দ্রোদয়ে"র সূচনার তিন স্থানে গোপাল কর্ত্তৃক কর্ণদেবের পরাজয়ের উল্লেখ আছে। এক স্থানে কথিত আছে যে,

(৬৯) পাণ্ড্যশ্চণ্ডিমতামুমোচ মুরলস্তত্যাজঃ গর্ব্বগ্রহং
কুঙ্গঃ সদ্গতিমাজগাম চকপে বঙ্গঃ কলিঙ্গৈঃ সহ।
কীরঃ কীরবদাস পঞ্জরগৃহে হূণঃ প্রহর্ষং জহৌ
যস্মিন্ রাজনি শৌর্য্যবিভ্রমভরং বিভ্রত্যপুর্ব্বপ্রভে॥ ১২
—ভেড়াঘাটের শিলালিপি ; Ibid. p. 11 :

(৭০) নীচৈঃ সঞ্চয় চোড়-কুঙ্গ কিমিদং কম্ভ ত্বরা বল্গ্যতে
হূণৈবং রণিতুং ন যুক্তমিহ তে ত্বং গৌড় গর্ব্বং ত্যজ।
মৈবং গুর্জ্জর গর্জ্জ কীর নিভৃতো বর্ত্তস্ব সেবাগতান্
ইত্থং যস্য মিথোবিরোধিনৃপতীন্ দ্বাঃস্থো বিনিন্যে জনাঃ॥
—করণবেলের শিলালিপি ; Indian Antiquary,
vol. XVII, p. 217.

(৭১) কুম্ভোদ্ভবঃ কর্ণপয়োধিপানেপ্রজেশ্বরো নূতনরাজ্যসৃষ্টৌ
তত্রাস বিদ্যাধরগীতকীর্ত্তিবর্ম্মক্ষিতিপো জগত্যাং॥৩
—অজয়গড়ের শিলালিপি : Epigraphia Indica, vol. I. p. 327

(৭২) তস্মাদভূব ভবতস্য গুণৈঃ সমগ্রৈঃ শ্রীকীর্ত্তি বর্ম্ম···গ্রস্তানেক
ক্ষমাভৃতমুচ্চকৈর্ব্বললহরিভির্লক্ষ্মীকর্ণং মহার্ণবমুদ্ধতম্
অচলমহসা দোর্দ্দণ্ডেন প্রমথ্য যশঃসুধাং
য ইহ করিভির্লক্ষ্মীং লেভেপরঃ পুরুষোত্তমঃ॥২৩
—মহোবার শিলালিপি ; Epigraphia Indica, vol. I. p. 222.

গোপাল কর্ণদেব কর্তৃক উন্মূলিত সাম্রাজ্যে কীর্ত্তিবর্ম্মাকে পুনঃ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন[৭২]। আর এক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গোপাল বলবান্ কর্ণদেবকে পরাজিত করিয়া কীর্ত্তিবর্ম্মার উন্নতির কারণ হইয়াছিলেন[৭৩]। তৃতীয় স্থানে কর্ণদেবকে মধুমথনকারী বিষ্ণুর সহিত তুলনা করা হইয়াছে[৭৪]। জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র-স্থরি-যুদ্ধে কর্ণকে পরাজিত করণের জন্য অনহিলপাটকের প্রথম ভীমদেবকে প্রশংসা করিয়াছিলেন[৭৫]। বিহ্লন রচিত "বিক্রমাঙ্কচরিত" হইতে অবগত হওয়া যায় যে কর্ণদেব কলঞ্জরপর্ব্বতাধিপতির (অর্থাৎ চন্দেল্ল রাজের) যমস্বরূপ ছিলেন[৭৬]। জয়সিংহদেব ও অহ্লণদেবীর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, গৌড়ীয়গণ কর্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। তিব্বতীয় সাহিত্যে কর্ণদেবের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ বিগ্রহের উল্লেখ আছে। রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সম্পাদিত বুদ্ধিষ্ট টেক্সট্ সোসাইটির পত্রিকায় গৌড়েশ্বরের সহিত কর্ণদেবের যুদ্ধের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। "দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে, অর্থাৎ মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধ-রাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ্য-রাজের বিবাদ হইয়াছিল। কর্ণ্য-রাজ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণ্য রাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল[৭৭]।" তিব্বতীয় সাহিত্যের কর্ণ্য-রাজ যে চেদিরাজ কর্ণ,

---

(৭৩) সকলভূপালকুল প্রলয়কালাগ্নিরুদ্রেন চেদিপতিনা সমুন্মূলিতং
চন্দ্রান্বয়পার্থিবানাং পৃথিব্যামাধিপত্যং স্থিরীকর্ত্তু ময়মস্য সংরম্ভঃ।
—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক, পৃঃ ১২।

(৭৪) যেন চ বিবেকেনেব নির্জ্জিত্য কর্ণং মোহবিবর্জ্জিতং।
শ্রীকীর্ত্তিবর্ম্মনৃপতের্ব্বোধস্যেবোদয়ঃ কৃতঃ। —প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক
পৃঃ ১৪।

(৭৫) যেন কর্ণ সৈন্যসাগরং নির্ম্মথ্য মধুমথনেনেব ক্ষারসমুদ্রং
সমাসাদিতা সমরবিজয়লক্ষ্মীঃ।
—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক পৃঃ ১১।

(৭৬) Ueber das Leben der Jaina Manchs Hemachandra Von George Buchler, p. 69.

(৭৭) বিক্রমাঙ্কদেবচরিত, ১।১০২-৩ ; ১৮।৯৩।

সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী সর্ব্বপ্রথমে এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন[৭৮]। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ তাহা সমর্থন করিয়াছেন[৭৯], শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুও এই মতাবলম্বী[৮০]। নয়পালের সহিত কর্ণের সন্ধি স্থাপিত হইলে নয়পালের পুত্র বিগ্রহপালের সহিত কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল।

নয়পালদেবের রাজ্যের দুইখানি শিলালিপি ও একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। গয়ানগরের কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরে আবিষ্কৃত একখানি শিলা-লিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পরিতোষের পৌত্র, শুদ্রকের পুত্র, বিশ্বাদিত্য, নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দনের একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৮১]। এই বিশ্বাদিত্য বা বিশ্বরূপ উক্ত বর্ষে গদাধরের জন্য আর একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান গদাধর-মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবস্থিত নরসিংহদেবের মন্দিরমধ্যে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে এই কথা অবগত হওয়া যায়[৮২]। নয়পালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে রাজ্ঞী উদ্দাকার ব্যয়ে লিখিত একখানি "পঞ্চরক্ষা" গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা এক্ষণে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিত্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার পুষ্পিকায় লিখিত আছে ;—"দেয়ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহাযানযায়িন্যা পরমোপাসিকারাজ্ঞী-উদ্দাকায়া যদত্রপুণ্যন্তত্ত্বত্বাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্ব্বংগমং কৃত্বা সকল সত্ত্ব-রাশেরনুত্তরজ্ঞানাবাপ্তয় ইতি॥ পরমসৌগতমহারাজাধিরাজপরমেশ্বর শ্রীমন্নয়-পালদেব·প্রবর্দ্ধমান-বিজয়রাজ্যে সম্বৎ ১৪ চৈত্রদিনে ২৭ লিখিতেয়ং ভট্টারিকা ইতি[৮৩]।" অনুমান হয় যে নয়পালদেব বিংশতিবর্ষকাল গৌড়সিংহাসনে

(৭৭) Journal of the Buddhist Text Society, vol. I. p. 9.

(৭৮) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900. pt. I, p. 192.

(৭৯) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৪৫।

(৮০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ১২৫ পাদটীকা, ১৯।

(৮১) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১১-১৫ ; Ep. Ind., vol. 26. pp. 86-88

(৮২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V. p. 78 ;

(৮৩) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 875. No. Add. 1688.

আসীন ছিলেন এবং ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। নয়পাল-দেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণিদত্তের পিতা নারায়ণ, নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন[৮৪]। জনার্দ্দন-মন্দিরের প্রশস্তি, বাজীবৈদ্যদেব[৮৫] কর্ত্তৃক এবং গদাধর মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি[৮৬] কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিতলিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতাপ্রযুক্ত বহু ভ্রম সত্ত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন[৮৭]। নয়পালদেবের রাজ্যকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দ মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বত-রাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন[৮৮]।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকাল হইতে পাল-সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে উত্তরাপথে প্রবল রাজ-শক্তির একান্ত অভাব হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের এই ঘোর দুর্দ্দিনে মুসলমান সেনাপতি আহমদ্‌ নিয়াল্‌-তিগীন্‌ অনায়াসে বিস্তৃত মধ্যদেশ অতিক্রম করিয়া পবিত্র বারাণসী নগরী লুণ্ঠন করিয়াছিলেন[৮৯]। বিশাল আর্য্যাবর্ত্তের অসংখ্য রাজন্যগণের মধ্যে কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন নাই। গুর্জ্জরেশ্বর প্রয়াগে প্রতিষ্ঠানের ক্ষুদ্র দুর্গে আত্মরক্ষার চিন্তায়

(৮৪) চক্রদত্ত, ১৩০২ সাল, পৃঃ ৪০৭।

(৮৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২০।

(৮৬) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V p 78.

(৮৭) পীতঃ সজ্জন-লোচনৈঃ স্মররিপোঃ পূজা [নুরক্তঃ সদা]
সংগ্রামে [চতুরো] হধিক [ক] হরিতঃ কালঃ কুলে বিদ্বিষাং।
চাতুর্ব্বর্ণ্য-সমাশ্রয়ঃ সিতযশ [ঃ পুঞ্জৈ] র্জ্জগদ্রঞ্জয়ন
শ্রীমদ্বিগ্রহপালদেব—নৃপতি-[র্জ্জে তেতো ধামভৃৎ] ॥ ১৭

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৫।

(৮৮) Indian Pandits in the Land of Snow by Rai Sarat Chandra Das Bahadnr, C.I.F., pp. 51-57.

(৮৯) Frikhi-Baikaki (Bibliotheca Indica), p. 497.

ব্যাপৃত ছিলেন। অন্তর্ব্বিদ্রোহ দমন ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে রাজ্য-রক্ষা-কার্য্যে তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকাল অতিবাহিত হইয়াছিল। চেদী-বংশীয় কর্ণদেব ও কল্যাণের চালুক্যবংশীয় আহবমল্লের পুত্র বিক্রমাদিত্য[২০] তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কর্ণদেব পরাজিত হইয়া তাঁহার যৌবনশ্রী নাম্নী কন্যার সহিত বিগ্রহপালদেবের বিবাহ দিয়াছিলেন[২১]। চালুক্যরাজ আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বার্দ্ধ বিজয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্ত জাতি বিদ্রোহী হইয়াছিল এবং তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজত্বের শেষভাগ বিদ্রোহদমনে অতিবাহিত হইয়াছিল। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের একখানি তাম্রশাসন ও একটি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনখানি বিগ্রহপালদেবের দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল এবং এতদ্দ্বারা বিগ্রহ পালদেব পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির কোটিবর্ষ-বিষয়ে অবস্থিত ব্রাহ্মণী গ্রামে খোদ্ধোতদেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন[২২]। শিলা-লিপিখানি গয়ায় অক্ষয়বটের পাদমূলে সংলগ্ন আছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিগ্রহপালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে, বিশ্বাদিত্য গয়া নগরে

(২০) গায়ন্তিস্ম গৃহীত-গৌড়-বিজয়-স্তম্বেরমস্যাহবে
তস্যে ন্মুলিত-কামরূপ-নৃপতি-প্রাজ্য-প্রতাপশ্রিয়ঃ।
ভানুস্যন্দন-চক্র-ঘোষমুষিতপ্রত্যুষনিদ্রারসাঃ
পূর্ব্বাদ্রেঃ কটকেষু সিদ্ধবনিতাঃ প্রালেয়শুভ্রং যশঃ ॥
—বিক্রমাঙ্কদেব চরিত, ১।৭৪।

(২১) যো বিগ্রহপালো যৌবনশ্রিয়া কর্ণস্য রাজ্ঞঃ সুতয়া সহ ক্ষৌণীমুদূঢ়বান্। সহসা বলেনাবিতো রণজিতঃ সংগ্রামজতং কর্ণো দাহলাধিপতির্যেন। রণজিৎ এব পরন্তু রক্ষিতো ন লম্মুলিতঃ।

—রামচরিত, ১।৯ টীকা, Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol. III, p. 22.

(২২) গৌড়লেখমালা পৃঃ ১২২; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V.p. 80: Epigraphia India, vol. XV. pp.293 301.

বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর নামক শিবলিঙ্গদ্বয় স্থাপন করিয়া দুইটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৯৩]।

বিগ্রহপালদেবের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে সুবর্ণকার সাহের পুত্র দেহেক একটি বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৯৪]। এই মূর্ত্তিটি বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। কর্ণের কন্যা যৌবনশ্রী ব্যতীত তৃতীয় বিগ্রহপাল এক রাষ্ট্রকূট বংশীয়া মহিলার পাণি-গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বিগ্রহপাল-দেবের তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে;—মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। রামপাল রাষ্ট্রকূটবংশীয়া মহীষীর গর্ভজাত। ইহারা সকলেই একে একে গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপালদেব গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বীরভুম জেলায় পাইকোর গ্রামে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় চেদী-রাজ শ্রীকর্ণদেবের শিলালিপিযুক্ত একটি পাষাণস্তম্ভ আবিষ্কার করিয়াছেন। এই খোদিতলিপিতে শ্রীকর্ণদেবের নাম ও তাঁহার বংশপরিচয় স্পষ্ট পাঠ করা যায় কিন্তু খোদিতলিপি ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় উক্ত স্তম্ভ কি জন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। বঙ্গদেশের কেন্দ্রস্থলে রাঢ় ভূভাগের মধ্যদেশে অবস্থিত পাইকোর গ্রামে এই স্তম্ভ আবিষ্কার হওয়ায় অনুমান হইতেছে যে, কর্ণদেব স্বয়ং এই পাইকোর গ্রামে আসিয়া একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, অথবা একটি জয়স্তম্ভ স্থাপন করাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় যে স্তম্ভটি আবিষ্কার করিয়াছেন তাহা হয় কর্ণদেবের জয়স্তম্ভ, না হয় কর্ণদেব নির্মিত মন্দিরের মণ্ডপ বা অর্দ্ধমণ্ডপের স্তম্ভ[৯৫]। কর্ণদেব নির্মিত মন্দির রেবারাজ্যে অমরকন্টকনামক তীর্থে আবিষ্কৃত

---

(৯৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V, pp. 81.-82 Ep. Ind., vol. 29. pp. 9ff.

(৯৪) Ibid, p. 112.

(৯৫) পাইকোরের স্তম্ভলিপির বিবরণ শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক "বীরভুম বিবরণ" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে (পৃঃ ৯)। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্ব্বচক্রের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কাশীনাথ নারায়ণ দীক্ষিত আমাকে এই খোদিত লিপির প্রতিলিপি, উদ্ধৃত পাঠ ও স্তম্ভের চিত্র প্রদান করিয়া বাধিত করিয়াছেন।

হইয়াছে। পাইকোরের ধ্বংসাবশেষ খনন করিলে নূতন তথ্য আবিষ্কার হইতে পারে। কর্ণদেব হয়ত যুদ্ধযাত্রায় গৌড়দেশে আসিয়া দ্বিতীয় অভিযানে গৌড়াধিপ তৃতীয় বিগ্রহপালকে পরাজিত করিয়া এই জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন, অথবা তাঁহার কন্যা যৌবনশ্রীর সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালের বিবাহ দিয়া পাইকোর গ্রামে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবই বোধ হয় বহু রজত মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই জাতীয় মুদ্রা পাটনা জেলায় ঘোষরাবা গ্রামে, বীরদেব নির্ম্মিত মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৬]।

(১৬) Catalogue of Coins in the Indian Museum, vol. I. p. 233-39.

পরিশিষ্ট (জ).

শূর-রাজবংশ

বাঙ্গালাদেশে শূর উপাধিধারী রাজ-বংশের অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রবল জনশ্রুতি আছে। কথিত আছে যে, আদিশূর নামক কোন রাজা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে বাঙ্গালাদেশে ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। যে জাতীয় প্রমাণ, বিজ্ঞান সম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসে গৃহীত হইতে পারে, তদনুসারে, শূরবংশীয় দুইজন নরপতির নাম মাত্র অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমের নাম রণশূর। প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব যখন দিগ্বিজয় উপলক্ষে উত্তরাপথে আসিয়াছিলেন, তখন রণশূর দক্ষিণ রাঢ়ের অধিপতি ছিলেন। এতদ্ব্যতীত সন্ধ্যাকরনন্দীবিরচিত 'রামচরিতে' লক্ষ্মীশূর নামক অপরমন্দারের অধিপতির নাম পাওয়া যায়। রামপালের সহিত কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের যুদ্ধকালে লক্ষ্মীশূর রামপালের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রণশূরের সহিত লক্ষ্মীশূরের কি সম্পর্ক এবং তাঁহারা একবংশজাত কি না, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। রাজশাহী জেলায় মান্দাগ্রামে আবিষ্কৃত তৃতীয় গোপালদেবের শিলালিপিতে বোধ হয়, দামশূর নামক এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে। লক্ষ্মীশূর ও দামশূরের প্রসঙ্গ যথাস্থানে উত্থাপিত হইবে। বঙ্গদেশে আবিষ্কৃত কুলগ্রন্থসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে আদিশূর নামক একজন রাজা ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থান হইতে যজ্ঞ করাইবার জন্য বাঙ্গালাদেশে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আনয়ন

করাইয়াছিলেন। কুলশাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন জাতীয় গ্রন্থে আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সমস্ত কুলগ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের মধ্যে দুই একখানি ব্যতীত অপর সমস্তই গত দুই শতাব্দীর মধ্যে রচিত। যে দুই একখানি কুলগ্রন্থ অতি প্রাচীন বলিয়া পরিচিত, তাহারও কোন পুরাতন পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বঙ্গদেশীয় কুলশাস্ত্র গ্রন্থসমূহ যতই প্রাচীন হউক তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাব কালের বহু পরে রচিত; সুতরাং তৎসমুদয় বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে রচিত ইতিহাসের উপাদানস্বরূপ গ্রহণ করিতে হইলে অপর প্রমাণের সমর্থন আবশ্যক। অদ্যাবধি কোন তাম্রশাসনে বা খোদিতলিপিতে কুলশাস্ত্রের উক্তি সমর্থনকারী প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক প্রমাণের মূল্য পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। আদিশূর সম্বন্ধে কুলশাস্ত্রের প্রমাণ ব্যতীত যখন অন্য কোন জাতীয় প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন আদিশূর সম্বন্ধীয় কুলগ্রন্থের প্রমাণ বিশ্লেষণ করা নিতান্ত অবশ্যক। আদিশূর সম্বন্ধে ১৩১৯ বঙ্গাব্দ পর্য্যন্ত কুলশাস্ত্রের যত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ কর্ত্তৃক "গৌড়রাজমালা"য় সঙ্কলিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, "রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিনিবদ্ধ আছে—

আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্॥

......বারেন্দ্র কুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা,—

"জাতো বল্লালসেনো গুণিগণগণিতস্তস্য দৌহিত্রবংশে।"—আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রের পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন...এই পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার স্বর্গারোহণ।· বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার ঐতিহাসিক অংশ 'আদিশূর রাজার ব্যাখ্যা' নামে পরিচিত। লালোরনিবাসী শ্রীযুক্ত মনোমোহন মুকুটমণির, মাঝগ্রামের শ্রীযুক্ত জানকীনাথ সার্ব্বভৌমের এবং রামপুর বোয়ালিয়ার শ্রীযুক্ত নৃত্যগোপাল রায় মহাশয় সংগৃহীত পুঠিয়ানিবাসী ৺মহেন্দ্রচন্দ্র শিরোমণির ঘরের পুস্তকমধ্যে পাঁচ প্রকার আদিশূর রাজার ব্যাখ্যার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তন্মধ্যে দুইখানিতে বল্লালসেনের আদিশূরের দৌহিত্র বংশোদ্ভব বলিয়া কথিত। ..."গৌড় ব্রাহ্মণ" গ্রন্থে (দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৬ পৃঃ) উদ্ধৃত একটি শ্লোকে কথিত হইয়াছে—রাজা শ্রীধর্ম্মপাল ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিগাঞিকে যজ্ঞান্তে দক্ষিণা দানার্থ ধামসার গ্রাম দান করিয়া ছিলেন। নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে, এই ধর্ম্মপালকে যদি পালবংশীয় ধর্ম্মপাল মনে করা যায়, তবে আদিশূরকে ধর্ম্মপালের পিতা গোপালের সমকালীন বিবেচনা করিতে হয়। এইরূপ সিদ্ধান্ত 'গৌড়ে ব্রাহ্মণে' ধৃত (৮৩ পৃঃ) ভাদুড়ী কুলের বংশাবলির নিম্নোক্ত বচনের বিরোধী—

তত্রাদিশূরঃ শূরবংশসিংহো বিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়" ইত্যাদি।

গৌড়ে ব্রাহ্মণ'ধৃত এই শ্লোকোক্ত বচন আবার শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক 'বারেন্দ্র-কুলপঞ্জিকা' ধৃত "শাকেবেদকলঙ্কষট্কবিনিতে রাজাদিশূর স চ" (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস প্রথম ভাগ, ৮৩ পৃঃ) এই বচনের অর্থাৎ—আদিশূর ৬৫৪ শকাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন, এই মতের বিরোধী। যে যে কুলজ্ঞগণের সহিত আলাপ করিয়াছি, তাঁহারা এ সকল বচনের কোনটির বিষয়েই অবগত নহেন। সুতরাং এই সকল বচন প্রবল জনশ্রুতিমূলক বলিয়া স্বীকার করা যায় না…'লঘু ভারত'কারও আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ের পাল-বংশ উচ্ছেদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (গৌড়ে ব্রাহ্মণ ৩২ পৃঃ ৪নং টীকা)।"—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৭-৫৮।

শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ সংগৃহীত আদিশূর সম্বন্ধীয় কুলশাস্ত্রের প্রমাণ পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে ১৩১৯ বঙ্গাব্দের পূর্ব্বে আবিষ্কৃত কুলশাস্ত্রসমূহে আদিশূরের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে দুইটি ভিন্ন মত ছিল। প্রথম মতানুসারে আদিশূর পাল-রাজবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী, তিনি ৬৫৪ শকে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং আদিশূর প্রথম গোপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। দ্বিতীয় মতানুসারে আদিশূর পাল-রাজগণকে পরাজিত করিয়া গৌড়ের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন; 'ভাদুড়ীকুলের বংশাবলীতে ও 'লঘুভারতে' এই মত দেখিতে পাওয়া যায়।

জয়ন্ত ও আদিশূরের একত্ব সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয় পূর্ব্বে (১১৪-১১৮ পৃঃ) আলোচিত হইয়াছে। ১৩৩১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' রাজন্যকাণ্ডে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কতকগুলি নূতন মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

(১) রাঢ়ীয় কুলমঞ্জরীতে বর্ণিত হইয়াছে, ৬৫৪ শকে, অর্থাৎ ৭৩২ খৃষ্টাব্দে আদিশূর রাজা হন এবং ৬৬৮ শকে বা ৭৪৬ খৃষ্টাব্দে সাগ্নিক বিপ্রগণ গৌড়ে আগমন করেন।"—পৃঃ ৯২।

(২) "সুপ্রসিদ্ধ রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বাচস্পতিমিশ্রের মতে ৬৫৪ শকেই (৭৩২ খৃষ্টাব্দে) বিপ্রগণ গৌড়ে সমাগত হন।"

(৩) "বারেন্দ্র কুলপঞ্জীর মতে……৬৫৪ শকে… কান্যকুব্জোদ্ভব সমুজ্জলকান্তিবিশিষ্ট পঞ্চগোত্রের পঞ্চজন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণকে আনিবার জন্য যত্নবান্ হইয়াছিলেন।" পৃঃ ৯৩।

(৪) আমারা নানা গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বুঝিয়াছে যে, "অদিশূর, ব্যক্তিবিশেষের নাম নহে। মুসলমান আগমনের পূর্ব্বে বিভিন্ন সময়ে যে যে হিন্দু নৃপতি হিন্দু-সমাজ সংস্কারে মনোযোগী হইয়াছেন, কুল-গ্রন্থকারগণ সেই সেই নৃপতিকেই 'আদিশূর' নাম দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের বীজপুরুষ ক্ষিতিশ, তিথিমেধা, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি

—পঞ্চগোত্রীয় এই পঞ্চব্রাহ্মণ যাঁহার যজ্ঞ করিতে আসেন, তিনি প্রথম আদিশূর।"
—পৃঃ ১০৬

(৫) "সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়, মৈথিল ও উৎকলদিগের বাসভূমিই পঞ্চগৌড়। এরূপ স্থলে কান্যকুব্জও গৌড়াধিপের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। খুব সম্ভব তিনিই শূরবংশমধ্যে প্রথম পঞ্চগৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন বলিয়া পরবর্ত্তী কালে আদিশূর নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

(৬) "ভগবান্ বিষ্ণু যেমন বরাহ অবতারে জল হইতে পৃথিবী উদ্ধার করেন, ভোজদেবও সেইরূপ পৈতৃক সাম্রাজ্য উদ্ধার করিয়া 'আদিবরাহ', উপাধি ধারণ করেন। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থ-কুলগ্রন্থে ইনিই কান্যকুব্জাধিপ আদিশূর' বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।"

(৭) "মহারাজ যশোবর্ম্মার প্রেরণায় গৌড়মণ্ডলের যে সকল ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদিক ধর্ম্মপ্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন, আদিশূরের পিতা মাধবকে আমারা তাঁহাদের অন্যতম মনে করি।—পৃঃ ১০৮।

(৮) "পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে আদিশূরের যজ্ঞ করিবার জন্য ৬৫৪ শকে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আগমন করেন। এ সময়ে আদিশূরের সভায় ব্রাহ্মণসহ কায়স্থগণের আগমনের কথাও কোন কোন গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে; কিন্তু হরিমিশ্র, বাচস্পতিমিশ্র, মহেশমিশ্র, শ্যামচতুরানন প্রভৃতির প্রাচীন ও প্রামাণ্য গ্রন্থসমূহে কোথাও এ কথা লিখিত হয় নাই।"—পৃঃ ১১২।

একই ব্যক্তির রচিত একই গ্রন্থে প্রকাশিত মতগুলি পরস্পরের বিরোধী। ৬৫৪ অথবা ৬৬৮ শকে ব্রাহ্মণ আগমন এবং পঞ্চ গৌড়ে আদিশূরের সাম্রাজ্য স্থাপন 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' নামক গ্রন্থমালার মূলমন্ত্র। এই মত প্রতিষ্ঠ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে বহু কুলগ্রন্থের অবতারণা করিতে হইয়াছে; কিন্তু অবতারণাকালে উক্তিসমূহে পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নাই। যে আদিশূর ৬৫৪ শকাব্দে সম্রাট পদবী লাভ করিয়াছিলেন, তিনি কখনই ভোজদেব হইতে পারেন না; কারণ, গুর্জ্জর প্রতীহারবংশীয় ভোজদেব নবম শতাব্দীর দ্বিতীয় পদে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। মহাশয় গ্রন্থমধ্যে ইঙ্গিতে একাধিক আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বটে, কিন্তু অদ্যাবধি ইতিহাসে শূরবংশে আদিশূর নাম কিম্বা উপাধীধারী দুইজন রাজার অস্তিত্বের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মার রাজ্যকালে আদিশূরের সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল, 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে' বসুজ মহাশয় ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে কোন্ গৌড়েশ্বর কান্যকুব্জ বিজয় বা অধিকার করিয়াছিলেন, ইহা ঐতিহাসিক সত্যরূপে গৃহীত হইতে পারে না। বস্তুতঃ শশাঙ্ক-

নরেন্দ্রগুপ্ত, ধর্ম্মপাল ও দেবপাল ব্যতীত অন্য কোন গৌড়-রাজের পক্ষে কান্যকুব্জ জয় বা অধিকার অসম্ভব ছিল। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ প্রমাণ করিয়াছেন যে—

বেদবাণাঙ্কশাকে তু নৃপোহভূচ্চাদিশূরকঃ।
বসুকর্ম্মাঙ্ককে শাকে গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ॥

এই শ্লোকটি ৺বংশীবদন বিদ্যারত্ন-সংগৃহীত কোনও কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, পরন্তু 'কুলদোষ' নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিখিত আছে।

ক্ষত্রিয়বংশে সমুৎপন্নো মাধবো কুলসম্ভবঃ।
বসু ধর্ম্মাষ্টকে শকে নৃপ (পো) ভূ (ভূ) চ্চাদিশূরকঃ॥

সুতরাং অদ্যাবধি কুলশাস্ত্রোল্লিখিত যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিয়া কান্যকুব্জ-রাজ যশোবর্ম্মার রাজত্বকালে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে আদিশুরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করা অথবা গৌড়ে একাধিক আদিশূরের অস্তিত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না।

কোন্ দেশ হইতে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন করিয়াছিল, সে সম্বন্ধেও কুলশাস্ত্রে মতদ্বৈত আছে—

(১) রাঢ়ীয় প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্র লিখিয়াছেন—"মহারাজ আদিশুর পঞ্চগৌড়ের অধিপতি ছিলেন, কাশীশ্বরের সঙ্গে তাঁহার স্পর্দ্ধা ছিল। তাঁহার সম্মান ও দানশক্তি দেখিয়া কাশী-রাজকেও লজ্জিত হইতে হইয়াছিল। কিন্তু মহারাজ আদিশূরের সভায় সাগ্নিক ব্রাহ্মণ ছিলেন না। এজন্য তিনি ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক নিন্দিত স্বরাজ্যে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনয়ন করিতে অভিলাষী ছিলেন, তাহাতে কোলাঞ্চ দেশ হইতে জ্ঞানী ও তপোনিরত ক্ষিতীশ, মেধাতিথি, বীতরাগ, সুধানিধি ও সৌভরি, এই পাঁচজন ধর্ম্মাত্মা গৌড়মণ্ডলে আগমন করিয়াছিলেন। —পৃঃ ৯৫।

(২) "বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকায় লিখিত আছে, পুরাকালে সজ্জন ও পুণ্যবানের আশ্রয় কান্যকুব্জবাসী নৃপতিশ্রেষ্ঠ চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নামে এক পুণ্যশীলা কন্যা ছিলেন সেই চতুরা চান্দ্রায়ণব্রতচারিণী রাজকন্যা মহাপ্রতাপশালী বিখ্যাত পৃথিবীপতি আদিশূরের মহিষী।......রাজপত্নী তাঁহাদের কথা শুনিয়া অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "পিতার ইচ্ছা হইলেও ব্রাহ্মণহীন দেশে কিরূপে বাস করিব? তখন রাজা আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে বেদবিদ্ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনিয়া স্ত্রীর ক্রোধ শান্তি করিলেন।"—৯৬ ৭।

(৩) "এ দেশে কোলাঞ্চ বলিলে সাধারণতঃ সকলেই কান্যকুব্জ মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু প্রাচীন কোন সাহিত্যের কোষগ্রন্থে অথবা শিলালিপি বা তাম্রশাসনে কান্যকুব্জের নামান্তর যে কোলাঞ্চ, সে প্রসঙ্গ আদৌ নাই। 'শব্দরত্নাবলী' অভিধানে কোলাঞ্চ দেশবিশেষ বলিয়া লিখিত আছে, অথচ কান্যকুব্জের স্বতন্ত্র উল্লেখ ও তাহার পর্য্যায় মহোদয়, কান্যকুব্জ, গাধিপুর, কোশ ও কুশস্থলের উল্লেখ থাকিলেও ইহার

মধ্যে কোলাঞ্চ শব্দই নাই। এরূপ স্থলে কোলাঞ্চ বলিলে কিরূপে কান্যকুব্জ স্বীকার করা যায়? বামন শিবরাম আপ্তে তাঁহার সংস্কৃত অভিধানে কোলাঞ্চের Name of the country of the Kalingas এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মনিয়র উইলিয়মস তাঁহার বৃহৎ ইংরাজী-সংস্কৃত অভিধানে Small of Kalinga, the Coromondal coast from Cuttack to Madras; but according to some this place is in Gangetic Hindusthan, with Kanauj for the capital.' অর্থাৎ—কোলাঞ্চ বলিলে কলিঙ্গদেশ, কটক হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত করমণ্ডল উপকূলভাগ, কিন্তু কাহারও কাহারও মতে কনৌজ-রাজধানীসমন্বিত গঙ্গাপ্রবাহিত হিন্দুস্থানমধ্যে অবস্থিত।"—পৃঃ ১৩০।

"আমরা মনে করি, কোলাঞ্চল বা কোলাচল শব্দই সংক্ষেপে প্রাচীন কুলগ্রন্থসমূহে কোলাঞ্চলরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যেখানে কোলগণের বাস, তাহাই কোলাঞ্চ। ...কোলাঞ্চ ভগবতে কোল্লক (৫, ১৯, ১৬) এবং মহাভারতে কোল্লগিরি (২।৩১।৬৮) ও কোল্লগিরেয় (১৪।৮৩ ১১) নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ...এরূপ স্থলে কোল্লগিরের 'বা হরিবংশ বর্ণিত কোল জনপদ সুরাষ্ট্রের দক্ষিণে হইতেছে।"

বসুজ মহাশয় যখন স্পষ্ট স্বীকার করিয়া লইয়াছেন যে, কোলঞ্চ কান্যকুব্জ নহে, তখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আগমন কিরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে? অথচ অধিকাংশ কুলগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আদিশূর কান্যকুব্জ হইতেই ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। পরস্পরের বিরোধী উক্তিসমূহের উপরে নির্ভর করিয়া আদিশূরের কাল নির্ণয় করা অসম্ভব এবং সেই জন্যই গ্রন্থমধ্যে আদিশূরের নাম ও বিবরণ নিবিষ্ট হইল না। কেহই আদিশূরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত রামপ্রসাদ চন্দ এই মত সমর্থন করিয়াছেন (মানসী, মাঘ, ১৩২১)। আদিশূর নামক কোন রাজার রাজ্যকালে বঙ্গে ব্রাহ্মণ আগমন ঘটিয়াছিল, এই প্রবাদের উপরে নির্ভর করিয়া কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই প্রবাদের মূলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই বোধ হয়; কারণ, শ্যামলবর্ম্মার প্রসঙ্গে দৃষ্ট হইয়াছে যে, কুলশাস্ত্রের ভিত্তি সুদৃঢ় সত্যের উপরে স্থাপিত। ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া প্রমাণ হইয়াছে যে, শ্যামলবর্ম্মা বিজয়সেনের পুত্র নহেন বটে, কিন্তু শ্যামলবর্ম্মা নামে বঙ্গদেশে একজন প্রকৃত রাজা ছিলেন। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,' রাজন্যকাণ্ডের চতুর্থ অধ্যায়ে নগেন্দ্রনাথ বসু যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনা বা রাজগণের নাম উল্লেখ করিয়াছিলেন, উপযুক্ত প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত না হওয়ায় তৎসমুদয় গ্রন্থমধ্যে গৃহীত হইল না।

সুতরাং নয়পালের রাজ্যকালে গাঙ্গেয়দেবই যে তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

জয়পালের অথবা তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের রাজ্যকালে বরেন্দ্রভূমির শীয়ম্বগ্রামে প্রহাস নামে একজন ব্রাহ্মণ দুইটি মন্দির সংস্কার করাইয়াছিলেন, তাঁহার পিতার

নামে ত্রিবিক্রম অথবা বিষ্ণুর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন এবং একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়াছিলেন। প্রহাস শ্রাবস্তীভুক্তির তর্কারিকা গ্রাম বিনির্গত ব্রাহ্মণ বংশজাত এবং আঙ্গীরস গোত্রভব। তিনি যে, সমস্ত পুণ্যকার্য্য করিয়াছিলেন তাহার তালিকা বগুড়া জেলার শিলিমপুর গ্রামে আবিষ্কৃত একটি শিলালেখে প্রদত্ত আছে (Epigraphia Indica vol XII pp. 283 95)। শিলিমপুরে আবিষ্কৃত এই শিলালেখ এখন রাজসাহীতে বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। এই শিলালেখে কোন রাজার নাম বা তারিখ নাই। এই শিলালেখের দ্বাবিংশতিতম শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে, প্রহাস কামরূপ-রাজ জয়পালদেবের নিকট হইতে নয়শত সুবর্ণমুদ্রা এবং কিঞ্চিৎ ভূমি দানস্বরূপ গ্রহণ করেন নাই (Epigraphia Indica, vol, XII p. 292)। কামরূপ-রাজ জয়পালদেবের সময়নির্দ্দেশ করিবার কোন উপায় এখনও পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই (এই জয়পাল এবং কামরূপ-রাজ হর্জ্জর বর্ম্মার পৌত্র জয়পাল এক ব্যক্তি নহেন। (Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. LXVI. p. 289 ff, Epigraphia Iindica, vol. V. App. no. 714. p. 96)

শিলিমপুরের শিলালেখের অক্ষর নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ গয়ানগরের কৃষ্ণদ্বারিকা মন্দিরের (গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১১১-১৫) এবং নরসিংহ মন্দিরের (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. vol v. p. 78.) শিলালেখদ্বয়ের অনুরূপ; অতএব প্রহাসকে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক বলা যাইতে পারে। শিলালেখে পালরাজগণের নামের উল্লেখ না থাকিবার কারণ বুঝিতে পারা যায় না।

যুক্ত প্রদেশের এলাহাবাদ জেলায় গোহারবা গ্রামে আবিষ্কৃত, কর্ণদেবের সপ্তম রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণদেবের পিতা গাঙ্গেয়দেব, কীর, অঙ্গ, কুন্তল ও উৎকল রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

কারাপংজববদ্ধকীরনৃপতির্দীপ্তোঙ্গলক্ষ্মীচয়ৈঃ
স্তস্মাৎকুন্তলভঙ্গভঙ্গিরসিকোগাঙ্গেয়দেবোভবৎ।
যেনাকারি করীন্দ্রকুম্ভদলনব্যাপারসারাত্মনা
নির্জ্জিত্যোৎকলমবধিসীম্নি জয়স্তম্ভঃ স্বকীয়োভূজং ॥ ১৭

— Epigraphia Indica vol. p. 143

দশম পরিচ্ছেদ

পাল-বংশের অধঃপতন

বর্ম্মবংশ—বজ্রবর্ম্মা—জাতবর্ম্মা—কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ—দ্বিতীয় মহীপাল—রামপালের কারাবাস—দ্বিতীয় শূরপাল—রামপাল—কৈবর্ত্ত-রাজ ভীম—নষ্টরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা—শিবরাজের বরেন্দ্র আক্রমণ—রামপালের সামন্তচক্র—পীঠী—মথন বা মহন —নৌ-সেতু—ভীমের পরাজয়—হরি—রামাবতী স্থাপন—উৎকল ও কলিঙ্গ জয়— শ্যামলবর্ম্মা—ভোজবর্ম্মা—রামপালের মৃত্যু—রামপালের রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তিদ্বয়—নালন্দায় লিখিত পুঁথি—রাম-চরিত—যক্ষপাল—হরিবর্ম্মা।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গৌড়-মগধ বারংবার বহিঃশত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে একটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিগত বিশ বৎসরের মধ্যে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই নব-প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের কথা জন-সমাজে সুপরিচিত করিয়াছে। নূতন রাজবংশ বর্ম্মবংশ নামে পরিচিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতির পুরাতন রাজধানী। চীনদেশীয় শ্রমণ ইউয়ান-চোয়াং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন[১]। হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় দ্বাদশ জন রাজা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন[২]। মহারাজধিরাজ ধর্ম্মপালের চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে বোধ হয়, এই সিংহপুরের যাদব-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলায় বেলাব

(১) Wartsers's Yuan-Chawang vol. I. p. 248.

(২) Epigraphia Indica. vol I. pp. 12-14.

গ্রামে আবিষ্কৃত বজ্রবর্ম্মার প্রপৌত্র ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদব সেনার সমর-বিজয়-যাত্রাকালে বজ্রবর্ম্মা মঙ্গলস্বরূপ গণ্য হইতেন[৩]। কোন্ সময়ে কিরূপে বঙ্গের পালবংশের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

বজ্রবর্ম্মা বোধ হয়, কেবল হরিকেল বা চন্দ্রদ্বীপ অধিকার করিয়া নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, তৎপুত্র জাতবর্ম্মা বঙ্গে যাদব-প্রতিভার প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। জাতবর্ম্মা, কর্ণদেব ও তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সমসাময়িক ব্যক্তি। তিনি কর্ণের কন্যা বীরশ্রীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মাদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, জাতবর্ম্মা দিব্য ও গোবর্দ্ধন নামক নরপতিদ্বয়কে পরাজিত, অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ এবং কামরূপ-রাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৪]। দিব্য, বরেন্দ্রের কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের অধিনায়ক ; ইনি রামচরিতে দিব্বোক নামে অভিহিত হইয়াছেন[৫]। দিব্বোক বোধ হয়, গৌড় অধিকার করিয়া বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সময়ে জাতবর্ম্মা তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয়, কর্ণ অথবা চালুক্যবংশীয় কুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের যুদ্ধকালে বঙ্গেশ্বর গৌড়েশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। রামচরিতে "দ্বোরপবর্দ্ধন"

(৩) অভবদথ কদাচিদ্ যাদবীনাং চমূনাং
সমরবিজয়যাত্রামঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা।
শমন ইব রিপূণাং সোমবন্ধাঙ্কবানাং
কবিরপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ পণ্ডিতানাং ॥

—বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসন ; সাহিত্য, ১৩১৯, পৃঃ ৩৮২ ॥ Journal and Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, Vol. X. P. 126 ; Epiglaphia Indica. vol. XII. pp. 39-41.

(৪) গৃহ্লন্ বৈণ্যপৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণস্য বীরাশ্রয়ং
যোঙ্গেষু প্রথয়চ্ছ্রয়ং পরিভবংস্তাং কামরূপশ্রিয়ম্।
নিন্দন্দিব্যভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্বন্ শ্রোত্রিয় সাচ্ছিয়ং বিতাতবান্ যাং সার্বভৌম শ্রিয়ম ॥

—Journal of the Asiatic Society of Bengal. New Series. vol. X.p. 127 ;

(৫) '... দিব্যাহ্বয়েন দিব্যানাম্না দিব্বোকেন।'—রামচরিত, ১৩৮ টীকা।

নামক জনৈক কৌশাম্বী অধিপতির নাম আছে[৬]। অনুমান হয়, লিপিকর-প্রমাদে শ্রীগোবর্দ্ধন স্থানে দ্বোরপবর্দ্ধন লিখিত হইয়াছে এবং এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত কামরূপাধিপতির নাম অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের জীবিতকালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী-বিরচিত 'রামচরিত' কাব্যে কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ-দমনার্থ রামপালের যুদ্ধাভিযান বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৭]। মহীপাল রাজ্যাধিকার পাইয়া মন্ত্রিগণের পরামর্শের বিরুদ্ধে অনীতিক আচরণ আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং রামপালকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন[৮]। রামপালের দ্বিতীয় ভ্রাতা শূরপালও রামপালের সহিত কারাগারে আবদ্ধ হইয়াছিলেন[৯]। মহীপাল ভ্রাতৃদ্বয় কর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইবার ভয়ে তাঁহাদিগকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন[১০]। খলস্বভাব ব্যক্তিগণ মহীপালকে কহিয়াছিল যে, রামপাল কৃতী এবং ক্ষমতাশালী,

(৬) "···বর্দ্ধন ইতি কৌশাম্বীপতির্দ্বোরপবর্দ্ধনঃ·· —রামচরিত, ২।৬ টীকা।

(৭) তন্নন্দনশ্চন্দন-বারি-হারি
কীর্ত্তিপ্রভানন্দিত-বিশ্বগীতঃ।
শ্রীমান্ মহীপাল ইতি দ্বিতীয়ো
দ্বিজেশমৌলিং শিববদ্বভুব ॥১৩ —গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫১।

(৮) প্রথমমিত্যাদি। প্রথমং পূর্ব্বং পিতরি বিগ্রহপাল উপরতে সাত মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারং ভূভারং বিভ্রতি সতি অনীতিকারম্ভরতে অনীতিকে নীতিবিরুদ্ধে আরম্ভে উদ্যমে রতে সতি মহীপালঃ ষাড়্গুণ্যশল্যস্য মন্ত্রিনো গুণিতমবগুণয়ন্ উপষ্টম্ভার ভটীমাত্রাদীযৎগ্রহণেন······। —রামচরিত, ১।৩১ টীকা।

(৯) অন্যত্র। অপরেণ ভ্রাত্রা সুরপালেন সহ কষ্টাগারং কারাগৃহং মহদবনং রক্ষণং যত্র দুর্দ্দৈবাধীনে নবা নূতনায়সী লোহসম্বন্ধিনী কুশী নিগড়রূপা সা লতেব জঙ্ঘাতরু বিদূরবেষ্টনাৎ তয়া ভেদিনী বিদীর্ণে অকুচে অংসকোটনী জানুনী অষ্টীবতী যস্য। —রামচরিত, ১।৩৩ টীকা।

(১০) অন্যত্র। বিজনে স্থানমবস্থানং তেন ব্যহো বিগত উহো যস্য তস্মিন্ রামপালে ভূতং সত্যং নয়ো নীতং তয়োররক্ষণে যুক্তঃ প্রসক্তো দায়াদো মহীপালো যস্য মায়া লক্ষ্মী মৃগতৃষ্ণয়া মমায়ং লক্ষ্মীং গ্রহীষ্যতীতি মুগ্ধতয়া অন্তরিতে তিরোহিতে ভূনীগৃহাক্ষিপ্তক্লিষ্টে রামপালে সতি। —রামচরিত, ১।৩৬ টীকা।

সুতরাং তিনি বলপূর্ব্বক তাঁহার রাজ্য গ্রহণ করিবেন অথবা তাঁহাকে হত্যা করিবেন[১১]। এই জন্য মহীপাল রামপালকে শাঠ্যপ্রয়োগে বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। রামপালদেব যে সময়ে কারারুদ্ধ সেই সময়ে মহীপাল সামান্য সেনা লইয়া বিদ্রোহিগণের সম্মিলিত সেনাসমূহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন[১২]। দ্বিতীয় মহীপালদেবের পরে দ্বিতীয় শূরপালদেব পাল-সাম্রাজ্যের অধীশ্বররূপে ঘোষিত হইয়াছিলেন। তখন রাজ্যচ্যুত, রাজধানী হইতে তাড়িত ভ্রাতৃগণ এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়নপর বলিয়া বোধ হয় সন্ধ্যাকরনন্দী শূর-পালের রাজ্যপ্রাপ্তির বিশেষ উল্লেখ করেন নাই। মনহলিতে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে দ্বিতীয় শূরপালদেব সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, "মহেন্দ্রতুল্য মহিমান্বিত, স্কন্দতুল্য প্রতাপশ্রীসমন্বিত, সাহসসারথী, নীতিগুণসম্পন্ন শ্রীশূরপাল নামক নরপাল তাঁহার (দ্বিতীয় মহীপালের) এক অনুজ ছিলেন[১৩]।" শূরপাল অন্ততঃ কয়েক দিনের জন্যও গৌড়েশ্বররূপে ঘোষিত না লইলে মদনপালের প্রশস্তিকার কখনই তাঁহাকে নরপতি বলিয়া উল্লেখ করিতেন না।

(১১) অন্যত্র। মায়িনাং খলানাং ধ্বনিনা অয়ং রামপালঃ ক্ষমোঽধিকারী সর্ব্ব সম্মত দেবস্য রাজ্যং গ্রহীষ্যতীতি সূচনয়া শঙ্কিতবিপদঃ মামসৌ হনিষ্যতীতি শঙ্কিতা-বিপন্থেন তস্য ভূবোর্ভর্ত্তুর্মহীপালস্য প্রভৃতীয়া বহুতরায়া নিরাকৃতিপ্রযুক্তিতঃ শাঠ্য-প্রয়োগাৎ উপায়বধচেষ্টয়া তথা স্বনাকারেনাপন্নে দুর্গতে কনিষ্ঠে ভ্রাতরি রামপালে রক্ষিতরি ভাব্যর্থে।

—রামচরিত, ১।৩৭, টীকা।

(১২) ....মিলিতানন্তসামন্তচক্রচতুরচতুরঙ্গবলবলয়িতবহলমদকলরিতুরগ-তরণিচরণচারুভটচমূসম্ভারসংরম্ভনির্ভরভয়ভীতরিক্ত-মুক্ত-কুন্তলপলায়মানবিকলসকল সৈন্যেন স্বতঃ ক্ষয়াতিশয়মাসেদুষা সহ সহসৈব বলদ্বিপর্য্যয়কোটিকষ্টতরসমরমারভ্য নিরমজ্জত। রামাধিকারিতাং রামপালস্য তস্মিন্ সময়ে নিগড়বন্ধস্য আধিস্মানসী ব্যথা তৎকরণশীলতাং দধতি এতদগ্রে স্ফুটয়িষ্যতি

—রামচরিত, ১।৩১, টীকা; রামচরিত, ১।২৯, টীকা।

(১৩) তস্যাভূদনুজো মহেন্দ্রমহিমা ক (স্ক) ন্দঃ প্রতাপশ্রিয়া-
মেকঃ সাহস-সারথির্গুণনয়ঃ শ্রীশূরপালো নৃপঃ।
যঃ স্বচ্ছন্দ-নিসগর্গ-বিভ্রমভরা-[ন্] বিভ্রৎ-[স্ব] সর্ব্বায়ুধ
প্রাগলভ্যেন মনঃসু বিস্ময়-ভয়ং সন্ততান দ্বিষাং ॥ ১৪

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫১।

শূরপালদেব রাজ্যাভিষিক্ত না হইলে মদনপালের প্রশস্তিরচয়িতা কখনই তাঁহার নাম করিতেন না। 'রামচরিতে' রামপালের পুত্র রাজ্যপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু রাজ্যপাল সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই বলিয়া মদনপালের প্রশস্তিকার রামপালের পুত্রগণের মধ্যে কেবল কুমারপাল ও মদনপালের নাম করিয়াছেন।

দ্বিতীয় শূরপালদেব কোন্ সময়ে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, কত দিন রাজ্য করিয়াছিলেন এবং কিরূপে তাঁহার রাজ্যের অবসান হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন উপায়ই নাই। সন্ধ্যাকরনন্দী এই বিষয়ে নীরব। 'রামচরিতে' শূরপালের সিংহাসন-লাভের, তাঁহার রাজ্যকালীন ঘটনার এবং তাঁহার মৃত্যুর বিবরণের অভাব দেখিয়া অনুমান হয় যে, রামপাল কোনও উপায়ে শূরপালকে সংহার করিয়া পৈত্রিক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল। শূরপালের পরে রামপাল গৌড়-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রামপালের অভিষেককালে পাল-রাজগণের অধিকার বোধ হয় ভাগীরথী ও পদ্মার মধ্যস্থিত ব'দ্বীপে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল; কারণ রামপালকে দিব্বোকের রাজ্য উত্তর বঙ্গ অধিকার জন্য ভাগীরথীর উপরে নৌকামেলক বা নৌ-সেতু বন্ধন করিতে হইয়াছিল[১৪]। রামপাল, শূরপালের মৃত্যুর পরে যখন গৌড়-সিংহাসনের অধিকার লাভ করিলেন, তখন দিব্বোকের ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম গৌড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত। দিব্বোকের পরে বোধ হয়, তাঁহার ভ্রাতা রুদোক গৌড়-রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রুদোকের পুত্র ভীম উত্তরাধিকারসূত্রে উত্তরবঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন[১৫]। সেই সময়ে

(১৪) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 14.

(১৫) অন্যত্র সা ভূমিঃ অভিধ্যয়া নাম্না বরেন্দ্রী ভ্রন্তা অস্য দিব্বোকস্য যো অনুজো রুদোকঃ তদীয়তনয়স্য ভীমনাম্নঃ রক্ষ প্রহারিণঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অলংকর্ম্মীণস্য যথোক্তক্রমেণ রক্ষণীয়া ভূৎ। স তত্র ভূপতিঃ বর্ত্তমানঃ ॥

কৈবর্ত্তনায়ক দিব্বোক সম্ভবতঃ প্রথমে পাল-রাজগণের ভৃত্য ছিলেন। "অতএব কান্তা-কমনীয়া দিব্যোহ্বয়েন দিব্যনাম্না দিব্বোকেন মাংসভুজা লক্ষ্যা অংশং তুজ্ঞানেন ভৃত্যোনোর্চ্চৈর্দশকেন উচ্চৈমহতী দশা অবস্থা যস্য অত্যুচ্ছি_তেনেত্যর্থঃ দস্যুনা শত্রুণা তত্তাবোপন্নত্বাৎ অবশ্যকর্ত্তব্যতয়া আরব্ধং কর্ম্ম ব্রতং ছদ্মনি ব্রতী।

—রামচরিত, ১।৩৮, টীকা।

রামপাল অত্যন্ত হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন[১৬]। তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল ও অমাত্যগণ সর্ব্বদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহার সহিত পরামর্শ করিতেন[১৭]। তদনন্তর রামপাল সাম্রাজ্যের প্রধান সামন্তগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কিয়দ্দিন পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং আটবিক, অর্থাৎ—বনময় প্রদেশসমূহের সামন্তগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়াছিলেন[১৮]। পর্য্যটনান্তে রামপাল বুঝিতে পারিলেন যে সামন্তগণ তাঁহার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইয়াছেন[১৯]। তদনন্তর তিনি পদাতিক, অশ্ব ও গজারোহী সেনা সংগ্রহ করিলেন। এই সময়ে তাঁহাকে নদীতীরস্থিত বহু ভূমি ও বিপুল অর্থ দান করিতে হইয়াছিল[২০]।

ত্রিবিধ সেনা সংগৃহীত হইলে রামপালদেবের মাতুল-পুত্র রাষ্ট্রকূটবংশীয় শিবরাজদেব সেনা লইয়া রামপালের আদেশে গঙ্গা পার হইয়াছিলেন[২১]। মহাপ্রতীহার শিবরাজদেব কৈবর্ত্ত-রাজ্যে অবস্থিত বিষয় ও গ্রামগুলি ভীমবেগে

(১৬) অতিশয়েন বিনাশী বিনাশিতমঃ স্বরির্যাভ্যাং যয়োবা তৌ চ সমুচ্চয়ে ভুজৌ বিপক্ষাক্ষিপ্তভুজ্যমানভূমিত্বাৎ বিফলৌ দধৎ। উপগতা ইষ্টতমা মিত্রাণি মাতৃ-বান্ধবো যস্য সম্ভূতঃ, ধাম শৌর্য্যং স্বং শূন্যং মিথ্যা কলিতবান্।

—রামচরিত, ১।৪০, টীকা।

(১৭) অন্যত্র। সধ্যা অমাত্যেন সুনুনা সুতেন চ সহ কৃতৌ পরমৌ মহান্তৌ উহাপোহৌ ইদং কর্তব্যম ইদং ন কর্তব্যং ইত্যাদিকৌ যেন স্থিরতত স্থিরসম্বিতঃ কৃতনিশ্চয়ঃ উত্থানং উদ্যমং লব্ধবান্॥ —রামচরিত, ১।৪২, টীকা।

(১৮) রামপালেন সামন্তচক্রং প্রাণনীষুণা পৃথ্বী পর্য্যটিতা। তত্র ব্যালা আগ্র-হারিকা বৈষায়কা আটবীয়সামন্তাঃ উর্ব্বীভৃদ্রাজা। ইষ্টার্থোহভিলষিতার্থঃ।

—রামচরিত, ১।৪৩, টীকা।

(১৯) অন্যত্র সহ সম্বদ্ধার্থং সামন্তব্রজং বক্ষ্যমানায়কং অভ্যয়াগ্যাভুদয়স্য ভবনং অবিতনয়ং গূঢ়ানীতিং মিত্রকোটিপ্রবিষ্টং স রামপালোহনুমেনে।

—রামচরিত, ১।৪৪, টীকা।

(২০) দেবেনভুবো বিপুলদ্রবিণস্য চ দানতঃ-সুখাচক্রে।
অমুনা হরিনাগপদাতিলব্ধবহলপ্রভাবোহসৌ॥

অন্যত্র। অমুনা দেবেন রাজ্ঞাহসৌ সামন্তব্রজঃ হরয়োহশ্বা নাগা হস্তিনঃ পদাতয়ঃ এভির্লব্ধো বহলঃ প্রভাবো যেন স তাটকভুবো ভূমের্বিপুলস্য ধনস্য চ দানতস্ত্যাগাৎ অনুকূলিতঃ। —রামচরিত, ১।৪৫, টীকা।

(২১) অন্যত্র তরসাবলেন শিবরাজনাম্না মহাপ্রতীহারেণ রাষ্ট্রকূটমাণিক্যেন অস্য রামপলস্য ভর্ত্তুরাজ্ঞয়া হিতৈষিণা আশু শীঘ্রং গজেন বলবতা সৈন্যবতা তুরঙ্গপুঙ্গবৈঃ খ্যাতং শৌর্য্যং যস্য। খরস্তঃ তীক্ষ্ণরশ্মিস্তস্যেব রুগ্, দীপ্তির্যস্য সূর্য্যবত্তে-

আক্রমণ করায় ভীমের প্রজাগণ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। দেবব্রাহ্মণাদির ভূমি রক্ষা করিবার জন্য শিবরাজ "ইহা কোন বিষয়, ইহা কোন গ্রাম," ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন[২২]। শিবরাজ বরেন্দ্রী হইতে ভীম কর্ত্তৃক নিযুক্ত রক্ষকগণকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন এবং রাজসমীপে প্রত্যাগমন করিষা রামপালকে জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃভূমি শত্রুমুক্ত হইয়াছে[২৩]। শিবরাজ কর্ত্তৃক বরেন্দ্রী অধিকার বোধ হয় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ, ইহার অব্যবহিত পরেই রামপালকে বহু সেনা সমভিব্যাহারে পুনরায় বরেন্দ্রী আক্রমণ করিতে হইয়াছিল। বারেন্দ্র-অভিযানে নিম্নলিখিত সামন্তগণ রামপালের অধীনে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন; মগধ এবং পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ, কোটাটবীর বীরগুণ, দণ্ডভুক্তি-রাজ জয়সিংহ, দেবগ্রাম-প্রতিবদ্ধ বালবলভীর বিক্রমরাজ, অপরমন্দারের অধিপতি এবং আটবিক সামন্তচক্রের প্রধান লক্ষ্মীশূর, কুজবটির শূরপাল, তৈলকম্পের রুদ্রশিখর, উচ্ছালের অধিপতি ময়গলসিংহ, ঢেক্করীয় রাজ প্রতাপসিংহ, কয়ঙ্গলমণ্ডলের অধিপতি নরসিংহার্জ্জুন, শঙ্কট গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশম্বীপতি দ্বোরপবর্দ্ধন, পদুবন্বার সোম। এতদ্ব্যতীত রাজ্যপালাদি রামপালের পুত্রগণ পিতার সহিত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন[২৪]। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথনদেব বা মহনদেব, মহামাণ্ডলিক কাহ্নুরদেব ও সুবর্ণদেব নামক পুত্রদ্বয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মহাপ্রতীহার শিবরাজদেবের সহিত রামপালের যুদ্ধাভিযানে যোগদান করিয়াছিলেন[২৫]।

জম্বিনেত্যর্থঃ ।। রণো যুদ্ধং তত্রত্যবিক্রমেণ দীর্ণঃ ভীতঃ ইন্দ্রো যস্মাৎ কেশরিকিশোর-সদৃশেন শোভায়ীতেন পঞ্চাঙ্গ-প্রসাদালঙ্কারেণ মহাতটিনী গঙ্গা লংঘিতা ।।

—রামচরিত,

১।৪৭,টীকা।

(২২) রামচরিত, ১।৪৮, টীকা।

(২৩) রামচরিত, ১।৪৯ ৫০।

(২৪) অন্যত্র চণ্ডধামভিরুগ্রপ্রতাপৈর্নন্দনৈ রাজ্যপালাদিভির্বিরচিতো হরীণামশ্বানাং কুঞ্জরাণাং গজানাং ব্যূহো যস্য চতুরঙ্গং করিতুরগতরনিপদাতিময়ং অরীন্ জয়ত বলং কলয়ন্ ।। —রামচরিত, ২।৭, টীকা।

(২৫) ……… তদীয়নন্দনমহামাণ্ডলিককহ্নুরদেবসুবর্ণদেবভ্রাতৃজমহাপ্রতীহার-শিবরাজদেবপ্রভৃতিমভয়তুজদণ্ডমুৎকৃষ্টরাষ্ট্রকূটস্থভটং … —রামচরিত, ২।৮,টীকা।

মগধ ও পীঠীর অধিপতি ভীমযশঃ 'রামচরিতে'র টীকায় "কান্যকুব্জ-রাজবাজিনীগণ্ঠনভুজঙ্গ" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন[২৬]। সম্ভবতঃ কন্যকুব্জ-রাজ তৎকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে কোন বংশের কোন রাজা কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। প্রতীহারবংশীয় ত্রিলোচনপালের পরে চেদিবংশীয় কর্ণদেব বোধ হয়, কিয়ৎ-কাল কান্যকুব্জ অধিকার করিয়াছিলেন; কারণ গাহড়বালবংশীয় গোবিন্দচন্দ্র-দেবের একখানি তাম্রশাসনে লিখিত আছে যে, ভোজদেব ও কর্ণদেবের পরে চন্দ্রদেব পৃথিবীর অধীশ্বর হইয়াছিলেন[২৭]। গাহড়বালবংশীয় চন্দ্রদেব খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষপাদে আবির্ভূত হইয়াছিলেন[২৮]। তৎপূর্ব্বে বোধ হয়, কর্ণদেবের পুত্র যশঃকর্ণদেব কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন; কারণ, যশঃকর্ণদেবের পুত্রবধূ অহ্লণ দেবীর ভেড়াঘাটের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে যশঃকর্ণ চম্পারণ্য বিদারণ করিয়াছিলেন[২৯]। চম্পারণ্য মিথিলার পশ্চিমে অবস্থিত, ইহার বর্ত্তমান নাম চম্পারণ[৩০]। সম্ভবতঃ যশঃকর্ণ ভীমযশঃ কর্ত্তৃক চম্পারণ্যের যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং সে সময়ে তিনি কান্যকুব্জের অধিপতি ছিলেন। পীঠী দক্ষিণ মগধের প্রাচীন নাম। মথনদেবের দৌহিত্রী কান্যকুব্জ-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের পত্নী কুমরদেবীর শিলালিপির পাঠোদ্ধারকালে ডাক্তার কোনো (Sten Konow) অনুমান করিয়াছিলেন যে, পীঠী মান্দ্রাজ-প্রদেশে অবস্থিত পিট্টপুরমের প্রাচীন নাম[৩১]। কিন্তু খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে, একই ব্যক্তির মগধ ও দাক্ষিণাত্যের নগরবিশেষের অধিপতি হওয়া অসম্ভব। 'রাম-চরিতে'র আর একস্থানে পীঠির উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের অষ্টম শ্লোকের টীকায়

(২৬) রামচরিত, ২।৫, টীকা।

(২৭) Indian Antiqary, 1917. vol. XLV. p. 103.

(২৮) Epigraphia Indica, vol, IX. p. 304.

(২৯) চম্পারণ্যবিদারণোদ্‌গতযশঃশুভ্রংশুনা ভাসয়-
রাশাচক্রমবক্রভাবহৃদয়ঃ ক্ষ্মাপালচূড়ামণিঃ। ১৪
—ভেড়াঘাটের শিলালিপি; Epigraphia Indica, vol. II, p. II.

(৩০) V. A. Smith—Catalogue of Coins in the Indian Museum vol. I. pp. 282. 293.

(৩১) Epigraphia Indica, vol. IX, p. 329.

উল্লিখিত আছে যে, মথনদেব বিন্ধ্যমাণিক্য নামক হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পীঠী ও মগধের অধিপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৩২] এবং বরাহ অবতারে নারায়ণ যেমন মেদনীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, সেইরূপ রামপালের রাজ্য উদ্ধার করিয়াছিলেন। মথনদেবের দৌহিত্রী কুমরদেবীর সারনাথে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতেও অবগত হওয়া যায় যে, মথনদেব কর্ত্তৃক পরাজিত পীঠীপতির নাম দেবরক্ষিত[৩৩]। গৌড়েশ্বরের মাতুল মথন পীঠীপতি দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া রামপালের সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপিতে মথনদেব "রাজগণের মাতুল" উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন, ইহা হইতে অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ দ্বিতীয় মহীপাল এবং দ্বিতীয় শূরপালও মথনদেবের ভাগিনেয় ছিলেন। সারনাথের শিলালিপিতে মথন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিতের পরাজয়ের উল্লেখ দেখিয়া অনুমান হয় যে, সম্ভবতঃ কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে পীঠীপতি রামপালের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। মথনদেব দেবরক্ষিতকে পরাজিত করিয়া তাঁহাকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য স্বীয় কন্যা শঙ্করদেবীর সহিত দেবরক্ষিতের বিবাহ দিয়াছিলেন। রামপালের বারেন্দ্র অভিযানের পূর্ব্বে মথন কর্ত্তৃক দেবরক্ষিত পরাজিত হইয়াছিলেন, কারণ, বারেন্দ্র অভিযানকালে ভীমযশঃ মগধ ও পীঠীর অধিপতি ছিলেন এবং মথনের পরিচয়-প্রসঙ্গে দেবরক্ষিতের পরাজয় উল্লিখিত হইয়াছে। পীঠী বর্ত্তমান পিট্টপুরমের প্রাচীন নাম হওয়া অসম্ভব; কারণ, তৃতীয় বিগ্রহপাল অথবা নয়পালের পরে পাল-

---

(৩২) অন্যত্র এতেষু সমস্তসামন্তেষু তথাবিধেষু বিবিধেষু বিদ্যমানেষু চ রালপালঃ দুগ্ধসিন্ধুরাজঃমথনগোত্রপ্রভবং দুগ্ধো নির্দুগ্ধো গালিতগর্ব্বত্বাৎ গৃহীতবহুতরকরিতুরগদ্রবিণপণত্বাচ্চ সিন্ধুরাজঃ পীঠীপতির্দেবরক্ষিতো নাম যেন তেন মথনেন মথননাম্না মহনইতি প্রসিদ্ধাভিধানেন রাষ্ট্রকূটকুলতিলকেন তথাহি মহনেন বিন্ধ্যমাণিক্যং করেণুরাজমারুহ্য সমরসীমন্যুল্লাসিশল্যশতকোটিপাটিতোদ্ভটস্থভটং শঙ্করভরটুমন্দোৎকটকরিটাঘোটকপটলঃ স পীঠীপতির্মধাধিপো নির্দ্দুদুহে। —রামচরিত, ২।৮, টীকা।

(৩৩) গৌড়েন্দ্রৈভটঃ সকাণ্ডপটিকঃ ক্ষত্রৈকচূড়ামণিঃ
প্রখ্যাতো মহণাজপঃ ক্ষিতিভূজাম্মান্যোভবন্মাতুলঃ।
তং জিত্বা যুধি দেবরক্ষিতমঘাৎ শ্রীরামপালস্ত যো
লক্ষ্মীং নির্জ্জিত-বৈরি-রোধনতয়া দেদীপ্যমানোদয়াম্॥ ৭
—Epigraphia Indica, vol. IX, p. 324.

রাজবংশের কোন রাজার দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ যাত্রা করিবার অথবা দাক্ষিণাত্যের কোন স্থানে অধিকার রক্ষা করিবার ক্ষমতা ছিল না। পীঠী দক্ষিণ মগধের অংশের, অর্থাৎ বর্ত্তমান গয়া জেলার প্রাচীন নাম। দেশাবলী নামক গ্রন্থে পীঠঘট্টা নামক একটি স্থানের উল্লেখ আছে[৩৪]। ঘট্টা শব্দদ্বারা এই স্থান গঙ্গা বা অপর কোন নদীর উপরে অবস্থিত ছিল, ইহাই সূচিত হইতেছে। কতক-গুলি প্রাচীন মুদ্রায় 'পঠ' উৎকীর্ণ আছে দেখিতে পাওয়া যায়[৩৫]। ইহা প্রাচীন পীঠীর মুদ্রা হইলেও হইতে পারে। কিন্তু এই সকল মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান নির্ণয় করিবার কোনই উপায় নাই এবং অদ্যাপি ইহাদিগের মুদ্রণকাল নির্ণীত হয় নাই। সামন্তচক্রের নামমালায় সর্ব্বাগ্রে পীঠীপতি মগধাধিপের নাম প্রদত্ত হইয়াছে এবং মূল শ্লোকে তিনি 'বন্দ্য' উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ভীমযশঃ গৌড়েশ্বরের সামন্তচক্রের মধ্যে প্রধান ছিলেন; ভীমযশের কোটের পার্ব্বত্য-প্রদেশের অধিপতি বীরগুণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বীরগুণ 'রামচরিতে' "নানারত্নকূটকুট্টিমবিকটকোটাটবীকণ্ঠীরবো দক্ষিণ সিংহাসনচক্রবর্ত্তী" উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন[৩৬]। ডাক্তার কিলহর্ণ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত দক্ষিণাপথের খোদিতলিপিমালায় বীরগুণনামধেয় কোন রাজার নাম দেখিতে পাওয়া যায় না[৩৭]। 'কোট" অথবা "কোটাটবী" নামক কোন দেশের নাম অদ্যাবধি কোন প্রাচীন লিপিতে আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, ইহা "বিশাল অরণ্যানী-বেষ্টিত উড়িষ্যার গড়জাত প্রদেশ। আইন্-ই-আক্‌বরীতে এইস্থান কটক সরকারের অন্তর্গত 'কোটদেশ' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছে[৩৮]।" ইহা কোটাটবী হইলেও হইতে পারে। দণ্ডভুক্তি-রাজ জয়সিংহ "দণ্ডভুক্তিভূপতি-রভূতপ্রভাবাকরকরকমলমুকুলতুলিতোৎকলেশ-কর্ণকেশরীসরিদ্বল্লভকুম্ভসম্ভবঃ"[৩৯]

(৩৪) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1904, pt. I. p. 178
Note 1.

(৩৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, vol. I p. 163

(৩৬) রামচরিত, ২।৫ টীকা।

(৩৭) Epigraphia Indica, vol. VII, pp 1-170.

(৩৮) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৯১।

(৩৯) রামচরিত, ২।৫, টীকা।

উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন। পূর্ব্বে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে দণ্ডভুক্তির বর্ত্তমান অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল। জয়সিংহ উড়িষ্যার রাজা কর্ণকেশরীকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কর্ণকেশরী নাম অদ্যাবধি কোন খোদিতলিপিতে আবিষ্কৃত হয় নাই। কর্ণকেশরী ব্যতীত উড়িষ্যার কেশরীবংশের আর একজন মাত্র রাজার নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার নাম উদ্যোতকেশরী[৪০]। জয়সিংহের পর দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধ বালবলভীর অধীশ্বর বিক্রমরাজ্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। বালবলভীর অবস্থান অদ্যাবধি অজ্ঞাত রহিয়াছে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসারে 'বালবলভী' বর্ত্তমান 'বাগড়ী'র প্রাচীন নাম[৪১]। কিন্তু এই উক্তির সমর্থক বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। 'রামচরিতে' বালবলভীর বিবরণ দেখিয়া বোধ হয় যে, উক্ত দেশ নদীবহুল ছিল[৪২] উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরে আবিষ্কৃত হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্টভবদেবের প্রশস্তিতে বালবলভীর উল্লেখ সর্ব্বপ্রথমে দেখিতে পাওয়া যায়[৪৩]। ভুবনেশ্বর-প্রশস্তি এবং 'রামচরিত' ব্যতীত ভবদেবভট্ট-বিরচিত 'প্রায়শ্চিত্ত নিরূপণ' 'তন্ত্রবার্ত্তিকটীকা' নামক গ্রন্থদ্বয়ে তাঁহার বালবলভীভুজঙ্গ উপাধিতে, বালবলভীর নাম দেখিতে পাওয়া যায়[৪৪]। বঙ্গদেশে বর্ত্তমান সময়ে দেবগ্রাম নামে বহু গ্রাম আছে সুতরাং দেবগ্রাম বা বালবলভী যে নদীয়া জেলায় অবস্থিত ছিল এ কথা নিশ্চয়রূপে বলা যাইতে পারে না[৪৫]। বিক্রমরাজের পরে শূরবংশীয় অপরমন্দারের অধিপতি লক্ষ্মীশূরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি 'রামচরিতে' 'অপরমন্দারমধুসূদনঃ সমস্তাটবিকসামন্তচক্রচূড়ামণিঃ' উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। লক্ষ্মীশূরের বংশপরিচয় অথবা তাঁহার নাম অন্য কোন প্রাচীন গ্রন্থ বা শিলালিপিতে

(৪০) Epigraphia Indica, vol. V, App. p. 90 No. 668.

(৪১) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol III, p. 14.

(৪২) "দেবগ্রামপ্রতিবদ্ধবসুধাচক্রবালবলভীতরঙ্গবহলগলহস্তপ্রশস্তহস্তবিক্রমো"।

(৪৩) Epigraphia Indica, vol. VI, p. 207.

(৪৪) Ibid, pp. 204-05.

(৪৫) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এইমত প্রকাশ করিয়াছেন॥

—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১৯৮।

আবিষ্কৃত হয় নাই। অপর-মন্দারের অবস্থান নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই আবিষ্কৃত হয় নাই। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, অপর মন্দারের বর্ত্তমান নাম মন্দারণ[৪৬], কিন্তু এই সম্বন্ধে সমর্থক প্রমাণের অভাব আছে। ইহার পর কুজবটীর অধীশ্বর শূরপালের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। কুজবটীর অবস্থান ও শূরপালের বংশপরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলৈ শিলালিপিতে দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া গিয়াছে[৪৭]। দণ্ডভুক্তি-রাজ ধর্ম্মপাল এবং কুজবটী রাজ শূরপাল হয়ত পাল-রাজবংশ সম্ভূত ছিলেন। শূরপালের পরে তৈলকম্পের অধিপতি রুদ্রশিখরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৈলকম্পের বর্ত্তমান নাম তেলকুপি[৪৮], ইহা মানভূম জেলায় অবস্থিত। রুদ্রশিখরের পরে উচ্ছালের অধিপতি ময়গল সিংহের নাম প্রদত্ত হইয়াছে। উচ্ছালের অবস্থান ও ময়গল-সিংহের পরিচয় সম্বন্ধে কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই, তথাপি শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন যে, উচ্ছাল বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কিয়দংশের প্রাচীন নাম। তিনি বলেন—"শাল নদীর উত্তরবর্ত্তী 'জৈন উঝিয়াল পরগণা প্রাচীন উচ্ছাল নাম রক্ষা করিতেছে[৪৯]।" বসুজ মহাশয় বোধ হয় অবগত নহেন যে, বঙ্গদেশে নানা স্থানে উজিয়াল উপাধিযুক্ত পরগণা আছে। সরকার উদনের উজিয়ালঘাটী এবং সুলতানপুর উজিয়াল, সরকার মহ্‌মুদাবাদে উজিয়ালপুর তারা উজিয়াল, হুসেন উজিয়াল, সরকার বাজুহার শাহ উজিয়াল বাজু, জাফর উজিয়াল, নসরৎ উজিয়াল ও মোবারক উজিয়াল, সরকার শরিফাবাদে হুসেন উজিয়াল[৫০] প্রভৃতি নাম উদাহরণস্বরূপ উল্লিখিত হইল। বসুজ মহাশয়ের রীতি অবলম্বন করিলে বঙ্গদেশে প্রতি বিভাগে এক একটি উচ্ছাল রাজ্য ছিল স্বীকার করিয়া লইতে হইবে। উচ্ছাল-রাজ্যের পরে ঢেক্করীয়-রাজ প্রতাপসিংহের নাম লিখিত আছে। ঢেক্করীয় নগর উত্তর-রাঢ়ে অবস্থিত ছিল এবং অদ্যাবধি ইহা ঢেকুরি নামে সুপরিচিত। এতদ্ব্যতীত কয়ঙ্গলমণ্ডলের নরসিংহার্জ্জুন, সঙ্কট

(৪৬) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ১১৯।

(৪৭) Epigraphia Indica, vol. IX, p. 232.

(৪৮) Cunningham's Archaeological Survey Repoat, vol. VII, p. 169.

(৪৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১১৯।

(৫০) Ain i-Akbari, vol. II, (jarret's Trans.) pp. 129 140.

গ্রামের চণ্ডার্জ্জুন, নিদ্রাবলের বিজয়রাজ, কৌশাম্বীর দ্বোরপবর্দ্ধন এবং পদুবাম্বর সোম, রমাপালের সামন্তচক্রের মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে দ্বোরপ-বর্দ্ধন বোধ হয়, ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনে উল্লিখিত এবং জাতবর্ম্মার সমসাময়িক গোবর্দ্ধন[৫১]। কৌশাম্বীর বর্ত্তমান নাম কুশুম্বা, ইহা রাজসাহী জেলায় অবস্থিত। এইস্থানে হুসেন্ শাহের পুত্র নসরত শাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন মসজিদ আছে। বসুজ মহাশয় বলেন যে, নিদ্রাবলের বিজয়রাজই সেনবংশীয় বিজয়সেন[৫২], কিন্তু এই উক্তির সমর্থক বিশ্বাসযোগ্য কোন প্রমাণ আবিষ্কার হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

রামপাল ও তাঁহার সামন্তগণ নৌকামেলক নৌ-সেতু দ্বারা ভাগীরথী পার হইয়াছিলেন[৫৩]। রামচরিতের টীকা হইতে কোন্ স্থানে রামপালের সহিত কৈবর্ত্ত-রাজের যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; তবে ইহা স্থির যে, বরেন্দ্রভূমির দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে কোনও স্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল। কৈবর্ত্ত রাজ-ভীম, যুদ্ধকালে জীবিতবস্থায় ধৃত হইয়াছিলেন[৫৪]. অন্য একস্থানে লিখিত আছে যে, ভীম হস্তি পৃষ্ঠে ধৃত হইয়াছিলেন[৫৫]। কৈবর্ত্ত-রাজ ধৃত হইয়াছেন শুনিয়া রামপালের সেনাগণ উৎসাহ পাইয়াছিলে। ভীম ধৃত হইলে কৈবর্ত্ত-সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। রামপাল যুদ্ধান্তে ভীমের রাজধানী ডমরনগর ধ্বংস করিয়াছিলেন[৫৬]। সন্ধ্যাকরনন্দী ডমরকে শত্রুপক্ষের রাজধানী বলিয়া উপপুর আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। যুদ্ধান্তে

(৫১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. X, p. 127.

(৫২) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, (রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ১৪৫।

(৫৩) অন্যত্র মহাবাহিন্যাং গঙ্গায়াং তরণিসম্ভবেন নৌকামেলকেন গুপ্তায়াং চ্ছন্নায়াং সম্যগুত্তরণং মুখরিতকোলাহলো যস্মিন্॥ —রামচরিত, ২।১০, টীকা।

(৫৪) রামচরিত, ২।১৭, টীকা।

(৫৫) রামচরিত, ২।২০ টীকা।

(৫৬) অন্যত্র। অপি সমুচ্চয়ে স রামপালো ভবস্য সংসারস্যাপদম্ বিপদম্ ডমরমুপপুরং শত্রুকৃতমলাবীৎ।...ডমরপক্ষে দ্রবিণংধনং অবিতা রক্ষিতা প্রজা যেন করপল্লবলীলয়া আয়ুধচেষ্টয়া অবধূতনিখিলনৃপং যথা ভবতি। —রামচরিত, ১।২৭, টীকা

ভীম বিত্তপাল নামক জনৈক কর্ম্মচারীর তত্ত্বাবধানে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন[৫৭]। পরাজিত কৈবর্ত্ত-সেনা হরি নামধেয় জনৈক নায়ক কর্ত্তৃক একত্র হইয়াছিল[৫৮]। হরির সহিত যুদ্ধে রামপালের পুত্র (সম্ভবতঃ রাজ্যপাল) বীরত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন[৫৯]। যুদ্ধান্তে হরি ধৃত হইয়া ভীমের সহিত নিহত হইয়াছিলেন। ইহার পরেই বোধ হয়, সমগ্র বরেন্দ্রভূমি রামপাল কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। রামপাল ভীমের সেনাগণকে স্বীয় সেনাদলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৬০]। বিদ্রোহদমনান্তে রামপালদেব গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যে রামাবতী নাম্নী একটি নূতন নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন[৬১]। শ্রীহেতুর চণ্ডেশ্বর ও ক্ষেমেশ্বর এই নূতন নগরের উপযুক্ত স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন[৬২]। রামপালদেব এই নগরে জগদ্দলমহাবিহার নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৬৩]। রামাবতী পাল-রাজবংশের শেষ রাজধানী এবং রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালেও রামাবতী গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিল[৬৪]। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতেও রামাবতী নগরী বিদ্যমান ছিল; কারণ, আবুল ফজল প্রণীত আইন-ই-আকবরীতে রমৌতি নগরের উল্লেখ আছে[৬৫]।

(৫৭) অথ বহুতয়সা দৃত্যা যুক্তো রামেণ বিত্তপালস্য।
স্নোরভ্যাসে সহসা সৌরেশিতনয়ঃ প্রৈষি ॥ —রামচরিত, ২।৩৪।

(৫৮) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal vol III, p. 14.

(৫৯) Ibid

(৬০) অথ ভীমানাকং তেন মহাতরসাশনৈরময়েবলম্।
সমচীয়ত হরিসুহৃদা সুবিহতপরমণ্ডলাবরোধেন ॥ —রামচরিত, ২।৩৮।

(৬১) অপ্যভিতো গঙ্গাকরতোয়ানর্ঘপ্রবাহপুণ্যতমাম্
অপুনর্ভবাহ্বয়মহাতীর্থবিকলুষোজ্জলামন্তঃ। —রামচরিত, ৩।১০।

(৬২) কুর্ব্বদ্ভিঃ শংদেবেন শ্রীহেত্বীশ্বরণে দেবেন।
চণ্ডেশ্বরাভিধানেন কিল ক্ষেমেশ্বরেণ চ সনাথৈঃ ॥ —রামচরিত, ৩।২।

(৬৩) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p. 14.

(৬৪) মদনপালদেবের তাম্রশাসন এই "রামাবতীনগর পরিসরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধবার" হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫৩।

(৬৫) Journal of the Royal Asiatic Society, 1896, p. 113.

লক্ষ্মণাবতী হইতে যেমন লক্নৌতি হইয়াছে, সেইরূপ রামাবতী পারস্য ভাষায় রমৌতি রূপ ধারণ করিয়াছে। ভ্রমক্রমে রমৌতি স্থানে রমরৌতি লিখিত হইয়াছে[৬৬]।

রামাবতী স্থাপনের পরে রামপালদেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন এবং উৎকল-রাজ্য নাগবংশীয় রাজগণকে প্রত্যার্পণ করিয়াছিলেন[৬৭]। রাম-পালের জনৈক সামন্ত কামরূপ বিজয় করিয়াছিলেন[৬৮]। কামরূপ রাজগণ বোধ হয়, এই সময়ে ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছিলেন, কারণ, গৌড়েশ্বরগণ বারম্বার কামরূপ-রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। রামপালের এবং কুমারপালের রাজত্বকালে কামরূপরাজ্য অধিকৃত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত সেনবংশীয় বিজয়সেন ও লক্ষ্মণসেন এক একবার কামরূপ অধিকার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শূরপালের রাজ্যকালে বর্ম্মবংশীয় শ্যামলবর্ম্মদেব বঙ্গদেশের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ভোজবর্ম্মার তাম্রশাসনে তাঁহার রাজ্যকালের কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার বিবরণ নাই। শ্যামলবর্ম্মা জগদ্বিজয়মল্লের কন্যা মালব্যদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন[৬৯]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতানুসারে জগদ্বিজয়মল্ল এবং জগদেক-মল্ল একই ব্যক্তি [৭০], কিন্তু এই উক্তির পক্ষে কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। শ্যামলবর্ম্মার পুত্র ভোজবর্ম্মা পিতার মৃত্যুর পরে বঙ্গদেশের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। ভোজবর্ম্মা, তাঁহার পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তনমণ্ডলে কৌশাম্বী অষ্টগচ্ছ-মণ্ডলসংবদ্ধ উপ্যলিকা বা উপ্পলিকা গ্রাম, মধ্যদেশবিনির্গত উত্তর রাঢ়ের সিদ্ধলগ্রামবাসী পীতাম্বরদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্ত্যাগারাধিকৃত

(৬৬) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans,) vol. II, p. 131.

(৬৭) ভবভূষণসন্ততিভুবমনুজগ্রাহজিতমুৎকলাত্রং য।
জগবত্তিস্ম সমস্তং কলিঙ্গতস্তান্ নিশাচরান্ নিঘ্নন্॥ রামচরিত, ৩।৪৫।

(৬৮) তস্যজিতকামরূপাদিবিষয়বিনিবৃত্তঃ মানসম্পন্তঃ।
মহিমানমায়ননৃপো যত্মানস্য প্রজাভিরক্ষার্থম্॥ —রামচরিত, ৩।৪৭।

(৬৯) তস্য মালব্যদেব্যাসীৎ কন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভবঃ।

—Journal of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. X, p. 170.

(৭০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২৮৬।

রামদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন [৭২]। ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'রামচরিত' হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় পূর্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন [৭২]। বর্ম্মবংশীয় নরপতি কর্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম রামপাল কর্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন কর্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার। বৃদ্ধ বয়সে রামপালদেব তাঁহার জ্যেষ্ঠ-পুত্র রাজ্যপালদেবের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া রামাবতীতে বাস করিয়াছিলেন [৭৩]। মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের অবস্থানকালে রামপালদেব তাঁহার মাতুল মথনদেবের মৃত্যু সংবাদ পাইয়াছিলেন [৭৪]। মথনদেবের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়া রামপালদেব ব্রাহ্মণগণকে বহু ধন দান করিয়া গঙ্গা-সলিলে প্রবেশ-পূর্বক প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন [৭৫]। তিনি বোধ হয়, পঞ্চচত্বারিংশবর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কারণ, তাঁহার ৪২শ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, রামপালদেব ষট্চত্বারিংশ বৎসরকাল গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন [৭৬]; ইহা অসম্ভব নহে; কারণ তাঁহার ৪২শ রাজ্যাঙ্কের খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৭১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol. X, pp. 128-129.

(৭২) স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্দিশীয়েন।
বর-বারণেন চ নিজ-স্যন্দন-দানেন বর্ম্মণারাধে ॥ রাম চরিত, ৩।৪৪।

(৭৩) তত্র স রাজা নিবসন্নানাবিষয়সন্নিবেশেঃ
সূনুমর্পিতরাজ্যো রামঃ কান্তা সখশ্চিরং রেমে ॥ —রামচরিত, ৪।১।

(৭৪) প্রাপ্তে কালে সরিতি দুর্বাসসাদিত্যাশ্রবসে
বৃষজিন্মথনোহস্ততনুর্নিঃশ্রেণিকয়াত্রিস্থতপুরাস্তরয়া ॥
ইত্যধিমুদ্গিরি কলয়ন ব্রহ্মভুবঃ স্বং বহুপ্রদাতাহসৌ।
কৃতনিশ্চয়ঃ কৃতার্থঃ প্রাস্থিত পৃথ্বী পতির্মহাসরিতং ॥ —রামচরিত, ৪।৮-৯।

(৭৫) জনজাতে রুদতি শুচা সারবমগ্রা হু তজ্জ্বলং পুণ্যং।
বিবুহসহপরিজনৈর্দুর্ব্বিমহং রামো জাগমসম্বভুবং ॥ —রামচরিত, ৪।১০।

(৭৬) Indian Antiquary, vol. IV, p. 366.

গৌড়ে মুসলমান অধিকারকালে লিখিত "শেখ-শুভোদয়া" নামক সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামপাল "শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্রগতে" ভাগীরথী গর্ভে অনশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন [৭৭]। অদ্যাবধি রামপালদেবের তিন পুত্রের নাম আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যপাল বোধ হয়, পিতার জীবিতকালেই পরলোক গমন করিয়াছিলেন; কারণ মনহলিতে আবিষ্কৃত মদনপালদেবের তাম্রশাসনে রাজ্যপালের নাম নাই। রামপালের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র, কুমারপালের মাতুল মথনদেব এবং তাঁহার ভ্রাতা সুবর্ণদেব, তাঁহাদিগের পুত্র কাহ্নুরদেব এবং শিবরাজদেবের নাম পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। রামচরিত রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর পিতা, প্রজাপতিনন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন [৭৮] এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের প্রধান মন্ত্রী যোগদেবের পুত্র বোধিদেব তাঁহার প্রধান অমাত্য ছিলেন [৭৯]।

রামপালদেবের দ্বিতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত একটি তারামূর্ত্তি প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর দুর্গমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এই মূর্ত্তিটি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে[৮০]। রামপালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে মগধ বিষয়ে নালন্দায় গ্রহণকুণ্ড নামক জনৈক লেখক কর্ত্তৃক একখানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল :—

(৭৭) শাকে যুগ্মবেণুরন্ধ্র-গতে (?) কন্যাং গতে ভাস্করে
কৃষ্ণে বাক্‌পতি-বাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্তনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
হা পালান্বয়-মৌলি-মণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ ॥

—গৌড়রাজমালা, পৃঃ ।/০।

(৭৮) তস্য তনয়ো নতনয়ঃ করণ্যানামগ্রণীরনর্ঘগুণঃ।
সান্ধিশ্রীপদাসম্ভাবিতাভিধানস্তঃ প্রজাপতির্জাতঃ ॥

—রামচরিত, কবি-প্রশস্তি, ৩।

(৭৯) যস্য শুদ্ধসচিবঃ পুরা ভবদ্বোধিদেব ইতি তত্ত্ববোধভুঃ।
বিশ্বগেববিদিতোহভূতৈস্ত নৈরূজ্‌ ঝিতাত্মসদৃশঃ ক্ষিতাবয়ং ॥

—কমৌলির তাম্রশাসন, গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১২৯।

(৮০) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৫শ ভাগ, পৃঃ ১৩।

"মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বরপরমভট্টারক পরমসৌগতশ্রীমদ্রামপালদেবপ্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে পঞ্চদশমে সম্বৎসরে অভিলিখ্যমানে যত্রাঙ্কেনাপি সম্বৎ ১৫ বৈশাক্ষ দিনে কৃষ্ণ সপ্তমাং ৭ অস্তি মগধবিষয়ে শ্রীনালন্দাবস্থিত লেখক গ্রহণকুণ্ডেন ভট্টারিকা প্রজ্ঞাপারমিতা লিখিতা ইতি"[৮১]। রামপালদেবের ৪২শ রাজ্যাঙ্কে রাজগৃহবিনির্গত এত্রহাগ্রামবাসী বণিক্ সাধুসহরণ একটি বোধিসত্ত্বমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন[৮২]। এই মূর্ত্তিটি পাটনাজেলার গিরিয়েক পর্বতের নিকটে চণ্ডীমৌ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[৮৩]। এবং ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। সন্ধ্যাকরনন্দীবিরচিত রামচরিত আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে রামপালদেবের রাজত্বকালের কোন ঘটনাই বিদিত ছিল না। ডাক্তার ভিনিস্ (Dr. A. Venis) রামপালের মধ্যম পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী, কামরূপরাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন সম্পাদনকালে রামপালের রাজত্বকালের ঘটনাসমূহে বিবরণের অভাব অনুভব করিয়াছিলেন[৮৪]। রামচরিত আবিষ্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইবার পরে রামপালদেবের রাজত্বকাল নির্ণয় এবং সেই সময়ের ঘটনাবলীর বিবরণ সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে।

'রামচরিত' মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে নেপালে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে শাস্ত্রী মহাশয় এসিয়াটীক সোসইটির কার্য্য-বিবরণীতে 'রামচরিতে'র সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া ছিলেন[৮৫]। শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে সম্পূর্ণ মূলগ্রন্থ এবং প্রায় অর্দ্ধগ্রন্থের টীকা এসিয়াটীক সোসাইটীর জন্য আনয়ন করিয়াছেন। এই গ্রন্থ এখন কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ের পঞ্চত্রিংশং শ্লোক পর্য্যন্ত টীকা আছে। ইহা 'রাঘব পাণ্ডবীয়ের' ন্যায় দ্ব্যর্থবাচক কাব্য। প্রত্যেক শ্লোকের দুইটি টীকা আছে, একটি রামপক্ষে ও

(৮১) Catalogue of Sanskrit Manuscripts in the Bodelian Libray, Cambridg, vol. II, p. 250. no 1428.

(৮২) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol, V, pp. 93-94.

(৮৩) Cunningham's Archaeological Survey Report, vol XI, p 169

(৮৪) Epigraphia Indica, vol II pp 348-49

(৮৫) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1900, p. 70

অপরটি রামপাল পক্ষে। যে অংশের টীকা পাওয়া যায় নাই, সেই অংশ হইতে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহ করা অতীব দুরূহ। 'রামচরিত' মূল ও টীকা তালপত্রে খৃষ্টীয় দ্বাদশ অথবা ত্রয়োদশ শতাব্দীর অক্ষরে লিখিত। মূল গ্রন্থ অপেক্ষা টীকার অক্ষর প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। 'রামচরিতে'র টীকা ঐতিহাসিকের নিকটে 'রামচরিত' অপেক্ষ মূল্যবান গ্রন্থ। টীকা আবিষ্কৃত না হইলে, ঐতিহাসিকগণ রামচরিতের এত আদর করিতেন কিনা সন্দেহ। এই টীকাতেই রামপালের রাজত্বকালের প্রধান প্রধান ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'রামচরিতের প্রথম তিন অধ্যায়ে রামপালের রাজ্যকালের ঘটনা এবং চতুর্থ অধ্যায়ে কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল এবং মদনপালদেবের রাজ্যকালের ঘটনা-সমূহ বিবৃত হইয়াছে। রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ন্যায় 'রামচরিতে'র চতুর্থ অধ্যায় "রামোত্তচরিত" নামে পরিচিত। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে রামপালকে রামের সহিত তুলনা করা কবিগণের মধ্যে সংক্রামক হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদ্যদেবের প্রশস্তি রচয়িতা মনোরথও এই উপমা ব্যবহার করিয়াছেন। "সেই প্রবলপরাক্রমশালী নরপালের রামপাল নামক এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পাল-কুলসমুদ্রোত্থিত শীতকিরণ চন্দ্ররূপে প্রতিভাত এবং সাম্রাজ্যলাভে খ্যাতিভাজন হইয়াছিলেন। রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া রাবণবধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালদেবেও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া ভীম নামক ক্ষৌণীনায়কের বধসাধন করিয়া জনকভূমি বরেন্দ্রীলাভে ত্রিজগতে আত্মযশঃ বিস্তৃত করিয়াছিলেন"[৮৬]। সম্ভবতঃ সন্ধ্যাকরনন্দী স্বয়ং 'রামচরিতের' টীকা রচনা করিয়াছিলেন; কারণ অপরের পক্ষে এই টীকা রচনা অসম্ভব। শ্লোক মধ্যে একটি শব্দ দ্বারা যে সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা গ্রন্থকার ব্যতীত অপরের নিকটে দুর্ব্বোধ্য। সন্ধ্যাকরনন্দী-পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের অধিবাসী ছিলেন[৮৭]। তাঁহার পিতা প্রজাপতি-নন্দী রামপালের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন[৮৮]; সুতরাং সন্ধ্যাকরনন্দী

---

(৮৬) তেনে যেন জগত্রয়ে জনকভূলাভাদ্ যথাবত্যশঃ
ক্ষৌণীনায়কভীমরাবণবধাদ্যুদ্ধার্ণবোল্লংঘনাৎ।।

—গৌড়লেখমলা, পৃঃ ১২৯।

(৮৭) বসুধাশিরোবরেন্দ্রীমণ্ডলচূড়ামণিঃ কুলস্থানং
শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরপ্রতিবদ্ধঃ পুণ্যভূঃ বৃহদ্বটুঃ।। —শ্রীরামচরিত, কবি-প্রশস্তি, ১।

(৮৮) রামচরিত, কবি-প্রশস্তি ১৩।

রামপালের রাজ্যকালের ঘটনাসমূহ যতদূর পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন, তাহা অপরের পক্ষে সম্ভব ছিল না।

রামপালের রাজধানী রামাবতী নগরীর ধ্বংসাবশেষ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালকে রামাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৮৯]। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন[৯০]। প্রাচীন রামাবতী, সরকার জন্নতাবাদ গৌড়ের সীমামধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না[৯১]। বগুড়া, সরকার ঘোড়াঘাটে[৯২] এবং সরকারবাজুহায়[৯৩] অবস্থিত এবং রামপাল, সরকার সোণারগাঁওয়ে[৯৪] অবস্থিত।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথের মতানুসারে যক্ষপাল নামক একজন রাজা রামপালের সিংহাসনের সমাধিকারী ছিলেন[৯৫]। গয়ায় যক্ষপাল নামক একজন নরপতির একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, শূদ্রকের পৌত্র, বিশ্বাদিত্যের পুত্র, যক্ষপাল সূর্য্যদেবের জন্য একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন[৯৬]। যক্ষপালের পিতা বিশ্বাদিত্য নয়পালদেবের পঞ্চদশ রাজ্যাঙ্কে জনার্দ্দন ও গদাধরের মন্দির এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালদেবের পঞ্চম রাজ্যাঙ্কে বটেশ ও প্রপিতামহেশ্বর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তারানাথ যক্ষপালকে রামপালের পুত্ররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অনুমান হয়, যক্ষপাল তৃতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পরে কিয়ৎকাল স্বাধীনতা

(৮৯) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. III, p 14.

(৯০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ২০৯।

(৯১) Ain-i-Akbari (Jarrett's Trans.), vol. II. p. 131.

(৯২) Ibid, p. 135.

(৯৩) Ibid, pp. 337-38.

(৯৪) Ibid' pp. 138-39.

(৯৫) Indian Antiquary. vol. IV, p. 366.

(৯৬) Ibid, vol. XVI, p. 64.

অবলম্বন করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্যই তিনি গয়ার শিলালিপিতে নরেন্দ্র উপাধিতে অভিহিত হইয়াছেন।

গয়া জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের যে বনময় প্রদেশ এখন হাজারীবাগ নামে পরিচিত সেই প্রদেশে খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে মানবংশীয় নরপতিগণ রাজ্য করিতেন। এই মানবংশের প্রথম পুরুষ উদয়মান। তিনি খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে এই রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। উদয়মান ও তাঁহার দুই ভ্রাতা শ্রীধৌতমান এবং অজিতমান বণিক ছিলেন এবং মগধ-রাজ আদিসিংহের রাজত্বকালে অযোধ্যা হইতে তাম্রলিপ্তি বন্দরে আসিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্ত্তনকালে উদয়মান মগধ-রাজ আদিসিংহকে সাহায্য করায় তাঁহার প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। এই সময়ে উদয়মান আদিসিংহের অনুমতি অনুসারে ভ্রমরশাল্মলি গ্রামের অধিপতি হইয়াছিলেন[৯৭]। পাল রাজগণের অভ্যুদয়কালে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগের অধীনতা স্বীকার করিতেন। ১০৫৯ শকাব্দে মগব্রাহ্মণ গঙ্গাধর একটি পুষ্করিণী খনন করিয়াছিলেন, এই পুষ্করিণীর শিলালেখে উল্লিখিত আছে যে, এই সময়ে (১১৩৭ খৃষ্টাব্দে) রুদ্রমান নামক মানবংশীয় একজন নরপতি মগধের অধিপতি ছিলেন[৯৮]। গঙ্গাধরের কুল প্রশস্তিতে বর্ণমান নামক মানবংশীয় রুদ্রমানের পূর্ব্ববর্ত্তী জনৈক মগধেশ্বরের উল্লেখ আছে[৯৯]। বর্ণমান এবং রুদ্রমান সম্ভবতঃ উদয়মানের বংশজাত। মদনপাল গৌড়নগর হইতে বিজয়সেন কর্ত্তৃক তাড়িত হইলে মানবংশীয় নরপতি-গণ সম্ভবতঃ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই সময়ে গয়ার শাসন-কর্ত্তা বিশ্বাদিত্যের পুত্র যক্ষপালের শীতলা মন্দিরের শিলালিপিতেও কোন পাল-

(৯৭) Epigraphia Indica, vol. II, pp. 345-47

(৯৮) তদন্তরে মাননরেন্দ্র চন্দ্রমাঃ
সরুদ্র মানোজনি যেন ভূভুজা।
স্বমেদিনীমণ্ডলমাদিকোলবৎ
বলাদমিত্রাম্বুনিধেঃ সমুদ্ধৃতং ॥ ২৪ —Ibid, p. 336.

(৯৯) আনীতৌ নিজরাজ্যমুজ্জ্বলয়িতুম যত্নাৎ প্রতীতাত্মনা
সংবাসায় নরেশ্বরেণ শিবিরোং শ্রীবর্ণ মানেন তৌ।
তস্যাজ্ঞামবলম্ব্য তৎকুলমিদং তাভ্যামপি প্রাপিতং
কাঞ্চিৎ কোটিমতুঙ্গুরাং গুণভুব কীর্ত্তিশ্রীভূতেরপি ॥ ১০
—Ibird, pp 334

বংশীয় রাজার নাম নাই। গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত গঙ্গাধরের কুল-প্রশস্তিতে এবং গয়ার শীতলা দেবী মন্দিরে আবিষ্কৃত যক্ষপালের শিলালিপিতে রুদ্রমান এবং যক্ষপাল[১০০] নরেন্দ্র আখ্যায় অভিহিত হইয়াছেন। কোন সময়ে মান-বংশীয় রাজগণের বা যক্ষপালের বংশধরগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট হয় নাই।

ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যদুবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন[১০১]। এইস্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, যাদব-বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্ম নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিবর্ম্ম নামক একজন রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্র-শাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম্মদেবের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। শিলালিপিখানি উড়িষ্যা-প্রদেশের পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামে অনন্তবাসুদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহা এক্ষণে অনন্ত-বাসুদেব-মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে সংলগ্ন আছে। ইহা হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভবদেবভট্টের কুল-প্রশস্তি। ইহা হইতে অবগত হওয় যায় যে, সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ় প্রদেশের সিদ্ধল গ্রামবাসী শ্রোত্রীয়বংশে প্রথম ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। ভবদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসান্ধি-বিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র 'বালবলভীভুজঙ্গ' উপাধিধারী ভবদেবভট্ট দীর্ঘকাল হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রেরও উপদেশদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট রাঢ় দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বরে নারায়ণ, অনন্ত, ও নরসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন[১০২]। এই শিলালিপি সম্পাদনকালে স্বর্গীয় ডাক্তার কিলহর্ণ

(১০০) Indian Antiquary. vol. XVI, 1887, p. 65. V. 10.

(১০১) সোপি প্রাপ যদুং ততঃ ক্ষিতি (ভু) জাং বংশোয়মুজ্জৃম্ভতে।
বীরশ্রীশ্চহরিশ্চ যত্র বহু (হু) শঃ প্রত্যক্ষ্যমেবৈক্ষ্যত॥

—Journal of the Asiatic Society ot Bengal, New Series, vol. X. pp. 126-7.

(১০২) Epigraphia Indica, vol. V, pp. 205 7.

বলিয়াছিলেন যে, অক্ষরের আকার দেখিয়া ইহাকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি বলিয়া বোধ হয়[১০৩]। এই উক্তির উপর নির্ভর করিয়া শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ বলিয়াছেন, "কিলহর্ণ-কথিত ঠীকঠাক ১২০০ খৃষ্টাব্দে ভট্টভব-দেবের প্রশস্তির কাল না হইলেও অক্ষরের হিসাবে হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন এবং ভবদেবের প্রশস্তি দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ঠেলিয়া লওয়া যায় না[১০৪]।" বিগত চতুর্দ্দশ বর্ষের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের উত্তর-পূর্ব্বার্দ্ধে বহু নূতন খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু রাজ-বংশের কাল নির্ণীত হইয়াছে এবং ইতিহাসের বহু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর-তত্ত্বের আলোচনাকালে এখন আর বুলার অথবা কিলহর্ণের নাম গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের অতি প্রাচীন সিদ্ধান্তগুলি প্রমাণরূপে গ্রহণ করিলে চলিবে না। শিলালিপির সহিত শিলালিপি এবং তাম্রশাসনের সহিত তাম্রশাসনের তুলনা করিয়া দেখিলেই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বিহারে আবিষ্কৃত রামপালের দ্বিতীয় এবং দ্বিচত্বারিংশ রাজ্যাঙ্কের শিলালিপি অপেক্ষা ভট্টভবদেবের প্রশস্তি প্রাচীন এবং কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্মদেবের তাম্র-শাসনের অক্ষর প্রাচীন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ-কাণ্ডের দ্বিতীয়ভাগে হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের একটি প্রতিলিপি ও উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, বসুজ মহাশয়ের পাঠোদ্ধার সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সত্য; উদ্ধৃত পাঠ আনু-মানিক[১০৫]। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে স্বর্গীয় অধ্যাপক হরিনাথ দে এই তাম্রশাসনখানি আমাকে কয়েক দিনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন। সেই সময়ে আমি বসুজ মহাশয়ের উদ্ধৃত পাঠ পরীক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। মহামহো-পাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর যত্নে নেপালে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে লিখিত দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথমখানি অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা, ইহা হরিবর্ম্মদেবের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়খানি কালচক্রযানটীকা, ইহার নাম বিমলপ্রভা, ইহা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯শ

(১০৩) Ibid, p. 205.

(১০৪) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৬, পাদটীকা।

(১০৫) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৫৫।

রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল নির্ণীত হইতে পারে না তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্মদেব, শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তীকালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মা বা জাতবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়, ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক ও ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালীর [১০৬] মতে হরিবর্ম্মা, ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী এবং নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে তিনি বজ্রবর্ম্মারও পূর্ব্ববর্ত্তী[১০৭]।

রামচরিত রচয়িতা সন্ধ্যাকরনন্দীর জাতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সহিত 'সাহিত্য' পত্রে বহু তর্ক করিয়াছি। তর্ককালে প্রবীণ ঐতিহাসিক মৈত্রেয় মহাশয় অত্যন্ত অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ; সেইজন্যই অধিক কথা বলিতে পারি নাই। মহোমহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিত সম্পাদনকালে বলিয়াছেন যে, সন্ধ্যাকরনন্দী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ (Memoirs of the Asiatic Society of Bengal. vol. III, p. 1.)। মৈত্রেয় মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, সন্ধ্যাকরনন্দীকে কায়স্থ বলিয়া স্থির করাই সহজ ও যুক্তিসঙ্গত (সাহিত্য, ১৩১৯, ২৩শ বর্ষ পৃঃ ৯৪৬)। মৈত্রেয় মহাশয় 'করণ' শব্দ কায়স্থবাচক মনে করিয়াছেন। কোষগ্রন্থে যে অর্থই থাকুক, 'করণ' শব্দে যে জাতি বুঝায় না, তাহার প্রমাণ মৈত্রেয় মহাশয় প্রবর্ত্তিত বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চেষ্টাতেই আবিষ্কৃত হইয়াছে। সামন্ত-রাজ লোকনাথের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, শ্রীপট্ট প্রাপ্ত 'করণ' লোকনাথ 'শূদ্রার গর্ভে ব্রাহ্মণের ঔরসে জাত পরাশরের দৌহিত্র' ছিলেন (সাহিত্য, ১৩২১, জৈষ্ঠ্য, পৃঃ ১৪৪)। লোকনাথকে কায়স্থ বলিতে বোধ হয় কেহই ভরসা করিবেন না।

রামচরিতে সন্ধ্যাকরনন্দীকে 'কলিকালবাল্মীকি' উপাধিতে ভূষিত করা হইয়াছে :—

অবদানং রঘুপরিবৃঢ়গৌড়াধিপ-রামদেবয়োরেতৎ।
কলিযুগরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকালবাল্মীকি॥

—রামচরিত, কবি-প্রশস্তি, ১১

লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসের শেষভাগে রামচরিতের ন্যায় অনেকগুলি প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন

(১০৬) The Dacca Review, 1912 July, p. 138.

(১০৭) প্রবাসী, ১৩২০, পৃঃ ৪৫৭

যে, মগধবাসী ক্ষেমেন্দ্রভদ্র প্রণীত একখানি গ্রন্থে রামপালের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত সমস্ত ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ প্রদত্ত আছে। ক্ষত্রিয়জাতীয় পণ্ডিত ইন্দ্রদত্ত প্রণীত 'বুদ্ধপুরাণ' নামক গ্রন্থে সেনবংশের প্রথম চারি জন রাজার ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে। এতদ্ব্যতীত তিনি ব্রাহ্মণজাতীয় পণ্ডিত ভটঘটী প্রণীত 'গুরুপরম্পরার ইতিহাস' নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে একখানিও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

পরিশিষ্ট (ঝ)

বর্ম্ম-রাজবংশ :—

(ক)

বজ্রবর্ম্ম
|
জাতবর্ম্মা = বীরশ্রী
|
শ্যামলবর্ম্মা = মালব্যদেবী
|
ভোজবর্ম্মা

(খ)

জ্যোতির্বর্ম্মা অথবা জাতবর্ম্মা

হরিবর্ম্মা

পাল, গাহড়বাল, বর্ম্ম, ছিক্কোর, রাষ্ট্রকূট ও কলচুরিবংশের রাজগণের সম্বন্ধ।
কান্যকুব্জের গাহড়বালবংশ
পীঠীর ছিক্কোর বংশ
মগধের রাষ্ট্রকূট বংশ
পালবংশ
দাহলের কলচুরি বা চেদিবংশ
বঙ্গের যাদববংশ
প্রথম মহীপাল
গাঙ্গেয়
?
নয়পাল
কর্ণ
বজ্রবর্ম্মা
বল্লভরাজ
মহন বা মথন
সুবর্ণ
কন্যা — তৃতীয় বিগ্রহপাল = কন্যা (যৌবনশ্রী)
যশঃকর্ণ
কন্যা (বীরশ্রী) — জাতবর্ম্মা
চন্দ্রদেব
গয়কর্ণ
শ্যামলবর্ম্মা
দেবরক্ষিত = শঙ্করীদেবী কাহ্নুরদেব
নরসিংহ
রামপাল
গোবিন্দচন্দ্র — = — কুমরদেবী
২য় মহীপাল
২য় শূরপাল
ভোজবর্ম্মা
বিজয়চন্দ্র
রাজ্যপাল
কুমারপাল
মদনপাল
জয়চন্দ্র
তৃতীয় গোপাল
হরিশ্চন্দ্র
গোবিন্দপাল

একাদশ পরিচ্ছেদ

সেন-রাজবংশ

কুমারপাল—বৈদ্যদেব—অনন্তবর্ম্মা—চোড়গঙ্গের আক্রমণ—দক্ষিণবঙ্গে নৌ-যুদ্ধ—কামরূপরাজের বিদ্রোহ—বৈদ্যদেবের কামরূপ জয়—তৃতীয় গোপাল—মান্দার-শিলালিপি—মদনপাল—বিজয়সেন—বঙ্গজয়—বরেন্দ্রীজয়—মদনপালও গোবিন্দ্রচন্দ্র—মদনপালের তাম্রশাসন—সেন-রাজবংশের উৎপত্তি—রাঢ়দেশে বাস—পদ্যুম্নেশ্বর মন্দির—সামন্তসেন—হেমন্তসেন—বিজয়সেন—গৌড়েশ্বরের পরাজয়—নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন—বিজয়সেনের শিলালিপি—তাম্রশাসন—বিলাসদেবী—শূরবংশের সহিত সম্বন্ধ—বল্লালসেন—কৌলীন্য—দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর—সীতাহাটীর তাম্রশাসন—লক্ষ্মণসেন—গোবিন্দ্রচন্দ্রের মগধ জয়—লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনসমূহ—লক্ষ্মণসেনের রাজ্যে সহিত্য চর্চ্চা—লক্ষ্মণাব্দ—রাঢ়ের ঘোষ বংশ।

রামপালদেবের মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র কুমারপাল গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রামপালের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে নবজিত কামরূপ রাজ্যে, সামন্তরাজ তিঙ্গ্যদেব বিদ্রোহী হইয়াছিলেন, উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা-চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ সেন-বংশীয় বিজয়সেন রাঢ়ে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরে চতুর্দ্দিক হইতে বিপজ্জাল বেষ্টিত হইয়াও নবীন গৌড়েশ্বর কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হন নাই। কমৌলিতে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামপালদেবের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র, বৈদ্যদেব কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন। "তিনি সাম্রাজ্য লক্ষ্মী সেবিত সুবিখ্যাত রামপাল-দেবের পুত্র কুমারপাল নরপতির চিন্তানুরূপ মন্ত্রী হইয়াছিলেন। পরাজিত শত্রু-নরপাল-মুকুট সমাহৃত স্বর্ণনির্ম্মিত যে সিংহমূর্ত্তি তদীয় সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখর অলঙ্কৃত করিতেছে, সেই সিংহের গ্রাসত্রাসে সন্ত্রস্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থ বিম্বাঙ্করূপী মৃগ পলায়নপর হইবে[১]।" সর্ব্বপ্রথমে বোধ

(১) সোঽয়ং রামনরেন্দ্রজস্য সচিবঃ সাম্রাজ্যলক্ষ্মীজুষঃ
প্রখ্যাতস্য কুমারপালনৃপতেশ্চিন্তানুরূপোঽভবৎ।
যস্যারাতি-কিরীট-হাটক-কৃত প্রাসাদ-কণ্ঠীরব-
গ্রাস-ত্রাস-বশাদপৈষ্যতি বিধোর্বিম্বাঙ্করূপী মৃগঃ ॥১

—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০।

হয় উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, কারণ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসনে কুমারপালের রাজ্যকালের ঘটনাবলীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথমে দক্ষিণবঙ্গে নৌযুদ্ধের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[২]। উৎকল-রাজ দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা গঙ্গা তীরবর্ত্তী ভূভাগের কর সংগ্রহ করিয়াছিলেন[৩]। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, অনন্তবর্ম্মা উত্তররাঢ়াও দক্ষিণরাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনের আর একস্থানে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনন্তবর্ম্মা মন্দারদুর্গ অধিকার করিয়া মন্দারাধিপতিকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন[৪]। এই সময়ে দক্ষিণবঙ্গে একটি নৌ-যুদ্ধে বৈদ্যদেব জয়লাভ করিয়াছিলেন। "দক্ষিণবঙ্গের সমরবিজয় ব্যাপারে চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত তদীয় নৌবাট হী-হী রবে সন্ত্রস্ত হইয়াও দিগ্‌গজসমূহ গম্যস্থানের অসম্ভাবেই স্বস্থান হইতে বিচলিত হইতে পারে নাই। উৎপতনশীল ক্ষেপণী বিক্ষেপে সমুৎক্ষিপ্ত জলকণাসমূহ আকাশে স্থিরতা লাভ করিতে পারিলে চন্দ্রমণ্ডল কলঙ্কমুক্ত হইতে পারিত[৫]।" এই সময়ে অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের সাহায্যে বিজয়সেন

(২) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০, ১৩৯।

(৩) গৃহ্লাতি স্ম করং ভূমের্গঙ্গাগোতমগঙ্গয়োঃ।
মধ্যে পঞ্চৎসু বীরেষু প্রৌঢ়ঃ প্রৌঢ়ঃ স্ত্রিয়া ইব ॥২২
—দ্বিতীয় নরসিংহের তাম্রশাসন—Journal of the Asiatic Society of Bengal; 1896. pt. I, p. 239.

(৪) আরম্যানগরাৎ কলিঙ্গজবলপ্রত্যুগ্রভগ্নাবৃতি
প্রকারায়ততোরণপ্রভৃতিতো গঙ্গাতটস্থাত্ততঃ।
পার্থাস্ত্রৈর্যুধি জর্জ্জরীকৃতনমদ্রাধেয়গাত্রাকৃতি-
র্মন্দারাধিপতির্গতো রণভুবো গঙ্গেশ্বরানুক্রতঃ ॥৩০ —Ibid, p. 241.

(৫) যস্যানুত্তরবঙ্গসঙ্গরজয়ে নৌবাটহীহীরব
ত্রস্তৈর্দ্দিক্করিভিশ্চ যন্নচলিতং চেন্নাস্তি তদ্গম্যভূঃ।
কিঞ্চোৎপাতুককেনিপাতপতনপ্রোৎসর্পিতৈঃ শীকরৈ
রাকাশে স্থিরতাকৃতা যদি ভবেৎ স্যান্নিষ্কলঙ্কঃ শশী ॥১১
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩০।

বোধ হয় উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া অধিকার করিয়াছিলেন। ইহার পরে পাল-রাজগণ আর কখনও দক্ষিণবঙ্গে অধিকার বিস্তার করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। এই সময়ে "পূর্ব্বদিগ্বিভাগে বহুমান প্রাপ্ত তিঙ্গ্যদেব নৃপতির বিদ্রোহ-বিকার শ্রবণ করিয়া গৌড়েশ্বর তাঁহার রাজ্যে এইরূপ বিপুলকীর্ত্তি সম্পন্ন বৈদ্যদেবকে নরেশ্বর পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন[৬]।" বৈদ্যদেব কামরূপ-রাজকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। "সাক্ষাৎমার্ত্তণ্ডবিক্রম বিজয়শীল সেই বৈদ্যদেব আপন তেজস্বী প্রভুর আজ্ঞাকে মাল্যদানের ন্যায় মস্তকে ধারণ করিয়া কতিপয় দিবসের দ্রুত রণযাত্রার অবসানে নিজভুজবিমর্দ্দনে সেই অবনীপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিবার পর, তদীয় রাজ্যে মহীপতি হইয়াছিলেন[৭]। কুমারপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পরে পরলোকগমন করিয়াছিলেন, কারণ সন্ধ্যাকরনন্দী 'রামচরিতে' একটিমাত্র শ্লোকে তাঁহার রাজত্বকালের বিবরণ শেষ করিয়াছেন[৮]। কুমারপাল-দেব বোধ হয় এক বা দুই বৎসর গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তৎপুত্র তৃতীয় গোপালদেব গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া-ছিলেন। তৃতীয় গোপালদেব বোধ হয় অতি অল্পকাল সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং শৈশবেই গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন[৯]। কুমারপাল

(৬) এতাদৃশোহরিহরিভুবিসৎকৃতস্য
শ্রীতিম্‌গ্যদেবনৃপতের্ব্বিকৃতিং নিশম্য।
গৌড়েশ্বরেণ ভুবি তস্য নরেশ্বরত্বে
শ্রীবৈদ্যদেব উরুকীর্ত্তিরিয়ং নিযুক্তঃ ॥১৪ —গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩১।

(৭ স্রজমিব শিরস্যাদায়াজ্ঞাং প্রভোরুরু তেজসঃ
কতিপয়দিনৈর্দ্দত্বা জিষ্ণুঃ প্রয়াণমসৌদ্রুতং।
তমবনীপতিং জিত্বা যুদ্ধে বভূব মহপতি
র্নিজভুজপরিস্পন্দৈঃ সাক্ষাদ্দিবস্পতিবিক্রমঃ ॥১৪
—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৩১।

(৮) অথ রক্ষতা (?) কুমারোদিতপৃথ্‌পরিপন্থিনা খবপ্রমদঃ।
রাজ্যমুপভুজ্য ভরস্য স্বস্থরগামদ্দিবং তনুত্যাগাৎ ॥ —রামচরিত, ৪।১১।

(৯) অপি শ [illegible] স্যোপয়াম্গোপালঃ স্বর্জগাম তৎস্নুঃ।
হন্তঃ কুন্তীনন্দনয়স্তেত্যা সাংরিকমেতৎ ॥ রামচরিত, ৪।১২।

দেবের মহিষী অথবা অন্য কোন পুত্রের নাম অদ্যাবধি জানিতে পারা যায় নাই এবং তাঁহার কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনও অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তৃতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে রামপালদেবে কনিষ্ঠপুত্র মদনপাল গৌড়-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন[১০]। মদনপালদেব বোধ হয় শিশু ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ প্রশস্ত করিয়াছিলেন। তৃতীয় গোপালদেবের রাজ্যকালের একখানি শিলালিপি শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় কর্ত্তৃক রাজসাহী জেলার অন্তর্গত মান্দাগ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে[১১]। ইহা এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। শিল্পীর অসাবধানতার জন্য এই শিলালিপিটি ভ্রম পরিপূর্ণ এবং ইহার অনুবাদ করা অসম্ভব।

মদনপালদেবের রাজত্বকালে পাল-সাম্রাজ্য, মগধ ও উত্তরবঙ্গে সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। মগধের পূর্ব্বাংশ মাত্র এই সময়ে গৌড়েশ্বরের অধীন ছিল। তৃতীয় গোপালদেবের মৃত্যুর পরে বৈদ্যদেব কামরূপের স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন। তাঁহার চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা সম্পাদনকালে তিনি পরমমাহেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত রাঢ় ও বঙ্গ বিজয়সেনের হস্তগত হইয়াছিল। বিজয়সেন ক্রমে গঙ্গাপার হইয়া বরেন্দ্রীর দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত উমাপতিধর রচিত বিজয়সেনের প্রশস্তিতে তৎকর্ত্তৃক গৌড়েশ্বরের পরাজয়ের উল্লেখ আছে[১২]। বিজয়সেন বোধ হয় মদনপালদেবের

(১০) তদনুমদনদেবীনন্দনশ্চন্দ্রগৌরৈ
শ্চরিতভুবনগর্ভৈঃ প্রাংশুভিঃ কীর্ত্তিপুরৈঃ।
ক্ষিতিমচরতাতস্তস্য সপ্তাব্দিদায়ী
মমৃতমদনপালো রামপালাত্মজন্মা ॥ ১৮ —গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫২।

(১১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৯শ ভাগ পৃঃ ১৫৫।

(১২) ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়নিগূঢ়রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥২০
—Epigraphia Indica, vol. I. p. 309.

অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পরবর্ত্তী সময়ে সমগ্র বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিয়াছিলেন এবং পাল-রাজগণকে কিয়ৎকালের জন্য তাঁহাদিগের পিতৃভূমি বরেন্দ্রী হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। মদনপাল এই সকল যুদ্ধে কান্যকুব্জের গাহড়বাল রাজবংশের রাজগণের নিকটে সাহায্য লইয়াছিলেন[১৩]। কোন্ সময়ে, কিরূপে মদনপালের রাজ্যবসান হইয়াছিল এবং তাঁহার কোন বংশধর পাল-সাম্রাজ্যের কোন অংশের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায় অদ্যবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। মদনপালদেবই বোধ হয় পাল-রাজবংশের শেষ রাজা। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে গোবিন্দপাল নামক একজন নরপতি কিয়ৎকালের জন্য মগধের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেন-রাজগণের আক্রমণে তাঁহার অধিকারের অধিকাংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী অধ্যায়ে মুসলমান-বিজয়-প্রসঙ্গে গোবিন্দপালের রাজত্বের কথা আলোচিত হইবে[১৪]।

মদনপালদেবের একখানি তাম্রশাসন ও দুইখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মদনপাল তাঁহার অষ্টম রাজ্যাঙ্কে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী কোটীবর্ষবিষয়ে কাষ্ঠগিরি (?) গ্রাম, মহারাজ্ঞী পট্টমহাদেবী চিত্রমতিকাকে মহাভারত পাঠ করিয়া শুনাইবার দক্ষিণাস্বরূপ চম্পাহিটিনিবাসী বটেশ্বরস্বামী-শর্ম্মা-নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়া ছিলেন[১৫]। মদনপালদেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে একটি ষষ্ঠীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল[১৬]। এই মূর্ত্তিটি বিহার নগরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। তাঁহার ঊনবিংশ রাজ্যাঙ্কে আর একটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; এই মূর্ত্তিটি মুঙ্গের জেলায় জয়নগর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল[১৭]। কিন্তু এই দুইটি মূর্ত্তির একটিরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(১৩) সিংহীসুতবিক্রান্তেনাজ্জুনধাম্না ভুবঃ প্রদীপেন।
কমলাবিকাশভোষজভিষজা চন্দ্রেণ বন্ধুনোপেতাম্।—রামচরিত, ৪।২০

(১৪) গোবিন্দপালের রাজত্বকালের ঘটনাসমূহ সম্বন্ধে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

(১৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ১৫৪।

(১৬) Cunningeam, Archaeological Survey Reports, vol. III, p. 124 no. 16.

(১৭) Ibid, p, 125. No. 17. XLI.

সেন-বংশীয় রাজগণের পূর্ব্বপুরুষ কোন্ সময়ে বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। তাঁহাদিগের তাম্রশাসন ও শিলালিপিসমূহে সর্ব্বপ্রথমে সামন্তসেনের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত খোদিতলিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাঁহারা চন্দ্র-বংশীয় কর্ণাটদেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন[১৮]। সেন বংশীয় রাজগণের খোদিত লিপিমালায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, পূর্ব্বকালে চন্দ্রবংশে বীরসেন নামক একজন রাজা ছিলেন[১৯] তাঁহা ; বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সামন্তসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশীয়গণ রাঢ়দেশে বাস করিতেন। কাটোয়ার নিকটে সীতাহাটী গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লালসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, "তাঁহার (সেই চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধবংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; তাঁহারা বিশ্বনিবাসিগণকে নিরন্তর অভয়দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন, এবং ধবল কীর্ত্তিতরঙ্গে আকাশতলকে বিধৌত করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচারপালনখ্যাতিগর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ় দেশকে অননুভূতপূর্ব্ব প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।"

"তাঁহাদিগের বংশে প্রবলপ্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধার, শত্রুসেনাসাগরে প্রলয়তপন, সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি

(১৮) পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিতগুণগণে বীরসেনস্য বংশে
কর্ণাটক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
কৃত্বা নির্ব্বীরমুর্ব্বীতলমধিকতরাস্তু পাতা নাকনদ্যাং
নির্ম্মিক্তো যেন যুধ্যদ্রিপুরুধিরকণাকীর্ণধারঃ কৃপাণঃ ॥

—Jouroal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. V, New Series, p 471,

(১৯) বংশে তস্যামরস্ত্রীরিতত্তরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য-
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ।
পরাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥৪।

—Epigraphia Indica, vol. I, p. 307.

কীর্ত্তিজ্যোৎস্নায় সমুজ্জল শোভা প্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদবনের উল্লাস-লীলাসম্পাদক শশধররূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহপাশবিদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি-প্রতিষ্ঠায় শ্রীপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন[২০]।"

রাজসাহী জেলায় দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সামন্তসেন কর্ণাটলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে একাকী নিহত করিয়াছিলেন[২১]। সামন্তসেন বৃদ্ধবয়সে গঙ্গাতীরে হোমধুম-সুগন্ধী ঋষিগণের বাসস্থানে বিচরণ করিতেন[২২]। সামন্তসেনের কোন খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পত্নীর নামও সেন-রাজগণের কোন খোদিতলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় নাই। সামন্তসেনের পুত্রের নাম হেমন্তসেন। হেমন্তসেন সম্বন্ধে দেবপাড়ার শিলালিপিতে কথিত আছে যে, তিনি "নিজভুজ মদমত্ত অরাতি" গণকে বিনাশ করিয়াছিলেন[২৩]।

(২০) সাহিত্য, ২২শ বর্ষ, ১৩১৮, পৃঃ ৫৭৬।

(২১) দুর্ব্বৃত্তনাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তা দৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদদ্যাপ্যবিহতবসামাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥৮

— Epigraphia Indica, vol. I, p. 308.

(২২) উদগন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতাখিন্নবৈখানসস্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিতব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কান্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যাপুণ্যাশ্রমাণি ॥৯ Ibid.

(২৩) অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীমাদম্মান্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদনবসানোত্তিন্ননির্ম্মিক্তত্তদ্গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥১০

—Ibid.

তাঁহার পত্নীর নাম যশোদেবী। হেমন্তসেনের কোন খোদিতলিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দেবপাড়ার শিলালিপি এবং বল্লালসেনের তাম্রশাসনে সামন্ত এবং হেমন্তসেনের পূর্ব্বোক্ত পরিচয় অবগত হওয়া যায়। হেমন্তসেনের পুত্রের নাম বিজয়সেন [২৫]। পূর্ব্বে মদনপাল ও ভোজবর্ম্মদেবের রাজত্বকালের ঘটনা প্রসঙ্গে বিজয়সেনের কথার অবতারণা করিতে হইয়াছে। সেন রাজবংশের খোদিতলিপিমালা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, বিজয়সেনই সেন রাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। অনুমান হয় যে, বিজয়সেনের প্রথমে রাঢ়দেশের অংশবিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ়দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকল-রাজ অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন বিজয়সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তররাঢ়া ও দক্ষিণরাঢ়া তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। বিজয়সেনই বোধ হয় পূর্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। পালবংশীয় গৌড়েশ্বরগণের সহিত সেনবংশীয় রাজগণের প্রীতিবন্ধন ছিল না, কারণ রামপাল যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া সাহায্য ভিক্ষার জন্য দেশভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেনরাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ দমনে যোগদান করিলে

(২৪) মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুর বধূ-
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥১৪

—Epigraphia Indica, vol. I, pp. 308–309.

(২৫) তস্মাদভূদখিলপার্থিবচক্রবর্ত্তী নির্ব্ব্যাজবিক্রমতিরস্কৃতসাহসাঙ্কঃ।
দিক্‌পালচক্রপুটভেদনগীতকীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্বিজয়সেনপদপ্রকাশঃ ॥৭

—বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ১৩১৭, পৃঃ ২৩৫।

—Epigraphia Indica, vol. XIV, p. 156-160.

সন্ধ্যাকরনন্দী অবশ্যই রামচরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেন। দানসাগর নামক স্মৃতিনিবন্ধের মতে বিজয়সেন প্রথমেই বরেন্দ্র দেশের অধিপতি ছিলেন[২৬], কিন্তু শিলালিপি বা তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে এই কথা সমর্থিত হয় না। রাঢ় ও বঙ্গ অধিকৃত হইলে বিজয়সেন পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, গৌড়েশ্বর বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন[২৭]। মদনপালের অষ্টম রাজ্যাঙ্কের পর বোধ হয় সমগ্র বরেন্দ্রভূমি বিজয়সেনের করতলগত হইয়াছিল। দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গবিজয়ের পরে বিজয়সেন নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন[২৮]। এই সময়ে কে কামরূপের সিংহাসনে আসীন ছিলেন তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। বল্লভদেবের পিতামহ রায়ারিদেব[২৯] ত্রৈলোক্যসিংহ বোধ হয় তখনও কামরূপে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই। এই সময়েও কলিঙ্গদেশ অনন্ত-বর্ম্মা চোড়গঙ্গদেবের অধিকারে ছিল[৩০]। তাঁহার গৌড়াভিযানের পরে বোধ হয় উৎকল-রাজ দ্বিতীয়বার রাঢ় আক্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেই সময়ে বোধ হয় বিজয়সেন তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত নান্যদেব মিথিলার রাজা। তিনি মিথিলার কর্ণাটক রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। নেপালের রাজা জয়প্রতাপমল্লের শিলালিপিতে নান্যদেব কর্ণাটক রাজবংশের প্রথম রাজা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন[৩১]। নেপাল-রাজগণের বংশাবলীতে কর্ণাটক রাজ-

---

(২৬) "তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীৎ বরেন্দ্রে।"—গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬০।

(২৭) Epigraphia Indica, vol. I, p. 309, verse 20.

(২৮) শূরং মন্য ইবাসি নান্য কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্রমঃ॥ —Ibid, verse 21.

(২৯) Epigraphia Indica, vol. V, p. 183.

(৩০) Ibid, vol. VIII, app. I, p. 17. List no. 22.

(৩১) Indian Antiquary, vol. IX, p. 188; vol. XIII, p. 418.

বংশের তালিকায় সর্বপ্রথমে নান্যদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়৩২। বার্লিনের প্রাচ্যবিদ্যানুশীলন সমিতির গ্রন্থাগারে ১০১৯ শকাব্দে (১০৯৭ খৃষ্টাব্দে) নান্যদেবের রাজত্বকালে লিখিত একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে৩৩। ইহা হইতেও প্রমাণ হয় যে, মিথিলা-রাজ নান্যদেব বিজয়সেনের সমসাময়িক ব্যক্তি৩৪। বীর, গোবর্দ্ধন বা রাঘব নামধেয় রাজগণের কোন পরিচয় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তীরভুক্তি বা মিথিলা জয় করিয়া বিজয়সেন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ জয় করিবার জন্য নৌবিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন৩৫। বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই কান্যকুব্জ-রাজ চন্দ্রদেব অথবা তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিয়াছিলেন। বিজয়সেন শূরবংশের দুহিতা বিলাসদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম বল্লালসেন। বিজয়সেন অন্যূন পঞ্চত্রিংশ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন, কারণ তাঁহার ৩২শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয়সেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন এবং বিলাসদেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র বল্লালসেন পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেনদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিখানি পূর্ব্বোক্ত দেবপাড়ার শিলালিপি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হ্রদ খনন করাইয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে এই বৃহৎ হ্রদতীরে পাষাণনির্ম্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর

(৩২) **Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in University Library, Cambridge, p. XV.**

(৩৩) **Pischel. Katalog der Bibliothek der Deutschen Morgen Indischen Gesellschaft, vol. II, p. 8.**

(৩৪) সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত কাশীপ্রসাদ জায়সবাল আমাকে জানাইয়াছেন যে, বিহার-প্রদেশে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে নান্যদেবের একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

(৩৫) পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্ত যাবদ্গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্কলগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥২২

—**Epigraphia Indica, vol. I, p. 309.**

মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ কবি উমাপতিধর কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী-চূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল৩৬, বিজয়সেনের তাম্রশাসনখানি কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। অনেক বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রব্যক্তি ইহা পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোদ্ধার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াও আমাকে উহার উদ্ধৃতপাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই। এখন শুনিতেছি, ইহা স্যুমেকার (Schumacher) নামক জনৈক বিদেশীয় ভদ্রলোকের সম্পত্তি৩৭। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পূর্বচক্রের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডঃ ডি. বি. স্পুনার এই তাম্রশাসনের একখানি চিত্র আমাকে প্রেরণ করিয়া আমার উদ্ধৃতপাঠ প্রকাশ করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন। তদনুসারে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পরে আমি এই তাম্রশাসনের পাঠ প্রকাশ করিয়াছি। এই তাম্রশাসন-খানির দ্বারা বিজয়সেনদেব তাঁহার মহিষী বিলাসদেবীর কনকতুলাপুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাসসম্ভোগভাট্টবড়াগ্রামে চারিটি পাটক, মধ্যদেশের কান্তিযোঙ্গিবিনির্গত রত্নাকরদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, বৃহস্করদেবশর্ম্মার পৌত্র, ভাস্করদেবশর্ম্মার পুত্র, বাৎসগোত্রীয়, ঋগ্বেদের আশ্বলায়ন-শাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয়করশর্ম্মাকে তাঁহার দ্বাত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন "বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে" প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা৩৮।

(৩৬) Epigraphia Indica, vol. I, P, 311.

(৩৭) Epigraphia Indica, vol. XV, p. 278 অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক পরে এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার মতানুসারে ইহা বিজয়সেনের ৬২ রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। সাহিত্য, ৩১শ ভাগ, ১৩২৮, পৃঃ ৮১-৯৭।

(৩৮) অভবৎ বিলাসদেবী শূরকুলাম্ভোধিকৌমুদী তস্য।
নয়নযুগমঞ্জুখঞ্জনবিহারকেলীস্থলীমহিষী ॥৭

—Epigraphia Indica, vol. XV, p. 283.

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্দ্ধারিত হয় নাই। কুলশাস্ত্রসমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বল্লালসেন কৌলীন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেন তাঁহাদিগের তাম্রশাসনসমূহে নবপ্রচলিত আভিজাত্য-বিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই এবং শাসনগ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখকালেও তাঁহাদের নূতন পদমর্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্যপ্রথা বল্লালসেন কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ জন্মে। বল্লালসেন 'দানসাগর' নামক স্মৃতির নিবন্ধ ৩৮ ও 'অদ্ভুতসাগর' ৩৯ নামক জ্যোতিষের নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থদ্বয়ের কোন কোন পুঁথিতে বল্লালসেনের কালবাচক এক বা ততোধিক শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় ৪০। এই শ্লোকদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১০৯০ শকাব্দে (১১৬৮ খৃষ্টাব্দে) 'দানসাগর' রচিত হইয়াছিল৪১ এবং ১০৯১ শকাব্দে 'অদ্ভুতসাগর' সমাপ্ত হইয়াছিল৪২ অদ্যাবধি 'দানসাগর' ও 'অদ্ভুতসাগরের' যে সমস্ত পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে তন্মধ্যে কতকগুলিতে এই শ্লোকদ্বয় দেখিতে পাওয়া যায় না৪৩। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই শ্লোকদ্বয় পরবর্ত্তীকালে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র বসু৪৪, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ৪৫ ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী৪৬ এই মানবাচক শ্লোকগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করেন না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার৪৭, শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার৪৮

---

(৩৮) Mahamahopadhyaya Haraprasad Shastri's Notices of Sanskrit Manuscripts, Second Series, vol. I, p. 170.

(৩৯) Report on the Search of Sanskrit Manuscripts in the Bombay Presidency, 1887-91, p. LXXXV.

(৪০) Journal of the Asiatic society of Bengal, 1896, pt. I, p. 23.

(৪১) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. IX, p. 274.

(৪২) Ibid, p. 275.

(৪৩) Ibid, pp. 275-76.

(৪৪) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ৩২১।

(৪৫) গৌড়লেখমালা, পৃঃ ৬২।

(৪৬) Indian Antiquary, 1912, p. 167.

(৪৭) Ibid, 1913, p. 185.

(৪৮) Ibid, vol. XLVIII. 1919, pp. 171-76.

ও স্বর্গগত ডাক্তার হর্ণলি৪৯ আমার মত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু স্বীকার করেন যে, এই শ্লোকগুলিতে গোল আছে। "কিন্তু ঐ শকাঙ্ক দুইটি সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে, যদি ১০৯০ শকে বৃদ্ধ বল্লালসেন প্রিয়পুত্র লক্ষ্মণসেনকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া থাকেন ও 'অদ্ভুতসাগর' অসম্পূর্ণ রাখিয়াই মৃত্যুমুখেপতিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ১০৯১ শকে আবার 'দানসাগর' সম্পূর্ণ হইল কিরূপে ৫০"? এই সমস্যার মীমাংসা করিবার জন্য বসুজ মহাশয়কে বলিতে হইয়াছে, তাঁহার গুরুদেব অনিরুদ্ধভট্টই তাঁহার হইয়া 'দানসাগর' সমাধা করেন। বলা বাহুল্য, প্রমাণাভাবে এই কথা স্বীকার করা উচিৎ নহে। বল্লালসেনের রাজত্বকালের দুইটি খোদিতলিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়ার নিকটে সীতাহাটী গ্রামে একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ইহাই বল্লালসেনের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেব তাঁহার একাদশ রাজ্যাঙ্কে রাজ-মাতা-বিলাসদেবীর সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে হেমাশ্বমহাদানের দক্ষিণাস্বরূপ বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী উত্তর-রাঢ়ামণ্ডলে বাল্লহিট্টগ্রাম বরাহ দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র ভদ্রেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রীয় সামবেদী কৌথুমশাখাচরণানুষ্ঠায়ী শ্রীশ্রীশ্রীবাসুদেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন৫১। এই তাম্রশাসনখানি এক্ষণে কলিকাতার চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। বল্লালসেন ১১১৮ অথবা ১১১৯ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। বল্লালসেনের রাজত্বকালে হরিঘোষ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

১১১৯ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষণসেন গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম রামদেবী, মাধাইনগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রামদেবী চালুক্যবংশের দুহিতা৫২।

---

(৪৯) ডাক্তার হর্ণলি ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী তারিখে লিখিতপত্রে আমার মত সমর্থন করিয়াছেন। এই পত্রের কিয়দংশ পরিশিষ্টে মুদ্রিত হইল।

(৫০) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ৩২২।

(৫১) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২৩৭-৩৮; Epigraphia Indica, vol. XIV, pp. 156-63.

(৫২) ধরাধরান্তঃপুরমৌলিকরত্ন চালুক্যভূপালকুলেন্দুলেখা।
তস্য প্রিয়াভূদ্বহমানভূমির্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী॥
—Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. V, p. 472.

লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে কান্যকুব্জের গাহড়বালবংশীয় রাজগণ মগধ আক্রমণ করিয়া অধিকার করিয়াছিলেন। পালরাজবংশের শেষ নরপতিগণ সম্ভবতঃ পিতৃভূমি বরেন্দ্রী হইতে তাড়িত হইয়া মগধে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ অনুমানের বিশেষ কারণ আছে, কারণ গোবিন্দপাল নামক জনৈক পালোপাধিধারী রাজা খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে মগধে রাজত্ব করিতেন৫৩। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, কান্যকুব্জের গাহড়বালবংশের রাজগণের সহিত মদনপালদেবের বন্ধুত্ব ছিল। সম্ভবতঃ মদনপালদেবের অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী, সেনবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক গৌড়ের অধিকারচ্যুত হইলে মদনপাল ও তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্র তাঁহাদিগকে সেন-রাজগণের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য অথবা পিতৃরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য সসৈন্য মগধ ও বঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের প্রমাণ তাঁহার দুইখানি তাম্রশাসন হইতে পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রদেব ১১১৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কান্যকুব্জের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন৫৪ রাজ্যাভিষেকের প্রথম ত্রয়োদশ বৎসর মধ্যে মগধের অধিকাংশ তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, কারণ ১১৮৩ বিক্রমাব্দে তিনি মগধদেশের একখানি গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন। উক্তবর্ষের জ্যৈষ্ঠমাসের কৃষ্ণা একাদশীতে গোবিন্দচন্দ্রদেব, রবিবাসরে, কান্যকুব্জে গঙ্গাস্নান করিয়া মণিঅরি পত্তলায় অবস্থিত পাদোলি ও গুণাবে গ্রাম গণেশ্বর শর্ম্মা নামক কাশ্যপগোত্রীয় জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন৫৫। এই তাম্রশাসনখানি এক্ষণে পাটনা জেলায় জনৈক ব্রাহ্মণের নিকট আছে। অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার আমাকে ইহার একখানি চিত্র প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনে উল্লিখিত মণিঅরি এবং গঙ্গা ও শোণের

(৫৩) Cunningham's Archaeological Survey Reports, vol. III, p. 125, pl. XXXVIII, No. 18.

(৫৪) Epigraphia Indica, vol. VIII, App. I, p. 13, list No. 12.

(৫৫) অধ্যাপক স্যার যদুনাথ সরকার আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, এই তাম্রশাসনখানি সত্বর এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার এম, এ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন।—(Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, vol. XVIII, 1922, pp. 81-84) তৎপূর্ব্বে পাণ্ডেয় রামাবতার শর্ম্মা ইহা Journal of the Bihar & Orissa Research Society, নামক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। vol. II, pp. 441-47.

সপ্তমস্থলে অবস্থিত বর্তমান মনের বা মুনের গ্রাম অভিন্ন। মুসলমান বিজয়কালে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার তাঁহার ভিওয়ালি গ্রামের জায়গীরে থাকিয়া মনের ও বিহার লুণ্ঠন করিতে আসিতেন। ১২০২ বিক্রমাব্দে গোবিন্দচন্দ্র অঙ্গদেশের কিয়দংশ পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়ায় গোবিন্দচন্দ্রদেব মুদ্গিরিতে গঙ্গাস্নান করিয়া জনৈক ব্রাহ্মণকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন৫৬। এই তাম্রশাসনদ্বয় গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক মগধ ও অঙ্গ অধিকারের স্পষ্ট প্রমাণ। গোবিন্দচন্দ্র বোধ হয় পালবংশীয় নরপালগণের সাহায্যার্থে মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশ অধিকৃত হইলে তিনি উহা পাল-রাজগণকে প্রত্যর্পণ করেন নাই। লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনদ্বয়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, লক্ষ্মণসেন বারাণসীতে এবং প্রয়াগে জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন৫৭। বোধ হয় মগধে কান্যকুব্জরাজ্যের সহিত যুদ্ধের সময়ে লক্ষ্মণসেন বারাণসী ও প্রয়াগ অবধি অগ্রসর হইয়াছিলেন। মাধাই নগরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তিনি প্রথম যৌবনে কলিঙ্গের অঙ্গনাগণের সহিত কেলি করিয়াছিলেন৫৮। এতদ্বারা বোধ হয় সূচিত হইতেছে যে, লক্ষ্মণসেন এক সময়ে কলিঙ্গদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। মাধাইনগরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে, তিনি কামরূপ জয় করিয়াছিলেন৫৯। লক্ষ্মণসেনের মহিষীর

---

(৫৬) Epigraphia Indica, vol. VII, p. 98.

(৫৭) বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্ম্মুসলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি ॥১২
—Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 11.

(৫৮) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. V, p. 473.

(৫৯) Ibid. এই তাম্রশাসনেও লক্ষ্মণসেনের সহিত কাশী-রাজের যুদ্ধের কথা উল্লিখিত আছে; "যেনাসৌ কাশীরাজঃ সমরভুবি জিতা......।"

নাম তান্দ্রাদেবী বা তাড়াদেবী৬০। ইহার গর্ভে লক্ষ্মণসেন দুই পুত্র উৎপাদন করিয়াছিলেন। ইহাদিগের নাম বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন এবং ইহারা যথাক্রমে লক্ষ্মণসেনদেবের মৃত্যুর পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বের শেষভাগে মগধ সেন-রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল, কারণ বুদ্ধগয়ায় দুইখানি শিলালিপিতে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেককালে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে৬১। তাঁহার রাজত্বের শেষভাগে গোবিন্দপালদেব নামক জনৈক রাজা মগধের কিয়দংশের রাজা হইয়াছিলেন।

লক্ষ্মণসেনদেবের পাঁচখানি তাম্রশাসন ও একটি মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাঁহার রাজত্বকালের তৃতীয় বর্ষে ভাদ্রমাসের তৃতীয় দিবসে তিনি হেমাশ্বরথ দানের দক্ষিণা-স্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্রমণ্ডলে বেলহিষ্টীগ্রাম "শ্রীমদ্বিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে" [illegible] নামক জনৈক ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়াছিলেন৬২। দিনাজপুর জেলায় তর্পণদীঘি গ্রামে এই তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল এবং ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্রমাসের নবম দিবসে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তঃপাতী ব্যাঘ্রতটী গ্রাম কৌশিক গোত্রীয় যজুর্ব্বেদীয় রঘুদেবশর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসনখানি নদীয়া জেলার আনুলিয়া গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় ইহা ক্রয় করিয়াছেন৬৩। পাবনা জেলার অন্তর্গত মাধাইনগর গ্রামে লক্ষ্মণসেনদেবের তৃতীয় তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনের শেষাংশ ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় ইহা কোন্ বর্ষে সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। এতদ্বারা লক্ষ্মণসেন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-ভুক্তির অন্তঃপাতী বরেন্দ্রমণ্ডলে কিঞ্চিত ভূমি কৌশিক গোত্রীয় গোবিন্দদেবশর্ম্মাকে

(৬০) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, pt. I, p. 11.

(৬১) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৪-২১৬;
—Epigraphia Indica, vol. XII. pp. 27-30.

(৬২) বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২৩৮-৪০; Epigraphia Indica, vol. XII, pp. 6-10.

(৬৩) ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম পর্য্যায়, ১ম ভাগ, পৃঃ ২৮৭-৯০।

প্রদান করিয়াছিলেন৬৪। লক্ষ্মণসেনদেবের চতুর্থ তাম্রশাসনখানি সুন্দরবনে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ৺রামগতি ন্যায়রত্ন ইহার আংশিক পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন৬৫। এখন আর ইহার সন্ধান পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণসেনদেবের পঞ্চম তাম্রশাসনখানি চব্বিশপরগণা জেলার গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ ইহার পাঠ বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে পাঠ করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহার উদ্ধৃত পাঠ অদ্যাবধি প্রকাশিত হয় নাই ; লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বঙ্গে 'অধিকৃত' নারায়ণ কর্ত্তৃক একটি পাষাণময়ী চণ্ডী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল৬৬।

লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে সেন-রাজবংশের চরম উন্নতির সময়। ধোয়ী, জয়দেব, প্রভৃতি কবিগণ তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করিতেন। লক্ষ্মণসেন স্বয়ং সুকবি ছিলেন। তাঁহার অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত 'সদুক্তি কর্ণামৃতে' তাঁহার রাজত্বকালের কবিগণের বহু শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় রামপালদেবের রাজত্বকাল হইতে গৌড়ীয় ভাস্কর শিল্পের পুনরুন্নতি আরম্ভ হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌড়ীয়-শিল্প উন্নতির অতি উচ্চ সোপানে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শনগুলি প্রথম পাল-সাম্রাজ্যের শিল্প নিদর্শনসমূহের সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদের প্রায় ত্রিংশৎ বর্ষকাল গৌড়-সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

লক্ষ্মণসেনদেবের রাজ্যাভিষেককাল হইতে একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ইহা 'লক্ষ্মণাব্দ' 'লক্ষ্মণ সংবৎ' বা 'ল সং' নামে পরিচিত। মুসলমান-বিজয়ের পরে এই অব্দ বহুকাল মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং শুনিতে পাওয়া

(৬৪) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New. Series. vol. V, pp. 471-75.

(৬৫) ৺রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব'।

(৬৬) Journal & Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. IX, p. 290, pl. XXII—XXIV ;

যায় যে, বর্ত্তমান সময়েও ইহা সময়ে সময়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় ডঃ কিলহর্ণ গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, এই অব্দ ১১১৮-১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে৬৭। ডঃ কিলহর্ণের মতই ইহার মধ্যে সমীচীনতর বলিয়া বোধ হয়। এই অনুসারে লক্ষ্মণসেনদেবের অভিষেককাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছে৬৮। দ্বিতীয় মত, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল; চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, সামন্তসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছে৬৯। তৃতীয় মত, তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার, লামা তারনাথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদনুসারে লক্ষ্মণাব্দ হেমন্তসেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে গণিত হইতেছে৭০। চতুর্থ মত, ভিন্সেট স্মিথ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, তদনুসারে বিজয়সেনের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইতেছে৭১। পঞ্চম মতানুসারে লক্ষ্মণাব্দ দুইটি, প্রথমটি ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইয়াছে এবং দ্বিতীয়টি মুসলমান বিজয়কাল হইতে, অর্থাৎ ১২০০ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইয়াছে। রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ৭২, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু৭৩, ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী৭৪ এই মতের প্রবর্ত্তক। ভট্টশালী মহাশয় বলেন যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দ বর্ত্তমান সময়ে পরগণাতিসন নামে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে৭৫। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন মতের নিরসন অতি সহজ। যে অব্দের নাম লক্ষ্মণাব্দ, তাহা লক্ষ্মণ-সেনের কোন পূর্ব্ব

(৬৭) Indian Antiquary, vol. XIX, p. 1.

(৬৮) Ibid.

(৬৯) Journal and Proceeding of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. I, p. 50.

(৭০) Early History of India, 3rd Edition, p. 413.

(৭১) Ibid, pp. 418-19.

(৭২) গৌড়রাজমালা, পৃঃ ৬৪।

(৭৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড), পৃঃ ৩৫১-৫২।

(৭৪) Dacca Review, 1912, pp. 83-93.

(৭৫) Ibid, p. 90; Indian Antiquary, vol. XLI, 1912, pp. 167-69.

পুরুষ কর্ত্তৃক প্রচলিত হইতে পারে না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে কোন রাজবংশের কোন উত্তরপুরুষ, পূর্ব্বপুরুষ প্রচলিত অব্দ স্বনামে পুনঃ প্রচলিত করেন নাই। সুতরাং প্রমাণাভাবে লক্ষ্মণাব্দকে সামন্তসেন, হেমন্তসেন, বিজয়সেন অথবা বল্লালসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ বলা যাইতে পারে না। যাঁহারা ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতে যাইয়া পূর্ব্ব সংস্কার পরিত্যাগ করিতে ক্লেশানুভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তিত একাধিক লক্ষ্মণাব্দের অস্তিত্ব সম্বন্ধে অধিক কথা বলা উচিত নহে। আর্য্যাবর্ত্ত বা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে এক রাজা কর্ত্তৃক একাধিক অব্দ প্রচলনের একটিও দৃষ্টান্ত অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। কোন রাজ্য ধ্বংসের কাল হইতে একটি অব্দ গণিত হইবার দৃষ্টান্তও ভারতের ইতিহাসে নাই এবং ইহা সম্ভবপর বলিয়া বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর বিশ্বাস আছে—বর্ত্তমান সময়ে ইহা দেখিলেও দুঃখিত হইতে হয়। গৌপ্তাব্দের প্রকৃত কাল নির্দ্ধারিত হইবার পূর্ব্বে যাঁহারা মনে করিতেন যে, গুপ্ত-বংশ ধ্বংসের কাল হইতে গৌপ্তাব্দ গণিত হইতেছে, তাঁহারা পরিশেষে কিরূপ পরিহাসাস্পদ হইয়াছিলেন তাহা সকলেরই স্মরণ রাখা উচিৎ।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কোন সময়ে মহামণ্ডলিক উপাধিকারী কায়স্থ অথবা গোপ জাতীয় সামন্ত-রাজগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। দিনাজপুর জেলার রাজ-এষ্টেটের দপ্তরখানায় বহুকাল হইতে একখানি তাম্রশাসন সযত্নে রক্ষিত হইতেছে। মালদোয়ার রাজ-এষ্টেট ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার কোর্ট-অব-ওয়ার্ডসের অধীন হইবার সময়ে এই তাম্রশাসনখানিও তালিকাভুক্ত হইয়াছিল[৭৬]। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, রাঢ়দেশের অধিপতির পুত্র ধূর্ত্তঘোষ, তাঁহার পুত্রের নাম শ্রীবালঘোষ, বালঘোষের পুত্রের নাম ধবলঘোষ। সদ্ভাব্য নাম্নী পত্নীর গর্ভে ধবলঘোষের ঈশ্বরঘোষ নামক এক পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। ঈশ্বরঘোষ ঢেক্করী হইতে পিয়োল্ল মণ্ডলান্তঃপাতী গাল্লিটিপ্যকবিষয়ে দিগ্‌ঘাসোদিয়াগ্রাম, ভার্গব গোত্রীয় ভট্ট শ্রীনিবোকশর্ম্মা নামক জনৈক যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণকে মার্গশীর্ষের সংক্রান্তিতে জটোদায় স্নান করিয়া প্রদান করিয়াছিলেন[৭৭]। এই তাম্রশাসন ঈশ্বরঘোষের পঞ্চত্রিংশ

(৭৬) সাহিত্য, ১৩২০, ২৪শ বর্ষ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬-৪৬, ১৭২-৭৮।
(৭৭) সাহিত্য, ১৩২০, ২৪শ বর্ষ, ১৭২-৭৭।

রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধার করিয়াছেন, কিন্তু তিনি ইহার কাল নির্দ্দেশ করেন নাই। তৎকর্ত্তৃক প্রকাশিত চিত্রে ইহার অক্ষর দেখিয়া বোধ হয় যে, এই তাম্রশাসনখানি বিজয়সেন অথবা বল্লালসেনের তাম্রশাসনের পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত অন্য ঈশ্বরঘোষের তাম্রশাসন সম্বন্ধে কোন কথাই বলা যাইতে পারে না।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে সেন উপাধিধারী দুইজন রাজা মগধের দক্ষিণ-ভাগে রাজত্ব করিতেন। ইঁহারা সম্ভবতঃ সেন-রাজবংশজাত এবং লক্ষ্মণসেনের রাজ্য কালে মগধ বিজিত হইলে উহার শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। পরে সেন-রাজবংশের অধঃপতনের সময়ে তাঁহারা স্বাধীনতা লাভ করিয়াও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই। এই বংশের প্রথম রাজা বুদ্ধসেন। মহাবোধি মন্দিরের প্রাঙ্গনের পাষাণাচ্ছাদনের একখানি প্রস্তর ফলকে বহু পূর্ব্বে একখানি শিলালেখ আবিষ্কৃত হইয়াছিল৭৮। ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রাজপুতানার সপাদলক্ষ দেশের অধিপতির এবং কমাদেশের রাজগুরু ভিক্ষুপণ্ডিত শ্রীধর্ম্ম-রক্ষিত যখন বুদ্ধ গয়ায় আসিয়াছিলেন তখন বুদ্ধসেনদেব পীঠী প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। ১৮১৩ বুদ্ধ-নির্ব্বাণাব্দে ধর্ম্মরক্ষিত বুদ্ধগয়ায় একটি গন্ধকুটী নির্ম্মাণে ব্যাপৃত ছিলেন৭৯। অধ্যাপক শ্রীমাননীগোপাল মজুমদার অনুমান করেন যে, বুদ্ধগয়ায় মন্দির প্রাঙ্গণের এই শিলালিপিতে উল্লিখিত বুদ্ধসেন গয়ার ১৮১৩ বুদ্ধনির্ব্বাণাব্দের শিলালিপিতে উল্লিখিত মগধ-রাজ৮০। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পর্ব্বচক্রের ভূতপূর্ব্ব সহকারী অধ্যক্ষ স্বর্গগত পণ্ডিত হরনন্দন পাণ্ডের বুদ্ধগয়া বা মহাবোধিগ্রামের তিনক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত জানিবিঘা গ্রামে এই বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেনের দান সম্বন্ধীয় একখানি

(৭৮) Cunningham's Mahabodhi, pl, XXVIII. বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, ১৩১৭, পৃঃ ২১৭; Indian Antiquary, vol. XLVIII, 1919, p. 45.

(৭৯) Ibi, vol. X, 1881, pp. 342-43.

(৮০) Ibid, 1919, vol. XLVIII, p. 416.

শিলালিপি ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে আবিষ্কার করিয়াছিলেন[৮১]। এই শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, লক্ষ্মণসেনদেবের অতীত রাজ্যের ৮৩ সম্বৎসরে কার্ত্তিক মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চদশ দিবসে পীঠী প্রদেশের অধিপতি বুদ্ধসেনের পুত্র আচার্য্য রাজা জয়সেন সপ্তঘট্টে অবস্থিত কোট্ঠলা গ্রাম হইতে শ্রীমদ্বজ্রাসনের জন্য সিংহল দেশীয় ভিক্ষুমঙ্গলস্বামীকে দান করিয়াছিলেন। এই শিলালিপি হইতে প্রমাণ হই-তেছে যে, রামচরিত[৮২] ও সারনাথে আবিষ্কৃত গাহড়্‌বাল-রাজ গোবিন্দচন্দ্রের মহিষী কুমারদেবীর শিলালিপিতে[৮৩] উল্লিখিত পীঠী প্রদেশ বর্ত্তমান গয়া জেলার প্রাচীন নাম এবং এবং খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এই প্রদেশ সেন উপাধিধারী দুইজন রাজার অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ তাঁহারা লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত অব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই শিলালিপি হইতে আরও প্রমাণ হইতেছে যে, ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর ও নালন্দা (বর্ত্তমান বিহার নগর ও বড়্‌গাঁও গ্রাম) এবং বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইলেও বুদ্ধগয়া ধ্বংস হয় নাই এবং তথায় বুদ্ধসেনের পুত্র জয়সেন ১২০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

(৮১) Journal of the Bihar and Orissa Research Society, vol. IV, pp. 266. 11.

(৮২) রামচরিত, ২।৫ টীকা।

(৮২) Epigraphia Indica, vol. IX, p. 323.

পরিশিষ্ট (ঞ)

সেন-রাজবংশ :—

বীরসেন

সামন্তসেন

হেমন্তসেন = যশোদেবী

|

বিজয়সেন = বিলাসদেবী (শূর রাজবংশের কন্যা)

|

বল্লালসেন = রামদেবী (চালুক্যবংশের কন্যা)

|

লক্ষ্মণসেন = তাড়াদেবী বা তান্দ্রাদেবী

|

মাধবসেন | কেশবসেন | বিশ্বরূপসেন

স্বর্গগত ভিন্সেট স্মিথ বলেন যে, বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত 'বীর' নরকের বংশজাত বীরবাহু, (Early History of India, 3rd Edition, p. 422)। বীরবাহুর পুত্রের নাম বলবর্ম্মা। বলবর্ম্মার একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। (Report on the Progress of Historical Research in Assam, p. 11)। ইহার অক্ষর দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বলবর্ম্মার পিতা কখনই একাদশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন না। পরম শ্রদ্ধাস্পদ ৺মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন (Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. New Series, vol. I, p. 47,) যে, বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত রাঘব, অনন্তবর্ম্মা চোড়গঙ্গের পৌত্র (Epigraphia Indica, vol. VI, App. 1, p 17)

দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর :—

দানসাগরের কয়েকখানি পুঁথিতে গ্রন্থ রচনার কালবাচক নিম্নলিখিত শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায় :—

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনেন পূর্ণে।
শশিনবদশমিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥

বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ে রক্ষিত একখানি পুঁথিতে এবং বিলাতে ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত আর একখানি পুঁথিতে এই শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশ্বকোষ কার্য্যালয়ের পুঁথিতে এতদ্ভিন্ন আরও দুইটি শ্লোক আছে :—

রবিভগনাঃ শররশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যান্তে।
ক্রমোশোঽত্র সংপরিদাস্তদান্তা বৎসরা পঞ্চ॥
তদেবমে কসবত্যধিকবর্ষসহস্রারেঽদ্ধিতে শাকে
সংবৎসরাঃ শতন্তি বিশ্ব দারভ্য চ।

এই শ্লোকদ্বয় সকল পুঁথিতে দেখিতে পাওয়া যায় না। অদ্ভুতসাগর রচনাকাল সম্বন্ধে কোন পুঁথিতে একটি শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় যায় :—

শাকে খনবখেন্দ্বাখ্যে আরেভেঽদ্ভুতসাগরম্।
গৌড়েন্দ্রকুঞ্জরালানস্তম্ভবাহুর্মহিপতিঃ॥

দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরের সমস্ত পুঁথিতে যখন এই শ্লোকগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না, তখন এইগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। এই গ্রন্থদ্বয়ের যতগুলি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার কোনখানিই দুই তিন শত বৎসরের অধিক পুরাতন নহে। ইহার প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সমসাময়িক খোদিতলিপির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ বিজ্ঞানসম্মত-প্রণালী-অনুমোদিত নহে।

ডাঃ হর্ণ্‌লি এই সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

"I thak you very much for the offprint of your paper on Lakshmana Sena, which I received by this week's mail. It is a very interesting and scholarly paper, and I am quite-disposed to agree with pour argumetation regarding the true date of Laksemana Sena's death.

You are certainly right in saying that contemporary Epigraphicel records are worth more than more or less modern copies of literary works......This too, however, is a minor point ; and as I said I think you are right in your general argument. It is a real pleasure to meet with such scholarly historical research on which I congratulate you.

—Letter, dated, 3rd January, 1914.

পরম স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদার সম্প্রতি লক্ষ্মণসেনের অব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণাব্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্মণসেনের রাজ্যকাল হইতে গণিত।—**Indian Antiquary, vol. XLIII, 1919, pp. 171-76.**

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ গোবিন্দপুরে আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের দুইখানি ফটোগ্রাফ গ্রন্থের একাদশ পরিচ্ছেদ মুদ্রণকালে গ্রন্থকারকে দিয়াছিলেন। তর্পণদীঘির ও আনুলিয়ার তাম্রশাসনের ন্যায় এই তাম্রশাসনখানাও লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা লক্ষ্মণসেনের অন্যান্য তাম্রশাসনের ন্যায় বিক্রমপুর সমবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত এবং মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্ত এই তাম্রশাসনের দূতক। এই তাম্রশাসনদ্বারা লক্ষ্মণসেনদেব বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত পশ্চিম খাটিকায় বেতড্ড চতুরঙ্কে ৬০ দ্রোণ ১৭ উন্মান ভূমি বাৎস্যগোত্রীয়

শ্রীব্যাসদেব শর্ম্মাকে প্রদান করিয়াছিলেন। তখন এক দ্রোণ পরিমাণ ভূমির বাৎসরিক আয় ১৫ পুরাণ বা রজত মুদ্রা ছিল এবং এক নলের পরিমাণ ৬৫ হস্ত ছিল। বেতড্ড বর্ত্তমান হাওড়া জেলায় অবস্থিত বেতড় গ্রাম। বেতড় কলিকাতার উৎপত্তির পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত একটি বিখ্যাত গঞ্জ ছিল। বড় বড় বিলাতী জাহাজ ভাগীরথী বহিয়া সপ্তগ্রাম পর্য্যন্ত পৌছিতে পারিত না বলিয়া বেতড়ে আসিয়া নঙ্গর করিত এবং বিলাতী জাহাজ ভারতীয় মালবোঝাই করিয়া চলিয়া গেলে লোকে বাজার পুড়াইয়া দিয়া চলিয়া যাইত। গঙ্গার দক্ষিণে ও ভাগীরথীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূখণ্ডের নাম বর্দ্ধমানভুক্তি। এই তাম্রশাসনে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, কারণ প্রদত্ত ভূমির পূর্ব জাহ্নবী। পূর্বে বল্লালসেনের তাম্রশাসনে প্রদত্ত উত্তর-রাঢ়ামণ্ডলের বাল্লহিট্টগ্রাম সীমায় বর্দ্ধমানভুক্তিতে অবস্থিত।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য "লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার পূর্বপুরুষগণের তারিখ" সম্বন্ধে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই প্রবন্ধে দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, দানসাগরে ও অদ্ভুতসাগরে বল্লালসেনের যে তারিখ দেওয়া আছে তাহাই ঠিক কারণ লক্ষ্মণসেনের বন্ধু ও সামন্ত বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস রচিত "সদুক্তিকরণামৃত" ১২০৬ খৃষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ইহা বুঝাইতে পারেন নাই যে, লক্ষ্মণসেন যদি ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তাঁহার বন্ধু ও সমকালীন ব্যক্তির পুত্র ১২০৬ খৃষ্টাব্দে কেন গ্রন্থ রচনা করিতে পারিবেন না? এই ভট্টাচার্য্য মহাশয় মিথিলার কর্ণাটক-বংশের রাজা নান্যদেবের তারিখ সম্বন্ধে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তাহার মূল সন্ধান করিয়া পান নাই অথচ তাহা স্বীকার করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই। "পাল-রাজবংশের তারিখ" নামক প্রবন্ধে এই ভট্টাচার্য্য মহাশয় "শেখশুভোদয়ার" রামপালের মৃত্যুকালবাচক একটি শ্লোকের পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া যেরূপ হাস্যাস্পদ হইয়াছেন, "দানসাগর" ও "অদ্ভুতসাগর" বল্লালসেনের রচনা বলিয়া প্রমাণ করিতে গিয়া ততোধিক হাস্যাস্পদ হইয়াছেন। দানসাগর ও অদ্ভুতসাগর কিজন্য বল্লালসেনের রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না তাহার প্রমাণ গ্রন্থ মধ্যে প্রদত্ত হইয়াছে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় এমন কোন প্রমাণই দেখাইতে পারেন নাই যাহার জন্য লোকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইবে যে, লক্ষ্মণসেন ১১১৯ খৃষ্টাব্দে জন্মিয়াছিলেন এবং ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ, শ্রীমান্ ননীগোপাল মজুমদারের প্রবন্ধের পরে প্রকাশিত হইয়াছে বটে কিন্তু ইহাতে নূতন প্রমাণ বা যুক্তি কিছুই নাই। —Indian Antiquary, vol. XLIX, 1921, pp. 189-193.—A Chronology of the Pala Dynasty of Bengal; Date of Lakshmanasena and his predecessors—Indian Antquary, vol. LI; 1922, pp. 145-48, 153-58.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

মুসলমান-বিজয়

দিল্লীর তোমর-রাজবংশ—পৃথ্বীরাজ—তিরৌরীর যুদ্ধ—মহম্মদ-বিন্-সামের গাহড়্-বালরাজ্য আক্রমণ—জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যু—হরিশ্চন্দ্র—জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জের স্বাধীনতা—বেলখরা-স্তম্ভলিপি—নায়ক বিজয়কর্ণ—গোবিন্দপাল—দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মগধের অবস্থা—গোবিন্দপালের রাজ্যকালে লিখিত পুঁথি—গোবিন্দপালের বিনষ্ট রাজ্য—মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার—উদ্দণ্ডপুরের যুদ্ধ—মগধ-বিজয়—নালন্দা ও বিক্রমশিলা ধ্বংস—মাধবসেন—বিশ্বরূপসেন—কেশবসেন—নদীয়া-বিজয়-কাহিনী—গৌড়ে মুসলমানাধিকারের প্রকৃত ইতিহাস।

উদভাণ্ডপুরের ষাহি-রাজ্যের অবসানে, সমগ্র পঞ্চনদ গজনীর মুসলমান-রাজগণের পদানত হইয়াছিল। মহ্মুদের মৃত্যুর পর সবুক্-তিগীনের বংশধরগণ ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়িলেন। সেই সময় আফগানিস্থানের আর একটি পার্বত্য উপত্যকায় একটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইল। এই উপত্যকার নাম গোর। ইংরাজী ইতিহাস-দর্শনে যে সমস্ত গ্রন্থ রচিত হইয়াছে, তাহাতে এই উপত্যকা ঘোর নামে পরিচিত। গোরের পার্বত্য উপত্যকার অধিপতিগণ ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সমস্ত আফগানিস্থানে অধিকার বিস্তার করিলেন, অবশেষে মহ্মুদের বংশধরগণকে গজনী পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহারা পঞ্চনদে আসিয়া লাহোরে রাজধানী স্থাপন করিলেন। উদভাণ্ডপুরের ষাহীয়গণ যেমন দশম ও একাদশ শতাব্দীতে উত্তরাপথের প্রতীহার-রক্ষক হইয়াছিলেন, খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে মহ্মুদের বংশধরগণ সেইরূপ আর্য্যাবর্ত্তের তোরণ-রক্ষায় নিযুক্ত ছিলেন। এই সময়ে পঞ্চনদের পূর্বে ও দক্ষিণ-সীমান্তসংলগ্ন ভূখণ্ডে কোন্ রাজবংশের অধিকার ছিল, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। রাজপুতজাতির চারণের গাথা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পঞ্চনদের মুসলমান রাজ্যের পূর্ব-সীমান্তে তোমর-বংশজাত রাজপুত জাতির অধিকার ছিল। ধীরে ধীরে পঞ্চনদ-রাজ্যও মহ্মুদের বংশধরগণের হস্তচ্যুত হইল; গোররাজগণ তোমর-রাজ্যের সীমান্ত পর্য্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দিল্লীর তোমর-বংশের সহিত গোর-রাজগণের বিবাদ আরম্ভ হইল। দিল্লীর তোমর-বংশের-কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। রাজপুত চারণগণের বংশাবলী তোমর-বংশের ইতিহাস গঠনের একমাত্র উপাদান।

বাঙ্গালা দেশের কুলশাস্ত্রের ন্যায় রাজপুতচারণগণের বংশাবলীও ভ্রমপরিপূর্ণ এবং কল্পনাপ্রসূত। এখন আর কেহ বিশ্বাস করে না যে, মেবারের রাণাগণ সূর্য্যবংশ-সম্ভূত ভগবান রামচন্দ্রের বংশজাত। শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর প্রমাণ করিয়াছেন যে, রাণা-বংশের আদিপুরুষ জনৈক নাগর-ব্রাহ্মণের ঔরসে হীন-জাতীয়া রমণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন১। এখন আর কেহ বিশ্বাস করেন না যে, যোধপুরের রাঠোর রাজবংশ কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্রের বংশসম্ভূত। যোধপুর রাজবংশের আদিপুরুষের সহিত কান্যকুব্জের গাহড়বাল-বংশের শোণিতসম্পর্ক ছিল না২। পঞ্চনদের রোহতক জেলায় পালাম নামক গ্রামে আবিষ্কৃত ১৩৩৭ বিক্রমাব্দে (১২৮০ খৃষ্টাব্দে) সুলতান গিয়াস্-উদ্দীন্ বল্‌বনের রাজত্বকালে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উক্ত প্রদেশে প্রথমে তোমর-জাতির অধিকার ছিল; পরে উহা চৌহান বা চাহমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল৩। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চাহমান রাজ বীসলদেব তোমর-রাজগণকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করিয়াছিলেন৪। তোমর ও চাহমান-বংশীয় দিল্লীপতিগণ পঞ্চনদেরমুসলমান-রাজগণের আক্রমণে সর্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। সময়ে সময়ে মুসলমান-সেনাপতিগণ দিল্লীর অধিকার পার হইয়া কান্যকুব্জের গাহড়বাল-বংশীয় রাজগণের অধিকার আক্রমণ করিতেন। গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র, আমীর (সংস্কৃত হম্মীর) উপাধিধারী কোন সেনাপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন৫।

পঞ্চনদ অধিকৃত হইলে গোর-রাজগণ উত্তরাপথের মধ্যদেশের প্রতি লোলুপ

(১) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. V, 1909, pp, 67-87,

(২) Indian Antiquary, vol XL, 1912, p. 183,

(৩) Journal of the Asiatic Sosiety of Bengal, 1874, vol, XLIII, P, 108,

(৪) V, A, Smith—Early History of India, 3rd Edition. p, 387; কেহ কেহ এই কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহেন।

(৫) অজনি বিজয়চন্দ্রো নাম তস্মান্নরেন্দ্রঃ
সুরপতিরিব ভূভৃৎপক্ষবিচ্ছেদদক্ষঃ
ভুবনদলনহেলাহর্ম্যহম্মীরনারী
নয়নজলদধারা-শান্তভূলোকতাপঃ ॥১০

—Epigraphia Indica, vol, IV, p, 119,

দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন। এই সময়ে চাহমান-বংশীয় দ্বিতীয় পৃথ্বীরাজ দিল্লীর সিংহাসনে আসীন ছিলেন। তিনি মহোবার চন্দেল্লবংশীয় পরমর্দ্দিদেবকে পরাজিত করিয়া মহোবা দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন৬ এবং বার বার মুসলমান সেনাপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই সময়ে পৃথ্বীরাজের চেষ্টাতে উত্তরাপথের মুসলমান-বিজয় কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত ছিল। বারংবার মুসলমান কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চাহমান-বীর ক্রমশঃ অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তখন অন্যান্য আর্য্যাবর্ত্ত-রাজগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সাহায্যার্থে অগ্রসর হন নাই। স্মিথ বলিয়াছিলেন যে, মুসলমানগণের আক্রমণের আশঙ্কায় আর্য্যাবর্ত্তরাজগণ কিয়ৎকালের জন্য গৃহ-বিবাদ স্থগিত রাখিয়া মুসলমানগণের বিরুদ্ধে একত্র দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন৭; কিন্তু এই উক্তি কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হয় নাই। আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজা পৃথ্বীরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দের পাণিপথের প্রাচীন যুদ্ধক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র-শক্তি যখন সমবেত মুসলমান-রাজগণের চেষ্টায় বিধ্বস্ত হইয়াছিল, তখনও রাজপুতরাজগণ হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অস্ত্রধারণ করেন নাই। জাঠগণ মহারাষ্ট্রীয়গণকে সাহায্যের পরিবর্ত্তে বারংবার তাঁহাদিগের শিবির লুণ্ঠন করিয়া আহ্‌মদ শাহ আব্‌দালীর সাহায্য করিয়াছিল। সেইরূপ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ-পাদে মুসলমানগণের আক্রমণে চাহমান-রাজ যখন আত্মরক্ষার জন্য কাতর হইয়াছিলেন তখন পূর্ব্বকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য চন্দেল্ল-রাজ নিশ্চিন্তমনে কালঞ্জর দুর্গে দিনযাপন করিতেছিলেন। গর্ব্বিত গোবিন্দচন্দ্রের পৌত্র জয়চ্চন্দ্র তাঁহার সাহায্যার্থ অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য মনে করেন নাই, মগধে পাল-রাজবংশের শেষ রাজা আত্মরক্ষার চিন্তায় ব্যস্ত ছিলেন এবং গৌড়ের সেন-বংশীয় রাজা অধিকার-বিস্তারের চিন্তায় অথবা কবিতা রচনায় দিবস অতিবাহিত করিতেছিলেন। ১১৯২ খৃষ্টাব্দে পৃথ্বীরাজ গোর-রাজ মহম্মদ্-বিন্-সামকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবৎসর তিনি স্বয়ং পরাজিত হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে দিল্লী হইতে আজমীর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকার করিতে মুসলমান-বিজেতৃগণকে বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল, আজমীর

---

(৬) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Editjon, p. 387.

(৭) V. A. Smith, Early History of India, 3rd Edition, p. 389.

জয় করিতে দুইটি স্বতন্ত্র অভিযানের আবশ্যক হইয়াছিল। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতা হেমরাজ আমরণ রাজধানী রক্ষা করিয়াছিলেন৮, এ কথা মুসলমান ঐতিহাসিকগণও স্বীকার করিয়াছেন। বিজেতৃগণ আজমীর অধিকার করিয়া পৃথ্বীরাজের দাসী-পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। সুলতান মহম্মদের প্রতিনিধি কুতব্-উদ্দীন্‌কে পুনরায় আজমীর জয় করিতে হইয়াছিল। দিল্লী ও আজমীর হস্তগত করিয়া সুলতান মহম্মদ্ বিস্তৃত সমৃদ্ধ গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, কান্যকুব্জ-রাজ জয়চন্দ্র সংযুক্তা-হরণের জন্য চাহমান-রাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তিনি মুসলমান-রাজের সহিত সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া একই সময়ে পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ গোর-রাজ মহম্মদ্-বিন্-সাম্ পরবৎসর গাহড়বাল-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাজ্-উল্-মাসির, তবকাত্-ই-নাসীরী এবং কামিল্-উৎ-তবারিখ্ নামক ইতিহাসত্রয়ে গোর-রাজ কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ-রাজ্য বিজয়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহার মধ্যে সদর্-উদ্দীন্ মহম্মদ্-বিন্-হসন্ নিজামীর তাজ্-উল-মাসির গ্রন্থ কান্যকুব্জ-রাজ্য জয়ের একাদশ বর্ষ পরে আরম্ভ হইয়া ১২২৮ খৃষ্টাব্দে শেষ হইয়াছিল। তাজ্-উল্-মাসিরের বিবরণ এই গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশদ৯।

"কিয়ৎকাল দিল্লীতে অবস্থান করিয়া কুতব্-উদ্দীন্ ৫৯০ হিজিরাব্দে (১১৯৪ খৃস্টাব্দে) পবিত্র-সলিলা জুন (যমুনা) নদী পার হইয়া কোল ও বারাণসীর দিকে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তিনি ভারতের দুর্গসমূহের মধ্যে বিখ্যাত কোল দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। দুর্গ-রক্ষীদিগের মধ্যে যাহারা বুদ্ধিমান ছিল, তাহারা ইসলাম-ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, কিন্তু যাহারা পূর্ব্বধর্ম্মানুরাগ ত্যাগ করিতে পারিল না, তাহারা নিহত হইল। সেইস্থানে গজনী হইতে সুলতান মহম্মদ গোরীর আগমন-সংবাদ পাওয়া গেল। কুতব্-উদ্দীন্ সুলতানের সহিত মিলিত হইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয়ের সেনা একত্র হইলে দেখা গেল যে, পঞ্চাশৎ সহস্র বর্ম্মাবৃত অশ্বারোহী সেনা একত্রিত হইয়াছে। এই সৈন্য লইয়া তাঁহারা কাশী-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। মহম্মদ-বিন্-সাম্, কুতব্-উদ্দীন্‌কে সহস্র অশ্বারোহী লইয়া অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। এই সৈন্য শত্রুসেনা আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করিল। কাশী-রাজ

(৮) Elliot's History of India, vol. II, p. 225.
(৯) Ibid., pp. 215-35.

তাঁহার রণদক্ষ হস্তিসমূহের গর্ব করিতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হস্তিপৃষ্ঠে বসিয়া শরাঘাতে নিহত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ছিন্ন শীর্ষ শূলবিদ্ধ হইয়া রাজসকাশে নীত হইয়াছিল"[১০]।

মুসলমান ঐতিহাসিকগণ জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গাহড়-বাল-রাজ্যের ইতিহাস শেষ করিয়াছেন। জয়চ্চন্দ্রের পরে কান্যকুব্জের অন্ত কোন গাহড়বাল-বংশীয় রাজার অস্তিত্বের কথা তাঁহাদের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না। একখানি শিলালিপি এবং নবাবিষ্কৃত একখানি তাম্রশাসন হইতে জয়চ্চন্দ্রের পুত্র কান্যকুব্জ-রাজ হরিশ্চন্দ্রের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। হরিশ্চন্দ্র নামক জয়চ্চন্দ্রের এক পুত্রের অস্তিত্বের কথা জয়চ্চন্দ্রেরই দুই-খানি তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৮৯২ খৃস্টাব্দে বারাণসীতে বরণা-সঙ্গমের নিকটে কমৌলি গ্রামে একবিংশতি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কামরূপ-রাজ বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অন্যতম। ইহার মধ্যে একখানি তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৩২ বিক্রমাব্দে ভাদ্র বদি অষ্টমীতে রবিবারে রাজপুত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্রদেবের জাতকর্ম্ম উপলক্ষে রাজপুরোহিত প্রহরাজ-শর্ম্মা একখানি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন[১১]। ডাক্তার কিলহর্ণের গণনানুসারে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট তারিখে জয়চ্চন্দ্রদেবের পুত্র হরিশ্চন্দ্রদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন[১২]। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে কাশীজেলায় সিহবর গ্রামে একখানি তাম্র-শাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, ১২৩২ বিক্রমাব্দে ভাদ্র-মাসে শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে রবিবারে জয়চ্চন্দ্র বারাণসীতে গঙ্গাস্নান করিয়া রাজপুত্র শ্রীহরিশ্চন্দ্রদেবের নামকরণোপলক্ষে একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন[১৩]। ডাক্তার কিলহর্ণের গণনানুসারে ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে হরিশ্চন্দ্রের জন্ম হইয়াছিল[১৪]; ৫৯০ হিজিরাব্দে মহারাজ জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যু হইয়াছিল। ৫৯০ হিজিরাব্দ ১১৯৩ খৃষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর আরম্ভ হইয়া ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর শেষ হইয়াছিল[১৫]। অতএব পিতার মৃত্যুকালে হরিশ্চন্দ্রদেবের বয়স মাত্র অষ্টাদশ বর্ষ হইয়াছিল। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক কিরূপে

(১০) Elliot's History of India. vol. II. p. 223.
(১১) Epigaphia Indica, vol. IV, p. 127.
(১২) Ibid, vol. V, App. p. 24, No. 164.
(১৩) Indian Antiquary, vol. XVIII, p. 131.
(১৪) Epigraphia Indica, vol. V, App. p. 24. No. 164.

জয়োল্লাসোন্মত্ত দুর্দ্ধর্ষ মুসলমান-সেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাহা কোন চারণের গাথায় অথবা কোন ঐতিহাসিকের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নাই। পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পরে যখন দলে দলে আফগান ও তুরস্ক-সেনা উত্তরাপথ আচ্ছন্ন করিতেছিল, যখন অতি প্রাচীন চিরস্মরণীয় রাজবংশসমূহের পতন-সংবাদ প্রতিদিন শ্রুত হইত, তখন কাশী-কুশীকোত্তর-ইন্দ্রস্থান প্রভৃতি তীর্থ-সমন্বিত বিশাল গাহড়বাল-সাম্রাজ্যের বিস্তৃত সীমান্ত রক্ষা করা যুদ্ধ-বিদ্যায় পক্বকেশ সেনাপতির পক্ষেও দুরূহ ছিল। এই অবস্থায়, পিতার মৃত্যুর পরে ছয় বৎসরকাল হরিশ্চন্দ্র কিরূপে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু ইহা স্থির যে, ১২০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হরিশ্চন্দ্রদেব উত্তরাপথের একজন স্বাধীন নরপতি ছিলেন। ১২৫৩ বিক্রমাব্দে হরিশ্চন্দ্রদেব পমহৈ গ্রাম জনৈক ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন১৬। এই তাম্রশাসনখানি তিন বৎসর পরে, ১২৫৭ বিক্রমাব্দে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) সম্পাদিত হইয়াছিল১৭। ইহার পরে হরিশ্চন্দ্রদেবের অস্তিত্বের আর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই তাম্রশাসন হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, জয়চ্চন্দ্রদেবের মৃত্যুর পরে সমস্ত গাহড়বাল-সাম্রাজ্য মহম্মদ-বিন্-সামের পদানত হয় নাই। জয়চ্চন্দ্রের পুত্র যথাসাধ্য আত্মরক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। গাহড়বাল-সাম্রাজ্যের রাজধানী কান্যকুব্জ নগর সুলতান শমস্-উদ্দীন্ আল্তামশের রাজত্বকালে মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। আল্তামশ কান্যকুব্জ-বিজয় স্মরণার্থ নূতন প্রকারের রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন১৮। মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজ্ প্রণীত তবকাৎ-ই-নাসীরীতে কথিত আছে যে, আল্তামশের রাজত্বকালে লক্ষাধিক মুসলমান-নিহন্তা অযোধ্যাবাসী বর্ত্তু বা বৃতু পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন১৯। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, জয়চ্চন্দ্রের মৃত্যুর পরেই গাহড়বাল-বংশের অধিকার

(১৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, App. A.

(১৬) Epigraphia Indica, vol. X. p. 93.

(১৭) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. VIII, p. 762.

(১৮) Ibid, p. 768; Catalogue of Coins in the Indian Museum, Calcutta, vol. II, pt. 1. p. 21, No. 39.

(১৯) Tabaqat-i-Nasiri (Raverty's Trans.), pp. 628-29.

শেষ হয় নাই এবং মুসলমানগণ গঙ্গার দক্ষিণ তীরবর্ত্তী ভূখণ্ড মাত্র অধিকার করিয়াছিলেন। গঙ্গার দক্ষিণতীরেও কান্যকুব্জ-রাজের সামন্তগণ ১১৯৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুসলমানগণের অধীনতা স্বীকার করেন নাই। ১২৫৩ বিক্রমাব্দে (১১৯৭ খৃষ্টাব্দে) চুণারের আট ক্রোশ দূরবর্ত্তী বেলখরা গ্রামে কান্যকুব্জরাজের সামন্ত রাণক বিজয়কর্ণ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন[২০]। উক্ত বর্ষে রাউত শকরুক একটি শিলাস্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই স্তম্ভলিপিতে হরিশ্চন্দ্র-দেবের নাম নাই। "শ্রীমদ্ধরিশ্চন্দ্রদেবস্য বিজয়রাজ্যে" ইত্যাদি পদের পরিবর্ত্তে "শ্রীমদ্‌কন্যকুব্জ বিজয়রাজ্যে" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, কান্যকুব্জের গাহড়বাল-বংশের অধিকার তখন ধ্বংসোন্মুখ, মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ মুসলমান কর্ত্তৃক অধিকৃত হওয়ায় রাণক বিজয়কর্ণ জানিতে পারেন নাই যে, জয়চ্চন্দ্রের পুত্র হরিশ্চন্দ্র তখনও জীবিত আছেন এবং কান্যকুব্জ নগর তখনও শত্রুহস্তগত হয় নাই। স্বামিভক্ত বিজয়কর্ণ তখনও গাহড়বাল-বংশের স্বামিত্ব অস্বীকার করেন নাই এবং সেইজন্যই "শ্রীমদ্‌কান্যকুব্জবিজয়রাজ্যে" পদ ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন।

গোবিন্দচন্দ্রের পুত্র বিজয়চন্দ্র মগধ ও করুষদেশের অধিকাংশ স্বীয় অধিকার ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময়ে রোহিতাশ্ব দুর্গের নিকটস্থিত জাপিল গ্রামের মহানায়কগণ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিলেন। জাপিলীয় মহানায়ক প্রতাপ-ধবল খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। এই বংশের সর্ব্বপ্রাচীন খোদিতলিপি খৃষ্টীয় ১১৫৮ অব্দে খোদিত হইয়াছিল[২১]। রোহিতাশ্ব দুর্গে আবিষ্কৃত একখানি অপ্রকাশিত শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, প্রতাপধবল দুর্গমধ্যে কতকগুলি কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন[২২]। ১১৫৮ খৃষ্টাব্দের শিলালিপি আরা জেলায় ভুত্রাহি জলপ্রপাতের নিকটে উৎকীর্ণ আছে। উক্ত জেলায় তারাচণ্ডী নামক স্থানে প্রতাপধবলের আর একখানি শিলালিপি আছে[২৩]। এই সমস্ত শিলালিপিতে কান্যকুব্জ-রাজ্যের কোন

(২০) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. VII, p. 763, pl. X.

(২১) Epigraphia Indica, vol. IV, p. 311.

(২২) Ibid, vol. V, App. p. 22, No. 152.

(২৩) Journal of the American Oriental Socity, vol. VI, p. 547.

উল্লেখই দেখিতে পাওয়া যায় না।, কিন্তু তারাচণ্ডীর শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, কয়েকজন ব্রাহ্মণ কান্যকুব্জ-রাজ বিজয়চন্দ্রদেবের দেউ নামক জনৈক দাসকে উৎকোচ দ্বারা বশীভূত করিয়া কলহণ্ডী এবং বড়পিলা নামক গ্রামদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছে। এই শিলালিপি দ্বারা প্রতাপধবলদেব জনসাধারণকে অবগত করাইতেছেন যে, পূর্বোক্ত গ্রামদ্বয়ের রাজস্ব পূর্ববৎ সংগৃহীত হইবে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, মহানায়ক প্রতাপধবলদেব সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন না। কান্যকুব্জ-রাজগণ তাঁহার অধিকারস্থিত গ্রামগুলি যাহাকে ইচ্ছা দান করিতে পারিতেন। বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চ্চন্দ্রদেবের অধিকার পূর্বে গয়া অবধি বিস্তৃত ছিল; কারণ, ১২৪০ হইতে ১২৪৯ বিক্রমাব্দের মধ্যে (১১৮৩—১১৯২ খৃষ্টাব্দ) কোন সময়ে উৎকীর্ণ জয়চ্চন্দ্রদেবের নামযুক্ত একখানি শিলালিপি বুদ্ধগয়ায় আবিষ্কৃত হইয়াছে২৪। এই সময়ে মগধের অধিকার লইয়া পাল, সেন ও গাহড়বাল-বংশীয় রাজগণের বিবাদ চলিতেছিল। পূর্বে কথিত হইয়াছে যে, ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্রের মুদ্গগিরি বা মুঙ্গের পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে পাটনা জেলায় বিহার মহকুমায় অবস্থিত নালন্দানগর গোবিন্দপাল নামক জনৈক নরপতির অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত বর্ষে নালন্দায় লিখিত একখানি 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' লণ্ডনের রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে; এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় লিখিত আছে যে, ইহা নালন্দায় গোবিন্দপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল।

"পরমেশ্বরপরমভট্টারকপরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌গোবিন্দপাল-দেবস্য বিজয়রাজ্যে সম্বৎসরে ৪ শৃঙ্গোদকগ্রামবাস্তব্য শ্রীমন্নালন্দ.........মস্তু সর্বজগতাম২৫॥"

গোবিন্দপালদেবের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে ১১৬৫ খৃষ্টাব্দে পতিত হইয়াছিল, কারণ ১২৩২ বিক্রমাব্দে গয়ায় উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, উহা গোবিন্দপালদেবের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল২৬। ১১৭০

২৪) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1880, p. 77.

(২৫) Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. VIII 1876, p. 3.

খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া সেন-বংশীয় রাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল ; কারণ উক্ত বর্ষে সপাদ-লক্ষদেশের রাজা অশোকচল্লদেবের মহাবোধি মন্দিরের একখানি শিলালিপিতে লক্ষ্মণাব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে২৭। ১১৮৩ হইতে ১১৯২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে বুদ্ধগয়া কান্যকুব্জ-রাজ জয়চ্চন্দ্রের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধগয়া পুনরায় সেন-রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল ; কারণ উক্ত বর্ষে উৎকীর্ণ সপাদলক্ষ-রাজ অশোকচল্লের কনিষ্ঠভ্রাতা দশরথের শিলালিপিতে পুনরায় লক্ষ্মণাব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়২৮। ইহার পরে মগধদেশ মুসলমান-নায়ক মহম্মদ্-ই-বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে জর্জরিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বৎসরদ্বয়ে মগধ ও গৌড় মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর মগধাধিপ গোবিন্দপাল কে? এবং পাল-রাজবংশের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ ছিল কিনা, তাহা নির্ণয় করিবার কোন উপায়ই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পাল উপাধি, "পরমেশ্বরপরমভট্টারক, মহারাজধিরাজ" ইত্যাদি সম্রাটপদবী এবং বৌদ্ধধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগসূচক "পরমসৌগত" বিশেষণ দেখিয়া অনুমান হয় যে, তিনি রাজবংশসম্ভূত ছিলেন। নালন্দায় লিখিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা' পুথি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহার চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে নালন্দানগর তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল২৯। ১১৭৫ খৃষ্টাব্দেও তিনি তিনি জীবিত ছিলেন ; কারণ, উক্ত বর্ষে উৎকীর্ণ গদাধর-মন্দিরের শিলালিপিতে তাঁহার রাজ্যাঙ্ক উল্লিখিত হইয়াছে। এই শিলালিপিতে বিক্রমাব্দের ব্যবহার আছে, তাহা সত্ত্বেও গোবিন্দপালের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কের উল্লেখ৩০ দেখিয়া বুঝিতে পারা যে, গোবিন্দপাল তখন জীবিত ছিলেন ; কিন্তু গয়ানগরী তখন তাঁহার হস্তচ্যুত হইয়াছিল। গয়া বোধ হয় ১১৭৫ খৃষ্টাব্দের অব্যবহিত পূর্ব্বে গোবিন্দপালের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহা না হইলে বিক্রমাব্দের ব্যবহার সত্ত্বেও গদাধর মন্দিরের শিলালিপিতে গোবিন্দপালের নাম ব্যবহৃত হইল কেন? খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে

(২৬) Epigraphica Indica, vol. V, App. p. 24. No. 166; Memoirs of the Asiatic Society ot Bengal, vol. V, p. 109.

(২৭) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৪।

(২৮) বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৭শ ভাগ, পৃঃ ২১৬।

(২৯) Journal of the Royal Asiatic Society, New Series, vol. VIII, p. 3.

লিখিত বহু বৌদ্ধগ্রন্থে গোবিন্দপালদেবের রাজ্যাঙ্কের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় :—

(১) কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা'; ইহার শেষপত্রে লিখিত আছে—"দেয়-ধর্ম্মোয়ং প্রবরমহায়ান (যায়ি) নঃ থানোদকীয় যশরাপুরাবস্থানেবং॥ দানপতি ক্ষান্তিরক্ষিতস্য যদত্র পুণ্যস্ত-স্তবত্যাচার্য্যোপাধ্যায়মাতাপিতৃপূর্ব্বং গমং কৃত্বা সকলসত্ত্বরাশেরনুত্তরজ্ঞানফলাবাপ্তয় ইতি। শ্রীমদ্‌গোবিন্দ পালদেবস্যাতীতসম্বৎস ১৮ কার্ত্তিক দিনে ১৫ চঙ্গড়পাটকাব-স্থিত থানোদ কীয়যশরাপুরে আচার্য্যপ্রজ্ঞায়ু........"

(২) কলিকাতার এসিয়াটীক সোসাইটীর গ্রন্থাগারে রক্ষিত অমরকোষের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

"লিঙ্গসংগ্রহঃ সমাপ্তঃ পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ শ্রীগোবিন্দ পালীয় সম্বৎ ২৪ চৈত্র শুদি ৮ শুভমস্তু সর্ব্বজগতাম্ ইতি৩১।"

(৩) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'গুহ্যাবলীবিবৃতি' নামক গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

"গুহ্যাবলীবিবৃতিঃ॥ বিবৃতিঃ পণ্ডিতস্থবিরশ্রীঘনদেবস্য। গোবিন্দপাল-দেবানাং সং ৩৭ শ্রামণ দিনে ১১ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়াকরেণেতি৩২।"

(৪) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'পঞ্চাকার' গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

'সম্যক্‌সম্বুদ্ধভাষিতঃ পঞ্চাকারঃ সমাপ্তঃ॥ পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাম্ বিনষ্টরাজ্যে অষ্টত্রিংশৎ সম্বৎসরেঽভিলিখ্যমানে জ্যৈষ্ঠ-কৃষ্ণাষ্টম্যাং তিথৌ যত্র সং ৩৮ জ্যৈষ্ঠদিনে ৮ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়াকরেণ৩৩।"

(৩০) Cunningham's Archælogical Survey Reports, vol. III, p. 125, pl. XXXVIII, No. 18; Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, vol. V, p. 109.

(৩১) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1900, pt. 1. p. 100 No. 25.

(৩২) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge, p. 189, No. Add 1699, I.

(৫) ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত কৃষ্ণাচার্য্য বা কাহ্নপাদ-বিরচিত 'যোগরত্নমালা' গ্রন্থের শেষ পত্রে লিখিত আছে :—

"শ্রীহেবজ্রপঞ্জিকা যোগরত্নমালা সমাপ্তা ॥ কৃতিরিয়ং পণ্ডিতাচার্য্য শ্রীকাহ্নপাদানামিতি। পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ। শ্রীমদ্‌গোবিন্দপালদেবানাম সং ৩৯ ভাদ্রদিনে ১৪ লিখিতমিদং পুস্তকং কা শ্রীগয়াকরেণ৩৪।"

বেলখরাগ্রামের শিলাস্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কান্যকুব্জরাজের সম্রাটপদবীজ্ঞাপক উপাধিমালার পরিবর্ত্তে "পরমভট্টারকেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" ব্যবহৃত হইয়াছে৩৫। গোবিন্দপালের রাজ্যকালে অথবা জীবিতকালে লিখিত তিনখানি পুঁথিতে এই জাতীয় বিশেষণ দেখিতে পাওয়া যায়। এই বিশেষণ সম্বন্ধে মৃত অধ্যাপক বেণ্ডল বলিয়াছিলেন যে, কায়স্থ (লেখক) বোধ হয় সমস্ত বিশেষণ লিখিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল৩৬। স্থানবিশেষে অথবা সমগ্র রাজ্যে রাজার অধিকার লোপ বোধ হয় লেখকের রাজার সমস্ত উপাধি লিখনে অস্বীকার হইবার কারণ। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত একখানি গ্রন্থে 'বিনষ্টরাজ্যে' শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা গোবিন্দপালের ৩৮ রাজ্যাঙ্কে' অর্থাৎ— ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। এই বৎসরই মগধদেশ মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি কর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্ববৎসরও গোবিন্দপালদেব জীবিত ছিলেন; কারণ, তাঁহার ৩৭ রাজ্যাঙ্কে লিখিত গ্রন্থে 'অতীত, বিনষ্ট' অথবা "পরমেশ্বরেত্যাদি রাজাবলী পূর্ব্ববৎ" প্রভৃতি বিশেষণের ব্যবহার নাই। ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ ১১৭০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর কথা স্বীকার করেন না৩৭, কিন্তু তিনি স্বীকার করিয়াছেন যে, গোবিন্দপাল ১১৭৫ খৃষ্টাব্দে মগধের কোন স্থানে রাজত্ব করিতেছিলেন৩৮। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রমাণাভাব সত্ত্বেও বলেন যে, গোবিন্দপালদেব ১১৬০ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন৩৯। গাহড়বাল ও সেন-

(৩৩) Bendall's Catalogue of Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library. Cambridge. p. 183. No. Add, 1699, I; p. III.

(৩৪) Ibid. p. 189-90. no. Add. 1699, IV.

(৩৫) Journol and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. VII. p. 763.

(৩৬) Catalogue of University Library, Cambridge, pt. III.

রাজবংর ধ্বংসকালে গোবিন্দপালদেব বোধ হয় নানা স্থান হইতে তাড়িত হইয়া অবশেষে মুসলমানগণের হস্তে জীবন বিসর্জন দিয়াছিলেন।

সুলতান মহম্মদ্-বিন্-সাম্ কর্ত্তৃক জয়চ্চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলে কান্যকুব্জ-রাজ্য মুসলমান সেনাপতিগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। ইউরোপের মধ্যযুগের ইতিহাসে যেরূপ ফিউডাল (feudal) প্রথা প্রচলিত ছিল, নববিজিত রাজ্যে গোরীয় সুলতানগণ সেইরূপ প্রথাই-প্রচলিত করিয়াছিলেন। কোন নূতন হিন্দুরাজ্য বিজিত হইলে সুলতান পূর্বতন ভূম্যাধিকারিগণকে অধিকারচ্যুত করিয়া তাহাদিগের পরিবর্ত্তে বিশ্বস্ত সেনা-নায়কগণকে ভূমি প্রদান করিতেন। মিন্‌হাজ্-উস্-সিরাজের বর্ণনানুসারে গৌড়-মগধ-বিজেতা মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার গোর-উপত্যকার অধিবাসী ছিলেন। সুলতান মহম্মদ্ কর্ত্তৃক চৌহান ও গাহড়বাল-রাজ্য বিজিত হইলে তিনি অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। মহম্মদ্ ভারতবর্ষে আসিয়া অযোধ্যা বা আউধের নূতন ভূম্যাধিকারী মালিক্ হুসাম্-উদ্দীন্ আগল্‌বকের অধীনে সেনাদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন[৪০]। তিনি গাহড়বাল-রাজ্যের একাংশ জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জায়গীর হইতে সেনা লইয়া চতুর্দ্দিকের গ্রাম ও নগর-সমূহ লুণ্ঠন করিতেন। মিন্‌হাজ্ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, এই সময়ে মহম্মদ্ বর্ত্তমান পাটনার নিকটবর্ত্তী মনের এবং বিহার নগর পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিতে আসিতেন[৪১]। গাহড়বাল-বংশের ক্ষমতার হ্রাস হইলে গোবিন্দপালদেব বোধ হয়, মগধের পূর্বভাগে উদ্দণ্ডপুর, নালন্দা, বিক্রমশিলা প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র নগরের অধিপতি ছিলেন। পূর্বে সেন-বংশজ লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের সহিত তাঁহার প্রীতিবন্ধন ছিল না, সুতরাং মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ারের অত্যাচার নিবারণ করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহম্মদ্-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠন-লব্ধ অর্থে নূতন সেনাদল গঠন করিয়া যখন গোবিন্দপালের রাজধানী আক্রমণ করিলেন, তখন মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া নগর-রক্ষা মগধ-রাজের পক্ষে অসম্ভব দেখিয়া সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণ

(৩৭) V. A. Smith's Early History of India, 3rd Edition, p. 403.

(৩৮) Ibid, p. 401.

(৩৯) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২১৩ এবং ৩২৩।

(৪০) Tabaqat-i-Nasiri, (Trans. by Raverty), p. 549.

(৪১) Ibid, p. 550.

সধর্ম্ম ও আত্মরক্ষার্থ অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। উদ্দণ্ডপুর নগরের, গিরি-শীর্ষে অবস্থিত সঙ্ঘারাম দুর্গের ন্যায় সুরক্ষিত; এই সঙ্ঘারামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া গোবিন্দপাল মুষ্টিমেয় সেনা ও বৌদ্ধ-ভিক্ষুগণের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন৪২। সে চেষ্টা সফল হয় নাই, তখন আর্য্যাবর্ত্তের কোন রাজা মগধেশ্বরের সাহায্যার্থ অগ্রসর হন নাই। উদ্দণ্ডপুর-সঙ্ঘারাম অধিকৃত হইলে সসৈন্য গোবিন্দপালদেব নিহত হইয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-বেত্তা সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, দুর্গ অধিকৃত হইলে দেখা গেল যে, উহা একটি বিদ্যালয়; উহাতে রাশি রাশি গ্রন্থ সঞ্চিত আছে। কিন্তু তখন দুর্গ-রক্ষী সেনা ও ভিক্ষুগণ নিহত হইয়াছিল, মগধদেশে এমন কেহ ছিল না যে, বিজেতৃ-গণের কৌতূহল নিবারণার্থ ঐ সকল গ্রন্থের পরিচয় প্রদান করিতে পারে৪৩। এই-রূপে ধর্ম্মপাল ও দেবপালের বিশাল সাম্রাজ্যের অবসান হইয়াছিল। গোবিন্দপাল নিহত হইলে মগধদেশ মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের পদানত হইয়াছিল। বিজেতার আদেশে উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা-বিহারের শত শত বর্ষব্যাপী যত্নে সংগৃহীত অমূল্য পুস্তক-রাজি ভস্মীভূত হইয়াছিল। মগধ-বিজয়ের পঞ্চশত বর্ষ পরে লামা তারনাথ তুরস্কজাতীয় মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী বিজেতৃগণ কর্ত্তৃক প্রাচীন উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশিলা বিহারের ধ্বংসকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন৪৪। বিজেতৃগণের অত্যাচারে

(৪২) Muhammad-i-Bakhtyar by the force of his intrepidity threw himself into the postern of the gateway of the place, and they captured the fortress, and acquired great booty. The greater number of inhabitants of that place were Brahmans, and the whole of those Brahmans had their heads shaven ; and they were all slain—Tabaqat-i-Nasiri (Trans. by Raverty). p. 552.

(৪৩) There were great number of books there ; and when all these books came under observation of the Musalmans, they summoned a number of Hindus that they might give them information respecting the import of those book : but the whole of the Hidus had been killed. On becoming acquainted it was found that the whole of that fortress and city was a college, and in the Hindu tongue, they call a College—Bihar.—Ibid.

দলে দলে নর-নারী মগধ পরিত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী পর্বতসঙ্কুল প্রদেশের হিন্দু-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি মুসলমানগণের যত বিদ্বেষ ছিল, হিন্দুধর্ম্মের প্রতি তত অধিক ছিল না। এই সময়ে মধ্য এসিয়াবাসী বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী তুরস্কজাতি আরবগণের সাম্রাজ্য ধ্বংসার্থ অগ্রসর হইতেছিল। মুসলমান-গণ বার বার পরাজিত হইয়া পশ্চাৎপদ হইতেছিলেন। মগধ বিজয়ের অর্দ্ধ শতাব্দী মধ্যে মুসলমান-সাম্রাজ্যের রাজধানী বোগ্‌দাদ নগর বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হুলাগু খাঁ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং আরব-জাতীয় শেষ সম্রাট মুস্তাসিম্‌-বিল্লা নৃশংসভাবে নিহত হইয়াছিলেন৪৫। এইজন্যই খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এসিয়াবাসী মুসলমান-গণ বৌদ্ধগণের প্রতি অত্যন্ত বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমানগণের অত্যাচার-ভয়ে বৌদ্ধভিক্ষুকগণ অমূল্য ধর্মগ্রন্থনিচয় ও দেবমূর্ত্তিসমূহ সঙ্গে লইয়া নেপালে পলায়ন করিয়াছিলেন। এইজন্যই নেপালে পাল-রাজগণের রাজত্বকালে লিখিত বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

১১৭০ খৃষ্টাব্দের পরে ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয় গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নাম মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের এক একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্র নাথ বসু বলিয়াছেন যে, কুমায়ুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে৪৬। ফরিদপুর জেলায় মদনপাড় গ্রামে বিশ্বরূপসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে৪৭। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃ-পাতী বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে কিঞ্চিৎ ভূমি বিশ্বরূপসেনের চতুর্দ্দশ রাজ্যাঙ্কে শ্রীবিশ্বরূপ দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত হইয়াছিল। ফরিদপুর জেলার ইদিলপুর পরগণায় কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পৌণ্ডবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে তাল-পাটক গ্রাম কেশবসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে ঈশ্বরদেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে

(৪৪) Indian Antiquary, vol. IV. pp. 366-67.

(৪৫) Ameer Ali's History of the Saracens, pp. 596-97.

(৪৬) Atkinson's Kumaon, p. 516; শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু Atkinson-রচিত N, W. P. Gazetteer, vol. XII, Himalayan Districts, ৫১৬ পৃষ্ঠায় তাম্রশাসনের উল্লেখ নাই।

(৪৭) Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, part I; pp. 9-15.

প্রদত্ত হইয়াছিল৪৮। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা উভয়ে মুসলমানগণের (গর্গযবন) সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন৪৯। কান্যকুব্জ-রাজ্যের অধঃপতনের পরে দলবদ্ধ মুসলমান-সেনা যখন মগধ, অঙ্গ ও গৌড়ে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, তখন তাহাদিগেরই একদল বোধ হয় সেনবংশীয় গৌড়-রাজ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।

মগধ-জয়ের পরে মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের যশঃ, বঙ্গ ও কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল৫০। তিনি দিল্লীর সুলতান কুতব্-উদ্দীন্ কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন৫১। দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং গৌড়-রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসিগণ প্রথম তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক্ মনে করিয়াছিল। তিনি প্রাসাদে উপস্থিত হইয়া অবিশ্বাসীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় লখ্মনিয়া আহার করিতেছিলেন তিনি মুসলমানগণের আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধনরত্ন-সম্পদ্, দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন"। ইহাই ইতিহাসবেত্তা মিন্হাজ-উস্-সিরাজের বিবরণ৫২। মিন্হাজ গৌড়-বিজয়ের চত্বারিংশ বর্ষ পরে নিজাম্-উদ্দীন্ এবং সম্সাম্-উদ্দীন্ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখ্তিয়ারের বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্হাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১১৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে, অর্থাৎ গৌড়ে সম্সাম্-উদ্দীনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন৫৩।

মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ার কর্ত্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেন-রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেন রাজ্যের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপ যে সেন-বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই

(৪৮) Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, vol. X, p. 99-104.

(৪৯) শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিবীয়গর্গাগ্রণীঃ।
সগর্গযবনাম্বয়প্রলয়কালরুদ্রো নৃপঃ॥ —Ibid, p. 102

(৫০) Tabaqat-i-Nasiri, (Trans. by Raverty) p. 554.

(৫১) Ibid, p. 552.

(৫২) Ibid, pp. 55-8.

(৫৩) Ibid, p. 552.

অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা, আগমনের পথ; কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ্-ই-বখতিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণকূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ব্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ্-ই-বখতিয়ারের গৌড় বিজয়কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড়-জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড়-রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল কি না তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্তিয়ারের নদীয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে নোদিয়া পুনর্ব্বার হিন্দু-রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ মহম্মদ্-ই-বখ্তিয়ারের অর্দ্ধশতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীস্-উদ্দীন য়ুজবক্ নোদিয়া-বিজয় করিয়া বিজয়কাহিনী স্মরণার্থ নূতনমুদ্রা মুদ্রাঙ্কণ করাইয়াছিলেন৫৪। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কান্যকুব্জ বিজয়ের পরে সুলতান শমস্ উদ্দীন আলতামশ্ এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন৫৫ এবং বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান সিকন্দার শাহ কামরূপ বিজয়ের পরে স্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন৫৬ এই তমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেন-বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল। কোন্ সময়ে কিরূপে গৌড়দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গৌড়-রাজ্যবিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজ-উস্-সিরাজ্ স্বয়ং সেকথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন৫৭।

(৫৪) Catalogue of Coins ib the Indian Museum, Calcutta, vol. II, pt. II. p. 146. No. 6.
(৫৫) Catalogue of Coins in the Indian Museum. Calcutta, vol II. pt. I, p. 21.
(৫৬) Ibid, part II, p. 151, 38.
(৫৭) Tabaqat-i-Nasiri. (Reverty's Trams.), p. 558.

বর্ণানুক্রমিক নাম সুচি

ঘ

চ

য

ল

প্রাচীন মুদ্রার পরিচয়

১। সোফাইট্স-এর মুদ্রা। ২। ইউক্রেটিড্স-এর মুদ্রা। ৩। মিনাণ্ডার মুদ্রা। ৪। হারমাইওস্-এর মুদ্রা। ৫। ১ম কদ্ফিস-এর মুদ্রা। ৬। গণ্ডোফেরাস-এর মুদ্রা। ৭। সিরালাকুরার মুদ্রা। ৮। ২য় কদ্ফিস-এর মুদ্রা। ৯। কণিষ্কের মুদ্রা। ১০। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা। ১১। সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা। ১২। ২য় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা। ১৩। চন্দেলরাজ কীর্তিবর্মনের মুদ্রা। ১৪। পাণ্ড্যরাজার মুদ্রা। ১৫। চোলরাজার মুদ্রা। ১৬। পল্লব রাজগনের মুদ্রা। ১৭। চেররাজের মুদ্রা।

ভ্রম সংশোধন

বর্ণানুক্রমিক নাম সূচির প্রণয়ণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্যালি প্রুফ হইতে প্রণয়ন করা হইয়াছে, সেই কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে নাম সূচি অনুযায়ী ১ পৃষ্ঠা কম/বেশী হইতে পারে।

নাম সূচির পৃষ্ঠা সংখ্যা সংখ্যা ৩০১ হইতে পড়িবার স্থলে ২৮৯ হইতে পড়িতে হইবে। এই অনিচ্ছাকৃত ক্রটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—প্রকাশক।